বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য।

[ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, এস. আর. দাস, বিচারপতিগন, ভিভিয়ান বোস, ভগবতী, জগন্নাধাদাস, ভেঙ্কটরামা আয়ার, বিপি সিনহা এবং জাফর ইমাম]

ভারতীয় সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১৪১, ২২৬, ২৮৬(১), (২) এবং (৩)-ব্যাখ্যা দ্বারা পঠিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক)- এর নির্মাণ- অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা- সাধারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত বা ব্যাখ্যায় অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি- এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের আন্তঃরাজ্য চরিত্র নির্ণয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক কিনা- আপীলকারী সংস্থা কলকাতায় নিবন্ধিত -বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের বিহার আইন XIX)-ধারা ১৩-আবেদনকারী কোম্পানী বিক্রয় করের জন্য দায়বদ্ধ কিনা-যেখানে বিহার রাজ্যে পণ্য সরবরাহ করা হয় সেখানে ভোগের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে- অনুচ্ছেদ ২২৬- এর অধীনে পিটিশন- এর রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা-সুপ্রিম কোর্ট তার পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি সংশোধন বা পর্যালোচনা করতে সক্ষম কিনা- অনুচ্ছেদ ১৪১- এর মানে- বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭, ধারা ৩৩- আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য চলাকালীন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা- এর বৈধতা- অ্যাক্ট সম্পূর্ণ "আল্ট্রা ভাইরেজ" এবং অকার্যকর কিনা।

আপীলকারী কোম্পানি, কলকাতায় তার নিবন্ধিত অফিস এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা জেলায় তার কারখানা ও গবেষণাগার রয়েছে, তারা সেরা, ভ্যাকসিন, জৈবিক পণ্য এবং ওষুধ তৈরি ও বিক্রির ব্যবসা চালিয়েছিল। এটি বেঙ্গল ফাইন্যান্স (বিক্রয় কর) আইনের অধীনে ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এর পণ্যগুলি ভারতে এবং বিদেশে ব্যাপক বিক্রয়ের সাথে কলকাতায় আপীলকারী কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছিল। বিহারে এর কোনো এজেন্ট বা ম্যানেজার ছিল না বা সেই রাজ্যে কোনো অফিস বা পরীক্ষাগার ছিল না। বিহার সেলস ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিহার সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ১৩(৫) ধারার অধীনে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল যাতে আপীলকারী কোম্পানিকে অনুচ্ছেদনের জন্য আবেদন করতে এবং ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ এর মধ্যে একটি সময়ের জন্য রিটার্ন জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। আপীলকারী সংস্থাটি তার দায় অস্বীকার করেছে এই কারণে যে এটি বিহারের বাসিন্দা ছিল না, এটি সেখানে কোনও ব্যবসা চালায়নি এবং বিহারে এর কোনও বিক্রয় হয়নি। এটি ধারা ১৩(৫) এর অধীন নোটিশটিকে "আল্ট্রা ভাইরেজ" এবং বেআইনি হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এটি অবিলম্বে বাতিল করার জন্য বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। বিহার সেলস ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ বজায় রেখেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য কোনও রাজ্যের সমস্ত বিক্রয় যার অধীনে বিহার রাজ্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছিল সেই রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিহার বিক্রয় করের জন্য দায়বদ্ধ। শেষ পর্যন্ত আপিলকারী কোম্পানি পাটনার হাইকোর্টের সামনে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশন পেশ করে যা উপরে উল্লিখিত ত্রাণ দাবি করে। হাইকোর্ট আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় উল্লেখ করে খারিজ করে দেন। সংবিধানের ১৩২(১) অনুচ্ছেদের

অধীনে একটি শংসাপত্রের অধীনে আপিলের জন্য : --

আদেশ, (বিচারপতি) (i) অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে আবেদনটি ভুল ধারণা করা হয়েছিল বলে হাইকোর্টের বক্তব্য ঠিক ছিল না। তাই হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছে যে আবেদনকারীদের দাবি ছিল যে আইনটি, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন অনাবাসীকে ট্যাক্স দেওয়ার কথা বলেছিল তা সংবিধানের "আলট্রা ভাইরেজ"। আইনে বিভিন্ন বিধান রয়েছে যা কিছু শর্ত নির্ধারণ করে, যা ডিলারদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে বা জমা দিতে হবে। তারা সংবিধানের ১৯(১) (ছ) অনুচ্ছেদ দ্বারা ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ তৈরি করেছিল এবং এই কঠিন শর্তগুলিকে অনুচ্ছেদ ১৯ এর প্রকরণ (৬) এর অর্থের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ হিসাবে ন্যায়সঙ্গত করা যায় না এবং উপরন্তু আইনের অধীনে প্রতিকারটিকে পর্যাপ্ত বলা যাবে না এবং প্রকৃতপক্ষে অকেজো ছিল যদি এই ধরনের প্রতিকারের জন্য দেওয়া আইনটি নিজেই "আলট্রা ভাইরেজ" এবং অকার্যকর হয়:

(ii) সংবিধানে এমন কিছু নেই যা সুপ্রিম কোর্টকে তার নিজের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতে বাধা দেয় যদি আদালত তার ত্রুটি এবং জনসাধারণের স্বার্থের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়।

আদেশ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, এস.আর. দাস, বিচারপতিগন, ভিভিয়ান বোস, ভগবতী এবং জাফর ইমাম (বিচারপতিগন, জগন্নাধদাস, ভেঙ্কটরামা আয়ার এবং বি. পি. সিনহা, ভিন্নমত পোষণ করে) যে বর্তমানটি দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার জন্য উপযুক্ত মামলা ([.১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯), মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে।

আদেশ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, এস. আর. দাস, বিচারপতি, ভিভিয়ান বোস, ভগবতী এবং জাফর ইমাম (জগন্নাধদাস, ভেঙ্কটরমা আয়ার এবং বি.পি. সিনহা, ভিন্নমত)। বেশ কিছু অপারেটিভ বিধান শিল্পের অংশ। ২৮৬, যথা প্রকরণ (১)(ক), প্রকরণ (১)(খ), প্রকরণ (২) এবং প্রকরণ (৩) বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এবং একটিকে প্রজেক্ট করা বা অন্যটিতে পড়া যায় না এবং তাই ব্যাখ্যায় প্রকরণ (১) (ক) আইনতভাবে প্রকরণ (২) পর্যন্ত প্রসারিত করা যাবে না একটি ব্যতিক্রম হিসাবে বা এর একটি শর্ত হিসাবে বা প্রকরণ (২) এর পরিধি হ্রাস বা সীমাবদ্ধ হিসাবে পড়া যাবে না।

আপীলকারী কোম্পানির দ্বারা করা বিক্রয় বা ক্রয় যা বিহার রাজ্য দ্বারা কর আরোপ করার জন্য চাওয়া হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হয়েছিল। পার্লামেন্ট আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদত্ত নয়, কোন রাজ্য আইন এই বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দিতে পারে না, অর্থাৎ, বিহার

প্রকরণ (২) এর কারণে কর দিতে পারে না যদিও তারা ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি দ্বারা কর দিতে পারে না। উভয় প্রকরণের কারণ (১)(ক) ব্যাখ্যা সহ পঠিত এবং প্রকরণ (২)।

একটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় কি তা রাষ্ট্র নির্বিশেষে চলতে থাকে যেখানে বিক্রয়টি হয় সাধারণ আইনের অধীনে অবস্থিত হবে যখন এটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয় সাধারণ আইনটি কি বা ব্যাখ্যা দ্বারা নির্মিত অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা। একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি 'এর আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় চরিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

যতক্ষণ না সংসদ ২৮৬ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রণীত আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান না করে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় যখন এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় তখন কোনো রাজ্য পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কোনো কর আরোপ বা অনুমোদন করতে পারে না এবং দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১৯৫৩) এস.সি.আর. ১০৬৯) এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত যতটা বিপরীতে সিদ্ধান্ত নেয় তা নীতি বা কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

২৮৬ অনুচ্ছেদের উপর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিবেচনা বিহার সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর চার্জিং ধারাটি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা সহ পঠিত আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় করের জন্য কাজ করতে পারে না এবং সংসদ অন্যথায় প্রদান করেনি, এই আইন, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি ট্যাক্স বিক্রয় বা ক্রয়কে বোঝায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া, অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং বাতিল।

আইনটি তাদের প্রকৃতিতে বিভাজ্য বিষয়গুলির উপর কর আরোপ করে তবে সংবিধান দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিষয়গুলিকে স্পষ্ট ভাষায় বাদ দেয় না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আইনটিকে সম্পূর্ণরূপে "আল্ট্রা ভাইরেজ" এবং অকার্যকর ঘোষণা করার দরকার নেই কারণ এটি অনুমোদিত বিষয়ের উপর ধার্য করকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর ধার্য করা থেকে আলাদা করা এবং পরবর্তীটি করের মূল্যায়নে বাদ দেওয়া সম্ভব।

আদেশ, (বিচারপতি, জগন্নাধদাস, ভেঙ্কটরামা আয়ার এবং বি. পি. সিনহা)। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর পরিকল্পনা হল, এটি একাধিক কর এড়ানোর লক্ষ্যে বিক্রয়ের অবস্থা ঠিক করে এবং সেই উদ্দেশ্যে এটি সেগুলিকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে - বিক্রয়ের ভিতরে এবং বাইরে বিক্রয় এবং আইন করে যে একটি রাজ্য বাইরের বিক্রয়ের উপর কর দিতে পারে না। একই প্রসঙ্গে যখন ব্যাখ্যাটি ঘোষণা করে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় একটি বিক্রয় অবশ্যই সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা উচিত যেখানে পণ্যগুলি ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়, এর উদ্দেশ্য স্পষ্টতই এটিকে আন্তঃরাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া। একটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের চরিত্র দিয়ে এটিকে বাণিজ্য করুন এবং স্ট্যাম্প করুন।

আইনের উদ্দেশ্য বা এর ভাষা বিবেচনা করা হোক না কেন, ব্যাখ্যাটি অবশ্যই ডেলিভারি স্টেট দ্বারা ট্যাক্স আরোপের অনুমোদন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে বিক্রয় ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে তা হল আন্তঃরাজ্য বিক্রয়। দুটি বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত ভিত্তি স্বতন্ত্র এবং পৃথক। প্রত্যেকের নিজস্ব গোলকের মধ্যে অপারেশন আছে এবং তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯) এ বিচারপতি, দাস দ্বারা এবং ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্য বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানা [১৯৫৪] এস.সি.আর. ৫৩) এ বিচারপতি, বোস দ্বারা ধারা ২৮৬(২) ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা আইনের ভাষায় টিকিয়ে রাখা যাবে না। ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয় না। অথবা পরবর্তীতে "কিছুই থাকা সত্ত্বেও অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক)" এর ব্যাখ্যায় রয়েছে এমন শব্দ নেই। এগুলি আইনসভা দ্বারা ব্যবহৃত সহজ এবং পরিচিত অভিব্যক্তি যখন এটি ইচ্ছা করে যে সংবিধিতে একটি নির্দিষ্ট বিধান অন্যটির অধীন বা 'ওভাররাইড' করা উচিত। বা ব্যাখ্যার ভাষায় এমন কিছু নেই যা প্রদান করে যে এটির কার্যপ্রণালী প্রসেসটি নয় বরং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদীয় আইনের উপর নির্ভরশীল। তাই, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) গঠন ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, একজনকে অবশ্যই সংবিধিবদ্ধ শব্দগুলিতে আমদানি করতে হবে যা সেখানে নেই এবং এর ফলে ব্যাখ্যাটির ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করে যা এর শর্তে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাথে সমান কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার।

২৮৬(১)(ক) ধারার ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার অনুমোদন দেওয়া আইনটি এখনও পর্যন্ত রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার "আলট্রা ভাইরেজ" বা খারাপ নয় এই কারণে যে এটি তার কার্যপ্রণালীতে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক।

বিচারপতি, জগন্নাধদাস এর মতে- ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত নির্মাণ ব্যাখ্যা সহ নেওয়া হল যে এই বিধানটি যখন বাইরের বিক্রয়ের উপর রাজ্যগুলি দ্বারা কর নিষেধ করার উদ্দেশ্যে ছিল এছাড়াও অভ্যন্তরীণ বিক্রয় এবং বাইরের বিক্রয়ের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করা এবং বাইরের বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একীভূত করা এবং ভোক্তা রাষ্ট্রের দ্বারা ট্যাক্সের জন্য উপলব্ধ করা।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: ১৯৫৩ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১৫৯।

১৯৫২ সালের বিবিধ বিচারিক মামলা নং ২৪১-এ পাটনার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের ৪ ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে ভারতের সংবিধানের ১৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে আপিল।

এন.সি. চ্যাটার্জি (বনাম এস. সাহনি, এস. এন. মুখার্জি এবং আর. আর. বিশ্বাস, তার সঙ্গে) আপিলকারী কোম্পানির পক্ষে। মামলার সত্যতা নিয়ে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে রিট জারির কোনো পরোয়ানা ছিল না বলে হাইকোর্টের বক্তব্য ভুল ছিল। যদিও বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয়নি তাদের দ্বারা নোটিশের ইস্যুটি একটি যথেষ্ট হুমকি তৈরি করেছিল যা হাইকোর্টের

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিটের মাধ্যমে বাতিল করার এখতিয়ার ছিল: দেখুন হিম্মতলাল হরিলাল মেহতা বনাম দ্য স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ ([১৯৫৪] এস.সি.আর. ১১২২), দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯), মোহাম্মদ ইয়াসিন বনাম দ্য টাউন এরিয়া কমিটি, জালালাবাদ ([১৯৫২] এস.সি.আর. ৫৭২), দ্য কিং বনাম কমিশনারস ফর দ্য জেনারেল পারপাসেস অফ ইনকামট্যাক্স ফর কেনসিংটন ([১৯১৪] ৩ কে.বি. ৪২৯), জেনারেল কমিশনারস ফর ইনকাম ট্যাক্স ফর কেনসিংটন বনাম আরমায়ো ([১৯১৬] ১ এ.সি. ২১৫), মদন গোপাল কাবরা বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ([১৯৫১] আই.টি.আর. ২১৪), সেলস ট্যাক্স অফিসার, পিলিভীত বনাম সর্বশ্রী বুধ প্রকাশ জয় প্রকাশ ([১৯৫৫] ১ এস.সি.আর. ৪২৩), পুলিশ কমিশনার, বোম্বে বনাম গোর্ধনদাস ভাঞ্জি ([১৯৫২] এস.সি.আর. ১৩৫)। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) যা সংবিধানের XII অংশে রয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংসদের আধিপত্য বাস্তবায়ন করা। এই ধারাটি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো কর আরোপের জন্য রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শুধুমাত্র যখন উপযুক্ত সংসদীয় আইন দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় যে রাজ্য আইনসভা আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কোনো কর আরোপ করতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৮৬ রাজ্য আইনসভাগুলির উপর একটি বেঁধে রাখে এবং ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা কোনও রাজ্য আইনসভাকে কোনও কর ধার্য করার ক্ষমতা দেয় না। ব্যাখ্যাটি ২৮৬ অনুচ্ছেদের শুধুমাত্র প্রকরণ (১) (ক) ব্যাখ্যা করার জন্য বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বাইরের বিক্রয় বা ক্রয় কী। এটি বাধা অপসারণ করে না এবং এটি কোনো আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়কে একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেনে রূপান্তর করে না। দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯) এবং বিচারপতি বোস- এর রায় দেখুন ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানায় ([১৯৫৪] এস.সি.আর.৫৩) বিচারপতি দাস হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারকদের ব্যাখ্যার নির্মাণ সঠিক নয়। তারা অনুমানে ভুল ছিল যে যদি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) সম্পূর্ণ এবং অযোগ্য অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে এবং কোন প্রভাব ফেলবে না। তারা এটা ধরে রাখতেও ভুল করেছে যে ব্যাখ্যাটি স্পষ্টভাবে আইনী ক্ষমতা প্রদান করে এবং ব্যাখ্যাটি একটি ব্যতিক্রমের প্রকৃতির যা একটি বৃহত্তর শ্রেণীর থেকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে বাদ দেয়। হাইকোর্ট ধারণ করে ভুল করেছে যে ব্যাখ্যাটি রাজ্য আইনসভাকে এখতিয়ার দেওয়ার জন্য একটি সম্পর্ক তৈরি করেছে। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর টেরিটোরিয়াল সংযোগের পরীক্ষা আর প্রযোজ্য নয়। দেখুন দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯)।

বিহার সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর সমস্ত ধারা সঠিকভাবে পড়লে ধারণাটি মনে হয় যে উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র বিহার রাজ্যের

ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স করা, যেহেতু আইনের কিছু বিধান রাজ্যের বাইরে প্রয়োগ করতে অক্ষম হবে। ফলস্বরূপ যে আপীলকারীর রাজ্যের মধ্যে কোন অফিস বা এজেন্ট নেই তার উপর কর আরোপ করা যাবে না। দেখুন আইনের উপধারা ১, ২(গ), ২(ছ), ৪, ১০, ১৪-ক, ১৭, ২৬(ক) (গ) (বি) এবং (টি)। বিহার বিধানসভার বাইরের ডিলারদের উপর কর আরোপের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আইনসভা একটি রাজ্য আইনসভার যোগ্যতা তালিকা সহ পঠিত ২৪৬ অনুচ্ছেদ থেকে প্রাপ্ত। অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) এর অধীনে পার্লামেন্টকে অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার এমন কোন ক্ষমতা নেই। তালিকা ॥ এর ৫৪ নম্বর আইটেমের সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এর সম্মিলিত প্রভাব হল যে রাজ্য আইনসভা কেবলমাত্র সেই রাজ্যের সমগ্র বা কোনও অংশের জন্য পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার আইন তৈরি করতে সক্ষম। সংবিধানের ২৪৫ অনুচ্ছেদে ক্ষমতা রাজ্যের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। করযোগ্য ঘটনা অবশ্যই সেই রাজ্যে ঘটতে হবে। দেখুন সুইফ্ট বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল ফর আয়ারল্যান্ড ([১৯১২] এ.সি. ২৭৬), কমার্শিয়াল কেবল কোম্পানি বনাম নিউফাউন্ডল্যান্ডের জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল ([১৯১২] এ.সি. ৮২০), এবং ম্যাকলিওড বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল ফর নিউ সাউথ ওয়েলস ([১৮৯১] এ.সি. ৪৫৫)। হাইকোর্ট ওয়ালেস ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে-তে রায়ের প্রকৃত প্রভাব ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে শহর এবং বোম্বে শহরতলির জেলা ([১৯৪৮] ৭৫ আই.এ. ৮৭)। হাইকোর্ট দ্বারা উদ্‌ধৃত অস্ট্রেলিয়ান মামলা যেমন, কিউ. গিলপিন লিমিটেড বনাম সড়ক পরিবহন ও ট্রামওয়েজ (নিউ সাউথ ওয়েলস) এর কমিশনার ([১৯৩৫] ৫২ সি.এল.আর. ১৮৯) হিউগের অ্যান্ড ভ্যালস মালিকানা, লিমিটেড বনাম বাতিল করা হয়েছে। নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্য ([১৯৫৪] ৩ অল. ই.আর. ৬০৭)।

এম.সি. সেটালভাদ, ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল (বি. সেম এবং পি. কে. বোস, তার সাথে), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য (হস্তক্ষেপকারী)। বিহার বিক্রয় কর আইনটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে এবং আইনটির সঠিক পাঠে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আইনটি শুধুমাত্র বিহারের ডিলারদের জন্য প্রযোজ্য। বিহার বিক্রয়ের উপর কর দিতে পারে না কারণ এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় হয় বা ২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (২) এর কারণে বাণিজ্য এবং রাজ্যকে এই ধরনের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল স্টেট অফ

বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯) ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক কিনা। তালিকা ॥ এ এন্ট্রি ৫৪ সহ পঠিত ২৪৫ অনুচ্ছেদটি আইনসভার ক্ষমতা দেয় যেখানে অনুচ্ছেদ ২৮৬ একটি রাজ্যের এই জাতীয় আইনী ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। সেই অনুচ্ছেদে চারটি বিধিনিষেধ রয়েছে- প্রথমটি প্রকরণ (১) (ক) দ্বারা, দ্বিতীয়টি প্রকরণ (১) (খ) দ্বারা, তৃতীয়টি প্রকরণ (২) এবং চতুর্থটি প্রকরণ (৩) দ্বারা। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর ভিত্তি হল সারাদেশে চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যা ৩০১ অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় প্রকরণ (২) এর পরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি প্রয়োগ করা অনুমোদিত নয়। যদি আপনি তা করেন তবে যুক্তিযুক্তভাবে আপনাকে অবশ্যই এটি ১ (খ) প্রকরণে প্রয়োগ করতে হবে। যদি স্টেট অফ বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯) এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তটি ধারা (২) এর ব্যাখ্যায় সঠিক হয় তবে সেই ধারাটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়।

সুপ্রিম কোর্ট তার আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে যদি সে সন্তুষ্ট হয় যে সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল লন্ডন স্ট্রিট ট্রামওয়ে কোম্পানি বনাম লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ([১৮৯৮] এ. সি. ৩৭৫), পুনরায় স্থানান্তরিত সিভিল সার্ভেন্টস (আয়ারল্যান্ড) ক্ষতিপূরণ ([১৯২৯] এ.সি. ২৪২) , দ্য ট্রামওয়ে মামলা (নং. ১) (১৮ সি.এল.আর. ৫৪), স্মিথ বনাম অলরাইট (৩২১ ইউ.এস. ৬৪৯; ৮৮ এল. ইডি. ৯৮৭) এবং ভিনায়াক বনাম মরেশ্বর (আই.এল.আর. [১৯৪৪] নাগ. ৩৪২)।

২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (২) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য না হলেও, বিহার অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩), এন্ট্রি ৫৪, তালিকা ॥ এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) পড়ার উপর কর দিতে সক্ষম নয়। এন্ট্রি ৫৪-এ 'বিক্রয়' শব্দের অর্থ পণ্য বিক্রয় আইন, ধারা ৪ এর অর্থে সম্পত্তি পাস করা। দেখুন সেলস ট্যাক্স অফিসার, পিলিভীত বনাম সর্বশ্রী বুধ প্রকাশ জয় প্রকাশ ([১৯৫৫] ১ এস.সি.আর. পৃ. ২৪৩)। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যার একটি সত্য নির্মাণের উপর বিহার একটি ক্রয় কর আরোপ করতে সক্ষম এবং বাইরে বসবাসকারী ডিলারদের দ্বারা প্রবেশ করা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর নয়। ব্যাখ্যাটি অতিরিক্ত আঞ্চলিক হিসাবে পড়া যাবে না। এটি অবশ্যই ২৪৫ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে পড়তে হবে। যদিও ভারত সরকার

আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে ফেডারেল আইনসভার অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ক্ষমতা ছিল, প্রাদেশিক আইনসভার এমন ক্ষমতা ছিল না। সংবিধানের অধীনে অবস্থান একই: দ্য গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম রালে ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড ([১৯৪৪] এফ.সি.আর. ২২৯) এবং ইন রে এস মোহন কুমারমঙ্গলম (এ.আই.আর. ১৯৫১ মাদ্রাজ ৫৮৩)। এখন পর্যন্ত, দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মতোই বহির্-আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে সংযোগ তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। পোপাটলাল শাহের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত একই রাজ্যের অংশগুলির জন্য প্রযোজ্য; পোপাটলাল শাহ বনাম দ্য স্টেট অফ মাদ্রাজ ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ৬৭৭), দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯, ১০৭৮) এবং দ্য গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম দ্য রালে ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড ([১৯৪৪] এফ.সি.আর. ২২৯)। এই ধরনের আইনের ক্ষেত্রে সংযোগ তত্ত্ব প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ। যে কোনো ক্ষেত্রেই সংযোগ তত্ত্ব ভারতের সংবিধানের অধীনে প্রযোজ্য নয়। যদি আইন প্রয়োগের জন্য যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন থাকে এবং চার্জিং বিভাগের সাথে সংযুক্ত থাকে। অনুচ্ছেদ ২৪৫ এর বিধানের কারণে ট্যাক্সের পুরো স্কিমটি খারাপ। যে কোনও ক্ষেত্রে ব্যাবস্থা খারাপ।

টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোং লিমিটেড-এর জন্য ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল এম.সি. সেটালভাদ (রাজেশ্বরী প্রসাদ এবং এস.পি. ভার্মা, তাঁর সাথে) আপীলকারীকে সমর্থন করেছিলেন।

এম. এ. কুরিয়াকোস (হস্তক্ষেপকারী) এর পক্ষে টি.এন. সুব্রামন্য আইয়ার (টি. বনাম আর. তাতাচারী, তার সাথে) অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তি গ্রহণ করেন এবং বনাম ও. ভাক্কান বনাম মাদ্রাজ প্রদেশের সরকার ([১৯৫২] ২ এমএলজে, ৩৫৩), পোপাটলাল শাহ বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (এ.আই.আর. ১৯৫৩ মাদ্রাজ ৯১), টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, মংঘির বনাম বিহার রাজ্য (এ.আই.আর. ১৯৫০ প্যাট. ৪৫০), বিহার রাজ্য বনাম বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড (এ.আই.আর. ১৯৫৪ প্যাট ১৪), ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিউটস, ১০ম সংস্করন, পৃ. ১৪৮ এবং ক্রেইস অন স্ট্যাটিউট ল, ৫ম সংস্করন, পৃ ১৭৪।

লাল নারায়ণ সিনহা (বি.কে.পি. সিনহা এবং আর.সি. প্রসাদ, তার সাথে), উত্তরদাতার জন্য (বিহার রাজ্য)।

তালিকা ॥ এর এন্ট্রি ৫৪ সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) করদাতা রাজ্যের সাথে একটি বাস্তব এবং পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগ থাকা আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করে আইন প্রণয়নের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের জন্য যথেষ্ট। রাজ্যের মধ্যে পণ্য ডেলিভারি যেখানে এই ধরনের ডেলিভারি। বিক্রয় চুক্তির কার্য সম্পাদনে সঞ্চালিত হয় নিজেই বাস্তব এবং পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগ। তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৪৮ সহ পঠিত ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ১০০ এর অধীনে অবস্থানটি একই ছিল। একটি বাস্তব এবং পর্যাপ্ত সংযোগের ভিত্তিতে একটি আইন বহির্ভূত অঞ্চলের অপারেশনের ভিত্তিতে অবৈধ নয়। দ্য গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম দ্য রালে ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড (১৯৪৪ এফ.সি.আর. ২২৯), ওয়ালেস ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে সিটি এবং বোম্বে শহরতলির জেলা ([১৯৪৮] ৭৫ আই.এ ৮৬), ব্রোকেন হিল সাউথ লিমিটেড (পাবলিক অফিসার) বনাম কর কমিশনার (নিউ সাউথ ওয়েলস) (৫৬ সি.এল.আর. ৩৩৭), কমিশনারস অফ ট্যাক্সেশন বনাম কার্ক (১৯০০ এ.সি. ৫৮৮) এবং ইন রে এস মোহন কুমারমঙ্গলম (এ.আই.আর. ১৯৫১ মাদ্রাজ ৫৮৩, ৫৮৮)। যতদূর বিক্রয় ধারণা উদ্বিগ্ন এটি বেশ কয়েকটি উপাদান নিয়ে গঠিত। বিক্রয়ের অবস্থান হল যেখানে বিক্রয়ের বিভিন্ন উপাদান সঞ্চালিত হয়। ধারা ২৮৬(১)(ক) সমগ্র আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্য পরিচালনা করে না। এটি এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে পণ্য ক্রয়কারী রাজ্যে ভোগ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়। ধারা ২৮৬(১)(ক) এমন ক্ষেত্রে কোন প্রয়োগ নেই যেখানে ব্যাখ্যা নিজেই প্রযোজ্য নয়। যদি একজন বেঙ্গল ডিলার বিহারের একজন ক্রেতার কাছে বিক্রি করে এবং বিহারে ডেলিভারি করা হয় এবং উদ্দেশ্য যদি খরচ হয় তাহলে ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য এবং বিহার একাই কর দিতে পারে। যদি উদ্দেশ্যটি ব্যবহার না হয় তবে ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য না হয়, বিষয়টি বড় আকারে সেট করা হয় এবং রাজ্যগুলি সংযোগ তত্ত্বের উপর ট্যাক্সের অধিকারী হবে। ২৮৬ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (২) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর আওতায় পড়ে বিক্রয়ের শ্রেণীটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের একটি বিশেষ শ্রেণী গঠন করে যা সাধারণভাবে ধারা (২) এর সাধারণ বিধান দ্বারা ব্যাখ্যার নীতিগুলি প্রভাবিত হতে পারে না। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ঠিক একই বিষয়ে এবং তারা

একই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয়, অর্থাৎ, একটি একক বিক্রয়ের উপর একাধিক কর নির্মূল। ব্যাখ্যা সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) তে নিযুক্ত ডিভাইসটি হল আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়কে একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়ে রূপান্তর করা এবং এর ফলে একটি বিক্রয়কে স্থানীয়করণ করা এবং অন্যান্য রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ একে অপরের পরিপূরক এবং তাদের সুরেলাভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সমস্ত শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) একটি বিশেষ শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। যদি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১) (ক) এবং ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে স্থানীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কারণ হবে এবং এটি সংবিধানের XIII অংশের বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর উদ্দেশ্য হল একাধিক কর নির্মূল করা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর মধ্যে পড়ে একটি শ্রেণির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যটি অর্জন করা, এই উদ্দেশ্যে আরোপিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আর অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) প্রয়োগ করা প্রয়োজন নেই। সংবিধান নিজেই আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কে দুটি বিভাগে বিভক্ত করেছে। কোন রাজ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে এবং কোন শর্তে তা নিজেই একটি শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রদান করেছে। অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংবিধান নিজেই সাধারণ শর্তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং সংসদকে উপযুক্ত মনে করে সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার ক্ষমতা সাধারণভাবে দিয়েছে। আইনি ব্যাখ্যার কারণে একটি আন্তঃরাজ্য চরিত্রের বিক্রয়কে একটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যদি কর দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে সমস্ত আনুষঙ্গিক ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বনাম কে. টি. চারি, মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট-জেনারেল (কে. বীরসামি, তাঁর সাথে) মাদ্রাজ রাজ্যের (হস্তক্ষেপকারী)। একটি রাষ্ট্র তালিকা II এর বিষয়বস্তুর সীমার পাশাপাশি তার ভৌগলিক এলাকার মধ্যে সার্বভৌম। বিষয়বস্তু এবং ভৌগলিক সীমা উভয় ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়নের যোগ্যতার পরীক্ষা সংসদ হোক বা রাজ্য আইনসভাই হোক। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে নিয়মটি প্রযোজ্য তা হল "সারমর্ম" এবং অন্যান্য তালিকায় দাঁতের আক্রমণ অনুমোদিত। এলাকা

হিসাবে, পরীক্ষা হল আঞ্চলিক সংযোগ বা সীমাবদ্ধ কারণ হিসাবে সংযোগ। সংযোগটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব হতে হবে এবং যদি সংযোগটি বাস্তব হয় তবে রাষ্ট্রের বাইরের ব্যক্তি, জিনিস, কাজ বা ঘটনার উপর যে কোনও প্রভাব অনুমোদিত এবং বৈধ। 'বহির্ভূত আঞ্চলিকতা' শব্দটি নাগরিকদের আচরণের ক্ষেত্রে আইনের অর্থে ব্যবহৃত হয় যখন তারা দেশের বাইরে থাকে। [১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের রেফারেন্স তৈরি করা হয়েছিল, ধারা ৪৩, ভারত সরকার আইন, ১৯১৫, ধারা ৬৫(১)(ক), হজ বনাম দ্য কুইন (৯ এ. সি. ১১৭), দ্য কমিশনার অফ স্ট্যাম্প ডিউটিস (নিউ সাউথ ওয়েলস) বনাম মিলার এবং অন্যটি (৪৮ সি.এল.আর. ৬১৮), দ্য অস্ট্রেলিয়ান স্কেল কোম্পানি লিমিটেড বনাম দ্য কমিশনার অফ ট্যাক্স (কুইন্স ল্যান্ড) (৫৩ সি.এল.আর. ৫৩৪), ব্রোকেন হিল সাউথ লিমিটেড বনাম কমিশনার ট্যাক্সেশন (নিউ সাউথ ওয়েলস) (৫৬ সি.এল.আর. ৩৩৭)]। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে বিক্রয় কর আরোপের প্রয়োজনীয়তা ছিল যে বিক্রেতার অন্তর্গত পণ্যগুলি অবশ্যই প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং সেই পণ্যগুলিকে বিক্রয় লেনদেনের বিষয়বস্তু করা উচিত ছিল। বিক্রয়ের লেনদেনের জন্য আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপনের জন্য মূল শর্ত হল যে বিক্রেতার অন্তর্গত পণ্যগুলি অবশ্যই প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে এবং পণ্যগুলিকে বিক্রয় লেনদেনের বিষয়বস্তুতে পরিণত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা পূর্ব-বিদ্যমান অবস্থানের একটি ইচ্ছাকৃত বিপরীত।

টি.এল. শেভদে, মধ্যপ্রদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং এম. অধিকারী (আই.এন. শ্রফ, তাদের সঙ্গে) মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের (হস্তক্ষেপকারী)। যেখানে অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এর অধীনে সমস্ত রাজ্যের আইনী ক্ষমতা প্রকরণ ১(ক) এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬ এর প্রকরণ (২) দ্বারা বিক্রয় বা ক্রয়ের বাইরের সমস্ত লেনদেনের উপর কর দেওয়ার জন্য এন্ট্রি ৫৪ তালিকা ॥ এর সাথে পড়া হয়েছে। বলেন যে ডেলিভারি রাষ্ট্রের আইনী ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রকরণ ১(ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা সংরক্ষিত এবং প্রকরণ (২) এর বিধানের অধীন নয়। প্রতিটি ডেলিভারি স্টেট ব্যাখ্যার পরিধির মধ্যে বহির্মুখীভাবে ট্যাক্স করতে সক্ষম এবং প্রকরণ (২) দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয় না। প্রকরণ (২) ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত ব্যতীত সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। প্রকরণ (২) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা সংসদ কর্তৃক প্রত্যাহার

না হওয়া পর্যন্ত ব্যাখ্যা কার্যকর হবে না এমন বিতর্কটি ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য এবং অধিকন্তু এই ধরনের বিরোধ সরাসরি সংবিধানের ৩৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানের পরিপন্থী। ব্যাখ্যার অপারেশন প্রকরণ (২) এবং তদ্বিপরীত অপারেশন বাদ দেয়। বিক্রয় কর প্রকৃতপক্ষে এবং বস্তু শুধুমাত্র একটি ক্রয় কর এক এবং একই লেনদেনের উপর প্রদত্ত। উদ্দেশ্য ছিল একাধিক ট্যাক্সের অনিষ্টের অবসান ঘটানো।

এস.এম. সিক্রি, পাঞ্জাবের অ্যাডভোকেট-জেনারেল (জিন্দ্র লাল এবং পি. জি. গোখলে, তার সাথে) পাঞ্জাব রাজ্যের (হস্তক্ষেপকারী)। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর মত শুধুমাত্র বিক্রয় বা ক্রয় নিয়েই ডিল করে যা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হয়, অর্থাৎ, ব্যবসা বা বাণিজ্য যাতে একাধিক রাজ্যের আগ্রহ থাকে। 'আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্য' শব্দের সম্ভাব্য ব্যাপক অর্থ দিতে হবে। ব্যাখ্যাটি এর আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের একটি লেনদেন বিচ্ছিন্ন করার প্রভাব রয়েছে। কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া বনাম ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস (১৯৫০ এ.সি. ২৩৫) এবং ব্যাঙ্ক অফ এন.এস.ডব্লিউ. বনাম কমনওয়েলথ (৭৬ সি.এল.আর. ১)। ধরে নিলে যে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে সেখানে এটি করার কোন কারণ নেই। দেখুন ডেনিং অন দ্য চেঞ্জিং ল, ১৯৩৫ সংস্করন, পৃ. ৫।

নিট্টুর শ্রীনিবাস রাও, মহীশূর রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল (আর. গণপতি আইয়ার এবং পি. জি. গোখলে, তাঁর সঙ্গে), মহীশূর রাজ্যের জন্য, কে এস হাজেলা, রাজস্থানের অ্যাডভোকেট-জেনারেল (পি. জি. গোখলে, তাঁর সঙ্গে) রাজস্থান রাজ্যের জন্য, লছমন দাস কৌশল, পেপসু রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল (পি. জি. গোখলে, তাঁর সাথে), পেপসু রাজ্যের জন্য, কে.বি. আস্থানা এবং সি.পি. লাল, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের জন্য, পি.এ. মেহতা এবং পি.জি. গোখলে, ওড়িশা রাজ্যের জন্য এবং টি.আর. বালাকৃষ্ণান এবং সর্দার ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্যের পক্ষে বাহাদুর সাহার্য (হস্তক্ষেপকারী) উত্তরদাতাকে সমর্থন করেছিলেন।

উত্তর দিলেন এন সি চ্যাটার্জি।

১৯৫৫. সেপ্টেম্বর ৬. এস.আর. দাস, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, বোস এবং বিচারপতি জাফর ইমাম -এর রায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস.আর. দাস, প্রদান করেন। বিচারপতিগন, ভগবতী, জগন্নাধাদাস, ভেঙ্কটরামা আয়ার এবং বি.পি. সিনহা, পৃথক রায় প্রদান।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস.আর. দাস,- পাটনার হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেসের একটি শংসাপত্রের অধীনে দায়ের করা এই আপিলটি ৪ ই ডিসেম্বর ১৯৫২-এ ঘোষিত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে নির্দেশিত যেখানে এটি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপীলকারী কোম্পানির করা আবেদন খারিজ করে দেয় একটি উপযুক্ত রিট বা আদেশ বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা "বিরুদ্ধ পক্ষের দ্বারা জারি করা কার্যপ্রণালীকে একটি কর আরোপ এবং আদায় করার উদ্দেশ্যে যা আবেদনকারীদের উপর আইনত প্রযোজ্য নয়" এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ত্রাণের জন্য।

আপীলকারী কোম্পানীর উপরোক্ত আবেদনের সমর্থনে দাখিল করা পিটিশন থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি নিম্নরূপ: আপীলকারী কোম্পানী একটি নিগমিত কোম্পানী যা বিভিন্ন সেরা, ভ্যাকসিন, জৈবিক পণ্য এবং ওষুধ উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসা পরিচালনা করে। এর নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয় কলকাতায় এবং এর গবেষণাগার ও কারখানা পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা জেলার বরানগরে। এটি বেঙ্গল ফাইন্যান্স (বিক্রয় কর) আইনের অধীনে ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত এবং এর নিবন্ধিত নম্বর হল এস. এল. ৬৮৩এ। সমগ্র ভারতে এবং বিদেশে এর পণ্যগুলির ব্যাপক বিক্রয় রয়েছে। কলকাতায় আপীলকারী কোম্পানীর দ্বারা গৃহীত আদেশের বিপরীতে পণ্যগুলি কলকাতা থেকে রেল, স্টিমার বা বিমানে প্রেরণ করা হয়। আপীলকারী সংস্থার বিহারে কোনও এজেন্ট বা ম্যানেজার নেই বা সেই রাজ্যে কোনও অফিস, গোডাউন বা পরীক্ষাগার নেই। ১৯৫১ সালের ২৪শে অক্টোবর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, বিহার আপীলকারী কোম্পানীর কাছে একটি চিঠি লিখেছিল যা নিম্নরূপ: -

"অতএব আপনার ফার্মকে বিহার সেলস ট্যাক্স অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এই বিভাগের অবহিত করার জন্য দ্রুততম তারিখে বিহারের কোষাগারে বিহার বিক্রয় করের বকেয়া জমা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।"

১৮ ই ডিসেম্বর, ১৯৫১-এ সুপারিনটেনডেন্ট, বাণিজ্যিক কর, সেন্ট্রাল সার্কেল বিহার, পাটনা দ্বারা একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল যাতে আপিলকারী কোম্পানিকে (i) অনুচ্ছেদনের জন্য আবেদন করার জন্য এবং (ii) ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ থেকে শুরু হওয়া এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ এর সাথে শেষ হওয়া সময়ের জন্য তার টার্নওভার দেখানো

রিটার্ন জমা দিতে। এই নোটিশটি বিহার সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭ এর ধারা ১৩(৫) এর অধীনে জারি করা হয়েছিল (এরপরে আইন বলা হয়) বিধি ২৮ এর সাথে পঠিত। এটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফর্ম নং ৮ অনুযায়ী আঁকা হয়েছিল এবং প্রধান ছিল "ধারা ১৩(৫) এর অধীনে শুনানির নোটিশ"। এই নোটিশ জারি করার কারণ, এতে বলা হয়েছে, যে তথ্যটি তার দখলে এসেছিল তার উপর সুপারিনটেনডেন্ট সন্তুষ্ট ছিলেন যে আপীলকারী কোম্পানি কর দিতে দায়বদ্ধ কিন্তু তবুও আইনের অধীনে অনুচ্ছেদনের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। এরপরে আপীলকারী কোম্পানি এবং বিহার বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছু চিঠিপত্র ছিল যার বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এটা বলাই যথেষ্ট যে যখন আপিলকারী কোম্পানি তার দায় অস্বীকার করেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, এটি বিহারের বাসিন্দা নয়, এটি সেখানে কোন ব্যবসা করেনি, বিহারে এর কোন বিক্রয় হয়নি এবং এটি কোন বিক্রয় সংগ্রহ করেনি। সেই রাজ্যের যে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে কর, বিহার বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষ ধারা ৩৩ এর অধীনে বজায় রেখেছিল, যা সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে এবং ৪ এপ্রিল, ১৯৫১-এ প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতির অভিযোজন আদেশ দ্বারা আইনে সন্নিবেশিত হয়েছিল, সমস্ত বিক্রয় পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোন রাজ্যে যার অধীনে পণ্যগুলি বিহার রাজ্যে বিতরণ করা হয়েছিল সেই রাজ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিহার বিক্রয় করের জন্য দায়বদ্ধ। অবশেষে ২৯শে মে, ১৯৫২-এ সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অফ সেলস ট্যাক্স, বিহার আপীলকারী কোম্পানিকে ১৪ই জুন, ১৯৫২ সালের মধ্যে নোটিশটি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানান এবং হুমকি দিয়েছেন যে, সম্মতি না হলে, তিনি তার সর্বোত্তম বিচারে মূল্যায়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে যাবেন। আপীলকারী কোম্পানী তার ৭ই জুন, ১৯৫২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ১৩ (৫) ধারার অধীনে নোটিশটিকে "আল্‌ট্রা ভাইরেজ" এবং সম্পূর্ণ বেআইনি বলে চিহ্নিত করে এবং সুপারিনটেনডেন্টকে অবিলম্বে প্রত্যাহার ও বাতিল করার আহ্বান জানায়। ১০ ই জুন, ১৯৫২ তারিখে আপীলকারী কোম্পানীটি ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে পাটনা পিটিশনে হাইকোর্টে উপস্থাপন করে এবং এখানে উল্লেখিত ত্রাণ দাবি করে। উত্তরদাতারা পিটিশনে করা তথ্যের কোনো অভিযোগের বিরুদ্ধে বিরোধিতায়

কোনো হলফনামা দাখিল করেননি এবং সেই অনুযায়ী, এই তথ্যগুলি উত্তরদাতাদের দ্বারা সঠিক হিসাবে স্বীকার করা আবশ্যক। হাইকোর্ট ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫২-এ আবেদনটি খারিজ করে দেয় কিন্তু পরের দিন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২(১) এর অধীনে একটি সার্টিফিকেট জারি করে যে মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত। তাই বর্তমান আপিল।

এই আপিলের সাথে জড়িত বিষয়গুলির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পেপসু, মহীশূর, ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন এবং রাজস্থান রাজ্যগুলি এই আবেদনে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন করেছিল এবং অনুমতি পেয়েছিল। অনুরূপ অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়েছিল এবং তা টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, এবং একজন এম. কে. কুরিয়াকোসকে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, এবং এম. কে. কুরিয়াকোস আপিলকারী কোম্পানিকে সমর্থন করেছে এবং বাকি হস্তক্ষেপকারীরা আপিলের বিরোধিতা করেছে।

হাইকোর্টের সামনে পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নটি উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রাথমিক আপত্তি হিসাবে উত্থাপিত হয়েছিল এবং হাইকোর্ট তাদের পক্ষে উত্তর দিয়েছে। হাইকোর্ট তার রায়ে লক্ষ্য করেছেন যে তথ্যগুলি তদন্ত করা হয়নি বা আপিলকারী কোম্পানির দায় নির্ধারণ করা হয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নের আদেশ দেওয়া হয়নি। এটি উল্লেখ করেছে যে সেলস ট্যাক্স অফিসার আইন দ্বারা তার উপর অর্পিত নয় এমন একটি এখতিয়ার হস্তগত করা বা তার এখতিয়ারের অতিরিক্ত কাজ করা বা বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা মামলা নয়। হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে আইনটি নিঃসন্দেহে এই আইনের অধীনে বিক্রয় করের প্রতি ডিলারের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি তদন্ত করার জন্য বিক্রয় কর কর্মকর্তাকে এখতিয়ার দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী তিনি তার এখতিয়ারের মধ্যে অপ্রত্যাশিত নোটিশ জারি করার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করছেন। মূল্যায়নে যদি বিক্রয় কর কর্মকর্তা ভুলভাবে আপীলকারীকে কোনো করের জন্য দায়ী করেন, তাহলে আইনের ধারা ২৪ এবং ২৫ এর অধীনে আপিল বা সংশোধনের মাধ্যমে সেই ত্রুটি সংশোধনের বিধান রয়েছে। হাইকোর্টের মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত যতই ভুল হোক না কেন, তা তার এখতিয়ারের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত হবে এবং হাই কোর্ট প্রহিভিশন বা সারটিওরারি রিট দ্বারা এটি বাতিল করার জন্য

এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তদনুসারে হাইকোর্ট বলেছিল যে আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং খারিজ হওয়ার দায়বদ্ধ।

আমরা উপরের উপসংহারের সাথে একমত হতে পারছি না। এই উপসংহারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছেন যে আপীলকারী কোম্পানির মূল বিরোধ, যেমনটি তার পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল যে আইন; আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন অনাবাসিক ডিলারকে ট্যাক্স দেওয়ার কথা বলা হলে, এটি সংবিধানের চরম বিরোধী এবং সম্পূর্ণ অবৈধ। অভিযুক্ত আইনে বিভিন্ন শর্ত রয়েছে যা ডিলারদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে বা জমা দিতে হবে, যেমন, শুধুমাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিতে, ডিলারদের বাধ্যতামূলক অনুচ্ছেদন (ধারা ১০), রিটার্ন দাখিল করা (ধারা ১২), উপস্থিতি এবং উৎপাদন প্রত্যাবর্তনের সমর্থনে প্রমাণ (ধারা ১৩), উৎপাদন, পরিদর্শন এবং জব্দ অ্যাকাউন্টের বই বা নথিপত্র এবং প্রাঙ্গণের অনুসন্ধান (ধারা ১৭)। ধারা ২৬ আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা নির্ধারণ করে। এগুলি এবং আইনের মতো অন্যান্য বিধানগুলি নিঃসন্দেহে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার মৌলিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ গঠন করে যা সংবিধানের ১৯(১)(g) অনুচ্ছেদ দ্বারা ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি দাবি করা হয়, আইনটি সংবিধানের চরম বিরোধিতা করে এবং ফলস্বরূপ এই কঠিন শর্তগুলি বাতিল করা হয় তবে সেই অনুচ্ছেদের ধারা (৬) এর অর্থের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ হিসাবে কখনই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না যেমনটি এই আদালত মোহাম্মদ ইয়াসিন বনাম দ্য টাউনের মামলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরিয়া কমিটি, জালালাবাদ ([1])। বোম্বে স্টেট বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২) এবং আবার সম্প্রতি হিম্মতলাল হরিলাল মেহতা বনাম মধ্যপ্রদেশ ([3]) রাজ্যেও একই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

এটি অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপীলকারী একটি কোম্পানি হওয়ায় তিনি একজন নাগরিক নন এবং তাই ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো মৌলিক অধিকার দাবি করতে পারবেন না যা শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ এবং তাই, উপরে উল্লেখিত এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির কোন প্রয়োগ নেই। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় ঘটনাটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে

(১) [১৯৫২] ৩ এস.সি.আর. ৫৭২।

(২) [১৯৫৩] ৪ এস.সি.আর. ১০৬৯, ১০৭৭।

(৩) [১৯৫৪] ৫ এস.সি.আর. ১১২২, ১১২৭।

একটি কোম্পানির অধিকারের সাথে উদ্বিগ্ন ছিল, তবুও, এই আপিলের উদ্দেশ্যে, এটি অপ্রয়োজনীয়, একটি কোম্পানির মতো একজন আইনবাদী ব্যক্তি সংবিধানের ২য় অংশে সংজ্ঞায়িত নাগরিক কিনা এবং অনুচ্ছেদ ১৯-এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা। সমান সুরক্ষার অধিকারের কোনো লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই অনুচ্ছেদ ১৪ দ্বারা নিশ্চিত করা আইনগুলির মধ্যে যে একজন আইনবাদী ব্যক্তি হিসাবে এটি ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না যা শুধুমাত্র নাগরিকরা করতে পারে। এটাও সত্য যে ৩১ অনুচ্ছেদ যা নাগরিক এবং অ-নাগরিকদের সমানভাবে রক্ষা করে তা ব্যবহার করা যায় না কারণ এটি রামজিলাল বনাম আয়কর অফিসার, মহিন্দরগড়-এ এই আদালতের দ্বারা ধার্যকৃত কর ধার্য বা কর আদায়ের উপায় ছাড়া অন্যথায় সম্পত্তির বঞ্চনার সাথে সম্পর্কিত (') এবং তাই, আইনটি সেই অনুচ্ছেদের অধীনে সম্পত্তির মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন গঠন করে না। যাইহোক, এটি ২৬৫ অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট যে আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনও কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাবে না যার অর্থ অবশ্যই একটি ভাল এবং বৈধ আইন। আপীলকারী কোম্পানির যুক্তি হল যে আইনটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য লঙ্ঘনের উপর বিক্রয় কর নির্ধারণ, ধার্য এবং সংগ্রহের অনুমোদন দেয় এবং এটি ২৮৬ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন গঠন করে এবং সেইজন্য, অতি ভয়ঙ্কর, অকার্যকর এবং অপ্রয়োগযোগ্য। অতএব, এই বিবাদটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, একটি রিটের মাধ্যমে প্রতিকার অবশ্যই, নীতি ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে, সংক্ষুব্ধ পক্ষের কাছে উপলব্ধ হতে হবে।

এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনটি অকাল ছিল, কারণ এখনও পর্যন্ত, আইনের ১৩ ধারার অধীনে কোনও তদন্ত বা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং কোনও মূল্যায়ন হয়নি। আপীলকারী কোম্পানী, যেমনটি করে, দাবি করে যে, আইনটি "আল্ট্রা ভাইরেজ" এবং অকার্যকর, এতে দেওয়া নোটিশ উপেক্ষা করা উচিত ছিল এবং এই পর্যায়ে আদালতে যাওয়া উচিত নয়। যুক্তির এই লাইনটি আমাদের কাছে একেবারেই অযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। প্রথমত, এটি সরল সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে এই নোটিশটি, আপীলকারী কোম্পানিকে অবিলম্বে নিজেকে একজন ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত করার জন্য এবং একটি রিটার্ন জমা দেওয়ার এবং বিহারের একটি কোষাগারে

(১) [১৯৫১] ২ এস.সি.আর. ১২৭।

ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়, এর উপর যথেষ্ট কষ্ট, হয়রানি এবং দায় চাপিয়ে দেয় যা, যদি আইনটি ২৮৬ অনুচ্ছেদের গঠন সহ পঠিত ২৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে অকার্যকর হয় তবে তা বর্তমানে একটি সীমাবদ্ধতা এবং তার অধিকারের লঙ্ঘন যা এটি প্রতিকারের জন্য যথাযথ আদালতে অবিলম্বে আপিল করার অধিকারী করে। পরের জায়গায়, যেমনটি পুলিশ কমিশনার, বোম্বে বনাম গোরধনদাস ভাঞ্জি ([1]), এই আদালতের দ্বারা বলা হয়েছিল, যখন রাজ্য সরকার বা তার কোনও দায়িত্বশীল আধিকারিকদের কাছ থেকে কোনও আদেশ বা নোটিশ আসে যে কোনও ব্যক্তিকে কিছু করার নির্দেশ দেয়, তখন, যদিও আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি অবশেষে হতে পারে অতি ভয়ঙ্কর এবং আইনের দৃষ্টিতে খারাপ হতে দেখা যায়, এটি স্পষ্টতই প্রাথমিকভাবে বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার বিষয় হিসাবে আনুগত্য করতে বাধ্য করে। তাই এটা আশা করা যুক্তিযুক্ত নয় আশা করুন যে ব্যক্তি এই ধরনের আদেশ বা নোটিশের মাধ্যমে এটিকে উপেক্ষা করবেন যে এটি বেআইনি, কারণ তিনি শুধুমাত্র নিজের ঝুঁকি এবং বিপদে এটি করতে পারেন। এই আদালত সর্বশেষ উল্লিখিত মামলায় বলেছে যে এমন পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তিকে যথাযথ আইনি কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানানোর অধিকার রয়েছে যে তিনি ঠিক কোথায় আছেন এবং তিনি কী করতে পারেন বা করতে পারেন না।

উত্তরদাতা রাষ্ট্রের দ্বারা অগ্রসর আরেকটি আবেদন হল যে আপীলকারী সংস্থাটি ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে 'প্রেরোগেটিভ' রিট ইস্যু করার জন্য প্রার্থনা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী নয় কারণ এটির কাছে আপীল বা সংশোধনের মাধ্যমে অপ্রকৃত আইনের অধীনে পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার রয়েছে। এই আবেদনের উত্তর সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। এই আইনের অধীনে প্রতিকারকে পর্যাপ্ত বলা যাবে না এবং প্রকৃতপক্ষে, অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো যদি এই ধরনের প্রতিকারের জন্য যে আইনটি প্রদান করে তা নিজেই অতি ভয়ঙ্কর এবং অকার্যকর হয় এবং যে নীতির উপর নির্ভর করা হয় তার কোন প্রয়োগ নেই যেখানে আদালতে একটি পক্ষ আসে একটি অভিযোগের সাথে যে তার অধিকার একটি আইন দ্বারা লঙ্ঘন করা হয়েছে বা হুমকি দেওয়া হচ্ছে যা এটি প্রণয়নকারী আইনসভার ক্ষমতাগুলিকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে এবং যেমন অকার্যকর এবং অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে উপযুক্ত ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে। হিম্মতলাল হরিলাল মেহতা বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (সুপ্রা) রাজ্যের এই আবেদনটি দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা

(১) [১৯৫২] ৩ এস.সি.আর. ১৩৫, ১৪৮, ১৪৯।

নেতিবাচক হয়েছে। আমরা, তাই, উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য অভিমতে আসি যে, হাইকোর্টের এই ধারণা করা সঠিক ছিল না যে 'অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে আবেদনটি ভুল ধারণা করা হয়েছিল বা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। এটা হবে, অতএব, পরীক্ষা এবং যোগ্যতার উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তারপরে, পিটিশনের যোগ্যতার দিকে আসা, প্রধান প্রশ্ন হল আপীলকারী কোম্পানির দ্বারা করা বিক্রয়ের উপর ধার্য করার হুমকি দেওয়া হয় এবং তার পিটিশনে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে এবং পদ্ধতিতে সরবরাহের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় কিনা তা বিহার রাজ্য দ্বারা প্রযোজ্য। বিহার রাজ্যের এই বিক্রয় কর দেওয়ার আইনগত ক্ষমতা নিম্নলিখিত কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, যথা:-

(ক) যে বিক্রয়গুলি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং সংসদে আইন দ্বারা প্রদত্ত না থাকার কারণে কর আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর কারণে সমস্ত রাজ্যকে এই ধরনের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

(বি) যে যদিও অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়, অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এর সঠিক পাঠের সাথে সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥ এর এন্ট্রি ৫৪ এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) অনুসারে বিহার রাজ্য এমন বিক্রয়গুলিতে কর আরোপ করতে সক্ষম নয়;

(গ) যে বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭-এর কোনো অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপ থাকতে পারে না এবং তাই, একজন অনাবাসী বিক্রেতার দ্বারা এই ধরনের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করতে পারে না;

(ঘ) যে আইনের একটি সত্যিকারের নির্মাণের উপর, এটি কর দিতে চাওয়া বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

পুনরায় (ক): এই আপিলের মূল বিতর্ক এই স্থলকে কেন্দ্র করে। এটি সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ নির্মাণের প্রশ্ন উত্থাপন করে। আপিলের অধীনে রায়ে হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে ২৮৬ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় বিক্রয় বা ক্রয়কে অবশ্যই বোঝাতে হবে যাতে নির্দিষ্ট শ্রেণীটিকে বাদ দেওয়া যায় অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১) এর ধারা (ক) এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিক্রয় বা ক্রয় এবং তাই, বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭-এর বিধানগুলি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই ধরনের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার কথা বলেছিল, তাতে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাথে বিরোধ ছিল না। পাটনা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর প্রশ্নটি দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড

মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) এ এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে বিবেচনার জন্য উঠেছিল। সেই বেঞ্চের অধিকাংশই সেই অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ধরেছিল, যার ব্যাখ্যা সহ পঠিত হয়েছিল এবং ৩০১ এবং ৩০৪ অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, রাজ্য ব্যতীত সমস্ত রাজ্যের আন্তঃরাষ্ট্রীয় উপাদানগুলির সাথে জড়িত বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা নিষিদ্ধ করেছিল। যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে ভোগের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং ২৮৬ অনুচ্ছেদের সেই (২) প্রকরণটি রাজ্যের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না যেখানে পণ্যের ডেলিভারিটি ব্যাখ্যায় উল্লিখিত ধরণের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল, যার প্রভাব ছিল এই ধরনের আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেনকে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেনে রূপান্তরিত করা এবং সেই অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের কার্যকারিতা থেকে বের করে নেওয়া। এটা বেশ স্পষ্ট যে, যদি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায় তাহলে আপীলকারী কোম্পানির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা অনুরোধ করা হয় এবং হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, এবং এম. কে. কুরিয়াকোসের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শ দ্বারা ব্যর্থ হতে হবে। তদনুসারে, আমাদের উপর চাপ দেওয়া হয়েছে যে আমরা বোম্বে থেকে সেই আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ নই এবং এটি এখনও আমাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যে প্রশ্নে অনুচ্ছেদটির প্রকৃত অর্থ, আমদানি এবং সুযোগ নিজেদের জন্য পরীক্ষা করা এবং নিশ্চিত করা। কিছু হস্তক্ষেপকারীদের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের পিছনে যাওয়ার জন্য আমাদের কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অতএব, এই পর্যায়ে, ২৮৬ অনুচ্ছেদের নির্মাণের প্রশ্নে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করার আগে এই প্রাথমিক প্রশ্নটি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

ইংল্যান্ডে, আপিল আদালত পূর্ববর্তী নজিরগুলির পর্যালোচনা করার ক্ষমতার উপর একটি সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে। এইভাবে গৃহীত সীমাবদ্ধতা হল যে এটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং কো-অর্ডিনেট এখতিয়ারের আদালতের সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করতে বাধ্য, এবং "পূর্ণ" আদালত তিনটি সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিভাগীয় আদালতের মতো একই অবস্থানে রয়েছে। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হল: (১) আদালত তার নিজস্ব দুটি বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটি অনুসরণ করবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী এবং বাধ্য; (২) আদালত তার নিজস্ব একটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে অস্বীকার করতে পারে যা

স্পষ্টভাবে বাতিল করা না হলেও, তার মতে, হাউস অফ লর্ডসের সিদ্ধান্তের সাথে দাঁড়াতে পারে না; এবং (৩) আদালত তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য নয়, যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে সিদ্ধান্তটি 'ইনকিউরিয়াম' অনুসারে দেওয়া হয়েছিল, যেমন, যেখানে একটি সংবিধি বা বিধি যা বিধিবদ্ধ প্রভাব রয়েছে যা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে তা পূর্ববর্তী আদালতের নজরে আনা হয়নি। [দেখুন ইয়াং বনাম ব্রিস্টল এয়ারপ্লেন কোং লিমিটেড(১) ১৯৪৬ এ.সি. ১৬৩ পৃ ১৬৯ এ]। আইনের প্রশ্নে হাউস অফ লর্ডসের একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে হাউসকে আবদ্ধ করে। হাউস অফ লর্ডসের একটি ভুল সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংসদের একটি আইন দ্বারা ঠিক করা যেতে পারে। [রাস্তা দেখুন ট্রামওয়েজ বনাম লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (২)]। এই সীমাবদ্ধতার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন লর্ড রাইট র‍্যাডক্লিফ বনাম রিবল মোটর সার্ভিসেস লিমিটেড (৩)।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট, যা সেই কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ আদালত, এমন কঠোর নিয়ম গ্রহণ করেনি। ট্রামওয়ের মামলায় (৪) এইভাবে নিয়মটি গ্রিফিথ, সিজে দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল পৃ ৫৮:

"আমার মতে, একটি বিমূর্ত প্রস্তাব বজায় রাখা অসম্ভব যে আদালত হয় আইনগতভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এটিকে উপেক্ষা করা তার কর্তব্য হতে পারে। কিন্তু নিয়মটি খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করা উচিত। সতর্কতা, এবং শুধুমাত্র যখন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল হয়, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি একটি রহিত বা মেয়াদোত্তীর্ণ সংবিধিকে অব্যাহত রাখার ভুল অনুমানে অগ্রসর হয়, অথবা অন্য আদালতের সিদ্ধান্তের বিপরীতে যা এই আদালত অনুসরণ করতে বাধ্য; আমি মনে করি না, শুধুমাত্র একটি পরামর্শের ভিত্তিতে যে পরবর্তী আদালতের কিছু সদস্য একটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, অন্যথায় আইনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতা না থাকার গুরুতর বিপদ হবে। "

একই মামলায় বিচারপতি বার্টন, তার রায়ের সমাপ্তি অনুচ্ছেদে পৃ ৬৯ এ নিজেকে এভাবে প্রকাশ করেছেন:

"উপসংহারে, আমি বলব যে আমি কখনও ভাবিনি

(১) এল.আর. ১৯৪৪ কে.বি. ৭১৮ সি.এ. (২) ১৮৯৮ এ.সি. ৩৭৫।

(৩) ১৯৩৯ এ.সি. ২১৫, ২৪৫। (৪) [১৯১৪] ১৮ সি.এল.আর. ৫৪।

যে এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি ভাল কারণে পর্যালোচনা করার জন্য এটি উন্মুক্ত নয়। প্রশ্ন হল আদালত তা করতে পারে কি না, কিন্তু বিচারিক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা এবং ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তা করবে কিনা। নিযুক্ত বিচারপতির সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারেন, আমি এটা গ্রহণ করি, তারা নিজেরা কখনই পর্যালোচনার কারণ উপস্থাপন করে না। যে পূর্বের সিদ্ধান্তটি ছিল যে তাদের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি ছিল বৃহত্তর ন্যায্যতার সাথে তাগিদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হোয়াইব্রোর মামলার বিরুদ্ধে তাগিদ দেওয়া যাবে না যা পুরো আদালত তখনকার বিচারককে বাদ দিয়ে সালিশি আদালতের সভাপতি হিসেবে রায়ের পক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। কিন্তু আদালত সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করা উচিত কিনা তা নিয়ে যুক্তি শুনতে পারে এবং বাতিলের সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল একটি সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই ভুল এবং এর ধারাবাহিকতা জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর"।

এটি লক্ষণীয় যে সেই ক্ষেত্রে সমস্ত বিচারক সম্মত হন যে কেন হোয়াইব্রোর মামলার সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে (প্রধান বিচারপতি গ্রিফিথ, মতে পৃ. ৫৮ এ) যদিও শেষ পর্যন্ত, আলোকে নতুন করে অবস্থান পর্যালোচনা করার পরে এর আগে নতুন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে আদালত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অ্যামালগামেটেড সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বনাম অ্যাডিলেড স্টিমশিপ কোং(১) একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট তার আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা রয়েছে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ্যে তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করেছে তবে এমন আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে পূর্বের ক্ষেত্রে ঘোষিত মতবাদগুলি স্পষ্টভাবে অস্বীকার ছাড়াই আংশিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া বা সংশোধন করা হয়েছে। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলবাই সংবিধান, ২য় সংস্করন, খণ্ড ১, পৃ. ৭৪-৭৫)। স্টেট অফ ওয়াশিংটন বনাম ডসন অ্যান্ড কোং (২), বিচারপতি ব্র্যান্ডিস, তার ভিন্নমতের রায়ে বলেছেন:

"পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের মতবাদটি সেই মামলা এবং যারা এটি অনুসরণ করে তাদের বাতিল করা থেকে আমাদের বিরত করবে না।

(১) (১৯২০] ২৮ সি.এল.আর. ১২৯। (২) ২৬৪ ইউএস ৬৪৬; ৬৮ এল.এড. ২১৯।

সিদ্ধান্তগুলো সাম্প্রতিক। তাদের অধিগ্রহণ করা হয়নি। তারা সম্পত্তির এমন একটি নিয়ম তৈরি করেনি যার চারপাশে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা গুচ্ছবদ্ধ হয়ে আছে। তারা শুধুমাত্র একটি ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, তারা পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের জীবন এবং সাধারণ কল্যাণকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাধারণত একটি বুদ্ধিমান কর্মের নিয়ম। কিন্তু এটা সার্বজনীন, অমার্জনীয় আদেশ নয়। আদালত তার উপদেশকে উপেক্ষা করেছে এমন উদাহরণ অনেক।"

এই রায়ের একটি ফুট-নোটে বিজ্ঞ বিচারক পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করা হয়েছে এমন অনেকগুলি উদাহরণ স্থাপন করেছেন। ডেভিড বার্নেট বনাম করোনাডো অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানি (1) এর অন্য ভিন্নমতের রায়ে একই বিজ্ঞ বিচারক, হার্টজ বনাম উডম্যান (২)-এ মাননীয় বিচারপতি লার্টনের রায়ের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করার পরে বলেছেন:

"পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাধারণত বুদ্ধিমান নীতি, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইনের প্রযোজ্য শাসন সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল ব্যাংক বনাম হুইটনি, ১০৩ ইউএস ৯৯; ২৬ এলএড. ৪৪৩-৪৪৪ তুলনা করুন। এটি সাধারণত এমনকি যেখানে ত্রুটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়, তবে আইন দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে, তবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংশোধন করা প্রায়ই অসম্ভব, এই আদালত প্রায়শই তার আগের সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করেছে৷ অভিজ্ঞতার পাঠ এবং আরও ভাল যুক্তির শক্তি স্বীকার করে যে বিচার এবং ত্রুটির প্রক্রিয়া, ভৌত বিজ্ঞানে এত ফলপ্রসূ, বিচারিক কার্যেও উপযুক্ত।"

মার্ক গ্রেভস বনাম পিউপুল অফ নিউইয়র্ক (৩) এ বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার,- তার পৃথক কিন্তু সমসাময়িক রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"আমাদের সংবিধানের মতো একটি আইনের রেফারেন্সে বিচারিক ব্যাখ্যা অনিবার্য, উদ্দেশ্যমূলক অস্পষ্টতার সাথে অনেকগুলি বিবরণে টানা যাতে উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে সংবিধানের চূড়ান্ত স্পর্শকাতর হল সংবিধান নিজেই এবং

(১) ২৮৫ ইউএস ৩৯৩; ৭৬ এল.এড. ৮১৫।

(২) ২১৮ ইউএস ২০৫, ২১২; ৫৪. এল.এড. ১০০১, ১০০৫।

(৩) ৩০৬ ইউএস ৪৬৬; ৮৩ এল.এড. ৯২৭।

আমরা এটি সম্পর্কে যা বলেছি তা নয়।"

এক্ষেত্রে আগের দুটি সিদ্ধান্ত। স্পষ্টভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং আরও দুটি উহ্যভাবে বাতিল করা হয়েছে।

আমরা এখন প্রিভি কাউন্সিলে আসি যেটি, আমাদের সংবিধান শুরু হওয়ার আগে, ভারতীয় হাইকোর্ট থেকে আপিলের শুনানির জন্য আপিলের সর্বোচ্চ আদালত ছিল। বেসামরিক কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি ক্ষেত্রে (১), বোর্ড আইনে আবদ্ধ ছিল এই বিরোধকে প্রত্যাহার করতে এবং পরীক্ষা ছাড়াই, তারা এটিকে সঠিক বা ভুল বলে মনে করেছে কিনা তা অনুসরণ করার জন্য মার্কেস অফ রিডিং বলেছেন:

"তাদের লর্ডশিপগুলি ধরে রাখতে অক্ষম যে এই ধরনের চরম আকারে বলা এই প্রস্তাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে বোর্ড পূর্ববর্তী বোর্ডের একটি গৌরবপূর্ণ সিদ্ধান্তকে বিরক্ত করার আগে অনেক আগে দ্বিধা বোধ করবে, যা নির্ধারণের জন্য একটি অভিন্ন বা এমনকি অনুরূপ সমস্যা উত্থাপন করেছে; কিন্তু এই প্রস্তাবের জন্য যে বোর্ড, সমস্ত পরিস্থিতিতে, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য, যেমনটি ছিল, তারা কোন পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব আবিষ্কার করতে অক্ষম, যা সমস্ত পরিস্থিতিতে পড়ে প্রয়োগ করা হবে, নির্ধারণ করা হয়েছে"।

অন্টারিওর অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডা টেম্পারেন্স ফেডারেশনে (২) ভিসকাউন্ট সাইমন বোর্ডের অনুশীলনকে নিম্নলিখিত শর্তে বলেছেন:

"তাদের লর্ডশিপরা সন্দেহ করে না যে মহামহিমকে নম্র পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে, তারা বোর্ডের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির সাথে একেবারে আবদ্ধ নয়, যেমনটি হাউস অফ লর্ডস এর নিজস্ব রায় দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, একাধিক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আবেদনে বোর্ড পূর্ববর্তী একটি ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরামর্শের বিপরীতে পরামর্শ দিয়েছে, যা পরবর্তী ঐতিহাসিক গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক প্রশ্নে এটি অবশ্যই কদাচিৎ যে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাবে যা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সরকার এবং বিষয় উভয়ের উপরই কাজ করা হবে"।

অবশেষে, ফণীন্দ্র চন্দ্র নিওগি বনাম দ্য কিং(৩) লর্ড সিমন্ডসপৃষ্ঠা ৮৮-তে বলেছেন:

(১) এল.আর. ১৯২৯ এ.সি. ২৪২; এ.আই.আর. ১৯২৯ পি.সি. ৮৪, ৮৭।

(২) [১৯৪৬] ৫০ সি.ডাব্লিউ.এন. ৫৩৫; এ.আই.আর. ১৯৪৬ পি.সি. ৮৮।

(৩) এল.আর. ৭৬ আই.এ. ১০; ১৯৩৯ ডোম. এল.আর. ৮৭ (পি.সি.)।

"তাদের প্রভুত্বের কাছে তখন তাদের সামনে এমন তথ্যের উপর একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যা কোনও বস্তুগত দিক থেকে বর্তমান মামলার থেকে আলাদা নয়। তবুও, তারা স্বীকার করে যে, এটি তাদের জন্য নম্রভাবে মহামহিমকে কোমল পরামর্শ দেওয়ার জন্য যোগ্য পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, যদিও এটি শুধুমাত্র সবচেয়ে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে হতে পারে যে এই ধরনের একটি কোর্স গ্রহণ করা উচিত... সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে, তারা সম্পূর্ণ যুক্তি শুনেছে এবং তা করার পরে, এর সঠিকতার যুক্তির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। গিল এর ক্ষেত্রে উপসংহার, এবং তারা সেখানে যা বলা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন মনে করে না"।

এখানে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে নির্ধারিত নীতিগুলির প্রযোজ্যতা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, এটি মনে রাখা উচিত যে ইংরেজদের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে যা ভারতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আর প্রযোজ্য হতে পারে না। ইংল্যান্ডের আপিল আদালতের ত্রুটি, যদি থাকে, হাউস অফ লর্ডস দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে বা শেষ পর্যন্ত সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের দ্বারা করা ভুলগুলি, যদি পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজে থেকে সংশোধন না করা হয়, সেখানে আপীল নেওয়া হলে বা উপযুক্ত আইনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা ঠিক করা যেতে পারে। হাউস অফ লর্ডস বা প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা করা একটি ত্রুটি সহজেই সংসদ দ্বারা একটি সংশোধিত সংবিধি দ্বারা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু একটি ফেডারেল সংবিধান দ্বারা শাসিত একটি দেশে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের ইউনিয়ন, এই আদালতের দ্বারা একটি ভুল ব্যাখ্যা করা হলে সংবিধান সংশোধন করা কোনোভাবেই সহজ নয়। (আমাদের সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ দেখুন)। সংবিধানের একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সম্ভবত চিরস্থায়ী হতে পারে বা যে কোনও হারে জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট ক্ষতির জন্য যথেষ্ট সময়ের জন্য অসংশোধিত থাকতে পারে। উপরে উদ্ধৃত আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলিতে বিজ্ঞাপিত বিবেচ্য বিষয়গুলি তাই, এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা বা বাতিল করা উচিত কিনা বা না করা উচিত কিনা তা নির্ধারণে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা হয়। আমাদের সংবিধানে এমন কিছু নেই যা

আমাদেরকে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতে বাধা দেয় যদি আমরা এর ত্রুটি এবং জনসাধারণের স্বার্থের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হই। অনুচ্ছেদ ১৪১ যা নির্ধারণ করে যে এই আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইনটি ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হবে তা স্পষ্টতই এই আদালত ছাড়া অন্য আদালতকে বোঝায়। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর সংশ্লিষ্ট বিধানটি এটিও স্পষ্ট করে যে বিবেচনা করা আদালতগুলি অধস্তন আদালত।

দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পরিস্থিতি রয়েছে যার উল্লেখ করতে হবে। দ্য স্টেট অফ ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানা (১) শুরু হওয়ার সাথে সাথে আপিলের শুনানির আগে সেই আপিলের শুনানি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দুটি আপিল, একের পর এক শুনানি এবং উভয়েরই রায় সংরক্ষিত ছিল। বেঞ্চগুলির গঠন অবশ্য ভিন্ন ছিল। প্রথম আপীলে ওই বেঞ্চের একজন বিচারক সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের সাথে স্পষ্টভাবে ভিন্ন ছিলেন এবং আরেকজন বিজ্ঞ বিচারক অনেক বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় আপিলে বেঞ্চের একজন বিচারক, যিনি প্রথম আপিলের পক্ষ ছিলেন না, প্রথম আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন ছিলেন। ফলাফল, অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে দুই বিচারকের দ্বারা পৃথক ছিল। বিচারপতি ভগবতী, এখন রায়ে তিনি বর্তমান আপীলে লিখেছেন যা আমাদের পড়ার সুবিধা হয়েছে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে এবং আরও প্রতিফলনের জন্য তিনি মনে করেন যে বর্তমান ইস্যুতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল এবং তিনি এখন এই মতামতের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে একমত। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ব্যাখ্যা সহ পঠিত এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) যা উপরে উল্লিখিত দুটি সংখ্যালঘু রায়ে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং যা বর্তমানে বর্তমান আপীলে দেওয়া রায়ে গৃহীত হয়েছে। যদি বিচারপতি ভগবতী, তখন তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন তা প্রকাশ করতেন, তাহলে বোম্বে আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৩ থেকে ২ হত এবং যদি আমরা ট্রাভানরোর-কোচিন আপীলে ভিন্নমত পোষণকারীর মতামত যোগ করি তাহলে বিচারিক মতামত

(১) [১৯৫৪] ৫ এস.সি.আর. ৫৩.

৩ থেকে ৩ ভাগ করা হত। এই সংমিশ্রণে বোম্বে আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দেওয়া কঠিন যে পরিমাণ পবিত্রতা এবং শ্রদ্ধা যা সাধারণত এই আদালতের একটি অবিচ্ছিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী করা হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র বোম্বে আপিলের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের অধিকার নির্ধারণ করে না। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী কারণ এটি সমস্ত ভোক্তা জনসাধারণের অধিকারকে প্রভাবিত করে। এটি একটি সাংবিধানিক বিধানের ব্যাখ্যার উপর রাষ্ট্র কর্তৃক একটি কর আরোপ এবং ধার্য করার অনুমোদন দেয় যা আমাদের কাছে অসমর্থিত বলে মনে হয়। এই ব্যাখ্যাটি অনুসরণ করার ফলে আমরা যা বলি, নম্রতার সাথে যা বলি, তা একটি ত্রুটি এবং জনগণের উপর আরোপিত করের বোঝাকে স্থায়ী করার ফলে, যা আমাদের বিবেচিত মতামত অনুসারে, স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণ অননুমোদিত। এটি একটি সাধারণ ঘোষণা নয় যা পরস্পরের মধ্যে দুটি ব্যক্তিগত ব্যক্তির অধিকার ঘোষণা করে। এটি সাধারণভাবে ভোগকারী জনসাধারণের বিপরীতে রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর একটি বিচার জড়িত। যদি সিদ্ধান্তটি ভুল হয়, যেমনটি প্রকৃতপক্ষে আমরা এটিকে কল্পনা করি, আমরা সেই জনসাধারণের কাছে ঋণী হয়েছি যাতে তারা অবৈধ করের বোঝা থেকে রক্ষা করে যা রাজ্যগুলি সেই ভুল সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের শক্তিতে আরোপ করতে চাইছে।

তৃতীয় পরিস্থিতি হল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের মধ্যেই কিছু অস্পষ্টতা, যদি অসঙ্গতি না থাকে। অনুমোদিত প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ১০৮৪ তে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় বলে:

"অভিব্যক্তিটি 'সেই রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে' আমাদের মতে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইম্পোরিয়ার বা ক্রেতার জন্য নয় বরং রাজ্যের মধ্যে সাধারণভাবে ভোক্তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত বণ্টনের চিন্তাভাবনা হিসাবে বোঝা উচিত। এইভাবে সমস্ত ক্রেতারা রাজ্যের বাইরের বিক্রেতাদের থেকে ডেলিভারির অবস্থা, পুনঃরপ্তানির জন্য কেনা ছাড়া রাজ্যের বাইরে, ব্যাখ্যার সুযোগের মধ্যে থাকবে এবং তাদের আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেনের উপর রাজ্যের দ্বারা কর দিতে হবে"।

এই অনুচ্ছেদটি সুপারিশ করে বলে মনে হচ্ছে যে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে কেবলমাত্র ক্রেতারা যারা

আলোচনায় যা বলা হয়েছে তার দ্বারা কর দিতে দায়বদ্ধ। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে, নিজের দ্বারা পঠিত, রাজ্যের বাইরের বিক্রেতাদের বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ বলে মনে করা হয় না। বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের পুরো প্রবণতা এবং এতে প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই উপসংহারের বিপরীতে চলে, কারণ রাজ্যের বাইরের বিক্রেতারা ব্যাখ্যার কারণে, ডেলিভারি স্টেটের কর দেওয়ার ক্ষমতার অধীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিহার সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, রাজ্যের বাইরের বিক্রেতা, আপীলকারী সংস্থাকে ট্যাক্স দেওয়ার দাবি করছে এবং বিহারের হস্তক্ষেপ ও সমর্থনকারী অন্যান্য রাজ্যগুলি সেইভাবে রায় পড়েছে এবং তাদের কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের প্রকৃত অনুপাতের সিদ্ধান্ত ধারণ করে উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটি গ্রহণ করে না। এই বিভ্রান্তি, আমরা বিবেচনা করি, সেই সিদ্ধান্তটি পুনঃপরীক্ষা করার জন্য একটি সঙ্গত কারণও।

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততার মতবাদের উল্লেখ করা হয় এবং আমাদের উপর চাপ দেওয়া হয় যে আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করা উচিত নয় এমন ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে আইনের একটি বস্তুগত বিধান উপেক্ষা করা হয়েছে অথবা যেখানে সিদ্ধান্তটি বাতিল বা মেয়াদোত্তীর্ণ আইনের অব্যাহত থাকার ভুল অনুমানে এগিয়ে গেছে এবং যে আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত নয় শুধুমাত্র কারণ একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে পছন্দনীয় বলে মনে হয়। আমাদের বলা বাহুল্য যে এই আদালতের পূর্ববর্তী রায় থেকে আমাদের হালকাভাবে ভিন্নমত পোষণ করা উচিত নয়। আমাদের পর্যালোচনার ক্ষমতা, যা নিঃসন্দেহে বিদ্যমান, যথাযথ যত্ন এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং শুধুমাত্র আমাদের নজরে আনা প্রতিটি মামলার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির আলোকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যবহার করা উচিত কিন্তু আমরা আমাদের সামনে প্রস্তাবিত কঠোরভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করাকে সঠিক মনে করি না। প্রশ্নটির পুনঃপরীক্ষায় আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল ছিল, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হবে তা বলা এবং আমাদের ভুলকে চিরস্থায়ী না করা এমনকি যখন একজন বিচারক যিনি শিখেছিলেন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পক্ষ ছিল এটি আরও প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ভুল বলে মনে করে। আমাদের আরও সহজে তা করা উচিত কারণ আমাদের সিদ্ধান্ত একটি সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং আমাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ভোক্তা জনগণের উপর অবৈধ করের বোঝা চাপিয়েছে এবং

অন্যথায় জনগণের অসুবিধা বা কষ্টের জন্ম দেয়, কারণ সংবিধান সংশোধন করা কোনোভাবেই সহজ নয়। কখনও কখনও অসার প্রচেষ্টা আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত প্রশ্নবিদ্ধ করা হতে পারে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তগুলি যে কারণগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তা যদি সঠিক হয় তবে তারা নিজেরাই এই ধরনের ফালতু প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সুরক্ষা পাবে। তদুপরি, স্টেয়ার ডিসিসিসের মতবাদ খুব সম্প্রতি আদালতের একটি বিচ্ছিন্ন এবং বিপথগামী সিদ্ধান্তের জন্য খুব কমই প্রয়োগ করে এবং এর ভিত্তিতে একাধিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না। আমাদের সামনে সমস্যাটি সিদ্ধান্তগুলির একটি সিরিজকে বাতিল করা জড়িত নয় তবে শুধুমাত্র এই প্রশ্নটি জড়িত যে আমরা নজির হিসাবে একটি অতি সাম্প্রতিক পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে অনুমোদন বা অস্বীকৃতি, অনুসরণ বা অগ্রাহ্য করব কিনা। যাই হোক না কেন, তাকানো সিদ্ধান্তের মতবাদ আইনের একটি অনমনীয় নিয়ম নয় এবং জনসাধারণের সাধারণ কল্যাণ বা এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্ষতির জন্য আমাদের ত্রুটিগুলিকে স্থায়ী করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত রাজ্য পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর আদায় করছে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের নিজ নিজ সীমানার মধ্যে ভোগের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতে রাজ্যগুলির অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বারা কর হিসাবে ইতিমধ্যে সংগৃহীত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে, এটি আমাদের উপর চাপা পড়ে, একাই আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। আমরা এই যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত না। এই আদালত এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি যে আইন বা সংবিধানের ভুল বিচারিক ব্যাখ্যা দ্বারা প্ররোচিত আইনের পারস্পরিক ভুলের অধীনে প্রদত্ত অর্থ অবশ্যই অর্থের হিসাবে ফেরতযোগ্য হবে এবং প্রাপ্ত হবে। যদি, দাবি করা হয়, তাই প্রদত্ত অর্থ আইনে ফেরতযোগ্য হয় তবে রাজ্যগুলি অনুরূপ পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তিগত ব্যক্তির চেয়ে বেশি অভিযোগ করতে পারে না। অবশেষে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হলে আপিল অবশ্যই পার্লামেন্টে করতে হবে যার অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুযায়ী উপযুক্ত আইন প্রণয়নের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তটি সাম্প্রতিক একটি। সমানভাবে ভারসাম্য না হলে বিচার বিভাগীয় মতামত বিভক্ত ছিল। চার

বিচারপতির একজন যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করেছেন তারা উপরে বলা মত তার মতামত সংশোধন করেছেন। উপরে উল্লিখিত পয়েন্টের সিদ্ধান্তটি কিছুটা অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে এবং যেকোনও হারে, পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। এটি সংবিধানের একটি ব্যাখ্যার উপর ভোক্তা জনগণের উপর করের বোঝা আরোপকে উৎসাহিত করেছে যা আমাদের কাছে স্পষ্টতই ভুল বলে মনে হয়। এটি ব্যবসায়িক লোকেদের জন্য যথেষ্ট অসুবিধা এবং কষ্টের জন্ম দিয়েছে যারা এটিকে কোনোভাবেই মেনে নেয়নি। আইনী প্রক্রিয়া দ্বারা ত্রুটি সংশোধন করা কঠিন, কারণ একটি সাংবিধানিক সংশোধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন যা সর্বদা উপলব্ধ নাও হতে পারে এবং যদি এটি আইন প্রণয়ন তালিকাগুলির একটি সংশোধনের সাথে জড়িত থাকে তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে যা, এই উদাহরণ, যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় না। প্রাঙ্গণে, আমরা মনে করি যে এটি ঠিক এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে, জনস্বার্থে, ২৮৬ অনুচ্ছেদের অর্থ, সুযোগ এবং প্রভাব আমাদের সামনে এখন অগ্রসর হওয়া নতুন যুক্তি এবং আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে পরীক্ষা করা উচিত অর্জিত হওয়ার পর থেকে। আমাদের রায়ে দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হল, যে পরিস্থিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত এবং আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৬ পুনঃপরীক্ষা করার অধিকারী যাতে এর প্রকৃত অর্থ, সুযোগ এবং প্রভাব যতদূর পর্যন্ত এই আপিলের উদ্দেশ্যগুলির জন্য প্রয়োজনীয় এবং আমরা এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাই।

এটি ১৫৮৪ সালে ইংল্যান্ডে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি আইন নির্মাণের একটি সঠিক নিয়ম যখন হেইডনের মামলা (1) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে-

.... সাধারণভাবে সমস্ত সংবিধির নিশ্চিত এবং সত্য ব্যাখ্যার জন্য (সেগুলি শাস্তিমূলক হোক বা উপকারী, সীমাবদ্ধ বা সাধারণ আইনের বর্ধিত) চারটি বিষয় নির্ধারিত ও বিবেচনা করতে হবে:-

১ম। আইন প্রণয়নের পূর্বে প্রচলিত আইন কি ছিল।

২য়। কি এমন দুষ্টুমি এবং ত্রুটি ছিল যার জন্য সাধারণ আইন প্রদান করেনি।

৩য়। কমনওয়েলথের রোগ নিরাময়ের জন্য সংসদ কোন প্রতিকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নিযুক্ত করেছে, এবং

(১) ৩ কোং রেপ. 7a; ৭৬ ইআর ৬৩৭।

৪র্থ। প্রতিকারের প্রকৃত কারণ; এবং তারপরে সমস্ত বিচারকের কার্যালয় সর্বদা এমন নির্মাণ করা যা দুষ্টুমিকে দমন করবে, প্রতিকারকে এগিয়ে দেবে, এবং দুষ্টুমি ব্যাহত রাখার জন্য সূক্ষ্ম উদ্ভাবন এবং ফাঁকিগুলিকে দমন করবে, এবং নিরাময় এবং প্রতিকারে শক্তি এবং জীবন যোগ করতে, আইন প্রণেতাদের প্রকৃত অভিপ্রায় অনুযায়ী, সর্বোপরি জনসাধারণের জন্য"।

১৮৯৮ সালে পুনরায় মেফেয়ার প্রপার্টি কোম্পানিতে (১) লিন্ডলি, এম.আর এই নিয়মটি খুঁজে পান "যেমনটা এখন প্রয়োজন ছিল যখন লর্ড কোক হেডনের কেস রিপোর্ট করেছিলেন"। ইস্টম্যান ফটোগ্রাফিক ম্যাটেরিয়াল কোম্পানি বনাম পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেড মার্কসের কম্পট্রোলার জেনারেল (২) আর্ল অফ হ্যালসবুরি এই নিয়মটি পুনঃনিশ্চিত করেছেন:

"মাই লর্ডস, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রশ্নবিদ্ধ সংবিধিটি ব্যাখ্যা করার জন্য, প্রাক্তন আইন এবং পূর্বের আইনটি যে সমস্ত মন্দের জন্ম দিয়েছিল এবং পরবর্তী আইনের দিকে উল্লেখ করা কেবলমাত্র বৈধ নয় তবে অত্যন্ত সুবিধাজনক। যা প্রতিকার প্রদান করেছে এই তিনটি তুলনা করা হচ্ছে আমি উপসংহারে সন্দেহ করতে পারি না।"

এটা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে এই নিয়মটি আমাদের সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদের নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সেই অনুচ্ছেদের বিধানগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, তাই, সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বিষয়টি কীভাবে দাঁড়িয়েছিল, কী অপকর্ম ছিল যার জন্য পুরানো আইন প্রদান করেনি এবং সেই অপকর্মের প্রতিকারের জন্য সংবিধানে যে প্রতিকার দেওয়া হয়েছে।

দেশে বিরাজমান পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী, -এর ভাষায় বলা ভালো ছিল, যিনি বোম্বে রাজ্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় প্রদান করেছিলেন (সুপ্রা)। মতামত প্রকাশ করার পর, ওয়ালেস ব্রাদার্স মামলা (৩) এর কর্তৃত্বের ভিত্তিতে যে বিক্রয় করের ক্ষেত্রে, এটি প্রয়োজনীয় ছিল না যে বিক্রয়টি রাজ্যের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে হওয়া উচিত এই অর্থে যে বিক্রয়ের সমস্ত উপাদান যেমন বিক্রির চুক্তি,

(১) এল.আর. [১৮৯৮] ২চ. ২৮, ৩৫। (২) এল.আর. [১৮৯৮] এসি ৫৭১, ৫৭৬। (৩) ১৯৪৮ এফ.সি.আর. ১.

শিরোনাম পাস করা, পণ্য সরবরাহ করা ইত্যাদির সাথে রাষ্ট্রের একটি আঞ্চলিক সংযোগ থাকা উচিত এবং বিস্তৃত ভাবে বলতে গেলে, স্থানীয় পণ্যের সাথে রাজ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানীয় ক্রিয়াকলাপগুলি একটি হবে রাষ্ট্রের ট্যাক্সিং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি, অবশ্যই এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে শেষ পর্যন্ত কর দিতে হবে, বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি বলতে শুরু করেছেন:-

"ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ দ্বারা যথেষ্ট অনুরূপ শর্তে তাদের প্রদত্ত আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলি তাদের নিজ নিজ প্রদেশের জন্য বিক্রয় কর আইন প্রণয়ন করেছিল, উপরে উল্লিখিত আঞ্চলিক সম্পর্ক নীতির উপর কাজ করে; অর্থাৎ তারা বিক্রয় গঠনের এক বা একাধিক উপাদান বাছাই করে এবং তাদের বিক্রির চুক্তির সময় প্রদেশে পণ্যের প্রকৃত অস্তিত্ব, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আসাম ও বাংলার তৈরি বিক্রয় কর আইনের ভিত্তি করে। বিহারে প্রদেশে পণ্যের উৎপাদন বা উৎপাদনের জন্য একটি অতিরিক্ত ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল, সম্ভবত সেন্ট্রাল প্রদেশ এবং বেরারে এটি যথেষ্ট ছিল। প্রদেশে বিক্রয় বা ক্রয় চুক্তির পর যে কোন সময়ে আঞ্চলিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে কর দেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে এগিয়ে রাখা হবে কারণ যথেষ্ট সন্দেহের বিষয় ছিল আইনের আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি। এবং ট্যাক্সিং ক্ষমতার জন্য এই ধরনের দাবিগুলি প্রদেশগুলির দ্বারা একই লেনদেনের একাধিক কর আরোপের দিকে পরিচালিত করে এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তা জনসাধারণের উপর চাপ পড়ে। এই পরিস্থিতি সংবিধান প্রণেতাদের কাছে আন্তঃরাজ্য উপাদান জড়িত বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষমতা সীমিত করার এবং ভোক্তার উপর করের বোঝা কমানোর সমস্যা তৈরি করেছে। একই সময়ে তারা স্পষ্টতই আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক ঐক্যকে সমুন্নত রেখে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর বৈষম্যহীন কর আরোপের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখতে উদ্বিগ্ন ছিল।

এই কিছুটা বিরোধপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলিকে সামঞ্জস্য করার এবং অর্জন করার প্রচেষ্টায়, তারা ২৮৬, ৩০১ এবং ৩০৪ ধারাগুলি প্রণয়ন করেছিল"।

এই মুহূর্তের জন্য, ৩০১ এবং ৩০৪ অনুচ্ছেদের ২৮৬ অনুচ্ছেদের নির্মাণের প্রশ্নে কোনও প্রভাব আছে কিনা সেই প্রশ্নটি বাদ দিয়ে, যেটিতে আমরা একটি বিপরীত মতামত দিচ্ছি, উপরে উল্লিখিত অংশটি যথেষ্টভাবে যে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির চিত্র তুলে ধরে তা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বা ব্যবসায়িক লেনদেনে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা কর আরোপের ক্ষমতার বেপরোয়া প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল, যা সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির মধ্যে এবং করের জন্য লক্ষ্যবস্তু বেচাকেনার মধ্যে আঞ্চলিক সংযোগ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এটি ছিল একাধিক করের এই দুষ্টতার প্রতিকার এবং কোনো প্রাদেশিক বাধা ছাড়াই একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে বিবেচিত ভারতের ইউনিয়নে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষা করার জন্য যে সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ গ্রহণ করেছিলেন যা নিম্নরূপ চলে :-

"২৮৬. (১) কোন রাষ্ট্রের কোন আইন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা অনুমোদন করবে না, যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়-

(ক) রাজ্যের বাইরে; বা

(খ) ভারতের ভূখণ্ডে পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার সময়।

ব্যাখ্যা - উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে, একটি বিক্রয় বা ক্রয় সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও যে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ আইনের অধীনে পণ্যের সম্পত্তি এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে অন্য রাজ্যে পাস হয়েছে।

(২) যতদূর পর্যন্ত সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান করতে পারে ব্যতীত, কোন রাষ্ট্রের কোন আইন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে না বা অনুমোদন করবে না, যেখানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের কোর্সে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারেন

যে এই সংবিধানের সূচনা হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কোনো রাজ্যের সরকার কর্তৃক আইনত ধার্য করা পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর যে কোনো কর, এই ধারার বিধানের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও, ১৯৫১ সালের মার্চের একত্রিশতম দিন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

(৩) কোনো রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনে জনগোষ্ঠীর জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে সংসদ কর্তৃক ঘোষিত কোনো পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের ওপর কর আরোপ বা আরোপের অনুমোদন দেওয়া হবে না। কার্যকর হবে যদি না এটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং তার সম্মতি না পাওয়া যায়।"

২৮৬ অনুচ্ছেদটি সংবিধানের XII অংশে রয়েছে যা "অর্থ, সম্পত্তি, চুক্তি এবং মামলা" নিয়ে কাজ করে। এটি সেই অংশের প্রথম অধ্যায়ে "বিবিধ আর্থিক বিধান" শিরোনামের অধীনে গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি। উল্লেখ্য যে এটি পার্ট XI, অধ্যায় I-এ একটি স্থান পায়নি যেখানে "লেজিসলেটিভ রিলেশনস" সহ সংসদ এবং রাজ্যগুলির আইনসভাগুলির মধ্যে "লেজিসলেটিভ ক্ষমতার বন্টন"। ২৮৬ অনুচ্ছেদের প্রান্তিক নোট হল "পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার বিধিনিষেধ", যা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের প্রান্তিক নোটের বিপরীতে, সংবিধানের অংশ হিসাবে গণপরিষদ দ্বারা পাস করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে , অনুচ্ছেদটির অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু সূত্র প্রদান করে। প্রান্তিক নোট ব্যতীত, সেই অনুচ্ছেদের ভাষাটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট করে যে এর উদ্দেশ্য হল পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির আইনী ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ স্থাপন করা। এটি স্মরণ করা হবে ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর ১০০(৩) ধারাটি সেই আইনের সপ্তম তফসিলের তালিকা II-এর এন্ট্রি 48 সহ পঠিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে "পণ্য বিক্রয় এবং বিজ্ঞাপনের উপর কর" সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। এইভাবে তাদের প্রদত্ত আইনসভার ক্ষমতা অনুসারে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি তাদের নিজ নিজ প্রদেশের জন্য বিক্রয় কর আইন প্রণয়ন করে। যদিও সেই আইনের অধিকাংশই

"বিক্রয়" কে প্রথমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল পণ্যের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর অর্থ হিসাবে, যাতে করে প্রদেশের মধ্যে সম্পত্তি পাস করাকে কর আরোপের প্রধান ভিত্তি হিসাবে তৈরি করা যায়, তবুও সেই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যার মাধ্যমে, সেই আইনগুলি দিয়েছিল সেই শব্দের বর্ধিত অর্থ এবং এর ফলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পরিধি প্রসারিত হয়েছে। বিক্রয়ের উপর কর আরোপ বা খুব সামান্য আঞ্চলিক সংযোগের ভিত্তিতে পণ্য ক্রয় বা সংযোগের ফলস্বরূপ যা বোম্বে আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় থেকে উপরে উদ্ধৃত প্যাসেজে প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী, দ্বারা গ্রাফিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিক্রয় বা ক্রয়ের এক এবং একই লেনদেনের উপর একাধিক কর আরোপ অবশ্যই একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে বিবেচিত ভারতের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহকে বাধা এবং নিরুৎসাহিত করার জন্য গণনা করা হয়েছিল। এই অবাঞ্ছিত অবস্থা ঠিক করা উচিত ছিল। অতএব, সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ৫৪ সহ পড়া অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) দ্বারা পার্ট **এ** এবং পার্ট **বি** রাজ্যগুলির আইনসভাগুলিকে "বিক্রয়ের উপর কর বা সংবাদপত্র ব্যতীত অন্যান্য পণ্য ক্রয়" তারা একই সময়ে ২৮৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা সেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে বেশ কয়েকটি বেঁধে আবদ্ধ করে। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, বেড়ি এইভাবে কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর স্থাপন করা হয় রাজ্যগুলি হল যে কোনও রাজ্যের কোনও আইন যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় সেখানে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা স্বীকৃত করবে না। (ক) রাজ্যের বাইরে বা (খ) আমদানি বা রপ্তানি চলাকালীন বা (গ) যতদূর পার্লামেন্ট অন্যথায় বিধান করে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং শেষ পর্যন্ত (ঘ) যে কোনো রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন এমন কোনো পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা অনুমোদন করে যা সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকর হবে না যদি না এটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হয় এবং তার সম্মতি না পাওয়া যায়। এটি উল্লেখ করা উচিত যে এগুলি তালিকা ॥ এর এন্ট্রি ৫৪-এ গণনা করা বিষয়গুলির বিষয়ে একটি আইন তৈরি করার জন্য রাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর চারটি পৃথক এবং স্বাধীন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাতে

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা যায় এবং কোনও ফাঁক না রাখার জন্য সংবিধান প্রণেতারা পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করেছেন এবং বিভিন্ন কোণে রাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর চেক রেখেছেন। এইভাবে অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর প্রকরণ (১)(ক) একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতির প্রশ্নটি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তারা সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির দ্বারা একাধিক কর আরোপের দুষ্টতা নিরাময়ের জন্য এই জাতীয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে একটি বেড়ি তৈরি করেছিল। প্রকরণ (১)(খ) এ তারা আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রয় বা ক্রয় পথ করেছে এবং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যকে কর আরোপের মাধ্যমে রাজ্যগুলির কোনও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার জন্য রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রকরণ (২) এ তারা তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রে বিক্রয় বা ক্রয়কে দেখেছে এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্বাধীনতার স্বার্থে আরেকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অবশেষে, প্রকরণ (৩) এ সংবিধান প্রণেতাদের মনোযোগ পণ্যের চরিত্র এবং গুণমানের উপর নিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তারা সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের রাজ্যের ক্ষমতার উপর চতুর্থ সীমাবদ্ধতা স্থাপন করেছিল। এই বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা কিছু ক্ষেত্রে ওভারল্যাপ হতে পারে তবে তাদের নিজ নিজ সুযোগ এবং অপারেশনে তারা পৃথক এবং স্বাধীন। তারা একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে মোকাবিলা করে কিন্তু, তবুও, তারা স্বতন্ত্র এবং একটির সাথে কোন সম্পর্ক নেই এবং অন্য বা অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়। একটি বিক্রয় বা ক্রয় সংক্রান্ত রাজ্যের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এই এক বা একাধিক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আঘাত করা হতে পারে। এইভাবে, পশ্চিমবঙ্গের একজন বিক্রেতার দ্বারা বিহারের একজন ক্রেতার কাছে সংসদ কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ঘোষিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধরুন যেখানে বিহার রাজ্যে ভোগের জন্য এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে পণ্যগুলি সরবরাহ করা হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গের তৈরি একটি আইন এই বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা অসাংবিধানিক হবে কারণ (১) এটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) কে বিক্ষুব্ধ করবে কারণ (১) (ক) প্রকরণটির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই বিক্রয় অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত হয়েছে, (২) এটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদকেও বিক্ষুব্ধ করবে কারণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে এবং (৩) এই ধরনের আইনটি ২৮৬(৩) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হবে কারণ পণ্যগুলি অপরিহার্য

পণ্য এবং ২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (৩) অনুসারে আইনটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া যায়নি। এটি আমাদের কাছে সেই অনুচ্ছেদের সাধারণ পরিকল্পনা বলে মনে হয়।

আমরা এখন নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসি। যদিও রাজ্যগুলির আইনসভাগুলিকে ২৪৬(৩) অনুচ্ছেদ দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যা তালিকা ॥ এর এন্ট্রি ৫৪ সহ পঠিত পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করের বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করার জন্য, বিভিন্ন রাজ্য আইনসভাগুলি, ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করার জন্য নিজেদেরকে স্বাধীন বলে মনে করে যদি তারা এই ধরনের বিক্রয় বা কেনাকাটার সাথে কিছু আঞ্চলিক সম্পর্ক থাকে, যেমন, একটি বা অন্য উপাদান বা ঘটনা যা একটি বিক্রয় বা ক্রয় বৃদ্ধি করতে যান বিদ্যমান বা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে ঘটেছে পাওয়া গেছে। তারা এত অভিনয়ে সঠিক বা ভুল ছিল কিনা তা একটি প্রশ্ন যা আদালত চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেয়নি কিন্তু বাস্তবতা হল তারা তাই করেছে। এর ফলে একাধিক কর আরোপিত হয়েছে যা স্পষ্টতই চূড়ান্ত ভোক্তাদের স্বার্থের প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি করেছে এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহকেও বাধাগ্রস্ত করেছে। তাই সংবিধান প্রণেতাদের সেই দুষ্টুমি সারতে হয়েছিল। তারা যে প্রথম কাজটি করেছিল তা হ'ল তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। তারা প্রকরণ (১) (ক) দ্বারা এটি করেছে। যদি বিষয়টি সেখানেই রেখে দেওয়া যেত, তাহলে সমাধানটি অসম্পূর্ণ হয়ে যেত, কেননা কোন রাজ্যের বাইরে বিক্রি বা কেনাকাটা হয় সেই প্রশ্নটি এখনও খোলা থাকত। সুতরাং সংবিধান প্রণেতাদের ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল যে বাইরের বিক্রয় কী এবং তারা (১) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যাখ্যা দ্বারা এটি করেছিল। ব্যাখ্যা প্রণয়নে ব্যবহৃত ভাষা, তবে, কাউন্সেলের জন্য যুক্তির সুযোগ দিয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করতে আদালতের কাছে যথেষ্ট অসুবিধা উপস্থাপন করেছে। যদি ব্যাখ্যাটি সহজভাবে বলে "উপ ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে, একটি বিক্রয় বা ক্রয় একটি রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যখন জিনিসগুলি অন্য রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়েছে, বাস্তবতা, ইত্যাদি ইত্যাদি সত্ত্বেও", তখন কোনও অসুবিধাই তৈরি

হত না। কিন্তু কেন, এটি জিজ্ঞাসা করা হয় যে সংবিধান প্রণেতারা কেন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যে কোন বিক্রয় বা ক্রয় বাইরের বিক্রয় বা ক্রয় ছিল, বলে যে একটি বিক্রয় বা ক্রয়কে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের ভিতরে ঘটতে গণ্য করা হবে ব্যাখ্যায় উল্লেখিত রাজ্যে? ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কি শুধুমাত্র বাইরের বিক্রয় বা ক্রয় কী তা বোঝানো ছিল, না কি এর উদ্দেশ্য ছিল উল্লেখিত ধরনের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিক্রয় বা ক্রয়কে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে বরাদ্দ বা নির্ধারণ করা যাতে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থানের প্রশ্নটি বিতর্কের বাইরে রাখা যায়? এগুলি এমন প্রশ্ন যা উত্থাপিত হয় এবং ব্যাখ্যার কিছুটা জড়িত ভাষার কারণে উত্থাপিত হয়। ব্যাখ্যাটির প্রকৃত অর্থ এবং প্রভাব সম্পর্কে চারটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তাদের প্রতিটির সঠিকতার পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলি অগ্রসর হয়েছে। আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি, তাতে আমাদের চূড়ান্ত মতামত প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আমরা সেই অনুযায়ী সম্ভাব্য মতামতগুলি নোট করার জন্য প্রস্তাব করি এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে সেই মতামতগুলির প্রতিটি সম্পর্কিত সমালোচনা এবং এই ধরনের সমালোচনার প্রস্তাবিত উত্তরগুলি রেকর্ড করি।

একটি দৃষ্টিভঙ্গি যাকে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়েছে তা হল এটি। প্রকরণ (১) (ক) সংবিধান প্রণেতারা রাজ্যের বাইরে সংঘটিত বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বিষয়টি সেখানে রেখে দিলে নিষেধাজ্ঞা অসিদ্ধ হয়ে যেত, কারণ একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় বা কেনাকাটা কোথায় হয়েছে তা নিয়ে তর্ক এখনও রয়েই যেত। বিক্রয় বা ক্রয় কি সেই স্থানে সংঘটিত হয় যেখানে বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, বা যেখানে পণ্যের সম্পত্তি পাস হয় বা যেখানে পণ্য সরবরাহ করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা দ্বারা দেওয়া হয়। এই ব্যাখ্যাটি হল "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" অর্থাৎ কোনটি বিক্রি বা ক্রয়কে রাজ্যের বাইরে সংঘটিত বলে গণ্য করা হবে তা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে। এই বলে যে একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় বা ক্রয় একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে সঞ্চালিত বলে মনে করা হবে ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র নির্দেশ করে যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় অন্য সমস্ত রাজ্যের বাইরে হয়েছে। ব্যাখ্যাটি একটি ব্যতিক্রম

বা শর্ত নয় তবে কেবলমাত্র উপ-ধারা (ক) তে উল্লেখ করা বাইরের বিক্রয় কী তা ব্যাখ্যা করে। এটি একটি অপ্রকৃত ঘটনা তৈরি করে। এই ব্যাখ্যা শুধুমাত্র উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রসারিত করা যাবে না। এটা তার স্বীকৃত উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করা উচিত। বলুন যে এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ততার খাতিরে আইনী ক্ষমতা প্রদান করে ডেলিভারি স্টেট বলা হয় এটিকে একটি জামানতমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যা অনুমোদিত নয়। তদুপরি, এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দিক এবং বলা যায় না যে ২৮৬ অনুচ্ছেদ যা সংবিধানে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ স্থাপনের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল, যেমনটি ছিল, দুটি বিধিনিষেধের মধ্যে স্যান্ডউইচ করা একটি ব্যাখ্যা দ্বারা প্রসবের রাজ্যকে বর্ধিত আইনী ক্ষমতা দিয়েছে। এই নির্মাণটি অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ স্কিম এবং ব্যাখ্যার বিপরীতে চলে এবং কেউ এই অনুচ্ছেদটির জন্য এই ধরনের পরোক্ষ এবং তির্যক উদ্দেশ্যকে অভিযুক্ত করার কোন যুক্তি দেখতে নাও পেতে পারে। সংবিধান প্রণেতারা চাইলে আরও প্রত্যক্ষ ও সোজা পথে তা করতে পারতেন। ব্যাখ্যাটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছাড়াও, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান বা প্রসারিত করার আরেকটি লুকানো উদ্দেশ্য হল ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত অপ্রীতিকর এবং জড়িত ভাষার উপর একটি অপ্রকৃত যুক্তি তৈরি করা যদিও এটি স্পষ্টতই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য নয় এবং যদিও এটি কোনো রাষ্ট্রকে কোনো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্ররোপ্রিও জোরালো উদ্দেশ্য করে না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল বাইরের বিক্রয় কী তা ব্যাখ্যা করা, যাতে, এক স্ট্রোক দ্বারা, যেমনটি ছিল, এটি ব্যাখ্যায় উল্লেখিত ধরণের বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অন্য সমস্ত রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। রাজ্য যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় করা হয়, ব্যাখ্যা দ্বারা, সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। ব্যাখ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গি ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানার (সুপ্রা) রাজ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নমতের রায়ে নেওয়া হয়েছিল। ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র ধারা (১) এর উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে এবং ধারা (২) এ নিয়ে যাওয়া যাবে না এমন দৃষ্টিভঙ্গিও বোম্বে স্টেট বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) পৃষ্ঠা ১১০৩ এ।

ব্যাখ্যার এই কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা হল যে এটি সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য রাজ্যগুলির দাবিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করবে না। ধরুন, বলা হয়, সংসদ প্রকরণ (২) সমস্ত রাজ্য, সেই পরিস্থিতিতে, বিক্রয় বা ক্রয়ের অধিকার দাবি করবে যদি বিক্রয় তৈরির উপাদান বা ঘটনাগুলির মধ্যে যেকোন একটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় বা সেই রাজ্যে ঘটেছে। এই সমালোচনার জবাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই আশংকা মোটেও প্রতিষ্ঠিত নয়। যখন সংসদ প্রকরণ (২) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে, তখন ব্যাখ্যাটি কাজ করতে থাকবে, যাতে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় এর মধ্যে পড়ে তা এখনও ডেলিভারি স্টেটে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং তাই, অন্য সকলের বাইরে যে রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটি পরবর্তী রাজ্যগুলি, প্রকরণ (১)(ক) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে, এই ধরনের বিক্রয় কর পাওয়ার অধিকারী হবে না। প্রকরণ (২) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে ডেলিভারি রাজ্য এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার জন্য মুক্ত হয়ে যাবে ২৪৬(৩) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত কর ক্ষমতা প্রয়োগ করে যা তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ৫৪ সহ পড়ে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সকল বিক্রয় বা ক্রয় ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে না তাদের কি হবে? সংসদ উত্তোলনের পর প্রকরণ (২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা যা রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর শুল্ক দেবে যেখানে পণ্যগুলি আসলে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে সরবরাহ করা হয়। সেই রাজ্যে ব্যবহারের জন্য নয়, বলুন, ভোগের জন্য অন্য রাজ্যে পুনঃরপ্তানির জন্য? প্রস্তাবিত উত্তরগুলির মধ্যে একটি ছিল যে এই বিক্রয় বা কেনাকাটাগুলি অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সাধারণত একজন ডিলার আসলে পণ্য পাবেন না শুধুমাত্র শেষ উল্লিখিত রাজ্যে ব্যবহার করার জন্য অন্য রাজ্যে একইটি পুনরায় রপ্তানি করার জন্য একটি রাজ্যে আমদানি করা হয়েছে তবে শেষ উল্লিখিত রাজ্যে সরাসরি পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা আরও সুবিধাজনক এবং লাভজনক হবে। আরও একটি পরামর্শ ছিল যে এটি ভাল হতে পারে যখন সংসদ আইন দ্বারা প্রকরণ (২) এর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে, একই আইন দ্বারা, রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটি এই ধরনের আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর শুল্ক আরোপ করবে যা ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়নি এবং কিসের ভিত্তিতে।

এই প্রস্তাবিত উত্তর, তার বদলে, প্রকরণ (২) দ্বারা সংসদে প্রদত্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সুযোগ এবং পরিধি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রকরণ (২) এর শুরুর শব্দগুলি, যেমন, "সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে এমন ব্যতীত" স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে, অর্থাৎ সংসদ সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে এবং নিঃশর্তভাবে বা এটি এমন পরিমাণে এটিকে উত্তোলন করতে পারে যতটা এটি করা উপযুক্ত মনে করতে পারে এবং এই ধরনের শর্তে যা খুশি। এটা মনে রাখা দরকার যে তালিকা।-এর এন্ট্রি ৪২-এর অধীনে সংসদ একাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে পারে। অতএব, এটি স্বীকার করা হয় যে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ সহ পঠিত সেই এন্ট্রির অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সংসদ রাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র কিছু পণ্যের আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি আইন করতে পারে। এটাও প্রশ্নবিদ্ধ নয় যে সংসদ, আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করতে পারে যা তালিকা ।।-এর এন্ট্রি ৫৪-এর অধীনে রাজ্যগুলি দ্বারা প্রণীত আইনটি অতিক্রম করতে পারে না। সংসদও কি ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে পারে? যদি তা না হয়, সংসদ অন্ততপক্ষে কোন রাজ্যের আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা পণ্য ক্রয়ের উপর কর দিতে পারে যা ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে না তা প্রদান করতে পারে না? এগুলি এমন কিছু প্রশ্ন যা উত্থাপিত হতে পারে এবং কখন সংসদ এটিকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে বেছে নেবে এবং তখন সেই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় হবে। প্রকরণ (২) এর অধীনে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সুযোগ সম্পর্কে সংসদকে আগাম পরামর্শ দেওয়া আদালতের জন্য নয় এবং তাই, আমরা শুধুমাত্র সেই প্রশ্নগুলি নোট করি এবং সেগুলি এখানে রেখে দিই৷

ব্যাখ্যাটির অর্থ এবং প্রভাব সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল যে এটি একবারে একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি ঠিক করে যাতে কেউ জানতে পারে কখন এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় একটি রাজ্যের বাইরে এবং কখন এটি একটি রাজ্যের ভিতরে। এটিকে ভিন্নভাবে বলতে গেলে, রাজ্যগুলিকে বলা হয় যখন একটি বিক্রয় বা ক্রয় একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে হয় এবং তাই, রাজ্যগুলিকেও বলা হয় যখন একটি বিক্রয় বা ক্রয় একটি রাজ্যের বাইরে হয়। সংক্ষেপে ব্যাখ্যাটি কেবল বাইরের বিক্রয় বা ক্রয় কী তা ব্যাখ্যা করে না বরং একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে বিক্রয় বা ক্রয়ের

পরিস্থিতিও ঠিক করে। ব্যাখ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বোম্বে রাজ্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তে নেওয়া হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তটি বেশ স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে ব্যাখ্যাটি কোন রাজ্যকে, এমনকি ডেলিভারি স্টেটকেও নয়, সেখানে উল্লিখিত ধরণের বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করে না কিন্তু এটি এই ধরনের বিক্রয় বা এর অবস্থা ঠিক করে। ডেলিভারি রাজ্যে কেনাকাটা যে রাজ্যকে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ২৪৬(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৫৪ সহ পঠিত তাদের কর দেওয়ার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয় তা হল, প্রথমত, এটি এমন একটি উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা ব্যবহার করে যা উপ-ধারা (ক) এর বাইরে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রকৃত ঘটনা ঘুরিয়ে দেয় উপ-ধারা (ক) এর জন্য স্পষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে এমন একটি বাস্তবে যা এই ধরনের বিক্রয় এবং কেনাকাটার অবস্থান নির্ধারণ করে। পরের জায়গায় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকরণ (২) এর অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে যা ডেলিভারি স্টেট সহ সমস্ত রাজ্যের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর একটি ভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যাতে যতক্ষণ না সংসদ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করে, এমনকি ডেলিভারি স্টেটও নয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সঞ্চালিত বিক্রয় বা ক্রয় কর দিতে পারে, যদিও সেগুলি ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে। উপরন্তু আপত্তি হল যে এই মতটিও সংযোগ তত্ত্ব থেকে উদ্‌ভূত বিভ্রান্তি সম্পূর্ণভাবে দূর করে না। ধরুন সংসদ প্রকরণ (২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, কোন রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেবে যা ব্যাখ্যার মধ্যে আসে না? প্রথম দর্শনের অনুরূপ আপত্তির উত্তরে যেভাবে করা হয়েছিল একই উত্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এটি, আমরা যেমন বলেছি, প্রকরণ (২) এর অধীনে সংসদ তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করলে এবং কখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানাবে।

বোম্বাই রাজ্য বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলায় বিচারপতি ভগবতীর পৃথক রায়ে যে তৃতীয় মতামতটি আলোচিত হয়েছিল তা হলো ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র ডেলিভারি রাজ্যে বিক্রয় বা ক্রয়ের স্থান ধারণাগতভাবে স্থির করার সাথে সম্পর্কিত, তবে কোনওভাবে সেই রাজ্যের কর আরোপের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না যেখানে সাধারণ বিক্রয় সম্পর্কিত আইনের অধীনে পণ্যগুলির মালিকানা পাস হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল

বলা হয় যে রাজ্যে বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হবে সেগুলি তাদের কর দিতে পারে তবে যে রাজ্যে, পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ আইনের অধীনে, পণ্যের সম্পত্তি পাস হয়েছে সেগুলিও তাদের কর দিতে পারে যদি এবং যখন সংসদ প্রকরণ (২) এর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। বলা হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই সমস্ত সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত যেগুলির জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় এবং তা ছাড়াও এই মতের বিরুদ্ধে আরও একটি আপত্তির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যথা, এটি দ্বিগুণ স্থায়ী হবে, একাধিক না হলে, অন্তত পার্লামেন্টের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে বিক্রয় বা ক্রয়ের এক এবং একই লেনদেনের উপর কর আরোপ করা হবে।

একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে আমাদের সামনে একটি চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গিও প্রস্তাব করা হয়েছে যদিও এটি পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়নি। এটি ব্যাখ্যার "নন-অবস্ট্যান্ট ক্লজের" উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা হয় যে প্রকরণ (১)(ক) এবং ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র দুটি রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত, যথা শিরোনাম রাষ্ট্র, অর্থাৎ, যে রাজ্যে, সাধারণ আইনের অধীনে, পণ্যের শিরোনাম ক্রেতার কাছে যায় এবং ডেলিভারি রাষ্ট্র, অর্থাৎ, যে রাজ্যে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যে ভোগের জন্য বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য শিরোনাম রাষ্ট্রের কর দেওয়ার ক্ষমতার ক্ষেত্র থেকে সেখানে উল্লিখিত ধরণের বিক্রয় বা ক্রয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র এই দুটি রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা এবং তাদের কর দেওয়ার ক্ষমতার অধীন করা। ডেলিভারি স্টেট। এই দুটি রাজ্যের ধারার সংমিশ্রণে প্রকরণ (১) (ক) ব্যাখ্যা সহ পঠিত এই শর্ত রয়েছে যে শিরোনাম রাষ্ট্র ট্যাক্স করতে পারে না কারণ এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়, অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা, তার অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত হওয়ার জন্য করা হয়েছে এবং ডেলিভারি স্টেট ট্যাক্স করতে পারে কারণ প্রশ্নবিদ্ধ বিক্রয় বা কেনাকাটা, অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা, তার অঞ্চলের অভ্যন্তরে সংঘটিত হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষেপে, ব্যাখ্যা সহ পঠিত প্রকরণ (১) (ক) এর ফলাফল, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যে রাষ্ট্র এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর শুল্ক দিতে পারে না যে তারা তার অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র সেই রাজ্য যা পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি পাস হয়েছে। সমালোচনাটি অবিলম্বে সামনে রাখা হয় যে যদি প্রকরণ (১)(ক) এবং ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত দুটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে

অন্যান্য রাজ্যগুলি যেগুলি সংযোগ তত্ত্বের শক্তির উপর কর দেওয়ার দাবি করেছে, যেমন, যে রাজ্যে চুক্তিটি করা হয়েছিল, বা যে রাজ্যে পণ্যগুলি উৎপাদিত বা তৈরি করা হয়েছিল বা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে এবং একাধিক কর আরোপের দুষ্টুমি যা সংবিধান প্রণেতারা রোধ করতে চেয়েছিলেন তা প্রবল ও অবিরাম চলতে থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার অন্যান্য মতামতের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখিত অন্যান্য সমালোচনারও শিকার।

যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, এই উপলক্ষ্যে আমরা এই কয়েকটি মতের যেকোন একটির জন্য দাবীকৃত বৈধতা বা দুর্বলতার বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না, কারণ, আমাদের মতে, এই আপিলের নিষ্পত্তির জন্য তা করা আবশ্যক নয়। ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গিই নেওয়া হোক না কেন তা সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত যখন তারা এটিকে (১) প্রকরণে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটা বেশ স্পষ্ট যে এটি একটি আইনি ব্যাখ্যা তৈরি করেছে। আইনি ব্যাখ্যা শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এখানে ব্যাখ্যার স্বীকৃত উদ্দেশ্য হল উপ-ধারা (ক) তে উল্লেখ করা বাইরের বিক্রয় কী তা ব্যাখ্যা করা। 81 এবং 82 পৃষ্ঠায় দ্য স্টেট অফ ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন বনাম শানভঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানার (সুপ্রা) ভিন্নমতের রায়ে এবং ইস্ট এন্ড ডোভেলিংস কোম্পানি লিমিটেড বনাম ফিন্সবারি বরো কাউন্সিল(') মামলার বিচারিক সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি আইনি ব্যাখ্যা যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং সেই বৈধ ক্ষেত্রের বাইরে প্রসারিত করা উচিত নয়। এটি আরও মনে রাখা উচিত যে প্রভাবশালী, যদি একমাত্র না হয় তবে ২৮৬ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে রাজ্যগুলির আইনী ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং সেই সাথে ২৮৬ অনুচ্ছেদটি বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং তাদের বিভিন্ন দিক অনুসারে রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ যেমন, উদাহরণ স্বরূপ, ধারা (১)(ক) ব্যাখ্যা সহ পড়া বা ধারা (১)(খ) দ্বারা আচ্ছাদিত আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত বাইরের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং কিছু ক্ষেত্রে

(১) L. R. ১৯৫২ এ.সি. ১০৯, ১৩২।

এটি শর্তাধীন, যেমন, প্রকরণ (২) এর অধীনে আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, যা শর্তাবলীর অধীনে এবং নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য সংসদের ক্ষমতার অধীন। আবার, কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাগুলি ওভারল্যাপ হতে পারে তবে তা সত্ত্বেও, তারা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। ২৮৬ অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশের অপারেটিভ বিধান, যথা, প্রকরণ (১) (ক), প্রকরণ (১) (খ), প্রকরণ (২) এবং প্রকরণ (৩) স্পষ্টভাবে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং তাই, একটিকে প্রজেক্ট করা বা অন্যটিতে পড়া যাবে না। বর্তমান উপলক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া নতুন যুক্তি এবং আলোচনার আলোকে বিষয়টির একটি সতর্ক ও উদ্বেগজনক বিবেচনায় আমরা নিশ্চিতভাবে এই মতামত দিচ্ছি যে প্রকরণ (১)(ক) এর ব্যাখ্যাটি প্রকরণ (২) পর্যন্ত বৈধভাবে প্রসারিত করা যাবে না। হয় একটি ব্যতিক্রম হিসাবে বা এর একটি শর্ত হিসাবে বা প্রকরণ (২) এর পরিধি হ্রাস বা সীমাবদ্ধ হিসাবে পড়ুন। প্রকৃতপক্ষে, দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) ১০৮৩-১০৮৪ পৃষ্ঠায় এবং আবার ১০৮৬ পৃষ্ঠায় সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়টিও এই অবস্থানটি গ্রহণ করেছে যে ব্যাখ্যাটি একটি ব্যতিক্রম বা শর্ত ছিল না প্রকরণ (১) (ক) বা প্রকরণ (২) থেকে। যদি, তাই, ব্যাখ্যাটির স্পষ্ট ভাষার কারণে এবং দুটি প্রকরণের অপারেটিভ বিধানের বিষয়বস্তুর পার্থক্যের কারণে ব্যাখ্যাটিকে প্রকরণ (২) তে পড়া না যায়, তবে এটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, ব্যতীত যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে, কোন রাষ্ট্র আইন আরোপ করতে পারে না বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় যখন এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় এবং এই ধরনের বিক্রয় বা কেনাকাটা ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে বা না হয় তা নির্বিশেষে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কোনো কর আরোপের অনুমোদন দেয়। এই আপিলের উদ্দেশ্যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। বাণিজ্য বা "অবস্থায়" বাক্যাংশ দ্বারা, কারণ এটি সাধারণ ভিত্তি যে আপীলকারী সংস্থার দ্বারা করা বিক্রয় বা ক্রয় যা বিহার রাজ্য দ্বারা কর দেওয়ার জন্য চাওয়া হয়েছে তা আসলে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হয়েছিল বা বাণিজ্য পার্লামেন্ট আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদত্ত নয়, কোন রাষ্ট্রীয় আইন এই বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দিতে পারে না, অর্থাৎ

বলতে গেলে, বিহার প্রকরণ (২) এর কারণে কর দিতে পারে না যদিও তারা ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে এবং অন্যান্য রাজ্য উভয় প্রকরণ (১) (ক) ব্যাখ্যা এবং প্রকরণ (২) সহ পড়া উভয়ের কারণে কর করতে পারে না। এই উপসংহারটি আমাদের এখন সেই যুক্তিগুলি বিবেচনা করার দিকে নিয়ে যায় যার দ্বারা উত্তরদাতা রাষ্ট্র এবং হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রগুলি যারা উত্তরদাতা রাষ্ট্রকে সমর্থন করে তারা এই অবস্থানটি অতিক্রম করতে চায়।

সামনের অংশে দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। সেই যুক্তিটি পৃষ্ঠা ১০৮৫-১০৮৬-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত ছিল যে ব্যাখ্যায় প্রণীত আইনী অপ্রকৃত ঘটনার ফলে প্রকরণ (২) এর অপারেশন বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রভাবটি ছিল বিনিয়োগ করার জন্য যা, সত্যিকার অর্থে, একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেন ছিল যা একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের সাথে প্রসবের রাজ্য এবং ধারা (২) পারে, তাই , কোন আবেদন নেই. তারা স্বীকার করেছে যে আইনি ব্যাখ্যাটি ছিল "দফা (১) এর উপধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" এবং এর অর্থ এই যে ব্যাখ্যাটি প্রকরণ (১) (ক) এ "রাষ্ট্রের বাইরে" অভিব্যক্তিটির অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে যখন একবার অপ্রকৃত পরীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে কর প্রদানকারী রাজ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় বা ক্রয় হয়েছে, তখন এটি একটি ফলস্বরূপ অনুসরণ করেছিল যে লেনদেনটি তার আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্র হারিয়েছে এবং প্রকরণ (২) এর পরিধির বাইরে পড়েছিল, কারণ ব্যাখ্যা দ্বারা সৃষ্ট অপ্রকৃত ঘটনাটি প্রকরণ (২) এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে নয়, বরং আইনের দৃষ্টিতে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় একটি সম্পূর্ণ স্থানীয় লেনদেন হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজস্ব অনবদ্য ভাষায় বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি, যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় লিখেছিলেন এবং প্রদান করেছিলেন, এই বিন্দুতে আলোচনা শেষ করেছিলেন এই বলে যে সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় বা ক্রয়ের আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে মুখোশ দিয়েছিল যা এই ধরনের মুখোশের সমান্তরাল ফলাফল হিসাবে, প্রকরণ (২) এর সুযোগের বাইরে পড়েছিল। আমরা সর্বদা তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিজ্ঞ বিচারকদের

মতামতের জন্য মনোরঞ্জন করি, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন আমরা পূর্বোক্ত যুক্তি বা উপসংহারগুলিকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারি না যে কারণে আমরা এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

বিক্রয়ের মতো একটি অস্পষ্ট ধারণার পরিস্থিতি শুধুমাত্র কৃত্রিম নিয়মের প্রয়োগের মাধ্যমে স্থির করা যেতে পারে যা বিচারকদের দ্বারা দেশের বিচারক প্রণীত আইনের অংশ হিসাবে বা কোনো আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু যতদূর আমরা জানি, সার্বজনীন প্রয়োগের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম এখনও সব উদ্দেশ্যে এটি নির্ধারণের জন্য নিশ্চিতভাবে এবং শেষ পর্যন্ত বিকশিত হয়নি। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব রয়েছে: একটি, যা আরও জনপ্রিয় এবং প্রায়শই সামনে রাখা হয় এবং উল্লেখ করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে, ব্যাখ্যার অ-অবাধ ধারায় সংবিধান দ্বারা গৃহীত হওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া যেতে পারে, সেই জায়গার পক্ষে যেখানে সম্পত্তি পণ্য পাসে, অন্যটি যা আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি বলে বলা হয় এবং যা জি. গোবিন্দরাজুলু নাইডু অ্যান্ড কোং বনাম মাদ্রাজ রাজ্যে গৃহীত হয়েছিল (১) সেই স্থানের উপর স্থির করে যেখানে চুক্তিটি সমাপ্ত হয়, তৃতীয় যা বিরাজ করে ইউরোপের মহাদেশীয় দেশগুলি সেই জায়গাটিকে পছন্দ করে যেখানে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বিতরণ করা হয়, একটি চতুর্থ পয়েন্ট যেখানে একটি বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবচেয়ে ঘনত্বে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়। এই পরিস্থিতিতে যদি ব্যাখ্যা না থাকে এবং প্রকরণ (২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা নিঃশর্তভাবে উত্থাপন করা হয় তবে আদালতের পক্ষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং এই বিরোধপূর্ণ মতামতগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক), এটা করা উচিত উল্লেখ্য, এটা বলে না যে একটি অভ্যন্তরীণ বিক্রয় কর দিতে পারে। এটি কেবল বলে যে বাইরের কোনও বিক্রয় কর দিতে হবে না। এখন যদি একটি রাষ্ট্র দাবি করে যে বিক্রয়টি ভিতরে রয়েছে কারণ এর উপাদানগুলির কিছু অংশ তার সীমানার মধ্যে রয়েছে, একই যুক্তিতে এটিও একটি বাইরের বিক্রয় কারণ বাকি অংশগুলি তার অঞ্চলের বাইরে এবং যদি এটি বাইরের বিক্রয় হয় তবে তার উপর কর দেওয়া যায় না। বা এটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ভিতরে আছে বলে মনে করা যেতে পারে না। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর নিষেধাজ্ঞাটি বাইরের বিক্রয়ের উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে এবং যদি বিক্রয়টি আংশিকভাবে বাইরেও হয় তবে এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে কোনও রাজ্য আইনসভা

(১) এ.আই.আর. ১৯৫৩ মাদ্রাজ ১১৬.

এটিকে অভ্যন্তরীণ বিক্রয় বলে মনে করে সংবিধানকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অতএব, যদি পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলির শেষটি গৃহীত হয়, তবে হয় কোন রাষ্ট্র কর দিতে সক্ষম হবে না, বা প্রয়োজনীয় সম্পর্কযুক্ত সকলেই তা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, আমাদের মতে, এটিই হল অত্যন্ত দুষ্টুমি যা সংবিধান প্রণেতারা এড়াতে চেয়েছিলেন এবং বোম্বে মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় যেমন আমরা বুঝি, তাদেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যাতে সেই ভিউ একপাশে রাখা যায়। অন্য যে কোনো একটি মতের ক্ষেত্রে স্থানকে এক জায়গায় কৃত্রিমভাবে স্থির করতে হবে এবং তারপরে একজনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং ধরে রাখতে হবে যে বিচারিক অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা স্থানটি এক জায়গায় থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে, অর্থাৎ, বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা উল্লিখিত একটি অপ্রকৃত ঘটনা, লেনদেনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রটি বন্ধ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা মনে করেন যে এই ফলাফলটি যখন স্থানটি শুধুমাত্র একটি রাজ্যে স্থাপন করা হয়, যথা, ডেলিভারি স্টেট, কারণ ব্যাখ্যাটি যে অপ্রকৃত ঘটনা তৈরি করে। একই ফলাফল যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করতে হবে যদি পরিস্থিতি সাংবিধানিক একটির পরিবর্তে বিচারিক অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তি, তার যৌক্তিক উপসংহারে ঠেলে, অনিবার্যভাবে আমাদের এই ধারণার দিকে পরিচালিত করবে যে সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেন শেষ পর্যন্ত আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেনে রূপান্তরিত হতে হবে এবং তাই, রাজ্যের কর ক্ষমতার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে যার অঞ্চলগুলির মধ্যে তারা হয়, সাংবিধানিক বা বিচারিক অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা, সঞ্চালিত বলে গণ্য করা হবে। এই দৃশ্যে সেখানে ড কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেন থাকবে না যার উপর প্রকরণ (২) সম্ভবত কাজ করতে পারে। যে যুক্তিটি এই চমকপ্রদ উপসংহারে নিয়ে যায় তা কেবল প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সত্য হল যে একটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় কি তা রাষ্ট্র নির্বিশেষে চলতে থাকে যেখানে বিক্রয়টি হয় সাধারণ আইনের অধীনে অবস্থিত হবে যখন এটি শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় সাধারণ আইনটি কী বা ব্যাখ্যা দ্বারা তৈরি অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা। একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি তার আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আমরা এই যুক্তির সমর্থনে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাই না যে একটি অপ্রকৃত ঘটনা নির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, যথা, প্রকরণ (১) (ক) এর উদ্দেশ্যগুলি বৈধভাবে লেনদেনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রকে ধ্বংস করার এবং

এটিকে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয় বা ক্রয়ে রূপান্তর করার জন্য সম্পূর্ণ বিদেশী এবং সমান্তরাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে এই ধরনের রূপান্তর আমাদের কাছে প্রকরণ (১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এবং পরিধির বাইরে বলে মনে হয়। যখন আমরা একটি অপ্রকৃত ঘটনা প্রয়োগ করি তখন আমরা যা করি তা হল অনুমান করা যে অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি সত্য। অতএব, অপ্রকৃত ঘটনা থেকে একই পরিণতি অবশ্যই প্রবাহিত হবে যেমনটি সত্য বলে অনুমিত হত যদি শুরু থেকে প্রকৃত ঘটনা হয়। এখন, এমনকি যখন একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকে, যেখানে কোনও অপরিহার্য উপাদান বাইরে স্থান পায় না, তবুও, যদি এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের সময় ঘটে তবে এটি প্রকরণ (২) দ্বারা আঘাত করা হবে। যদি বিক্রয় বা কেনাকাটা আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ধারায় হয় আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের প্রবাহ তার ঘূর্ণিতে ধরা পড়বে এই ধরনের সমস্ত বিক্রয় বা কেনাকাটা যা তার কোর্সে সংঘটিত হয় যেখানে বিক্রয় বা কেনাকাটার পরিস্থিতি যেখানেই হোক না কেন। ব্যাখ্যাটি যা করে তা হল স্ট্রীমের বিন্দু **এ** থেকে বিন্দু **এক্স** তেও স্ট্রীমে স্থানান্তর করা। এটা তোলে না বিক্রয় বা ক্রয় স্ট্রীমের বাইরে যেখানে তারা স্ট্রিমের অংশ গঠন করে। সাধারণ আইনের অধীনে একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের স্থানকে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে ব্যাখ্যার অধীনে একটি অপ্রকৃত স্থানে স্থানান্তরিত করার ফলে যে রাজ্যটি অপ্রকৃতভাবে স্থির করা হয়েছে সেই রাজ্য ব্যতীত অন্য সমস্ত রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার বাইরে বিক্রি বা ক্রয় করা হয়। যে সব যে প্ররকন (১) (ক) এবং ব্যাখ্যা করে। ডেলিভারি স্টেট এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় কর দেওয়ার অধিকারী হবে কিনা তা সংবিধানের অন্যান্য বিধানের উপর নির্ভর করবে। একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য একটি অপ্রকৃত পরিস্থিতির নিয়োগ বিক্রয় বা ক্রয়ের অন্যান্য দিকগুলির উপর কোন প্রভাব বা প্রভাব নেই, যেমন, এর আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্র বা এর রপ্তানি বা আমদানি চরিত্র যা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। সাধারণ আইনের অধীনে বা অপ্রকৃত ঘটনার অধীনে কোনও নির্দিষ্ট রাজ্যে বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করা বিষয়টিকে শেষ করে না। এটি এখনও নিশ্চিত করা হয়নি যে বিক্রয় বা ক্রয় যা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ডেলিভারি স্টেটে সংঘটিত হয়েছে তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় করা হয়েছিল। এই

উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার কোনো প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োগ থাকতে পারে না।

দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) ১০৮১ পৃষ্ঠায় সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে আরেকটি যুক্তি স্বীকার করা হয়েছে এবং ১০৮৬-১০৮৭ পৃষ্ঠায় এবং আমাদের সামনে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে ৩০১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাণিজ্যের স্বাধীনতাটি ৩০৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রের অ-বৈষম্যমূলক কর আরোপের ক্ষমতাকে পথ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে তাই অবশ্যই ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের সুরক্ষার জন্য রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার সাপেক্ষে বিবেচিত হতে পারে তা বড় হতে পারে না। এই যুক্তিটি সেই বোম্বেতে ভিন্নমতের রায় দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল কেস (সুপ্রা) পৃষ্ঠা ১১০২-১১০৩ এবং পৃষ্ঠা ১১২৭ এবং এছাড়াও ত্রাভাঙ্কোরকোচিন বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম ফ্যাক্টরি (সুপ্রা) এ পৃষ্ঠা ৮৯। বর্তমান উপলক্ষ্যে আমরা যা শুনিনি এমন কিছুই আমাদের এই ভিন্নমতের রায়গুলিতে এই বিষয়ে প্রকাশিত মতামত থেকে সরে যেতে প্ররোচিত করে।

পরবর্তীতে তাগিদ দেওয়া হয় যে ব্যাখ্যাটি কার্যকরভাবে একটি ব্যতিক্রম বা প্রকরণ (২) এর একটি শর্ত হিসাবে কাজ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি ব্যাখ্যার প্রকাশ ভাষার বিপরীতে চলে। তাই যুক্তিটি একটু ভিন্নভাবে প্রণয়ন করা হয়। বলা হয় যে প্রকরণ (২) সাধারণ নিয়মের উচ্চারণ ধারণ করে এবং ব্যাখ্যাটি একটি নির্দিষ্ট বা বিশেষ নিয়মকে মূর্ত করে। নির্মাণের একটি মূল নিয়ম অনুসারে বিশেষ বা বিশেষ নিয়মকে অবশ্যই সাধারণ নিয়ম নিয়ন্ত্রণ বা কাটাতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হাইকোর্ট আপিলের অধীনে রায়ে গৃহীত হয়েছিল এবং বোম্বে মামলার (সুপ্রা) বিচারকের একজনের পক্ষেও সমর্থন পেয়েছিল। এটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে এই যুক্তিটি মূল সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে প্রকরণ (১) (ক) যার সাথে ব্যাখ্যা এবং প্রকরণ (২) সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে ডিল করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটি একটি অপ্রকৃত পরিস্থিতি ঠিক করে বাইরের বিক্রয় বা ক্রয় কী তা ব্যাখ্যা করার সাথে সম্পর্কিত। এটি প্রকরণ (১) (ক) থেকে মুক্ত একটি বিধান হিসাবে পড়া যাবে না। এটি নিজে থেকে এবং পরিপ্রেক্ষিতে কোনো রাষ্ট্রকে কোনো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করে না। এটা সত্য যে ব্যাখ্যাটি অনেক আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনের পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য

প্রযোজ্য হতে পারে তবে এটি শুধুমাত্র প্রকরণ (১)(ক) এর উদ্দেশ্যে, এটি একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য। বিক্রয় বা ক্রয়ের আন্তঃরাষ্ট্রীয় দিকটি প্রকরণ (১) (ক) এর পরিধির মধ্যে নয় যা শুধুমাত্র তাদের অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রয় বা ক্রয়কে দেখে। প্রকরণ (২), অন্যদিকে, বিক্রয় বা ক্রয়ের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের নোট নেয় যা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। দুটি বিধান একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং তাই, এটি ধরে রাখা সম্ভব নয় যে একটি হল একটি সাধারণ নিয়মের উচ্চারণ এবং অন্যটি একটি এবং একই বিষয়ে একটি বিশেষ বা বিশেষ নিয়মের উচ্চারণ। নির্মাণের নীতির উপর নির্ভরশীল, আমাদের মতামত, প্রকরণ (২) এবং প্রকরণ (১) (ক) এর ব্যাখ্যায় সহায়ক হতে পারে না। যদি ব্যাখ্যাটি প্রকরণ (২) হ্রাস করে, তবে এটি অবশ্যই, যুক্তির সমতার ভিত্তিতে, প্রকরণ (৩) কে কাটাতে হবে, যা পরবর্তীকালে আরও সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, সম্ভবত সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এটি অবশ্যই প্রকরণ (১) (খ) আমদানি ও রপ্তানি নিয়ে কাজ করবে; কিন্তু এটি ধরে রাখা ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম দ্য বম্বে কোং লিমিটেড (') এর সিদ্ধান্তের বিপরীত হবে। আমাদের মতে প্রকরণ (২) বা প্রকরণ (৩) এর ক্রিয়াকলাপকে কাটাতে ব্যাখ্যাটি ব্যবহার করার জন্য এটিকে তার বৈধ সঙ্গী এবং স্বীকৃত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

একই যুক্তি একটু ভিন্নভাবে এবং আরো আকর্ষণীয় আকারে রাখা হয়। এটি বলা হয় যে আমাদের অবশ্যই ২৮৬ অনুচ্ছেদটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝাতে হবে এবং এর প্রতিটি অংশকে অর্থ দিতে হবে। বিক্রয় বা ক্রয় যা প্রকরণ (১) (ক) এর ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে তা স্পষ্টভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনের চরিত্রে অংশ নেয়। অতএব, যদি আমরা ২৮৬ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (২) আক্ষরিক অর্থে এবং কঠোরভাবে তাহলে পুরো প্রকরণ (১) (ক) এবং ব্যাখ্যাটি অপ্রয়োজনীয় এবং অকেজো হয়ে যাবে এবং এর কোনো তাৎক্ষণিক কার্যক্রম থাকবে না এবং সংসদ, প্রকরণ (২) এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত, যে কোনও হারে একটি মৃত চিঠি হিসাবে থাকবে। আমাদের অবশ্যই অনুরোধ করা হচ্ছে, এই ধরনের ফলাফল এড়াতে চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি নির্মাণ অবলম্বন করতে হবে যা শুধুমাত্র অনুচ্ছেদের প্রতিটি অংশে প্রভাব ফেলবে না বরং প্রতিটি অংশকে

(১) [১৯৫] ৩ এস.সি.আর. ১১১২।

উপস্থাপনে প্রযোজ্য করে তুলবে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে, যদি প্রকরণ (২) একটি সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয় তবে এটি করা যেতে পারে। যুক্তিটি চলে-ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব দেয় এবং তারপরে প্রকরণ (২) কে পরিচালনা বা পরিচালনা করার জন্য ছেড়ে দেয় যা ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে এই যুক্তিটির অর্থ হল যে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে থাকা বিক্রয় বা ক্রয়ের সমস্ত লেনদেনকে আমাদের অবশ্যই বাইরের প্রকরণ (২) হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এই যুক্তির ছদ্মবেশের পাতলা ব্যঙ্গের সংক্ষিপ্ত এই যুক্তিটি যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে ব্যাখ্যাটি কার্যত, প্রকরণ (২) এর ব্যতিক্রম হিসাবে কাজ করে এবং সেই নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য সমস্ত সমালোচনা বর্তমান ফর্মের যুক্তিতে "মিউটটিস মিউট্যান্ডিস" প্রয়োগ করবে। তা ছাড়া সুস্পষ্ট ভ্রান্তি রয়েছে যা যুক্তিটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। আমরা এখন এই ভুলগুলো 'সিরিয়াটিম' মোকাবেলা করতে এগিয়ে যাই।

(i) প্রথমত, সংবিধানের একটি বিধান সঠিকভাবে গঠনের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা ঘটলে কার্যকর হবে এমন পরিস্থিতিতে নিজেই সেই বিধানের সরল ভাষাকে কার্যকর না করার কোনো ভিত্তি হতে পারে না। ২৮৬ অনুচ্ছেদেই পরবর্তী বিধান নিন, যথা, প্রকরণ (৩)। এর কোনো বর্তমান প্রয়োগ নেই এবং এর উপযোগিতা তখনই ঘটবে যখন সংসদ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু পণ্যকে সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করবে। ব্যাখ্যাটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সংসদ প্রকরণ (২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে না - এই বিষয়টি আমাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে চাপ দিতে বা এর পুরো অংশটিকে অবিলম্বে এবং বর্তমান কার্যক্রমে নিয়ে আসার জন্য জোরপূর্বক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে বাধ্য করে না।

(ii) দ্বিতীয় স্থানে, এটা বলা সঠিক নয় যে ব্যাখ্যাটি, উপরে প্রস্তাবিত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর কোনো তাৎক্ষণিক কাজ হতে পারে না। এটি অবশ্যই বিক্রয় এবং ক্রয় রেন্ডার করার জন্য তাত্ক্ষণিক অপারেশন রয়েছে যা বিক্রয় এবং ক্রয়ের বাইরের ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে যাতে অবিলম্বে তাদের ক্ষেত্রে ডেলিভারি স্টেট ব্যতীত অন্য সমস্ত রাজ্যের ট্যাক্সিং ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যায়। আরও কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্রয় বা বিক্রয় যা প্রকরণ (২)-এর বাইরের, তা সত্ত্বেও, এর মধ্যে পড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে

ব্যাখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আমরা অনুমানমূলক ক্ষেত্রে কোন মতামত প্রকাশ করতে চাই না কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দেখাবে যে আইনের একটি প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যাটি কার্যকর করা হবে যদিও প্রকরণ (২) আকৃষ্ট হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, একটি কেস নিন যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়েই পাঞ্জাব রাজ্যে গুরগাঁওয়ে থাকেন এবং ব্যবসা চালিয়ে যান। আসুন আমরা বলি যে বিক্রেতার দিল্লি রাজ্যে একটি গোডাউন রয়েছে যেখানে তার পণ্যগুলি সংরক্ষণ করা হয় এবং ক্রেতার দিল্লি রাজ্যের কনট সার্কাসেও একটি খুচরা দোকান রয়েছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা গুরগাঁওনে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি করেন এবং চুক্তির একটি শর্ত হল চুক্তিবদ্ধ পণ্যগুলি আসলে বিক্রেতার গুদাম থেকে ক্রেতার খুচরা দোকানে, উভয়ই দিল্লি রাজ্যে, দিল্লি রাজ্যে খরচের জন্য সরবরাহ করা হবে। পাঞ্জাব রাজ্যের গুরগাঁও-এ করা এই চুক্তি অনুসারে, ক্রেতা গুরগাঁও-এ পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে হস্তান্তর করে - এছাড়াও গুরগাঁওয়ে একটি ডেলিভারি অর্ডার দিল্লিতে বিক্রেতার গোডাউন-কিপারকে উদ্দেশ্য করে ক্রেতার খুচরা দোকানে পণ্য সরবরাহ করার জন্য। এই বিক্রয়ের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ, বিক্রেতার গোডাউন-রক্ষক, এই ডেলিভারি অর্ডারের উপস্থাপনায়, প্রকৃতপক্ষে দিল্লি রাজ্যে ব্যবহারের জন্য কনট সার্কাসের ক্রেতার খুচরা দোকানে পণ্যগুলি সরবরাহ করে। আইনের এক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ধরনের বিক্রির স্থান হবে গুরগাঁও। আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নেই যে এটি হয়েছে, কারণ এই ধরণের মামলা আমাদের সামনে নেই এবং বিবেচনা করার মতো অন্যান্য মতামত থাকতে পারে, তবে এটি অবশ্যই একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি। এটাও ধরে রাখা সম্ভব যে এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্য নয়, কারণ রাজ্যের সীমানা জুড়ে পণ্যের চলাচল নেই। আবার, আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নেই কারণ এটি বিতর্কিতও হতে পারে। কিন্তু এই দুটি অনুমান দেওয়া হলে লেনদেনটি ব্যাখ্যার মধ্যে বর্গক্ষেত্রে পড়বে এবং তবুও এটি প্রকরণ (২) এর মধ্যে আসবে না, কারণ কোনও রাজ্যের সীমানা জুড়ে পণ্যের চলাচল নেই এবং বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই একই সাথে স্থান অবশ্যই, একই জায়গা। স্পষ্টতই, ব্যাখ্যাটি, বর্তমান সময়ে, সংসদ এই প্রকরণ (২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে কিনা তা নির্বিশেষে এই ধরনের মামলা পরিচালনা করবে।

যদি এই পোস্টুলেটগুলি গৃহীত হয় তবে প্রকরণ (১)(ক) ব্যাখ্যা সহ পড়া অনুসারে একা দিল্লি রাজ্যই এই জাতীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের অধিকারী হবে এবং ব্যাখ্যা দ্বারা এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত অপ্রকৃত পরিস্থিতির কারণে পাঞ্জাব রাজ্যকে তা করা থেকে বিরত রাখা হবে, যদিও চুক্তিটি করা হয়েছিল, মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল এবং ডেলিভারি অর্ডার হস্তান্তরের মাধ্যমে পণ্যের প্রতীকী বা গঠনমূলক ডেলিভারি পাঞ্জাব রাজ্যের গুরগাঁওয়ে হয়েছিল।

(iii) এটা বলা সঠিক নয় যে প্রকরণ (১) (ক) ব্যাখ্যা সহ পড়া সম্পূর্ণ অকেজো। এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে প্রকরণ (১) (ক) এবং রাষ্ট্রপতি যখন (২) প্রকরণের শর্ত দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন তখন এবং ব্যাখ্যা করার সুযোগ ছিল। এটি লক্ষ্য করা হবে যে সেই বিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতির আদেশ কার্যকর হওয়ার কথা ছিল "যদিও এই ধরনের কর আরোপ করা এই ধারার বিধানের পরিপন্থী"। এই ""নন-অবস্ট্যান্ট ক্লজটি"", পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকরণ (১) মোটেও বাতিল করে না এবং তাই, প্রাথমিকভাবে, রাষ্ট্রপতির আদেশটি ব্যাখ্যা সহ পঠিত প্রকরণ (১) (ক) এর নিষেধাজ্ঞার অধীন ছিল। তবে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে বিধানটি বলে যে সংবিধানের সূচনার আগে রাজ্যগুলি দ্বারা আইনত ধার্য করা যে কোনও কর সেখানে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ধার্য করা অব্যাহত থাকবে। এটা বলা হয় যে সংবিধানের আগে বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিক্রয় কর আরোপ করা হয়েছিল এবং অতএব, এই বিধানটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল যে সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে আরোপিত সমস্ত কর ব্যাখ্যার বিধান নির্বিশেষে অব্যাহত রাখতে হবে যা অপ্রকৃতভাবে ডেলিভারি স্টেটে বিক্রয় বা ক্রয়ের পরিস্থিতি ঠিক করে। যুক্তি কিছু বল ছাড়া হয় না কিন্তু জয় করতে পারে না। এটা সত্য যে বিভিন্ন রাজ্য বিক্রয় কর আরোপ করত সামান্য সম্পর্কের ভিত্তিতে কিন্তু তাদের বৈধতা, সংবিধানের তারিখে, আইনের আদালতে পরীক্ষা করা হয়নি। অতএব, শর্ত রাষ্ট্রপতিকে আদেশ দ্বারা অনুমোদিত করে যেগুলি কেবলমাত্র তাদের মধ্যে "আইনিভাবে" ধার্য করা হয়েছিল

"এবং এর ফলে এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে রাষ্ট্রপতির আদেশটি তাদের বৈধতা নির্বিশেষে পূর্বে আরোপিত সমস্ত বিক্রয় কর অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ছিল। পরের জায়গায়, ব্যাখ্যা সহ পঠিত প্রকরণ (১) (ক) এর নিষেধাজ্ঞা সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির আদেশটি পরিচালনা করার জন্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। পরিশেষে, এই যুক্তিতে রাজি হওয়ার অর্থ অবশ্যই আমাদেরকে এমন কিছু পড়তে হবে যা সেখানে নেই। এই যুক্তিকে কার্যকর করার জন্য আমাদের শর্তর শেষের দিকে ""নন-অবস্ট্যান্ট ক্লজটি"" পরিবর্তন করতে হবে এবং "এই ধারার" শব্দগুলির জন্য "পূর্বোক্ত ধারাগুলির" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করতে হবে। যাইহোক, এই বিন্দুতে আমাদের সিদ্ধান্তে বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়। এটি অবশ্যই শীঘ্রই কাজ করবে যত তাড়াতাড়ি সংসদ, প্রকরণ (২) দ্বারা এতে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, রাজ্যগুলির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। সংসদ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পরে, ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে এমন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়গুলি, এটির ভিত্তিতে, ডেলিভারি স্টেটের মধ্যে সংঘটিত বলে গণ্য হবে এবং এই ধরনের অপ্রকৃত ঘটনার ফলে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় হচ্ছে, অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের বাইরে তাদের কেউই এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় কর দেওয়ার অধিকারী হবে না। ডেলিভারি রাজ্য ২৪৬ (৩) অনুচ্ছেদ ২৪৬ (৩) দ্বারা তালিকা ২-এ এন্ট্রি ৫৪ সহ পঠিত আইনী ক্ষমতা প্রয়োগে এই জাতীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার অধিকারী হবে কিনা বা সংসদ, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সময়, হতে পারে কিনা। এছাড়াও একই আইন দ্বারা ডেলিভারি স্টেটকে তা করার জন্য অনুমোদন দেয় বা প্রকরণ (২) এর প্রারম্ভিক শব্দ দ্বারা সংসদে অর্পিত কর্তৃত্বের সীমা কী এমন প্রশ্ন যা প্রকরণ (২) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরেই বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হবে এবং ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্পর্কে আমাদের আগে থেকে কোনো মতামত প্রকাশ করতে হবে না।

(iv) যদি আমরা এই যুক্তিটি গ্রহণ করি যে আমরা প্রকরণ (১) (ক) এবং ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে চাই এবং এটিকে অবিলম্বে তাদের শর্তাবলীর মধ্যে আসা সমস্ত লেনদেনের উপর কাজ করতে দিই এবং প্রকরণ (২) শুধুমাত্র সেই মামলাগুলি পরিচালনা করার জন্য ছেড়ে দিই যেগুলো প্রকরণ (১)(ক) এর বাইরে ব্যাখ্যা সহ পড়ুন তাহলে, যুক্তির সমতার ভিত্তিতে, আমাদের প্রকরণ (১)(ক) কে কার্যকর করতে হবে এবং ব্যাখ্যা এবং অনুমতি প্রকরণ (১) (খ) এবং প্রকরণ (৩) শুধুমাত্র সেই মামলাগুলি পরিচালনা

করতে যা প্রকরণ (১)(ক) ব্যাখ্যা সহ পড়ে না। এই পয়েন্টটি ব্যাখ্যা করার জন্য, প্রকরণ (৩) নিন। ধরুন প্রকরণ (৩) এর অধীনে সংসদ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু পণ্য, যেমন গমকে, সম্প্রদায়ের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করে। ধরুন দিল্লি রাজ্যের একজন বিক্রেতা পাঞ্জাব রাজ্যের গুরগাঁওয়ের একজন ক্রেতার কাছে এই ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করছে যেখানে এই ধরনের বিক্রয়ের একটি সরাসরি ফলাফল সেই রাজ্যে ব্যবহারের জন্য পণ্যগুলি পাঞ্জাবের গুরগাঁওয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। যুক্তি অনুসারে আমাদের প্রথমে প্রকরণ (১) (ক) এবং ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে লেনদেনটি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত রাখতে হবে এবং, তাই, পাঞ্জাব এটিকে কর দেওয়ার অধিকারী হবে এবং প্রকরণ (৩) শুধুমাত্র ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে এমন মামলাগুলিকে পরিচালনা করার জন্য ছেড়ে দিতে হবে৷ যদি যুক্তিটি সঠিক হয় তবে এটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে পাঞ্জাব রাজ্যটি এই বলে পুরোপুরি ন্যায্য হবে যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য আইন প্রণয়নের জন্য এটির আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষিত থাকবে না। এটা বলা যেতে পারে যে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করার এবং আইন কার্যকর হওয়ার আগে এই জাতীয় সম্মতি পাওয়ার সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলি কেবলমাত্র এমন একটি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করে যা ব্যাখ্যার বাইরে। অন্য কথায়, পাঞ্জাব রাজ্য, আমাদের দৃষ্টান্তে, বলার অধিকারী হবে যে প্রকরণ (৩) শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে যা ব্যাখ্যায় উল্লিখিত বর্ণনার মধ্যে আসে না, যথা, জন্য দৃষ্টান্ত, শুধুমাত্র সেইসব বিক্রয় বা কেনাকাটা যেখানে কোনো রাজ্যে অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ করা হয় সেই রাজ্যে ব্যবহারের জন্য নয়, অন্য রাজ্যে পুনঃরপ্তানির জন্য। এটি এর বিষয়বস্তুর কার্যত সর্বোত্তম অংশের প্রকরণ (৩) কেড়ে নেবে এবং তাই রাষ্ট্রপতির সম্মতি এবং এই জাতীয় সম্মতি পাওয়ার জন্য বিল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করে সংবিধান প্রণেতারা স্পষ্টতই প্রয়োজনীয় পণ্যের বিক্রয় বা কেনাকাটা রক্ষা করার উদ্দেশ্যকে হারান। যখন পাঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং গম বিক্রি এবং ক্রয় করা হয় যা

সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফল হিসাবে পাঞ্জাবে গম সরবরাহ করা হয় সেখানে খাওয়ার জন্য পাঞ্জাব রাজ্য, যুক্তির অন্তর্নিহিত যুক্তি অনুসারে, বিক্রয় কর আরোপ করে এই প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। সেই প্রভাবে একটি আইন প্রণয়ন করে এবং প্রকরণ (৩) দ্বারা নির্ধারিত সুরক্ষা উপেক্ষা করে। একটি যুক্তি যা আমাদের এমন একটি ফলাফলের দিকে নিয়ে যায় যাতে একেবারেই অযৌক্তিক এবং যুক্তির দিক থেকে অক্ষম এক মুহূর্তের জন্য মুখ দেখা যায় না।

২৮৬ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (২) এর উপর একটি সীমাবদ্ধ নির্মাণ স্থাপন করা উচিত এই যুক্তির সমর্থনে পাঁচটির কম কারণ প্রস্তাব করা হয়নি। এই পর্যায়ে একে একে মোকাবেলা করা সুবিধাজনক হবে।

(ক) প্রথমেই, এটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে প্রকরণ (২) একটি সীমাবদ্ধ উপায়ে বোঝানো উচিত কারণ ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের মধ্যে পড়ে বিক্রয়ের শ্রেণীটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয়ের একটি বিশেষ শ্রেণী গঠন করে এবং তারা তা করতে পারে না। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাধারণ বিধান দ্বারা প্রভাবিত হবে। এই যুক্তিটি ২৮৬ অনুচ্ছেদের আসল স্কিমটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এটি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে এই অনুচ্ছেদটি দ্বারা সংবিধান প্রণেতারা তাদের বিভিন্ন দিক থেকে বিক্রি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করছিলেন যা আমরা ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি। ২৮৬ অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশের বিষয়বস্তু, তাই, ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র এবং ব্যাখ্যার নীতি, যথা, বিশেষ সাধারণ বিধান কাটার বিধান সঠিকভাবে আহ্বান করা যাবে না।

(খ) দ্বিতীয় কারণটি হল যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর মধ্যে পড়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের শ্রেণীতে প্রযোজ্য হলে এর ফলে স্থানীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্য হবে এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে হবে এবং এটি সংবিধানের XIII অংশের বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কথিত আছে যে যখন একজন বিহারের ডিলার একটি বিহারের কাছে নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রি করেন প্রাক্তন ক্রেতা বিক্রয় কর দিতে বাধ্য যা তিনি বিহারের ক্রেতাকে দিয়ে দেন কিন্তু যখন বিহারের ক্রেতা সরাসরি বিহারে অনুরূপ পণ্য আমদানি করে বিহারে ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের একজন ডিলার বলে যে লেনদেনটি

বিহার বিক্রয় করের কাছে দায়বদ্ধ হবে না কারণ এটি একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেন হবে। বলা হয়, এটি বিহারের বিক্রেতাদের প্রতি পক্ষপাত ঘটাবে বিহারের সমস্ত ক্রেতারা তখন রাজ্যের বাইরের বিক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে চালিত হবে এবং স্থানীয় উৎপাদকরা একটি সেট পিছিয়ে পড়বে। যুক্তি হল যে প্রকরণ (২) এর আক্ষরিক নির্মাণের ফলে স্থানীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হবে, ব্যাখ্যার মূল নিয়ম, যথা, লিখিত বিধানকে আক্ষরিকভাবে পড়া এবং শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ স্বাভাবিক অর্থ প্রদান করা একটি সীমাবদ্ধ নির্মাণের পথ দেওয়া উচিত। এই যুক্তিটি বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করে। যদি উল্লেখ করা ধরনের কোনো বাস্তবিক অসুবিধা থাকে, তাহলে সংসদ আছে যা স্পষ্টভাবে প্রকরণ (২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বা যে পরিমাণে এটি করা উপযুক্ত বলে মনে করে। কেন আদালতকে একটি কষ্ট প্রশমিত করার জন্য ব্যাখ্যার মূল নিয়মটি বাতিল করার আহ্বান জানানো উচিত, যা সর্বোপরি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, যখন সংবিধান নিজেই প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য সঠিক অবস্থানের মূল্যায়ন করার জন্য আরও যোগ্য কর্তৃপক্ষের জন্য স্পষ্টভাবে প্রদান করেছে? এই যুক্তিটি একটি রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্যের অবাধ প্রবাহ থেকে ভোক্তা জনসাধারণের যে সুবিধা গ্রহণ করে তার ফলে দাম কম হয় তা বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়। তদ্ব্যতীত, যুক্তিটি এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে তথাকথিত কষ্ট, যদি থাকে, বাস্তবে প্রকরণ (২) এর উদার নির্মাণের কারণে নয় বরং বিহার রাজ্যের একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় লেনদেন এর উপর বিক্রয় কর আরোপের কারণে ঘটেছিল। বিহার রাজ্য পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর বিক্রয় কর ধার্য করতে বাধ্য নয় যার ক্ষেত্রে রাজ্যের বাইরের উৎপাদক, প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা এবং বিহারের উৎপাদক, প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে, যদি এটি এর স্থানীয় নির্মাতা বা প্রযোজকদের উৎসাহিত করতে চায় এটি করা উচিত নয়। এটি বিহার রাজ্যের জন্য করবে না যে এটিকে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর একটি বিক্রয় কর আরোপ করতে হবে যা এটি করতে বাধ্য নয় এবং একই সাথে এটি বিহারের ডিলার বা প্রযোজকদের রক্ষা করতে হবে এবং তাদের বাইরের ডিলেট বা প্রযোজকদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম করে এবং, তাই, আমাদেরকে একটি অপ্রাকৃতিক উপায়ে সংবিধান

গঠন করতে বলুন যাতে এটি উভয় বিশ্বের সেরা হতে সক্ষম হয়। এটি অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া জানানো হয় যে কল্যাণ রাষ্ট্রের নিজেকে চালানোর জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব থাকতে হবে, যদি এটি বিক্রয় কর বর্জন করে তবে এর অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক পতনের এই বেদনাদায়ক চিত্রটি এই আদালতে পূর্বের অনুষ্ঠানের মতোই চাপানো হয়েছে এবং এটি স্পষ্টতই বিচারকদের মনকে নিপীড়িত করেছে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের পক্ষ ছিলেন। তাই বিষয়টিকে আরেকটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। সাধারণত, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্য এক রাজ্যের একজন ডিলার এবং অন্য রাজ্যের একজন ডিলারের মধ্যে করা হয়। ভোক্তা রাজ্যের ডিলার তার পালাক্রমে প্রকৃত ভোক্তাদের কাছে খুচরা পণ্য বিক্রি করে। সমস্ত অভ্যন্তরীণ ডিলারদের নিজেদেরকে নিবন্ধিত করার জন্য এবং তাদের দ্বারা আমদানিকৃত এবং বিক্রি করা পণ্যগুলি দেখিয়ে এবং তাদের বার্ষিক টার্নওভার আনতে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য জোর দিতে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। ট্যাক্স যা তারা প্রকৃত ভোক্তাদের কাছে প্রেরণ করবে। আগের লেনদেন যার অধীনে বিহারে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছিল তার বিপরীতে এটিকে একটি ক্রয় কর বলুন বিহারের প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে বিহার ডিলার দ্বারা পরবর্তী স্থানীয় বিক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যে খরচ বা বিক্রয় কর বলুন, রাজ্য স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে এই স্থানীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর সম্পূর্ণ রাজস্ব পাবে। কোন সন্দেহ নেই যে এক ডিলারের কাছে বা অন্য ডিলারের কাছে এই ধরণের বিক্রয় বা ক্রয় প্রকৃতপক্ষে আন্তঃরাজ্যের সিংহভাগ গঠন করে ব্যবসা বা বাণিজ্য। এগুলিকে প্রকরণ (২) থেকে বের করে আনতে হবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বাণিজ্যের সুরক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অলীক করে তোলা এবং এর বিষয়বস্তু এবং উপযোগের সর্বোত্তম অংশের প্রকরণ (২) কেড়ে নেওয়া। সাধারণত স্বতন্ত্র স্থানীয় ভোক্তারা স্থানীয় বাজারে পণ্য ক্রয় করেন এবং সাধারণত বাইরের ডিলারদের কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পণ্য আনেন না। এটি শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যে স্থানীয় ভোক্তা তার ব্যবহারের জন্য রাজ্যের বাইরে থেকে পণ্য আনতে যথেষ্ট উদ্যমী হবে এবং তাদের সংখ্যা কম হবে। এটি শুধুমাত্র সেইসব বিপথগামী স্বতন্ত্র ভোক্তা যারা অন্য রাজ্যের একজন ডিলারের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য পেতে যথেষ্ট উদ্যমী এবং মালভাড়া প্রদান করতে ইচ্ছুক, ইত্যাদি এবং ক্ষতি বা ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে যারা কর ফাঁকি

দিতে পারে। এই ধরনের বিপথগামী প্রকৃত স্থানীয় ভোক্তাদের খুঁজে বের করতে অসুবিধা ২৮৬ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (২) অনুসারে অপ্রাকৃত নির্মাণকে গ্রহণ করার জন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ হতে পারে না। যদি বিহারের বড় ক্রেতারা, যেমন, টাটা আইরন & স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, যারা কয়লার খুব ভারী গ্রাহকরা, পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জের কয়লা ক্ষেত্র থেকে তাদের কয়লার সরবরাহ পেতে পছন্দ করেন বিহারের টাটানগরে তাদের বৃহৎ কারখানায় ব্যবহার করার জন্য বিহারের ঝরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে তাদের সরবরাহ পেতে এবং এর ফলে বিহার রাজ্যের রাজস্বের ক্ষতির জন্য বিক্রয় কর ফাঁকি দেওয়া, তারপর আবার ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে এই ধরনের কষ্ট লাঘব করার জন্য সংসদ রয়েছে। এই ধরনের অনুমিত কষ্ট, আমাদের দৃষ্টিতে, ২৮৬ অনুচ্ছেদে জোরপূর্বক এবং অপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোন ভিত্তি নেই।

(গ) ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের একটি সীমাবদ্ধ নির্মাণের সমর্থনে তৃতীয় কারণটি এইভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে: অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর উদ্দেশ্য হল একাধিক কর নির্মূল করা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১)(ক) ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে এমন ক্লাসের বিষয়ে ইতিমধ্যেই সেই উদ্দেশ্যটি অর্জন করেছে, সেই উদ্দেশ্যে আর সেই ক্লাসে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল না। এই যুক্তি আমাদের কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়। এটি পেটেন্ট সত্যকে উপেক্ষা করে যে অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রয় এবং ক্রয়কে দেখে এবং বিভিন্ন কোণে রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যে পরিস্থিতিতে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রদত্ত ক্ষেত্রে ওভারল্যাপ হতে পারে তা এই উপসংহারে আসার কোন যুক্তি নেই যে বিভিন্ন বিধানের বিষয়বস্তু একই। যুক্তির এই লাইনটি অনুমান করে যে ২৮৬ অনুচ্ছেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল একাধিক কর নির্মূল করা। অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশের উদ্দেশ্যগুলিকে অনুচ্ছেদের ভাষা থেকেই খুঁজে বের করতে হবে যা বিভিন্ন রাজ্যের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর এবং বিশৃঙ্খলা এবং উদ্‌ভূত বিভ্রান্তি এবং সেই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে যে বিপর্যয় ঘটেছিল। একাধিক কর আরোপ করা হয়েছিল যা ভোক্তাদের উপর একটি ভারী বোঝা চাপিয়েছিল এবং যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহকে প্রতিবন্ধকতা

ও বাধা দেওয়ার জন্যও গণনা করা হয়েছিল। সংবিধান প্রণেতারা তাই, বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, যথা, প্রথমত তাদের অবস্থার ভিত্তিতে, দ্বিতীয়ত এবং তৃতীয়ত লেনদেনের চরিত্রের ভিত্তিতে, যেমন, বিদেশী বাণিজ্য বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এবং চতুর্থত প্রকৃতি বা গুণমানের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রি বা কেনা, অর্থাৎ, সেগুলি সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিনা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণেতাদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল আপাতত শর্তসাপেক্ষে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং পরিস্থিতি অধ্যয়ন করতে এবং নিষেধাজ্ঞার ফলাফল মূল্যায়নের জন্য সংসদকে কিছু সময় দেওয়া, এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থে এবং আন্তঃরাজ্য ব্যবসা বা বাণিজ্যের স্বার্থে যতটা উপযুক্ত মনে করে সেই পরিমাণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। যদি এইভাবে বিষয়টির কাছে যাওয়া হয় তবে এটি প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে যায় যে যুক্তির এই অংশটি আমরা এখন সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ভুল অনুমানে অগ্রসর হওয়ার কথা বিবেচনা করছি।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর একটি সীমাবদ্ধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে কারণ সংবিধান নিজেই আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়কে দুটি বিভাগে বিভক্ত করেছে এবং একটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে এটি নিজেই উভয়ই সরবরাহ করেছে কোন রাজ্য তাদের উপর কর আরোপ করবে এবং কোন শর্তে এবং অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংবিধান সাধারণ শর্তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং সংসদকে উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার ক্ষমতা সাধারণ শর্তে সংসদকে দিয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে প্রশ্নটি ভিক্ষা করছে এবং এর জন্য কোনও বিস্তৃত খণ্ডনের প্রয়োজন নেই।

(ঙ) নমের আরেকটি স্ট্রিং হল যে ব্যাখ্যার দ্বারা তৈরি আইনি ব্যাখ্যার কারণে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়কে আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তে এটিই গৃহীত যুক্তি ছিল। উপরে প্রদত্ত কারণগুলির জন্য আমরা এই যুক্তিটি গ্রহণ করতে অক্ষম যা এখানে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

বলা হয়, ভিন্নমতের রায়ে উল্লেখিত ব্যবসায়ীদের হয়রানি ও অসুবিধার চিত্র

বাস্তবের চেয়ে অপ্রকৃত। এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে শুধুমাত্র বড় ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য বিক্রি করবে ভারতের ইউনিয়নের সমস্ত রাজ্যে। এই বড় ব্যবসায়ীরা কেরানি এবং হিসাবরক্ষকদের একটি বড় কর্মী বজায় রাখে এবং তারা তাদের পণ্য বিক্রি করে এমন প্রতিটি রাজ্যে রিটার্ন দাখিল করতে বাধ্য হলে কোন অসুবিধা হতে পারে না। এই যুক্তি ব্যবহারিক উপেক্ষা করে বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা প্রণীত বিভিন্ন বিক্রয় কর আইনের প্রভাব। সমস্ত বড় ব্যবসায়ীদের প্রতিটি রাজ্যে নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে, প্রতিটি রাজ্যের বিক্রয় কর আইনগুলি অধ্যয়ন করতে হবে, সমস্ত রাজ্য আইনের প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে হবে যা কোনওভাবেই ইউনিফর্ম নয় এবং অবশেষে, একই সাথে তাদের বইগুলি তৈরি করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। প্রতিটি রাজ্যের অফিসারদের সামনে তাদের রিটার্নের সমর্থনে অ্যাকাউন্ট। বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয় কর আইনের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এমন যে কেউ জানেন যে মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিটি রাজ্যের কর্মকর্তারা কতক্ষণ বই আটকে রেখেছেন। এই কার্যধারার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, মূল, আপীল এবং সংশোধনী এবং প্রতিটি শিরোনামের অধীনে যতগুলি কার্যধারা থাকবে সেখানে পণ্য বিক্রি করা হয় এমন রাজ্য রয়েছে। ব্যবসায়ীদের হয়রানি বেশ স্পষ্ট এবং কোন অতিরঞ্জিত প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে ২৮৬ অনুচ্ছেদের নির্মাণের ফলে যদি রাজ্যগুলির অর্থনীতির জন্য কোনও ঝুঁকি দেখা দেয় যা আমাদের কাছে নিজেকে প্রশংসা করে, তবে আপিলটি অবশ্যই সংসদের কাছে হতে হবে যা প্রকরণ (২) এর প্রারম্ভিক শব্দের অধীনে আইন দ্বারা প্রণীত ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

পূর্বোক্ত সকল কারণের জন্য আমরা নিশ্চিতভাবে মতামত দিচ্ছি যে, যতক্ষণ না সংসদ প্রকরণ (২) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে প্রণীত আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কোন কর আরোপ বা অনুমোদন করতে পারে না। যখন এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় ঘটে এবং দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সুপ্রা) এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত যতটা বিপরীতে সিদ্ধান্ত নেয় তা নীতি বা কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

প্রশ্ন (ক) নিয়ে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি, এই উপলক্ষ্যে আমাদের জন্য অন্যান্য প্রশ্ন (খ), (গ) বা (ঘ) নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। দেখার বিষয় কেবল এটিই

থেকে যায় যে, প্রশ্ন (ক) সম্পর্কিত আমাদের সিদ্ধান্তের ফলে বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭ পুরোপুরি "আলট্রা ভাইরেজ" এবং বাতিল হয় কি না, নাকি এটি শুধুমাত্র বাইরে রাজ্যের বিক্রেতাদের উপর আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর আরোপ করতে চাওয়ার জন্য খারাপ। এটি নির্ভর করবে আইনের আপত্তিকর অংশগুলি এর বাকি বিধানগুলি থেকে বিচ্ছেদযোগ্য কিনা। এখানে আইনের কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে।

আইনটির দীর্ঘ শিরোনাম হল "বিহারে পণ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপের বিধান করার জন্য একটি আইন"। প্রস্তাবনাটি আবৃত্তি করে যে "বিহারের রাজস্বের একটি সংযোজন করা প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিহারে পণ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা প্রয়োজন"। আইনটি সমগ্র বিহার রাজ্যে বিস্তৃত। "বিক্রেতা" কে মূলত ধারা ২(গ) এর অর্থ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল:

"যেকোন ব্যক্তি যে কমিশন, পারিশ্রমিক বা অন্যথায় বিহারে কোনো পণ্য বিক্রি বা সরবরাহ করে এবং যে কোনো ফার্ম বা হিন্দু যৌথ পরিবার এবং কোনো সমিতি, ক্লাব বা সমিতির সদস্যদের কাছে পণ্য বিক্রি বা সরবরাহ করে এমন কোনো সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে"।

বিহার ফিনান্স অ্যাক্ট, ১৯৫০ দ্বারা এই সংজ্ঞা থেকে "বিহারে" শব্দগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল। একই বিভাগের প্রকরণ (ছ) বিক্রয় সংজ্ঞায়িত করে। সেই সংজ্ঞায় সময়ে সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। এই আপীলে আমরা যে সময়ের সাথে উদ্বিগ্ন তা হল ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ পর্যন্ত। ১লা অক্টোবর ১৯৪৮ এবং ৩১শে মার্চ ১৯৫১ এর মধ্যে যা প্রাসঙ্গিক সময়ের পূর্ববর্তী অংশকে কভার করে প্রকরণটি নিম্নরূপ ছিল:-

"বিক্রয়" মানে, এর সমস্ত ব্যাকরণগত ভিন্নতা এবং জ্ঞানীয় অভিব্যক্তি সহ, নগদ বা বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনার জন্য পণ্যের সম্পত্তির হস্তান্তর, চুক্তি সম্পাদনের সাথে জড়িত পণ্যগুলিতে সম্পত্তি হস্তান্তর সহ কিন্তু একটি বন্ধকী, হাইপোথেকেশন, চার্জ বা অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত নয়:

তবে শর্ত থাকে যে, হায়ার-পারচেজ বা অন্যান্য কিস্তি প্রদানের পদ্ধতিতে পণ্যের স্থানান্তর, এই সত্য সত্ত্বেও যে বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের

জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনো পণ্যের একটি শিরোনাম ধরে রেখেছেন, এটি বিক্রয় বলে গণ্য হবে:

আরও প্রদান করা হয়েছে যে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ এর III) এর বিপরীত কিছু সত্ত্বেও, যে কোনো পণ্য বিক্রয়-

(i) যেগুলি আসলে সেই সময়ে বিহারে থাকে যখন, সেই বিষয়ে, সেই আইনের ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, অথবা

(ii) যেগুলি বিহারে সৃজনকর্তা বা উৎপাদক দ্বারা সৃষ্টি বা উৎপাদিত হয়, যেখানেই ডেলিভারি বা বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, এই আইনের উদ্দেশ্যে বিহারে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, ফরোয়ার্ড চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়, এই ধরনের চুক্তির অধীনে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বিতরণ করা হয়েছে কি না, তা ডেলিভারির জন্য সম্মত হওয়া তারিখে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে"।

এই সংজ্ঞাটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং ১লা এপ্রিল ১৯৫১ এবং ৩১শে মার্চ ১৯৫২ এর মধ্যে যা প্রাসঙ্গিক সময়ের শেষ অংশকে কভার করে এটি নিম্নরূপ:-

"বিক্রয়" মানে, এর সমস্ত ব্যাকরণগত ভিন্নতা এবং জ্ঞানীয় অভিব্যক্তি সহ, নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনার জন্য পণ্যের সম্পত্তি হস্তান্তর, চুক্তি সম্পাদনের সাথে জড়িত পণ্যগুলিতে সম্পত্তি হস্তান্তর সহ কিন্তু বন্ধকী অন্তর্ভুক্ত নয়, অনুমান, চার্জ বা অঙ্গীকার:

তবে শর্ত থাকে যে ভাড়া ক্রয় বা অন্যান্য কিস্তি প্রদানের পদ্ধতিতে পণ্যের স্থানান্তর, এই সত্য সত্ত্বেও যে বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনো পণ্যের একটি শিরোনাম বজায় রাখে, একটি বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, একটি ফরোয়ার্ড চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়, এই ধরনের চুক্তির অধীনে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বিতরণ করা হয়েছে কি না, ডেলিভারির জন্য মূলত সম্মত হওয়া তারিখে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা- বিহারে ভোগের উদ্দেশ্যের জন্য এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিহারে প্রকৃতপক্ষে বিতরণ করা কোনো পণ্য বিক্রয় এই আইনের উদ্দেশ্য বিহারে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে, এই সত্ত্বেও যে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ আইনের অধীনে, পণ্যের সম্পত্তি, এই ধরনের বিক্রয়ের কারণে, অন্য রাজ্যে পাস হয়েছে"।

এটি উল্লেখ্য যে ব্যাখ্যাটি যা উল্লেখযোগ্যভাবে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার একটি পুনরুৎপাদন এই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো চালু করা হয়েছিল।

"টার্ন ওভার" ধারা ২(ঝ) এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। চার্জিং ধারাটি হল ধারা ৪ যা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রদান করে যেটি ধারা ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এর বিধানগুলির সাপেক্ষে এবং এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী যার মোট বিক্রয় পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরে এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখের আগে বিহার এবং বিহারের বাইরে উভয় স্থানে বিক্রয় ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা ছাড়িয়েছে, তাকে বিহারের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিক্রয়ের ওপর এই আইনের অধীনে কর প্রদান করতে হবে এবং এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে। লম্বা শিরোনাম হলেও খেয়াল থাকবে এবং প্রস্তাবনাটি বিহারে পণ্য বিক্রয়কে নির্দেশ করে ধারা ২(ছ) এর "বিক্রয়" শব্দের সংজ্ঞা থেকে "বিহারে" শব্দটি মুছে ফেলা হয়েছিল। আইনের স্কিমটি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন বিধান রয়েছে যার কোন বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যাইহোক, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইনের অভিযোজন (তৃতীয় সংশোধন) আদেশ, ১৯৫১ দ্বারা একটি নতুন বিভাগ সন্নিবেশ করা হয়েছিল যা ২৮৬(১) এবং (২) অনুচ্ছেদের বিধানগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরুৎপাদন করেছিল। যদিও, তাই, "বিক্রেতা" এবং "বিক্রয়" এর সংজ্ঞা সহ পড়া চার্জিং বিভাগটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়কে কভার করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত হতে পারে, নতুন ধারা ৩৩ সেই সমস্ত বিধানগুলিকে তার বিধানের অধীন করে যা একটি পুনরুৎপাদন ছাড়া আর কিছুই নয় অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর অনুরূপ বিধান। আমরা ২৮৬ অনুচ্ছেদে যে ব্যাখ্যাটি রেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা সহ পড়া আইনের চার্জিং ধারাটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য ট্যাক্স পরিচালনা করতে পারে না এবং এটি অবশ্যই সংসদ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত ট্যাক্স বিক্রয় বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই আইনটি অন্যথায় প্রদান করেনি, এটি অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং অকার্যকর। এই অবস্থানে প্রশ্ন উঠছে

আইনটি সম্পূর্ণভাবে খারাপ কিনা বা কেবলমাত্র এতদূর পর্যন্ত খারাপ যে এটি উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর বিধানগুলিকে বিক্ষুব্ধ করে। এটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে আইনটি তাদের প্রকৃতিতে বিভাজ্য বিষয়গুলির উপর কর আরোপ করে তবে সংবিধান দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিষয়গুলিকে স্পষ্ট ভাষায় বাদ দেয় না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আইনটিকে সম্পূর্ণরূপে অপ্রীতিকর এবং অকার্যকর ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই, কারণ অনুমোদিত বিষয়ের উপর আরোপিত করকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর ধার্য করা থেকে আলাদা করা এবং পরবর্তীটি করের মূল্যায়নে বাদ দেওয়া সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে এটা বলা মুশকিল যে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় কর আরোপের পরিকল্পনাটি পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর ট্যাক্সের সম্পূর্ণ ধারার এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে যে এটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এমন কিছু নেই অনুমান করার কারণ যে বিহার বিধানসভা যদি জানত যে আইনের বিধানগুলি এতদূর পর্যন্ত খারাপ হতে পারে যে তারা আন্তঃরাজ্য ব্যবসা বা বাণিজ্যের উপর কর আরোপ বা অনুমোদন করেছিল যদিও সংসদ আইন দ্বারা প্রদত্ত ছিল না অন্যথায় এটি হবে। , তথাপি, আইনের বাকি অংশ পাশ করা হয়নি।

ফলস্বরূপ, এই আপিলটি অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে এবং আমরা একটি আদেশ জারি করি যে, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথা প্রদান করে, বিহার রাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের বাইরের ডিলারদের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা থেকে রেহাই দেই এবং বিরত থাকে। বা ক্রয় যা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হয়েছে যদিও পণ্যগুলি বিহারে ব্যবহারের জন্য এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে। এই আদালতে এবং নীচের আদালতে আপীলকারীর খরচ রাষ্ট্রকে দিতে হবে। হস্তক্ষেপকারীদের তাদের নিজেদের খরচ বহন করতে হবে এবং দিতে হবে।

বিচারপতি, ভগবতী-আমি আমার ভাই এস.আর. দাসের দেওয়া রায়ে যে যুক্তি ও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তার সাথে আমি একমত। যদিও এখন পর্যন্ত আমি দ্য স্টেট অফ বোম্বে এবং অন্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং আদারস (১) রায়ের পক্ষ ছিলাম তবে এটি করার জন্য আমার কারণগুলি রেকর্ড করা উচিত।

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

আপীলকারী হল ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় নং ১৫৩, ধরমতলা স্ট্রিট, কলকাতা এবং পরীক্ষাগার এবং কারখানাটি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার বরানগরে এবং বিভিন্ন সেরার উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, কলকাতায় ভ্যাকসিন, জৈবিক পণ্য এবং ওষুধ ইত্যাদি। আপীলকারীর সমগ্র ভারত ইউনিয়ন জুড়ে তার পণ্যগুলির ব্যাপক বিক্রয় রয়েছে এবং গৃহীত আদেশের বিপরীতে পণ্যগুলি কলকাতা থেকে রেল, স্টিমার বা বিমানে পাঠানো হয়। কলকাতা এবং সমস্ত বিক্রয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে হয়। আবেদনকারীর বিহার রাজ্যে কোনো অফিস, এজেন্ট, ম্যানেজার, গোডাউন বা ল্যাবরেটরি নেই। এটি বিহারের বাসিন্দা নয় বা বিহারে ব্যবসার স্থান নেই এবং বিহার রাজ্যের মধ্যে বিক্রির কোনো লেনদেনে প্রবেশ করে না।

২৪শে অক্টোবর ১৯৫১-এ সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, হেডকোয়ার্টার পাটনা, আপিলকারীকে বিহার সেলস ট্যাক্স অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য এবং বিহারের সেলস ট্যাক্সের বকেয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিহারের কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য লিখেছিলেন, বিবাদ করে যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিক্রয় যেখানে বিহার রাজ্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছিল বিহারে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ সাল থেকে বিহার বিক্রয় কর আরোপযোগ্য। আপীলকারী অস্বীকার করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রভাবশালী বিক্রয়ের উপর বিহার রাজ্যের কর করার অধিকার এবং ১৮ ই ডিসেম্বর ১৯৫১ তারিখে তার চিঠির মাধ্যমে সুপারিনটেনডেন্ট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্স, সেন্ট্রাল সার্কেল, বিহার বিহার বিক্রয় কর আইনের ১৩(৫) ধারার অধীনে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। আপীলকারী ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১ পর্যন্ত সময়ের জন্য তার টার্ন-ওভার দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে এবং রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এরপরে চিঠিপত্রের সূত্রপাত হয় যেখানে উভয় পক্ষ একে অপরকে এর দ্বারা গৃহীত অবস্থানের বৈধতা সম্পর্কে বোঝানোর নিরর্থক প্রচেষ্টা করে। আপীলকারী জোর দিয়েছিলেন যে এটি বিহার বিক্রয় কর আইনের অধীনে মূল্যায়নের জন্য দায়বদ্ধ নয় এবং আপীলকারীর উপর বিক্রয় কর ধার্য করার জন্য বিহার রাজ্যের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছেন।

সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, সেন্ট্রাল সার্কেল, বিহার, শেষ পর্যন্ত তার ২৮ মে ১৯৫২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আপীলকারীর বিরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিহার বিক্রয় কর আইনের ১৩(৫) ধারার অধীনে নোটিশটি মেনে চলতে বলেন যা তিনি ব্যর্থ হন। তার বিচারের সর্বোত্তম মূল্যায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এরপর আপীলকারী তার ৭ই জুন ১৯৫২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর সুপার, সেন্ট্রাল সার্কেল, বিহারকে অবিলম্বে বিহার বিক্রয় কর আইনের ১৩(৫) ধারার অধীনে জারি করা নোটিশটি প্রত্যাহার এবং বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছিল কারণ উল্লিখিত নোটিশটি সংবিধান এবং বিহার সেলস ট্যাক্স আইনের "আল্ট্রা ভাইরাস" এবং সম্পূর্ণ অবৈধ এবং নিষ্ক্রিয় ছিল।

পূর্বোক্ত দাবিটি পাটনার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারে দাখিল করা আপিলকারীর সাথে মেনে না চলায় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশন ম্যান্ডামস, সার্টিওরারি এবং প্রহিভিশন এবং অন্য কোনও উপযুক্ত রিট জারি করার মাধ্যমে উপযুক্ত ত্রাণ চেয়েছিল। আপীলকারীর উপর আইনত প্রযোজ্য নয় এমন একটি কর আরোপ ও আদায়ের উদ্দেশ্যে জারি করা কার্যধারা বাতিল করার আদেশ এবং আপীলকারীকে একটি রিটার্ন দাখিল করতে এবং নিজেকে একজন ডিলার হিসাবে অনুচ্ছেদন করতে বলে। বিহার রাজ্য, উত্তরদাতা ১, বাণিজ্যিক কর সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সেন্ট্রাল সার্কেল, পাটনা, উত্তরদাতা ২ এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্স, সেন্ট্রাল সার্কেল, বিহার, উত্তরদাতা ৩ পিটিশনের বিপরীত পক্ষ ছিলেন। জবাবে তারা কোনো হলফনামা দাখিল করেননি। আপিলকারীর অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করা হয়নি তবে পিটিশন থেকে উদ্ভূত আইনের প্রশ্নে যুক্তিতর্কগুলি হাই কোর্টে তাদের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সরকারী প্লিডার দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল। হাইকোর্টের আদেশ দেয়:

(১) যে উত্তরদাতা ৩ ধারা ১৩(৫) এর অধীনে নোটিশ জারি করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ারের মধ্যে কাজ করছিলেন এবং ধরেছিলেন যে আবেদনকারী কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ, যে তিনি যদি ১৩ (৫) ধারার অধীনে একটি মূল্যায়ন করেন তবে আইনটি একটি প্রদান করেছে আপিলের অধিকার যার দ্বারা আইনের কোনো ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে আপীল কর্তৃপক্ষ আইনের অধীনে নির্ধারিত, যে আইনের ধারা ২৪ এবং ২৫ এ আইনের অধীনে করা মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপিল এবং সংশোধনের

জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং কার্যকর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে এবং তাই সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট জারি করার জন্য কোন পরোয়ানা নেই;

(২) ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে "আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় বিক্রয় বা ক্রয়" বাক্যাংশটিকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যাতে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিক্রয় বা ক্রয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণিকে বাদ দেওয়া যায় এবং তাই বিহার বিক্রয় কর আইনের ধারা ২ এবং ধারা ৩৩-এর সংশোধিত ধারা (গ) এবং (ছ) অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না;

(৩) যে বিহার বিক্রয় কর আইনটি পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি আইন নয় বরং পণ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপকারী একটি আইন এবং আইনটি সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥ এর ৫৪ আইটেমের মধ্যে পড়েছিল, যেমন, সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর এবং তাই এই আইনটিকে অনুচ্ছেদ ২৫৪ এর অধীনে অবৈধ বলা যায় না;

(৪) যে বিহার বিক্রয় কর আইনটি পণ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল এবং আন্তঃরাজ্য বা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নয় এবং তাই আইনটি ৩০৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন কোনভাবেই করেনি; এবং

(৫) যে আইনটি এই কারণেও অবৈধ ছিল না যে এটি কার্যত বহির্ভূত ছিল, যে করের এখতিয়ারটি কেবল ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্যের মধ্যে করা ব্যবসার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল, যে এটি ছিল এখতিয়ারের উদ্দেশ্যগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নয় যে বিক্রয়ের সম্পূর্ণ লেনদেন অঞ্চলগুলির মধ্যে হওয়া উচিত ছিল, অন্যদিকে যে জিনিসগুলি বিহারে ভোগের জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল তা পর্যাপ্ত নেক্সাস্ট্রিটোরিয়াল সংযোগ তৈরি করেছিল যা বিহার আইনসভাকে এখতিয়ার প্রদান করেছিল কর আরোপ করার জন্য এবং যে ধারা ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে রাজ্যের অভ্যন্তরে ভোগের জন্য সরবরাহ করা পণ্য বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য রাজ্যকে ক্ষমতা প্রদান করেছে।

তাই খরচসহ আবেদনটি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট।

আপীলকারী এই আদালতে আপিল করার জন্য অনুমতির আবেদন করেছিলেন এবং হাইকোর্ট সংবিধানের ১৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র মঞ্জুর করেছেন।

আমাদের সামনে আপিলের শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি, কলকাতা, মাদ্রাজ রাজ্য, মহীশূর রাজ্য, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, উড়িষ্যা রাজ্য, পেপসু রাজ্য, রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্য, পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য এবং একজন এম কে কুরিয়াকোস আবেদন করেছিলেন এবং হস্তক্ষেপের জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন এবং হস্তক্ষেপকারীদের জন্য পরামর্শদাতা আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন এবং তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানিয়েছেন।

পিটিশনে প্রকাশিত তথ্যের উপর ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রথম প্রশ্নটি খুব শীঘ্রই হিম্মতলাল হরিলাল মেহতা বনাম দ্য স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য (১)-এ প্রধান বিচারপতি মহাজন-এর কথায় নিষ্পত্তি করা যেতে পারে, যেখানে তিনি মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল দ্বারা অনুরোধ করা অনুরূপ বিতর্ক প্রত্যাহার করেছিলেন -

"রাজ্যের বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-জেনারেল .... তবে দাবি করেছেন যে রালে ইনভেস্টমেন্ট কোং বনাম গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল ( ), এখতিয়ারে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদত্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে অন্যথায় মূল্যায়নকে প্রশ্ন করা, মূল্যায়নের কারণে উদ্‌ভূত অর্থ প্রদানের বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং যে আইনের অধীনে বিক্রয় কর প্রদানের দায় একটি বিশেষ দায়বদ্ধতা দ্বারা সৃষ্ট। আইন নিজেই যা একই সাথে একটি বিশেষ এবং নির্দিষ্ট প্রতিকার দেয় যা অবলম্বন করা উচিত এবং তাই একটি রিটের মাধ্যমে প্রতিকারটিকে আইনের বিধানগুলি, বিশেষত একটি আর্থিক আইন এড়ানোর জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের মতামত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-জেনারেল দ্বারা উত্থাপিত বিরোধগুলি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় যে এটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্র একটি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে যে এটি রিটার্ন দিতে ব্যর্থ হলে এটি অবশ্যই আপিলকারীর বিরুদ্ধে আইনের শাস্তিমূলক বিধানগুলি প্রয়োগ করতে বা চাহিদা মেটাতে পারে

(১) [১৯৫৪] এস.সি.আর. ১১২২, ১১২৬। (২) ৭৪ আই.এ. ৫০।

এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী এই ধরনের গুরুতর পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ম্যান্ডামাসের রিটের মাধ্যমে ত্রাণ স্পষ্টতই উপযুক্ত ত্রাণ ছিল। মো. ইয়াসিন বনাম দ্য টাউন এরিয়া কমিটি (১), এই আদালত দ্বারা এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি ব্যবসার লাইসেন্স ফি কেবল লাইসেন্সধারীর সম্পত্তি কেড়ে নেয় না বরং তার ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার মৌলিক অধিকারের উপর সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করে এবং তাই লাইসেন্স ফি আরোপ যদি আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত হয় তবে এটিকে ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে, অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে একটি ফোরটিওরিও। এই পর্যবেক্ষণগুলি বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। আইনের ধারা ২(ছ) এর ব্যাখ্যা ২ কে অতি ভয়ঙ্কর বলে ঘোষণা করা হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে আপীলকারীর উপর বিক্রয় কর আরোপ করা আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত, এবং এটি জবরদস্তি ব্যবহার করে রাজ্যের দ্বারা হুমকিস্বরূপ। আপীলকারীর কাছ থেকে এটি উপলব্ধি করার জন্য অপ্রস্তুত আইনের যন্ত্রপাতি ১৯(১)(ছ) অনুচ্ছেদের অধীনে তার মৌলিক অধিকারের যথেষ্ট লঙ্ঘন এবং এটি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে স্পষ্টভাবে ত্রাণের অধিকারী ছিল। বিতর্কিত যে বিরোধিতা করা আইনের অধীনে প্রতিকার আপীলকারীর কাছে উপলব্ধ ছিল তাই এটি ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ত্রাণের অযোগ্য ছিল দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড( ), উপরে উল্লিখিত এই আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। সেখানে এই নীতিটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার উপলব্ধ না হলে একটি আদালত একটি প্রিরোগেটিভ রিট জারি করবে না যেখানে একটি পক্ষ তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ নিয়ে আদালতে এসেছিল এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ত্রাণ চাওয়া হয়েছিল। তদুপরি, আইন দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকার একটি কঠিন এবং ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্রের। আপীলকারী এটির সুবিধা পাওয়ার আগে তাকে ট্যাক্সের পুরো পরিমাণ জমা দিতে হবে। এই ধরনের বিধান একটি পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার হিসাবে খুব কমই বর্ণনা করা যেতে পারে।"

এটি সেই বিরোধকে পর্যাপ্তভাবে নিষ্পত্তি করে এবং আমি মনে করি যে হাইকোর্ট ভুল ছিল যখন এটি ধরেছিল যে আপীলকারীর আবেদনে প্রকাশিত তথ্যের উপর

(১) [১৯৫২] এস.সি.আর. ৫৭২।

(২) (১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট জারি করার জন্য কোন পরোয়ানা নেই,

যোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রী এন.সি. চ্যাটার্জি আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ করেছেন:-

(১) সেই অনুচ্ছেদ ২৮৬ রাজ্য আইনসভার উপর একটি বেঁধে রাখে এবং ব্যাখ্যাটি কোনও রাজ্য বিধানসভাকে কোনও কর ধার্য করার কোনও ক্ষমতা দেয়নি তবে কেবলমাত্র ১(ক) ধারাটি ব্যাখ্যা করার জন্য বোঝানো হয়েছিল, অর্থাৎ, বাইরের বিক্রয় বা ক্রয় কী ছিল এবং যে এটি কোনো বিধিনিষেধ বা বাঁধন অপসারণ করেনি এবং কোনো আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়কে আন্তঃ-রাজ্য বা স্থানীয় বা গার্হস্থ্যে রূপান্তর করেনি

(২) XII খণ্ডের ২৮৬(২) অনুচ্ছেদটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংসদের আধিপত্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ছিল এবং এটি সম্মানের সাথে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর যে কোনও কর ধার্য করার জন্য রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের জন্য এবং এটি শুধুমাত্র যখন উপযুক্ত সংসদীয় আইন দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল যে রাজ্য আইনসভা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কোনো কর আরোপ করতে পারে; এবং

(৩) একটি রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৪৬ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে যে অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) এর অধীনে শুধুমাত্র সংসদকে বহির্দেশীয় ক্রিয়াকলাপ সহ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং রাজ্য আইনসভাগুলির এমন কোনও ক্ষমতা ছিল না, এবং তালিকা II-এর আইটেম ৫৪ এর সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৫-এর সম্মিলিত প্রভাব হল যে রাজ্য আইনসভা কেবলমাত্র সমগ্র বা বা সেই রাজ্যের অংশে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার আইন তৈরি করতে সক্ষম ছিল।

এই প্রশ্নগুলির সংকল্পের সাথে সংবিধানের ২৮৬(১) এবং (২) অনুচ্ছেদের বিধান এবং তাদের প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাবের গঠন জড়িত। এই বিধানগুলো নিম্নরূপ:-

"অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১) যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় সেখানে কোনো রাষ্ট্রের কোনো আইন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা আরোপ করার অনুমোদন দেবে না-

(ক) রাজ্যের বাইরে; বা

(খ) ভারতের ভূখণ্ডে পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার সময়।

ব্যাখ্যা. উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে, একটি বিক্রয় বা ক্রয় সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও যে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ আইনের অধীনে পণ্যের সম্পত্তি এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে অন্য রাজ্যে পাস হয়েছে।

(২) যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান করতে পারে তা ব্যতীত, কোন রাষ্ট্রের কোন আইন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে না বা অনুমোদন করবে না, যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সময় সংঘটিত হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোনো রাজ্যের সরকার কর্তৃক আইনত ধার্যকৃত পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর যে কোনো কর, যদিও এই ধরনের কর আরোপ করা এই প্রকরণের বিধানের পরিপন্থী, একত্রিশতম দিন পর্যন্ত শুল্ক অব্যাহত থাকবে মার্চ, ১৯৫১"।

এগুলি সংবিধানের XII অংশে প্রণীত হয়েছে যা অর্থ, সম্পত্তি, চুক্তি এবং মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং 'বিবিধ আর্থিক বিধান' এর ক্যাপশনের অধীনে পড়ে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজ্য আইনসভাগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা বা পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এই ধরনের বিধিনিষেধ স্থাপন করে যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়-(ক) রাজ্যের বাইরে, বা (খ) ভারতের ভূখণ্ডে পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার সময়। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় যেখানে সঞ্চালিত হয় সেখানে এই ধরনের বিধিনিষেধ স্থাপন করে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) ব্যাখ্যা সহ হেজ করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) "যতদূর পর্যন্ত সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে" এবং যে বিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিতে পারেন যে সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত

পূর্বে যে কোনো রাজ্য সরকার কর্তৃক আইনত ধার্য করা যে কোনো কর, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর বিধান সত্ত্বেও, আরোপ করা অব্যাহত থাকতে পারে ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি ব্যতীত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এবং (২) দ্বারা নির্ধারিত বিধিনিষেধগুলি প্রাধান্য পায় এবং এই বিধিনিষেধগুলির প্রকৃত সুযোগ এবং ব্যাপ্তি এই বিধানগুলি যে শর্তাবলীতে রয়েছে তা থেকে বের করে দিতে হবে।

এই বিধানগুলি এই আদালতের দ্বারা দুটি ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছিল, (১) দ্য স্টেট অফ বোম্বে এবং অন্য বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য (১) এবং (২) ট্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানা এবং অন্যান্য (*)। এই মামলাগুলির মধ্যে প্রথমটি ১৯৫২ সালের বোম্বে সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট XXIV-এর সাংবিধানিকতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। বোম্বে হাইকোর্ট বোম্বে সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৫২কে রাজ্য আইনসভার "আল্‌ট্রা ভাইরেজ" ঘোষণা করেছিল এবং ম্যান্ডামাসের প্রকৃতিতে একটি রিট জারি করেছিল। বোম্বে স্টেট এবং সেলস ট্যাক্স, বোম্বে কালেক্টরের বিরুদ্ধে, তাদের সহ্য করার এবং উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের বিধানগুলি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টে আক্রমণের মূল ভিত্তি ছিল যে আইনটি সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর আরোপিত বিধিনিষেধ নির্বিশেষে পণ্য বিক্রয় এবং ক্রয় কর এবং সেই সাথে ২৮৬(১) অনুচ্ছেদের বিধান এবং (২) এই আদালত দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি, পতঞ্জলি শাস্ত্রী, দ্বারা প্রদত্ত এই আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় যার সাথে বিচারপতি মুখার্জিয়া, এবং বিচারপতি গুলাম হাসান, সম্মত হন সংবিধানের ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা সহ পঠিত এবং অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৩০১ এবং ৩০৪ আন্তঃরাজ্য উপাদান জড়িত বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা নিষিদ্ধ করে যে রাজ্য ব্যতীত যে রাজ্যে পণ্যগুলি ভোগের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়। পরবর্তী রাজ্যকে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার জন্য মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এটি এই ক্ষমতাটি ২৮৬(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা নয় বরং তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৫৪-এর সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এর অধীনে রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯। (২) [১৯৫৪] এস.সি.আর. ৫৮.

আমার দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিল যে ব্যাখ্যাটি সেই রাজ্যকে বঞ্চিত করে না যেখানে পণ্যের সম্পত্তি এই কর দেওয়ার ক্ষমতা থেকে চলে যায় এবং ফলস্বরূপ যে রাজ্যে পণ্যের সম্পত্তি পাস হয় এবং যে রাজ্যে পণ্যগুলি পাস হয় ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হয় ট্যাক্স করার ক্ষমতা আছে এবং এটি সঠিক নয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে আরও বলা হয়েছে যে ২৮৬ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (২) রাজ্যের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না যেখানে পণ্য সরবরাহ করা হয় আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য যে ধরণের ব্যাখ্যা ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়। ব্যাখ্যার প্রভাব হল যে এই ধরনের লেনদেনগুলি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে রক্ষা করা হয়। বিচারপতি বোস, এবং আমি সম্মত হয়েছিলাম যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ৩০৪ (১) এর আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না কারণ দুটি অনুচ্ছেদ ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিচারপতি বোস, অবশ্য মনে করেছিলেন যে ২৮৬ অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত মূল ধারণাটি হল আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর আরোপ করা নিষিদ্ধ করা যতক্ষণ না উল্লিখিত অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের অধীন নিষেধাজ্ঞা সংসদ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয় এবং সর্বদা আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে। যখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, তখন অনুচ্ছেদ ২৮৬ এর প্রকরণ (১) এর ব্যাখ্যা বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ করতে কার্যকর হয়। এই ব্যাখ্যাটি ২৮৬ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং যেহেতু এটি শুধুমাত্র লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যা সত্যে এবং প্রকৃতপক্ষে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে সাহায্য করার প্রয়োজন নেই নিষেধাজ্ঞা সরানো হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের পাশাপাশি বিচারপতি বোস, স্বীকার করেছে যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এবং (২) এর বিধানগুলি একাধিক কর রোধ করার জন্য প্রণীত হয়েছিল যা সংবিধান প্রবর্তনের আগে রাজ্যগুলি দ্বারা সংযোগ তত্ত্ব অবলম্বন করে ধার্য করা হত। যদিও তারা সেই তত্ত্বটিকে পুরোপুরি বাতিল করেনি এবং তাদের মতামত ছিল যে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার এখতিয়ার সহ রাজ্য আইনসভাকে বিনিয়োগ করা যথেষ্ট, যদি বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি এর অঞ্চলের মধ্যে কোনটি ঘটে থাকে। তারা পণ্যের মালিকানার স্থানান্তর বা সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তরকে বিক্রয়ের অবস্থান নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেননি এবং সেই অনুযায়ী যে রাজ্যের সীমানার

মধ্যে বিক্রয়টি সংঘটিত হয়েছে সেই রাজ্যকেই পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার একমাত্র অধিকারপ্রাপ্ত রাজ্য হিসাবে বিনিয়োগ করেননি। তবে আমি মনে করি যে পণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত সাধারণ আইনের অধীনে একটি বিক্রয়কে অবশ্যই সেই রাজ্যে সংঘটিত হিসাবে গণ্য করা উচিত যেখানে বিক্রয়কৃত পণ্যের সম্পত্তি ক্রেতার কাছে চলে গেছে এবং রাজ্য বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার অধিকারী বা ক্রয় রাজ্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এর ব্যাখ্যাটি সেই অধিকার কেড়ে নেয় না যে রাজ্যে পণ্যের সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দিতে হয় তবে কেবলমাত্র এই ধরনের ক্রয় বা বিক্রয়কে আইনী অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা সংঘটিত বলে মনে করে। যে রাজ্যে পণ্যের ডেলিভারি সেখানে ভোগের জন্য করা হয়েছে যাতে পরবর্তী রাজ্যটিকেও প্রশ্নবিদ্ধ বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দিতে সক্ষম হয়। ব্যাখ্যাটি কেবলমাত্র রাজ্যের বাইরে সংঘটিত বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর প্রকরণ (১)(ক) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, ব্যাখ্যায় উল্লিখিত লেনদেনের পরিমাণে ডেলিভারি রাজ্যকেও তাদের কর দিতে সক্ষম করে। আমি আরও মনে করি যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে প্রণীত সাধারণ বিধানটি ব্যাখ্যায় প্রণীত বিশেষ বিধানের পথ দেওয়া উচিত। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) (ক) ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত সীমিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডেলিভারি স্টেটকে ট্যাক্স করতে সক্ষম করে, ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত লেনদেনগুলি এইভাবে আন্তঃ-কালের মধ্যে লেনদেনের বিভাগ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্য এবং বিক্রয়ের লেনদেন থেকে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন যা রাজ্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয় এবং এইভাবে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের চরিত্রের সাথে বিনিয়োগ করা হয় যতদূর ডেলিভারি স্টেট উদ্বিগ্ন। এইভাবে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের সাথে পঠিত অনুচ্ছেদের ২৮৬(১)(ক) ব্যাখ্যার প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞ বিচারকদের মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল এবং যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক এবং আমি নিজে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি বিভিন্ন ভিত্তিতে একই পৌঁছেছেন। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) (ক) এর ব্যাখ্যাটি ব্যাখ্যা সহ পঠিত তাই ছিল যে ডেলিভারি স্টেট ব্যাখ্যার শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে

এমন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যায় উল্লিখিত ধরণের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্য কর দেওয়ার এই জাতীয় রাজ্যের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না। ব্যাখ্যাটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে এই ধরনের লেনদেনকে রক্ষা করে।

এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও মতামতের একটি মতৈক্য ছিল যে অনুচ্ছেদটি ২৮৬(১) বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের একাধিক কর এড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যা সংযোগ তত্ত্ব অবলম্বন করেছে, তবে এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামতের ভিন্নতা ছিল। ব্যাখ্যার পাশাপাশি অ-অবাধ ধারার নির্মাণ এবং এতে মূর্ত হিসাবে ভোগের প্রকৃত ধারণা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যাখ্যাটি ব্যাখ্যা করে যে বাইরের বিক্রয় কী তা সংজ্ঞায়িত করে ভিতরের বিক্রয় কী। বিচারপতি বোস, এর মত ছিল যে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হল ব্যাখ্যা করা যা রাজ্যের বাইরে নয় এবং সেইজন্য ভিতরে যা রয়েছে। আমি মনে করি যে অন্যথায় যা বিক্রয় বা ক্রয় যা রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয় তা ডেলিভারি স্টেটের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং ব্যাখ্যাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হল একটি আইনী অপ্রকৃত ঘটনা উপস্থাপন করা যেখানে ডেলিভারি স্টেটও অধিকারী। যে রাজ্যে মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে বা পণ্যের সম্পত্তি পাস হয়েছে সেই রাজ্যের সাথে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর কর। ""নন-অবস্ট্যান্ট ক্লজটি""ও ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলাম যে সংবিধান প্রণেতাদের মতে যেখানে মালিকানা হস্তান্তর হয় বা যেখানে স্থানান্তর হয় সেখানে বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান নির্ধারণের মূল ধারণাটি কী তা ব্যাখ্যা করার জন্য অ-বাধ্য ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্যের সম্পত্তি পাস হয় এবং ইঙ্গিত করা যে এই সত্য সত্ত্বেও একটি বিক্রয় বা ক্রয় যা ব্যাখ্যায় উল্লিখিত বিভাগের মধ্যে পড়ে তা ডেলিভারি স্টেটের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। প্রধান রায়ে বলা হয়েছে যে, ব্যাখ্যার মধ্যে অ-কৃত্রিম ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, এটি সম্পূর্ণ সন্দেহের বাইরে স্পষ্ট করতে যে, পণ্যের সম্পত্তি কোথায় হস্তান্তরিত হচ্ছে তা অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এটি অন্যথায়

বিক্রয় স্থানের নির্দেশক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বিচারপতি বোস, বলেছেন যে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হল একটি অপ্রকৃত ঘটনার মাধ্যমে একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান ঠিক করা, তবে তিনি আমার দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নন যে "নন-অবস্ট্যান্ট ক্লজটি" এই বিষয়ে সাধারণ আইনকে ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেছিলেন যে এমন কোন সাধারণ আইন ছিল না যা বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ করে, এমনকি বিক্রয়ও নয় পণ্য আইন, সাধারণ আইন যা করে তা হল নির্দিষ্ট চুক্তির অনুপস্থিতিতে সম্পত্তিটি পাস করার জায়গাটি নির্ধারণ করা, কিন্তু যে জায়গাটি সম্পত্তি পাস হয় সেটি অগত্যা সেই জায়গা নয় যেখানে বিক্রয় হয়, বা এটি কখনও নির্ধারক ফ্যাক্টর হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। ভোগের ধারণার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণা ছিল যে এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আমদানিকারক বা ক্রেতার জন্য নয় বরং রাজ্যের মধ্যে সাধারণভাবে ভোক্তাদের কাছে বণ্টনের চিন্তাভাবনা হিসাবে বোঝা উচিত। বিচারপতি বোস, এই শব্দটিকে ব্যবসা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একটি অনুচ্ছেদের সাধারণ ব্যবহার বোঝায়। আমি শব্দটির অভিধানগত অর্থ গ্রহণ করেছি এবং মনে করেছি যে ব্যাখ্যাটি কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই কভার করে যেখানে বিক্রয় বা ক্রয়ের পণ্যের সরাসরি ফলাফল হিসাবে ভোক্তাদের দ্বারা ডেলিভারি স্টেটে ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হয় এবং এটি কেবলমাত্র সেই সীমিত শ্রেণীর লেনদেন যা ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং যা ডেলিভারি রাষ্ট্র দ্বারা ট্যাক্স দায়বদ্ধ। আমি এই বিতর্কটি গ্রহণ করিনি যে "ব্যবহারের উদ্দেশ্যে" শব্দগুলিকে অবশ্যই রাজ্যের মধ্যে অবিলম্বে এবং চূড়ান্ত ব্যবহারের উল্লেখ থাকতে হবে এবং রাজ্যের বাইরে শুধুমাত্র পুনঃবিক্রয় বাদ দিয়ে একটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) সংক্রান্ত সমস্ত বিচারক সম্মত হন যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের সময় বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে এবং দুটি ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে ব্যতীত রাজ্য এই জাতীয় লেনদেনের উপর কর দিতে পারে, যেমন, (১) ব্যতীত যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে এবং (২) শর্ত থাকে যে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর যে কোনও কর যা সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে কোন রাজ্যের সরকার কর্তৃক ধার্য

করা হয়েছিল তা ৩১শে মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত ধার্য করা অব্যাহত থাকবে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা যদিও এটি বিশেষভাবে সাবক্লজ (ক) এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তা আমি ২৮৬ অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রম বা শর্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছি। (২), এইভাবে ডেলিভারি স্টেটকে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর কর দিতে সক্ষম করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকরা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিলেন এবং ধরেছিলেন যে ব্যাখ্যাটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনকে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনে রূপান্তরিত করে এবং তাই ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ পরিচালনা করার কোন সুযোগ নেই। বিচারপতি বোস, এর মতামত ছিল যে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ডেলিভারি স্টেটকেও এই ধরনের লেনদেনের উপর কর আরোপ করতে নিষেধ করে, কারণ লেনদেনগুলি যদি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয় তবে ব্যাখ্যাটি কেবল **ক** থেকে **খ** তে স্থানান্তরিত করে, কিন্তু এই স্থানান্তরের কোনো ফলই হয় না, কারণ উভয় পয়েন্টই ধরা পড়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ঘূর্ণি। এটি শুধুমাত্র যখন সংসদ অন্যথায় প্রদান করে বা রাষ্ট্রপতি বিধানের অর্থের মধ্যে নির্দেশনা দেয় যে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং বিক্রয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কিত যথেষ্ট বিতর্কের একটি বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যাখ্যা রয়েছে। ২৮৬(১) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে এই নির্মাণের ব্যাখ্যার উপর যে যুক্তি রাখা হয়েছে তা আমার দ্বারা গৃহীত হলেও ব্যাখ্যাটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে, বিচারপতি বোস, দ্বারা ইঙ্গিত করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে একবার সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদত্ত বা রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেন যে ব্যাখ্যাটি কার্যকর হবে এবং বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ করবে এইভাবে উপযুক্ত রাজ্যকে বিক্রয় বা ক্রয়ের এই ধরনের লেনদেনের উপর কর আরোপ করতে সক্ষম করবে।

দ্বিতীয় মামলাটি ত্রিবাঙ্কোর-কোচিন রাজ্যের দ্বারা আরোপিত বিক্রয় করের সাথে সম্পর্কিত, যা ত্রিবাঙ্কোর-কোচিন জেনারেল সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১১২৪ এম ই (১১২৪ এম ই এর অ্যাক্ট নম্বর XVIII) এর বিধান অনুসারে তার অঞ্চলের মধ্যে কিছু কাঁচা বাদাম বিক্রেতাদের উপর আরোপিত হয়েছিল এবং আদালতের বিবেচনার জন্য প্রশ্ন ছিল,

কিছু বিক্রয় এবং ক্রয়কে ভারতে পণ্য আমদানি বা রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বলা যেতে পারে কি না। হাইকোর্ট ২৮৬(১) (খ) অনুচ্ছেদের কথার উপর একটি খুব বিস্তৃত নির্মাণ রেখেছিল এবং বলেছিল যে এই প্রকরণটি ভারত থেকে পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার সময় এবং লেনদেনের সিরিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অগত্যা রপ্তানির আগে বা সফল আমদানি এই ধারার পরিধির মধ্যে আসবে। প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী, বিচারপতি মুখার্জী, বিচারপতি বোস, এবং বিচারপতি গুলাম হাসান, একদিকে এবং বিচারপতি এস আর দাস, অন্য দিকে যতদূর "ইন কোর্স" শব্দের নির্মাণ সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(খ) এর এই গঠন ছাড়াও, বিচারপতি এস. আর. দাস, যিনি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অংশ ছিলেন না, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং তার ব্যাখ্যা ও অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর গঠন নিয়ে তার মতামত রেকর্ডে রেখেছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল তার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সম্মত হন যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর সপ্তম তফসিলের তালিকা II-এর এন্ট্রি ৪৮-এর অধীনে কাজ করার জন্য পোর্টিং, এক বা একাধিক ভিত্তিতে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করে বিক্রয় কর আইন প্রণয়ন করেছে বিক্রয়ের উপাদানগুলির সাথে প্রদেশের কিছু সংযোগ রয়েছে এবং এই অভ্যাসের ফলে বিক্রয় বা ক্রয়ের একক লেনদেনের উপর একাধিক কর আরোপ করা হয়েছিল যার ফলে ভোক্তাদের জন্য গুরুতর ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের দাম বেড়েছে, যে এই মন্দকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং ২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (১) (ক) দ্বারা এটিই করা হয়েছে। তবে তিনি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত করেন যে কোনো রাজ্যের কোনো আইন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা অনুমোদন করবে না যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা কেনাকাটা রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়, সংবিধান এই ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে বিক্রয় বা ক্রয়ের একটি অবস্থান বা অবস্থান আছে। তিনি আরও ধরেন যে ব্যাখ্যার অ-অবাধ ধারাটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে সংবিধানের প্রণেতারা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন যে একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের একটি পরিস্থিতি রয়েছে এবং আরও যে এটি সাধারণত সেই স্থানে ঘটে

যেখানে পণ্যের সম্পত্তি পাস হয়। কার্যত, তাই, সংবিধান, প্রকরণ (১) (ক) এর এই ব্যাখ্যা দ্বারা, স্বীকার করে যে সাধারণ আইনের অধীনে উল্লিখিত ধরণের বিক্রয় বা ক্রয় সত্যিই ডেলিভারি স্টেটে সংঘটিত নাও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটির মতো আচরণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যাখ্যাটি একটি আইনি ব্যাখ্যা তৈরি করে। তাই তিনি আমার সাথে একমত ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে একটি নির্দিষ্ট ধরণের বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য একটি অপ্রকৃত অবস্থানের এই নিয়োগের একমাত্র প্রভাব হল প্রকরণ (১) (ক) এবং এই জাতীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যদিও অন্যান্য উপাদানগুলি যা বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য যায় এই রাজ্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায় বা এমনকি যদি সাধারণ আইনের অধীনে পণ্যের সম্পত্তি সেই রাজ্যগুলির যে কোনও একটিতে চলে যায়। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য সেখানেই শেষ এবং সেই উদ্দেশ্যের বাইরে প্রসারিত বা প্রসারিত করা যাবে না। তাই তিনি মনে করেন যে ব্যাখ্যার আলোকে পঠিত প্রকরণ (১) (ক) এর প্রভাব উভয় রাজ্যকে অনুমতি দেয় না, যেমন, রাজ্য যেখানে সম্পত্তি সাধারণ আইনের অধীনে পাস হয় সেই রাজ্যের পাশাপাশি রাজ্য যা, ব্যাখ্যার জোরে, বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত বলে মনে করা হয়, এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা হয়, কারণ সেক্ষেত্রে এটি সেই ধারাটির উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং এটি একাধিক কর আরোপ রোধ করতে ব্যর্থ হবে যা এটা স্পষ্টভাবে ডিজাইন করা হয় প্রতিরোধ করতে তার মতে প্রকরণ (১) (ক) শর্তে শুধুমাত্র বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয় যা ব্যাখ্যা দ্বারা প্রবর্তিত অপ্রকৃত ঘটনার কারণে, তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত বলে মনে করা হয় এবং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রকরণ (১)(ক) এর সুযোগ ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যাটি একটি ব্যতিক্রম বা শর্ত নয়। এটা তার উদ্দেশ্য নয়, সারসংক্ষেপে এবং জোরে জোরে, কোনো রাষ্ট্রকে কোনো ক্ষমতা প্রদান করা, এমনকি কোনো কর আরোপ করা ডেলিভারি স্টেটকেও নয়। ডেলিভারি স্টেট ব্যাখ্যায় উল্লিখিত ধরণের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দিতে পারে কিনা তা সংবিধানের অন্যান্য বিধানের উপর নির্ভর করবে ধারা (১) (ক) বা

ব্যাখ্যাটির সেই প্রশ্নে কোনও প্রভাব নেই।

প্রকরণ (২) এর উদ্দেশ্য এবং নকশার বিষয়ে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে প্রকরণ (২) অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এর সাথে পড়া এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর আরেকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে, প্রকরণ (১)(ক) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও। প্রকরণ (১) (ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা বিবেচনা করা একটি বিক্রয় বা ক্রয় নিঃসন্দেহে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় করা একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রকৃতির অংশীদার হয় এবং সেইজন্য, কোন রাষ্ট্রই হোক না কেন, এটি সেই রাজ্য যেখানে পণ্যের সম্পত্তি সাধারণ আইনের অধীনে পাস হয় বা যে রাজ্যে পণ্যগুলি ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হিসাবে সরবরাহ করা হয়, তারা এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করতে পারে, যতক্ষণ না সংসদ এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তিনি আমার দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিলেন যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যাটিকে কেবলমাত্র ব্যাখ্যার আওতায় থাকা বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য ডেলিভারি স্টেটকে অনুমোদিত হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত নয়, তবে এটিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। প্রকরণ (২) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভিন্ন ছিলেন যে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেন যা ছিল তা ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি আন্তঃরাজ্য বা স্থানীয় বা অভ্যন্তরীণ লেনদেনে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি এই যুক্তির জন্য কোন ওয়ারেন্ট দেখতে পাননি যে এই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত উদ্দেশ্যের জন্য ব্যাখ্যায় মূর্ত অপ্রকৃত ঘটনাটি লেনদেনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রকে ধ্বংস করার এবং এটিকে একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয় বা ক্রয়ে রূপান্তর করার সম্পূর্ণ বিদেশী উদ্দেশ্যে বৈধভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সব উদ্দেশ্যে। এই ধরনের রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে প্রকরণ (১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এবং পরিধির বাইরে।

উপরোক্ত মত প্রকাশ করার পর, তিনি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন যা আমাদের সামনে আপিলের জন্য খুবই উপযুক্ত:-

"এই যুক্তিতে রাজি হওয়ার অর্থ হল যে ডেলিভারি স্টেটের সেলস ট্যাক্স অফিসারের এখতিয়ার থাকবে যে সে রাজ্যের বাইরের ডিলারদের বিক্রয়ের লেনদেনের অধীনে সেই রাজ্যের ডিলারদের কাছে তাদের সরবরাহকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে তাদের টার্ন ওভারের রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করবে। যে রাজ্যের মধ্যে ডিলারদের সঙ্গে তাদের দ্বারা তৈরি এইভাবে, পেপসু জিনি

ত্রাভাঙ্কোর-কোচিনের মধ্যে একজন ডিলারের কাছে পণ্য সরবরাহ করে, বলুন, ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন সর্বশেষ উল্লিখিত রাজ্যের এখতিয়ারের অধীন হয়ে যাবে এবং তাদের টার্ন ওভারের রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং সেখানে তাদের অ্যাকাউন্টের বই তৈরি করে সমর্থন করতে হবে। আমি কল্পনা করতে পারি না যে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এই অস্বাভাবিক ফলাফল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বিপরীতে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা এই অসঙ্গতি রোধ করার উদ্দেশ্যেই প্রকরণ (১) (ক) এবং (২) প্রণয়ন করেছে। আমি আবার বলছি যে, নীতিগতভাবে বা কর্তৃত্বের ভিত্তিতে, ব্যাখ্যাটির ব্যাখ্যাকে তার তাৎক্ষণিক এবং স্বীকৃত উদ্দেশ্যের বাইরে প্রসারিত করা অনুমোদিত নয় যা আমি উপরে ব্যাখ্যা করেছি। আমার রায়ে, যতক্ষণ না সংসদ অন্যথায় প্রদান করে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত সমস্ত বিক্রয় বা ক্রয়, ২৮৬ অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদ (২) দ্বারা, যে কোনও রাজ্যের আইন দ্বারা কর থেকে মুক্ত করা হয়েছে, নির্বিশেষে স্থান যেখানে বিক্রয় বা ক্রয় সঞ্চালিত হতে পারে, হয় সাধারণ আইনের অধীনে বা প্রকরণ (১) (ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রবর্তিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। যদি একটি নির্দিষ্ট আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় বাহিরে সংঘটিত হয়, একটি রাষ্ট্র, হয় সাধারণ আইনের অধীনে বা ব্যাখ্যা দ্বারা সৃষ্ট অপ্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে, এটিকে সেই রাজ্যের আইন দ্বারা কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় প্রকরণ (১) (ক) এবং প্রকরণ (২)। যদি এমন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় বা ক্রয় একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত হয়, হয় সাধারণ আইনের অধীনে বা ব্যাখ্যার কারণে, এটি এখনও কর থেকে অব্যাহতি রয়েছে এমনকি প্রকরণ (২) এর অধীনে সেই রাজ্যের আইন দ্বারা, যেমন একটি বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় একটি রাজ্যের মধ্যে, সাধারণ আইনের অধীনে বা ব্যাখ্যার কারণে, সেই রাজ্যের আইন দ্বারা কর দেওয়া যাবে না, যদি এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় প্রকরণ (১)(খ) এর অর্থের মধ্যে আমদানি বা রপ্তানির সময় সংঘটিত হয়।

এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আপীলকারী আমাদের সামনে যে বিবাদগুলি উত্থাপন করেছেন তা বিচারপতি, এস.আর দাস-এর উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাধারণত ২৮৬(১) অনুচ্ছেদে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দ্বারা নির্মিত নির্মাণের কথা বলতে গেলে, এর ব্যাখ্যা এবং বম্বে সেলস ট্যাক্স আপিলের সংবিধানের ২৮৬(১)

অনুচ্ছেদ সব পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক আইন হবে এবং রায়ে শুধুমাত্র ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন সেলস ট্যাক্স আপীলে উল্লেখ করা বিচারপতি, এস. আর. দাস, সঠিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে সিদ্ধান্তটি যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। আপীলকারী অবশ্য আমাদের সামনে তাগিদ দিতে চেয়েছেন যে সেই সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল এবং আমাদেরকে এটি পুনর্বিবেচনা করতে এবং ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদে একটি নির্মাণ করতে রাজি করার চেষ্টা করেছেন এর ব্যাখ্যা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) যা বোম্বে সেলস ট্যাক্স আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের দ্বারা গৃহীত থেকে ভিন্ন।

তাই প্রশ্ন জাগে যে আমরা সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অধিকারী কিনা।

ইংল্যান্ডের হাউস অফ লর্ডস সর্বদা নিজেকে তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাথে আবদ্ধ বলে মনে করে। এই সিদ্ধান্তগুলি, প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি দ্বারা ক্রাউনকে পরামর্শ হিসাবে দেওয়া মতামত থেকে আলাদা, রায় এর আকারে উচ্চারিত হয় এবং নজির হিসাবে হাউসে বাধ্যতামূলক। স্ট্রিট ট্রামওয়েজ বনাম লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (১) এ প্রশ্নটি হাউসের নিজস্ব পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা ছিল কি না এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সেগুলি বাতিল করা বা প্রস্থান করার সিদ্ধান্তগুলি ভুল বলে মনে করে কিনা। হালসবারির আর্ল, এল.সি. যিনি ৩৭৯ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করা হাউসের রায় প্রদান করেছিলেন:-

"এই হাউসের একটি সিদ্ধান্ত একবার আইনের একটি মতের ভিত্তিতে দেওয়া হলে তা এই হাউসের পরে চূড়ান্ত হয়, এবং সেই প্রশ্নটি আবার উত্থাপন করা অসম্ভব যে এটি পুনরায় একত্রিত হয়েছে এবং পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে, এবং তাই হাউসটিকে তার বিপরীত করতে বলা হবে। এটি একটি নীতি যা আমি বিশ্বাস করি, বিপরীতে কোন বাস্তব সিদ্ধান্ত ছাড়াই, এখন কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাই আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে এটি আমাদের পক্ষে শুনানি এবং পরামর্শের জন্য উপযুক্ত নয়। একটি প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করুন যা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

নিয়মের কারণ ৩৮০ পৃষ্ঠায় এভাবে বলা হয়েছে:-

"অবশ্যই আমি অস্বীকার করি না যে ব্যক্তিগত অচ্ছলতার ঘটনাগুলি দেখা দিতে পারে, এবং পেশায় এমন একটি মতামত থাকতে পারে যে এই জাতীয় রায় ভুল ছিল; তবে এটি মাঝে মাঝে কী

(১) [১৮৯৮] আপিল মামলা ৩৭৫.

অসুবিধার সাথে তুলনা করে সম্ভবত বিমূর্ত ন্যায়বিচারের সাথে হস্তক্ষেপ - প্রতিটি প্রশ্ন পুনর্বিবেচনার বিষয় থাকার বিপর্যয়কর অসুবিধা এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে মানবজাতির লেনদেনগুলিকে সন্দেহজনক করে তুলেছে, যাতে সত্যে এবং বাস্তবে কোনও আপীল আদালতে চূড়ান্ত হয় না। মাই লর্ডস, "*ইন্টারেস্ট রেই পাবলিক*" যে কিছু সময়ে "*ফিনিস লিটিয়াম*" থাকা উচিত, এবং কোনও "*ফিনিস লিটিয়াম*" থাকতে পারে না যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এটিকে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে, কারণ এটি "একটি সাধারণ মামলা নয়", "তারা যাই মনে করতে চাই"।

এবং এইভাবে উপসংহারটি ৩৮১ পৃষ্ঠায় দায়ের করা হয়েছিল -

"এই পরিস্থিতিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পেশায় সর্বজনীনভাবে যা ধরে নেওয়া হয়েছে তার উপর কাজ করা আপনার লর্ডশিপগুলি ভাল করবে, যতদূর আমি জানি, নীতি হিসাবে, যথা, একটি আইনী প্রশ্নে এই হাউসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এবং সংসদের একটি আইন ছাড়া আর কিছুই ঠিক করতে পারে না যা এই হাউসের রায়ে ভুল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।"

অন্যদিকে প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি বলেছে যে এটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে বা হাউস অফ লর্ডসের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন হতে পারে। প্রিভি কাউন্সিলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা সিভিল সার্ভেন্টসকে পুনরায় ক্ষতিপূরণ (১) এ আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উইগ বনাম আইরিশ ফ্রি স্টেটের অ্যাটর্নি-জেনারেল (২) তে বোর্ডের একটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং মামলা-আইন নিয়ে আলোচনা করার পরে বোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে প্রিভি কাউন্সিল আইনে আবদ্ধ নয় এবং পরীক্ষা ছাড়াই পূর্ববর্তী আপীলে সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করতে তারা এটিকে সঠিক বা ভুল বলে মনে করেছে যদিও প্রিভি কাউন্সিল পূর্ববর্তী বোর্ডের একটি গৌরবপূর্ণ সিদ্ধান্তকে বিরক্ত করার আগে অনেক আগে দ্বিধা বোধ করবে, যা একটি অভিন্ন বা এমনকি অনুরূপ সমস্যা উত্থাপন করেছিল। সংকল্পের জন্য এই নীতিটি উপস্থাপন করার সময় বোর্ড পূর্ববর্তী মামলা এবং বিশেষ করে রিডসডেল বনাম ক্লিফটন (৩) এর ক্ষেত্রে আলোচনা করেছে যা টুথ বনাম পাওয়ার (৪) এবং রিড বনাম লিংকনের বিশপ (৫) এ অনুসরণ করা হয়েছিল এবং এইভাবে প্রস্তাবটি নিচে স্থাপন করা হয়েছিল

(১) এ.আই.আর. ১৯২৯ পি.সি. ৮৪. (২) এ.আই.আর. ১৯২৮ পি.সি.২৩৯। (৩) [১৮৭৭] ২ পি. ডি. ২৭৬।

(৪) [১৮৯১] এ.সি. ২৮৪. (৫) [৮৯] এ.সি. ৬৪৪।

সর্বশেষ উল্লিখিত ক্ষেত্রে: -

"বর্তমান ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপগুলি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির প্রভাব হিসাবে রিডসডেল বনাম ক্লিফটন (১) তে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না। এই ধরনের সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত হওয়া ওজন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হলেও, তাদের লর্ডশিপ একই সময়ে আবদ্ধ যে কারণে সিদ্ধান্তগুলি স্থির থাকে তা পরীক্ষা করা এবং আইন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করা"।

প্রিভি কাউন্সিল ইন অ্যাটর্নি-জেনারেল অন্টারিও এবং আদারস বনাম কানাডা টেম্পারেন্স ফেডারেশন এবং আদারস (২) এর -এর দ্বারা একই নীতি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। বোর্ড সেখানে একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন বিবেচনায় উদ্বিগ্ন ছিল রাসেল বনাম রেগ (৩) এ বোর্ডের একটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অপ্রকৃত সংবিধির বৈধতাকে বহাল রেখেছিল। যে সিদ্ধান্ত বিপরীতমুখী দাঁড়িয়ে ছিল ৬৩ বছর ধরে এবং পরবর্তীকালে ১৮৮৩ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বোর্ডের স্পষ্ট অনুমোদনও পেয়েছিলেন। এটি দাবি করা হয়েছিল যে মামলাটি ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং বাতিল করা উচিত ছিল এবং তাদের লর্ডশিপ সেই বিরোধকে প্রত্যাখ্যান করেছিল:-

"তাদের লর্ডশিপরা সন্দেহ করেন না যে মহামহিমকে নম্র উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বোর্ডের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির সাথে একেবারে আবদ্ধ নয়, যেমনটি হাউস অফ লর্ডস এর নিজস্ব রায় দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, একাধিক অনুষ্ঠানে, ধর্মীয় আবেদনে, বোর্ড পূর্ববর্তী একটি মামলার বিপরীতে পরামর্শ দিয়েছে, যা আরও ঐতিহাসিক গবেষণায় ভুল ছিল। কিন্তু সাংবিধানিক প্রশ্নে এটি অবশ্যই কদাচিৎ হবে যে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাবে যা অনুমান করা যেতে পারে। দ্বারা উভয়ের উপর কাজ করা হয়েছে সরকার এবং বিষয়। বর্তমান ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তটি এখন বাতিল করতে চাওয়া হয়েছে তা ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়েছে: আইনটি ডোমিনিয়নের অনেক জায়গায় বিভিন্ন সময়ের জন্য কার্যকর করা হয়েছে; এর বিধানের অধীনে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে, আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা এবং কারাদণ্ড আরোপ করা হয়েছে এবং ভোগ করতে হয়েছে। বারবার এমন ঘটনা ঘটেছে যখন বোর্ড ভুল মনে করলে সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারত। তদনুসারে,

(১) [১৮৭৭] ২ P.D. ২৭৬। (২) এ.আই.আর.১৯৪৬ পি.সি. (৩) [১৮৮২] ৭ খ্রি. ৮১৯।

তাদের লর্ডশিপের মতামতে, সিদ্ধান্তটিকে অবশ্যই কানাডার সাংবিধানিক আইনে দৃঢ়ভাবে খচিত করা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং এটি থেকে প্রস্থান করা এখন অসম্ভব"

তাই এটি নিষ্পত্তি করা আইন যতদূর ইংল্যান্ড উদ্বিগ্ন যে তাদের প্রিভি কাউন্সিলের লর্ডশিপ নিজেদেরকে আইনের আবদ্ধ বলে মনে করে না এবং পরীক্ষা ছাড়াই পূর্বের আপীলে তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে তারা এটিকে সঠিক বা ভুল বলে মনে করে কিনা তা পরীক্ষা করতে বাধ্য বলে মনে করে যে কারণে সিদ্ধান্তগুলি স্থির থাকে এবং আইন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করে। আমরা এখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং উপরে বর্ণিত প্রিভি কাউন্সিলের অনুশীলন থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাব।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট হল কমনওয়েলথের আপিলের সর্বোচ্চ আদালত এবং সাংবিধানিক প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে নিজেই উদ্বিগ্ন। এটি তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আবদ্ধ কিনা এই প্রশ্নটি ট্রামওয়ে মামলা (নং ১) (১) এ বিবেচনার জন্য এসেছে এবং হাইকোর্ট বলেছে যে এটি তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ নয় তবে শুধুমাত্র সেই সিদ্ধান্তের সাথে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করবে স্পষ্টতই ভুল ছিল। প্রধান বিচারপতি গ্রিফিথ, এই বিষয়ে ৫৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন -

"আমার মতে এটি একটি বিমূর্ত প্রস্তাব হিসাবে বজায় রাখা অসম্ভব যে আদালত হয় আইনগতভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাদের উপেক্ষা করা তার কর্তব্য হতে পারে। তবে নিয়মটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, এবং শুধুমাত্র যখন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ভুল হয়..... অন্যথায় আইনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতার অভাবের গুরুতর বিপদ হবে"।

বিচারপতি বার্টন, ৬৯ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"উপসংহারে, আমি বলব যে আমি কখনই ভাবিনি যে এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি ভাল কারণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার জন্য এটি উন্মুক্ত ছিল না। প্রশ্ন হল আদালত তা করতে পারে কিনা, তবে এটি করবে কিনা, তা যথাযথ বিবেচনা করে। বিচারিক সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতা এবং ধারাবাহিকতার প্রয়োজন নিযুক্ত বিচারপতির সংখ্যার পরিবর্তন, আমি তা গ্রহণ করি না

(১) ১৮ সি.এল.আর. ৫৪।

নিজেরাই পর্যালোচনার কারণ পেশ করে। পূর্বের সিদ্ধান্তটি ছিল যে তাদের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি ছিল বৃহত্তর ন্যায্যতার সাথে তাগিদ দেওয়া যেতে পারে, তবে এটি আগের মামলার বিরুদ্ধে তাগিদ দেওয়া যাবে না.... তবে আদালত সর্বদা যুক্তি শুনতে পারে যে এটি একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পর্যালোচনা করা উচিত কিনা, এবং একটি বাতিল করার সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল একটি সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই ভুল, এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর"।

বিচারপতি পাওয়ারস, ৮৬ পৃষ্ঠায় অস্ট্রেলিয়ান এগ্রিকালচারাল কো. বনাম ফেডারেটেড ইঞ্জিন-ড্রাইভার্স অ্যান্ড ফায়ারম্যানস অ্যাসোসিয়েশন অফ অস্ট্রেলিয়া (১) এর ক্ষেত্রে তার দেওয়া একটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে।

"আমি এই আদালতের যেকোন সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা বিবেচনা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি, একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের দ্বারা সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য ডাকা হয়েছিল, এবং যেকোন সিদ্ধান্তটি যদি স্পষ্টতই ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে তা প্রত্যাহার করতে, সুপরিচিত বিবেচনার সাপেক্ষে ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান এবং আমেরিকান আদালতের সুপরিচিত বিচারিক নীতি অনুসারে, সেই সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আমি মনে করি ইংরেজি-ভাষী সম্প্রদায়ের সমস্ত আপিল আদালতের কথা "-হাউস অফ লর্ডস ছাড়া..." আমি এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তকে আকস্মিকভাবে, এমনকি গুরুতরভাবে উত্থাপিত, স্পষ্টভাবে খারিজ করি, কৌসুলির দ্বারা উঠিত, স্পস্তভাবে জরুরি না, এবং সম্পূর্ণ বেঞ্চ হিসেবে উঠিত না যা উপলব্ধ। যদি আমরা আমাদের নিজের আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুটা সম্মান না দেখাই, কোনো কৌঁসুলি জনসাধারণকে উপদেশ দিতে নিরাপদ বোধ করবেন না এবং এটি অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি তৈরি করবে"..... "সেই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি এটা দেখাতে হবে যে সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল ছিল, এবং, যেমনটি এই আদালত অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে, এটিকে উল্টানো জনসাধারণের স্বার্থে হবে"।

এই প্রশ্নটি আবার বিবেচনার জন্য অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের দ্বারা দ্য অ্যামালগামেটেড সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বনাম দ্য অ্যাডিলেড স্টিমশিপ কোম্পানি লিমিটেড অ্যান্ড আদারস (২) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে পৃষ্ঠা ১৪২ তে বলা হয়েছে :-

"অতএব, এই পরিস্থিতিতে, এই আদালতের সুস্পষ্ট কর্তব্য হল তার আন্তরিক মনোযোগ ফিরিয়ে আনা

(১) ১৭ সি.এল.আর. ২৬১, ২৯২। (২) ২৮ সি.এল.আর. ১২৯।

সংবিধানেরই বিধানের প্রতি। এই যন্ত্রটি হল সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার জনগণের রাজনৈতিক কম্প্যাক্ট, যা ইম্পেরিয়াল সংসদ দ্বারা বাধ্যতামূলক আইনে প্রণীত হয়েছে এবং এই আদালতের প্রধান এবং বিশেষ কর্তব্য হল বিশ্বস্ততার সাথে তার নিজস্ব শর্তাবলী অনুসারে এটিকে ব্যাখ্যা করা এবং কার্যকর করা সংক্ষিপ্ত শব্দ থেকে অভিপ্রায়, এবং ফ্রেম হিসাবে অবিকল জুড়ে এটি বজায় রাখা। এটি করার সময়, আমরা এই আদালত এবং অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য আদালতে কেবল পূর্ববর্তী উদাহরণগুলি অনুসরণ করি না, তবে রিড বনাম লিংকনের বিশপ (১) এর প্রিভি কাউন্সিলের নজিরও অনুসরণ করি, যেখানে লর্ড চ্যান্সেলর, বিচার বিভাগীয় কমিটির পক্ষে কথা বলছেন তার নিজের পূর্বের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার বিষয়ে, বলেছেন: "যদিও ওজন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য এই ধরনের সিদ্ধান্তের সাথে সংযুক্ত, তাদের লর্ডশিপ একই সাথে সেই কারণগুলি পরীক্ষা করতে আবদ্ধ যেগুলির উপর সিদ্ধান্তগুলি বিশ্রাম নেয় এবং আইন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যকর করতে। যেই মতে প্রিভি কাউন্সিল উপ্সনহারে আসে আমরা তা প্রেরণ করি, কিন্তু পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই, যোগ করে, যদিও কমনওয়েলথ এবং রাজ্য সংসদ এবং কার্যনির্বাহীগণ এই আদালতের ঘোষণা দ্বারা তাদের ক্ষমতার মধ্যে আবদ্ধ, তাই আমাদের দায়িত্ব প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিককে সত্যিকারের প্রভাব দেওয়ার জন্য অনেক বেশি। এটি করার ক্ষেত্রে, ভ্যাচার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড বনাম লন্ডন সোসাইটি অফ কম্পোজিটরস (২) তে লর্ড ম্যাকনটেনের ভাষা ব্যবহার করার জন্য, "কোনও আইনের নীতির সাথে বিচারিক ট্রাইব্যুনালের কোন সম্পর্ক নেই যা এটিকে বলা যেতে পারে। ব্যাখ্যা এটা ব্যক্তিগত বিচারের জন্য একটি বিষয় হতে পারে। আদালতের দায়িত্ব, এবং এর একমাত্র কর্তব্য হল নির্মাণের মীমাংসাকৃত নিয়ম অনুসারে আইনের ভাষা ব্যাখ্যা করা"।"

বিচারপতি হিজ্জিন্স, পৃষ্ঠা ১৬০ এ যোগ করা হয়েছে:-

"কিন্তু সিদ্ধান্তটি এখন দাবিদার দ্বারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে; এবং আমাদের দায়িত্ব হল বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা, এবং এই আদালতের যেকোন সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সংবিধান ও আইন মেনে চলা, যদি সিদ্ধান্তটি ভুল বলে দেখানো হয়"।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট তাই নিজের সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করতে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করেছে

(১) [১৮৯২] এ.সি. ৬৪৪। (২) [১৯১৩] এ.সি. ১০৭, ১১৮।

প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি হিসাবে, সিদ্ধান্তগুলি স্থির হওয়ার কারণগুলি পরীক্ষা করে এবং আইনের নিজস্ব মতামতকে কার্যকর করতে, অন্য কথায় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা এবং সংবিধান ও আইনকে মেনে চলার সিদ্ধান্তের পরিবর্তে আদালতের সিদ্ধান্তে ভুল হয়ে থাকলে দেখানো হবে।

আমাদের সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে অবাধে আনা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির পুনর্বিবেচনার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কী তা বিবেচনা করা সহায়ক হবে। সুপ্রিম কোর্টের এমন অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে যেখানে আদালত *পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের* মতবাদ থেকে সরে গেছে এবং হয় অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে বা তার আগের সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করেছে।

হার্টজ বনাম উডম্যান (১) জনাব বিচারপতি লুর্টন পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ম, যদিও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা এবং অভিন্নতার দিকে ঝুঁকছে, তা অনমনীয় নয়। এটি অনুসরণ করা হবে বা ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে আদালতের বিবেচনার মধ্যে একটি প্রশ্ন, যা আবার একবার একটি প্রশ্ন বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয় যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে"।

জনাব বিচারপতি ব্র্যান্ডিজ ওয়াশিংটন বনাম ডসন এন্ড কোং (২) তে তার ভিন্নমতের মতামত প্রদানের সময় এইভাবে সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী মতবাদগুলি থেকে সরে যাওয়ার বিষয়ে যথাযথতার বিষয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন যদি এটি সেই মতবাদগুলিকে বিবেচনা করতে আসে ভ্রান্ত :-

"*স্টেয়ার ডিসিসিসের* মতবাদ আমাদের সেই মামলা এবং যারা এটি অনুসরণ করে তাদের বাতিল করা থেকে বিরত করা উচিত নয়। সিদ্ধান্তগুলি সাম্প্রতিক। সেগুলি স্বীকার করা হয়নি। তারা সম্পত্তির নিয়ম তৈরি করেনি যার চারপাশে নিহিত স্বার্থ রয়েছে। তারা শুধুমাত্র প্রভাবিত করে সেই সব বিষয়কে যা ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির। অন্য দিকে, তারা গুরুতরভাবে পুরুষদের, নারী, এবং শিশু, এবং সাধারণ কল্যাণ এর জীবন প্রভাবিত করে। *স্টেয়ার ডিসিসিসের* নিয়ম সাধারণত একটি বুদ্ধিমান কর্মের নিয়ম। কিন্তু এটা সার্বজনীন, অমার্জনীয় আদেশ নয়। দৃষ্টান্তগুলি

(১) ২১৮ ইউএস ২০৫। (২) ২৬৪ ইউএস ২১৯।

যেখানে আদালত তার উপদেশ উপেক্ষা করেছেন অনেক"।

একই বিজ্ঞ বিচারক ডেভিড বার্নেট বনাম করোনাডো অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানি (১) এর একটি ভিন্নমতের মতামতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে একই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন:--

"পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের, রেস জুডিকেটের নিয়মের মতো নই, একটি সার্বজনীন, অমার্জনীয় আদেশ"।

উপরে হার্টজ বনাম উডম্যান (২)-এ মিঃ বিচারপতি লার্টনের রায়ের অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করার পর বিজ্ঞ বিচারক এগিয়ে যান:-

"পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাধারণত বুদ্ধিমান নীতি, কারণ বেশিরভাগ বিষয়ে আইনের নিয়ম প্রযোজ্য মীমাংসা করার চেয়ে এটি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ... এটি সাধারণত সত্য এমনকি যেখানে ত্রুটিটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়, প্রদান করা হয় আইন দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু ফেডারেল সংবিধানের সাথে জড়িত ক্ষেত্রে, যেখানে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংশোধন কার্যত অসম্ভব, এই আদালত প্রায়শই তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করে দেয়। আদালত অভিজ্ঞতার পাঠ এবং আরও ভাল যুক্তির শক্তির কাছে নত হয়, স্বীকার করে যে বিচার এবং ত্রুটির প্রক্রিয়া, ভৌত বিজ্ঞানে এত ফলপ্রসূ, বিচারিক কার্যেও উপযুক্ত..... সম্প্রতি, এটি বেশ কয়েকটি নেতৃস্থানীয় মামলাকে বাতিল করেছে, যখন এটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে রাজ্যগুলিকে করের ক্ষমতা প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল না যা এর আগে এটি বারবার অনুমোদন করেছিল। ফেডারেল সংবিধানের সাথে জড়িত মামলাগুলিতে এই আদালতের অবস্থান ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালতের মতো নয়, যেখানে তাকানোর সিদ্ধান্তের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এটি কঠোরভাবে সমস্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সংসদ যেকোনো বিচারিক ত্রুটি সংশোধনের স্বাধীন; এবং প্রতিকার অবিলম্বে আহ্বান করা যেতে পারে।"

এই মুহূর্তে, পৃষ্ঠা ৮২৫, পাদটীকা ৩ এ পাওয়া নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি ছিন্নহিত করা শিক্ষামূলক হবে এই মামলার রিপোর্টে:-

"যাত্রী মামলায় টানি, সি এইছ. জে. তুলনা করে, ৭ হাউ. ২৮৩, ৪৭০; ১২ এল. ই ডি., ৭০২, ৭৮০: বিচারিকভাবে এই ধরনের মতামত প্রদানের পর, আমি মনে করেছিলাম যে প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করা হবে, যতদূর পর্যন্ত কোন প্রশ্ন সংবিধানের নির্মাণ বিবেচনা করা উচিত

(১) ২৮৫ ইউএস ৩৯৩। (২) ২১৮ ইউএস ২০৫। (৩) ৭৬ এল. এড. ৮১৫।

এই আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা বন্ধ হিসাবে। যদিও আমি এটির সংশোধনে আপত্তি করি না, এবং এটিকে পরবর্তীকালে এই আদালতের আইন হিসাবে গণ্য করতে যথেষ্ট ইচ্ছুক, যে সংবিধান নির্মাণের বিষয়ে এর মতামত সর্বদা আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকে যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ভুলের মধ্যে, এবং যে এর বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে যুক্তির শক্তির উপর যার দ্বারা এটি সমর্থিত হয়।

তুলনা করে ফিল্ড, বারডেন বনাম উত্তর পি.আর. কোং (১):

"এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ যে আদালত পরবর্তী ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার চেয়ে পরবর্তীতে সঠিক হওয়া উচিত এবং মামলাগুলির আরও বিস্তৃত বিবেচনা করা উচিত। সেই মতবাদগুলি অবশেষে দাঁড়াবে যা কঠোর পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পরীক্ষা বহন করে"।

মার্ক গ্রেভস বনাম নিউ ইয়র্ক রাজ্যের মানুষ(২) মিঃ বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার বলেছেন:-

"কিন্তু সাংবিধানিকতার চূড়ান্ত টাচস্টোন হল সংবিধান নিজেই এবং আমরা এটি সম্পর্কে যা বলেছি তা নয়"।

স্মিথ বনাম অলরাইট (৩):- এ একই নীতির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

"এই উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য আমরা সাংবিধানিক প্রশ্নে সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতার আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে উদাসীন নই। তবে, যখন পূর্বের ত্রুটির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি, তখন এই আদালত নজির অনুসরণ করতে কখনও বাধা অনুভব করেনি। সাংবিধানিক প্রশ্নে, যেখানে সংশোধন সংশোধনের উপর নির্ভর করে এবং এটি নয় আইন প্রণয়নের ইতিহাস জুড়ে আদালত তার সাংবিধানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষা করার জন্য অবাধে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। এটি দীর্ঘকাল ধরে গৃহীত অভ্যাস, এবং এই অনুশীলনটি আজও অব্যাহত রয়েছে"।

এবং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বনাম সাউথ-ইস্টার্ন আন্ডাররাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন (৪) প্রধান বিচারপতি স্টোন এর ভিন্নমতের রায়ে, পৃষ্ঠা ৫৭৯ তে:-

"এই আদালত কখনই কোন নিয়ম বা নীতিতে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেনি যে এটি একটি ভুল নজির বাতিল করে "অভিজ্ঞতার পাঠ এবং আরও ভাল যুক্তির শক্তির কাছে মাথা নত করবে না" .....

(১) ১৫৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮৮, ৩১২। (২) ৩০৬ U.S. ৪৬৬, ৪৯১ (৩) ৩২১ ইউএস ৬৪৯।
(৪) ৩২২ U.S. ৫৩৩।

এটি বিশেষ করে যখন সংবিধানের সমস্যায় পড়ে এবং একটি ভুল নির্মাণ এমন একটি যা আইনী পদক্ষেপ দ্বারা সংশোধন করা যায় না। এই আদালতের কোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করা হবে না এমন একটি নিয়ম বা নীতির অন্ধ আনুগত্য করা নিজেই আদালতের অনেক সিদ্ধান্তকে বাতিল করা হবে যা সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না। কিন্তু *পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের* শাসনটি একটি আইনের নীতিকে মূর্ত করে কারণ এটি প্রায়শই আইনের শাসনের মীমাংসা করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশেষত তাই যেখানে এখানে, কংগ্রেস নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা ছাড়া নয়.. প্রশ্নটি হল পূর্বের সিদ্ধান্তটি কখনও বাতিল করা উচিত কিনা তা নয়, তবে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত কিনা। এবং যেকোন ক্ষেত্রে নজির বাতিল করার আগে এটা নিশ্চিত করা আদালতের কর্তব্য যে এমনকি সন্দেহজনক বৈধতার নিয়ম বজায় রাখার চেয়ে প্রত্যাখ্যানে বেশি ক্ষতি হবে না"।

এইভাবে অবস্থানটি উইলফ দ্বারা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে- দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে- --- খণ্ড।-দ্বিতীয় সংস্করণ- পৃষ্ঠা ৭৪ তে :--

"অনেক আইনের মতো সাংবিধানিকভাবে কেন *পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের* মতবাদটি এতটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয় তা সত্যিই ভাল কারণ রয়েছে। সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত আমদানির ক্ষেত্রে, প্রধান ইচ্ছা হল যে আইনটি নির্দিষ্ট থাকবে, এবং তাই, যেখানে একটি নিয়ম বিচারিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর অধীনে ব্যক্তিগত অধিকার তৈরি করা হয়েছে, আদালতগুলি, স্পষ্টতম ত্রুটির ক্ষেত্রে, *পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের* মতবাদ থেকে সরে যাবে না। যখন, তবে, জনস্বার্থ জড়িত থাকে, এবং বিশেষ করে যখন প্রশ্নটি সাংবিধানিক নির্মাণের একটি , ব্যাপারটি অন্যথায় একটি আইন নির্মাণে। একটি ত্রুটি সহজেই একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে, তবে একটি সংবিধান এবং বিশেষ করে ফেডারেল সংবিধান শুধুমাত্র এর সাথে পরিবর্তন করা যেতে পারে মহান অসুবিধা তাই এর ব্যাখ্যায়। একটি ত্রুটি সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করা যেতে পারে শুধুমাত্র আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করে"।

আমাদের এই আদালতের আগের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি আমাদেরকে গাইড করবে৷ আমরা এখানে নিছক আইন প্রণয়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন নই যা এটি করবে

আমাদের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি ভুল হলে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে থাকা। আমরা সংবিধানের এমন বিধান নির্মাণ নিয়ে উদ্বিগ্ন যা সংশোধন করা প্রায় অসম্ভব হবে। হাউস অফ লর্ডস নিজেকে তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আবদ্ধ বলে মনে করেছিল, কারণ এটি অনুভব করেছিল যে সংসদের আইন উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হাউসের একটি ভুল সিদ্ধান্ত ঠিক করতে পারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট এবং সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট তাদের আগের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য স্বাধীন বোধ করেছে কারণ আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্তগুলি সংশোধন করার বাস্তবিক অসম্ভবতা রয়েছে। তারা সাংবিধানিক বিধানগুলি গঠন করা এবং সংবিধানের বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়াকে তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলে মনে করেছিল এবং এর নির্মাণের প্রশ্নে তাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা নয়। তাদের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের উপর যে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা হল পূর্বের সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল বা ভ্রান্ত হওয়া উচিত। আমরা এখানে সংবিধানের বিধানগুলির নির্মাণের সাথেও উদ্বিগ্ন যা এত সহজে সংশোধন করা যায় না এবং আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আগের সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল বা ভুল ছিল এবং জনস্বার্থ দাবি করে যে এটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত আমাদের সামান্য দ্বিধা থাকা উচিত না এটি করতে। তাই আমরা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বিবেচনায় যোগাযোগ বম্বে সেলস কর আপিলের এই আদালত উপরে বর্ণিত নীতিগুলি মনে রেখে।

সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ প্রণয়নের আগে যেভাবে পরিস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল তা শুরুতেই প্রয়োজন হবে। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫, ধারা ৯৯ এবং ১০০-এ ডোমিনিয়ন এবং প্রাদেশিক আইনসভার মধ্যে আইনসভার ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। ডোমিনিয়ন আইনসভা সক্ষম ছিল সমগ্র বা ডোমিনিয়নের যে কোন অংশের জন্য বহির্ভূত ক্রিয়াশীল আইন সহ আইন প্রণয়ন করতে এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি প্রদেশ বা তার যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম ছিল,

আইনসভার প্রধান যেগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনসভাগুলি দ্বারা আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে সেগুলিকে আইনের সপ্তম তফসিলের তালিকায় গণনা করা হয়েছিল এবং সেই জন্য ডোমিনিয়ন আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল ধারা ১০০ তে। উল্লিখিত তফসিলের তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৪৮ প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে "পণ্য বিক্রয় এবং বিজ্ঞাপনের উপর কর" সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়েছে। যদিও এন্ট্রিতে পণ্যের বিক্রয়ের উপর করের উল্লেখ করা হয়েছে যেটির মাথার অর্থ বাস্তবে লেনদেনের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা এবং এর সাথে যে লেনদেনের উপর শুল্ক দেওয়ার ক্ষমতা তার সাথে যে কোনও পক্ষকে কর দেওয়ার ক্ষমতা বোঝানো হয়েছিল। তাই "বিক্রয়ের উপর কর" অভিব্যক্তিটিকে পণ্য ক্রয়ের উপরও একটি কর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বোঝানো হয়েছিল, কারণ লেনদেনের ফলে একজন ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির মালিকানা পরিবর্তন হয় এবং এটি তার প্রকৃতি থেকে একদিকে বিক্রেতার সাথে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন এবং ক্রেতা অন্যদিকে। (ভিডিও ভি. এম. এস. এম ডি এবং কো বনাম মাদ্রাজ রাজ্য(১))। আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একই বন্টন যখন সংবিধান প্রণীত হয় এবং অনুচ্ছেদ ২৪৫ প্রদান করে যে সংসদ ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং একটি রাজ্যের আইনসভা সমগ্র বা রাষ্ট্রের যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানের সপ্তম তফসিলের ইউনিয়ন তালিকা (তালিকা।) এবং রাজ্য তালিকা (তালিকা॥) এ গণনা করা আইনসভা প্রধানদের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা ২৪৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা যথাক্রমে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। এন্ট্রি ৫৪ রাজ্য তালিকার বিক্রয়ের উপর করের বিষয়ে রাজ্য আইনসভাগুলিকে একচেটিয়া ক্ষমতা দিয়েছে বা সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য পণ্য ক্রয়। ভারত সরকার আইনের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৪৮-এর বাক্যতত্ত্বে কী নিহিত ছিল তা সংবিধানের সপ্তম তফসিলের রাজ্য তালিকার ৫৪ নম্বর এন্ট্রিতে গৃহীত বাক্যতত্ত্ব দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছিল।

রাজ্য আইনসভাগুলি দ্বারা প্রণীত প্রাথমিক আইনগুলি রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির মধ্যে কার্যকর হবে। একটি দেশের আইন মূলত আঞ্চলিক

(১) এ.আই.আর. ১৯৫৩ মাদ্রাজ ১০৫।

এবং সাধারণ নিয়ম হল *"এক্সট্রা টেরিটোরিয়াম জুস ডিসেন্টি ইমিউন নন প্যারেটুর"*। একটি জাতির আইন তার সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং তার অঞ্চলগুলির মধ্যে কাজ করে। (সংবিধি ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪ এর ব্যাখ্যায় ম্যাক্সওয়েল দেখুন)। কারিস' সংবিধি আইন-৫ম খণ্ড. পি এ ১৭৪ জেফারিস বনাম বুসি(১) এ লর্ড ক্র্যানওয়ার্থের বক্তৃতা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি রয়েছে :-

"প্রাথমিকভাবে এই দেশের আইনসভাকে অবশ্যই নিজস্ব প্রজাদের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য নেওয়া উচিত"।

একই নীতি বিক্রয় করের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি আমেরিকান জুরিসপ্রুডেন্স- খণ্ড ৪৭, পৃষ্ঠা, ২০২ পারা ৫ এ বলা হয়েছে "টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশন" এর অধিনে যে:-

"সাধারণ নিয়ম যে একটি রাষ্ট্র ব্যক্তি, সম্পত্তি বা স্বার্থ যা তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে নেই সেগুলি বিক্রয় করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যখন রাজ্য আইনসভাগুলি পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করবে তখন তারা কেবলমাত্র রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যেই কাজ করবে এবং পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয় করবে যদিও সেগুলি আপেক্ষিক এন্ট্রিতে নির্দিষ্ট করা হয়নি রাজ্যগুলির "অঞ্চলের মধ্যে" হতে হবে প্রাথমিকভাবে যেমন ঘটবে রাজ্যের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে।

পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার এই ক্ষমতাটিকে আবার "বিক্রয়" শব্দটির অর্থের রেফারেন্স দিয়ে বোঝাতে হবে কারণ এটি ক্ষমতা প্রদানের সময় দেশের আইন প্রথায় বোঝা গিয়েছিল ক্রফট বনাম ডানফি (২)-তে প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে :-

"যখন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তখন ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আইন প্রথায় এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রের আইন প্রথায় যা সাধারণত সেই বিষয়ের মধ্যে গ্রহণ করা হয় তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে"। তালিকার এন্ট্রি ৪৮-এ "পণ্য বিক্রয়" অভিব্যক্তি

(১) [১৮৫৪] ৪ এইছ. এল. সি. ৮১৫, ৯৫৫। (২) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬, ১৬৫।

ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর সপ্তম তফসিলের ॥ এই আদালতের দ্বারা বিক্রয় কর অফিসার বনাম বুধ প্রকাশ জয় প্রকাশ(১) এর মধ্যে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের দ্বারা বিক্রয়ের চুক্তিতে কর প্রেরণ করার প্রচেষ্টার বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এই আদালত অনুষ্ঠিত হয়:-

"ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ প্রণয়নের সময় বিদ্যমান থাকায়, একটি বিক্রয় এবং এটি বিক্রি করার চুক্তির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পার্থক্যটি এন্ট্রি ৪৮-এ 'পণ্য বিক্রয়' অভিব্যক্তিটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপযুক্ত হবে যে অর্থে এটি ইংল্যান্ড এবং ভারত উভয় ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এটি ধরে রাখার জন্য যে এটি শুধুমাত্র তখনই কর আরোপের অনুমোদন দেয় যখন স্বত্ব হস্তান্তর জড়িত একটি সম্পূর্ণ বিক্রয় হয়"।

"পণ্য বিক্রয়" অভিব্যক্তিটি ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন (১৯৩০ সালের আইন III) এর ধারা ৪ এবং ইংরেজি সেল অফ গুডস আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান এবং প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞার আলোকে বোঝানো হয়েছিল, ইংল্যান্ডের হালসবুরিস লঅস থেকে উত্তরণ, খণ্ড. ১৫, অনুচ্ছেদ ১৩ এতে উদ্ধৃত হয়েছে। ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ধারা ৪ নিম্নরূপ সঞ্চালিত হয়:-

"(১) পণ্য বিক্রয়ের একটি চুক্তি হল একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা একটি মূল্যের জন্য ক্রেতার কাছে পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর বা হস্তান্তর করতে সম্মত হন৷ এক অংশ-মালিক এবং অন্যের মধ্যে বিক্রয়ের চুক্তি হতে পারে৷

(৩) যেখানে বিক্রয়ের চুক্তির অধীনে পণ্যের সম্পত্তি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হয়, সেই চুক্তিকে বিক্রয় বলা হয়, তবে যেখানে পণ্যের সম্পত্তি হস্তান্তর ভবিষ্যতের সময় বা বিষয়বস্তুতে হবে তারপর কিছু শর্ত পূরণ করার জন্য, চুক্তিকে বিক্রি করার চুক্তি বলে।

(৪) বিক্রয়ের চুক্তি একটি বিক্রয় হয়ে যায় যখন সময় অতিবাহিত হয়, বা পণ্যের সম্পত্তি হস্তান্তর করার শর্তাবলী পূরণ করা হয়"।

ইংলিশ সেল অফ গুডস অ্যাক্টের ধারা ১-এর সংশ্লিষ্ট বিধানটি নিম্নরূপ:-

"(১) পণ্য বিক্রয়ের একটি চুক্তি একটি চুক্তি

(১) [১৯৫৫] ১ এস.সি.আর. ২৪৩.

যার মাধ্যমে বিক্রেতা অর্থ বিবেচনার জন্য ক্রেতার কাছে পণ্যের সম্পত্তি হস্তান্তর বা হস্তান্তর করতে সম্মত হন, যাকে মূল্য বলা হয়। এক অংশ-মালিক এবং অন্যের মধ্যে বিক্রয়ের চুক্তি হতে পারে।

...

(৩) যেখানে বিক্রয় চুক্তির অধীনে পণ্যের সম্পত্তি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হয় তাকে বিক্রয় বলা হয়; কিন্তু যেখানে পণ্যের সম্পত্তি হস্তান্তর ভবিষ্যতের সময়ে সংঘটিত হবে বা কিছু শর্ত সাপেক্ষে তার পরে পূরণ করা হবে তাকে বিক্রির চুক্তি বলে।

(৪) বিক্রয়ের একটি চুক্তি বিক্রয় হয়ে যায় যখন সময় অতিবাহিত হয় বা শর্ত পূরণ করা হয় যার সাপেক্ষে পণ্যের সম্পত্তি হস্তান্তর করা হবে"।

ভারতে এবং ইংল্যান্ডে এই আইন প্রথা ছিল সেই সময়ে যখন পণ্য বিক্রয় বা ক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য আইনসভাগুলিকে অর্পণ করা হয়েছিল সেই ক্ষমতার সুযোগটি সাধারণত পণ্য বিক্রয়ের সংজ্ঞা দ্বারা নির্ধারিত হত দ্রব্যের এই নিজ নিজ বিক্রয় আইনে পাওয়া যাবে এবং রাজ্য আইনসভার কাছে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যেখানে পণ্যের সম্পত্তি রাজ্যের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে পাস করা হয়েছে। এটি একজন বিক্রেতা বা ক্রয়কারীকে ব্যক্তিগতভাবে কর করার ক্ষমতা ছিল না। এটি রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে সংঘটিত পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত যেখানে পণ্যগুলির সম্পত্তি যা বিক্রয় বা ক্রয়ের বিষয়বস্তু ছিল রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে পাস করা হয়েছিল রাষ্ট্র।

তবে এই অবস্থানটি বিভিন্ন রাজ্যের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না যারা পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য তাদের ক্ষমতার পরিধি বাড়াতে চেয়েছিল। তাই বিক্রয়ের ধারণাটিকে এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং উপাদানগুলির যে কোনও একটিকে বেঁধে রাখার জন্য তাদের পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্ব অবলম্বনে। যেমনটি বিচারপতি বোস দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, বোম্বে রাজ্যে

আরেকটি বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য (১) এ পি. ১১০১:-

"অসুবিধা স্পষ্ট হয় যখন কেউ একটি বিক্রয়কে তার উপাদান অংশে বিভক্ত করতে শুরু করে এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। যখন এটি করা হয়, তখন একটি বিক্রয় পাওয়া যায় যা অনেকগুলি উপাদান নিয়ে গঠিত যা এই অর্থে অপরিহার্য বলা যেতে পারে যে যদি কোন একটি তাদের মধ্যে অনুপস্থিত কোন বিক্রয় নেই: (১) পণ্যের অস্তিত্ব যা বিক্রয়ের বিষয়বস্তু গঠন করে, (২) দর কষাকষি বা চুক্তি যা সম্পাদন করা হলে তা পাস হবে একটি মূল্যের জন্য পণ্যের সম্পত্তির জন্য, (৩) একটি মূল্যের অর্থ প্রদান, বা প্রদানের প্রতিশ্রুতি, (৪) স্বত্ব পাস করা"।

বিক্রয়ের ধারণাটিকে এইভাবে এর অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ করার পরে, একমাত্র অপরিহার্য শর্ত যা সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল তা হল বিক্রয়ের লেনদেনের সমাপ্তি যেখানেই এটি ঘটতে পারে এবং করযোগ্য ঘটনাটিকে এই অপরিহার্য উপাদানগুলির যে কোনও একটি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যদি এটি রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে সংঘটিত হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভর হয়ে কেন্দ্রীয় প্রদেশের ফেডারেল আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাখা হয়েছিল এবং বেরার সেলস অফ মোটর স্পিরিট অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট ট্যাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৮ (সি. পি. অ্যান্ড বেরার অ্যাক্ট নো. XIV, ১৯৩৮ সালের) (২) যেখানে তাদের লর্ডশিপগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিল যে :-

"পণ্য বিক্রয়ের উপর কর অবশ্যই পণ্য বিক্রয়ের সময় আরোপিত হতে হবে এবং অবশ্যই বন্ধকী, ইজারা ইত্যাদির মত স্থানান্তরের অন্যান্য ফর্মগুলিকে বাদ দিতে হবে।"

অনুরূপ পর্যবেক্ষণ মাদ্রাজ প্রদেশ বনাম বোড্ডু পাইদান্না অ্যান্ড সন্স (৩) এও পাওয়া গিয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে পণ্য বিক্রয়ের উপর একটি কর হল পণ্য বিক্রয় উপলক্ষে আরোপিত একটি কর এবং করের দায়বদ্ধতা বিক্রয় উপলক্ষে উদ্ভূত হয়। তাই বিক্রিটিকে একটি শক্ত ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যা রাজ্যের পণ্যগুলি বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতার জন্ম দেয় কিন্তু অগত্যা ট্যাক্সিং রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে সংঘটিত হয়নি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল, উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত একমাত্র জিনিসটি হল

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯। (২) [১৯৩৯] এফ.সি.আর. ১৮, ৮৬, (৩)[১৯৪২] এফ.সি.আর. ৯০, ১০১।

আঞ্চলিক সংযোগ বা ট্যাক্সিং রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক এবং বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির এক বা একাধিক উপরে যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্বটি অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের কিছু সিদ্ধান্তের রেফারেন্স দ্বারা সমর্থিত হতে চাওয়া হয়েছিল, যেমন, ওয়াঙ্গানুই রঙ্গিতিকে ইলেকট্রিক পাওয়ার বোর্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ান মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি (১) যেখানে বিচারপতি ডিক্সন, পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"যতক্ষণ আইনটি এমন কিছু সত্য বা পরিস্থিতি নির্বাচন করে যা নিউ সাউথ ওয়েলসের সাথে কিছু সম্পর্ক বা সংযোগ প্রদান করে এবং এটিকে তার হস্তক্ষেপের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, সুদ হ্রাসকারী একটি আইনের বৈধতা বিরোধের জন্য উন্মুক্ত হবে না"।

এবং ব্রোকেন হিল সাউথ লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ ট্যাক্সেশন (এন. এস. ডব্লিউ.)(২)-তে বিচারপতি রিচ -এর ভিন্নমতপূর্ণ রায় যা বলে যে:-

"আমি অস্বীকার করি না যে একবার নিউ সাউথ ওয়েলসের সাথে কোনো সংযোগ দেখা দিলে সেই রাজ্যের আইনসভা সেই সংযোগটিকে একটি দায় আরোপের উপলক্ষ বা বিষয় করে তুলতে পারে৷ কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলসের সাথে সংযোগটি অবশ্যই একটি বাস্তব এবং দায়বদ্ধতা হতে হবে আরোপ করতে চাওয়া অবশ্যই সেই সংযোগের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে"।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারকদের এই পর্যবেক্ষণগুলি গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল বনাম রালে ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড (৩)-এ আমাদের ফেডারেল আদালতের অনুমোদনের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ছিল একটি আয়কর মামলা এবং অ্যাসেসি কোম্পানিকে প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর আয়কর এবং সুপার কর ধার্য করার জন্য ভারত সরকারের দাবির সাথে সম্পর্কিত বিরোধ (যা একটি যৌথ স্টক কোম্পানি ছিল যেটি ইংরেজি কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত ছিল আইল অফ ম্যান এবং ইংল্যান্ডে এর প্রধান কার্যালয়) নয়টি স্টার্ল কোম্পানির দ্বারা, যার বেশিরভাগ শেয়ার মূল্যায়নকারী কোম্পানির হাতে ছিল। এই স্টার্লিং কোম্পানিগুলি ইংরেজি কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং লন্ডনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল যেখানে পরিচালনা পর্ষদ বসত, শেয়ার রেজিস্টারগুলি ছিল এবং লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে তারা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে

(১) [১৯৩৪] ৫০ সি.এল.আর. ৫৮১, ৬০০। (২) [১৯৩৭] ৫৬ সি.এল.আর. ৩৩১, ৩৬১।

(৩) এ.আই.আর. ১৯৪৪ F.C. ৫১ এস.সি. ১৯৪৪ এফ.সি.আর. ২২৯।

ভারতে তামাক ও সিগারেটের উৎপাদন ও বিক্রয় এবং ভারতে ব্যবসা যেখানে সমস্ত মুনাফা করা হয়েছিল তা লন্ডনের বোর্ড দ্বারা গঠিত স্থানীয় বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই কোম্পানিগুলির আর্থিক নীতিগুলি লন্ডন বোর্ডগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং ব্যবসার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লন্ডন বোর্ডগুলির সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল এবং কোম্পানিগুলির সমস্ত সাধারণ সভা ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কোম্পানিগুলির লভ্যাংশও তাদের দ্বারা ইংল্যান্ডে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডে তাদের দ্বারা ইংল্যান্ডের অ্যাসেসি কোম্পানিকে প্রদান করা হয়েছিল। ইহা, তবে স্টার্লিং কোম্পানিগুলি দ্বারা অ্যাসেসি কোম্পানিকে দেওয়া লভ্যাংশের উৎস ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় এবং যখন কর্পাস নয়, কর আয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং প্রশ্নটি সেই আয়ের 'উৎস' ছিল বলে বিবেচনা করা হয়েছিল তা বৈধ ছিল যে জায়গা থেকে আয় প্রাপ্ত হয়েছিল সেই ব্যবসাটি প্রকৃতপক্ষে বাহিত হয়েছিল তা বিবেচনায় নেওয়া এবং আইনের দৃষ্টিতে শেয়ারের অবস্থাকে বিষয়টি উপসংহার হিসাবে বিবেচনা না করা। তাই আদালতের মতামত ছিল যে স্টার্লিং কোম্পানিগুলি দ্বারা অ্যাসেসি কোম্পানিকে প্রদত্ত লভ্যাংশের উৎস ব্রিটিশ ভারতীয় এবং সেই ভিত্তিতে তাদের আয়করের জন্য দায়বদ্ধ করার জন্য ভারতীয় আইনসভা তার আইনকে কোনো অতিরিক্ত-আঞ্চলিকতার কার্যক্রম দিচ্ছে না। প্রধান বিচারপতি স্পেন্স, যিনি আদালতের রায় প্রদান করেন, তিনি বিচারপতি ইভাট, বিশ্বস্তদের মধ্যে, এক্সিকিউটরস অ্যান্ড এজেন্সি কোং লিমিটেড বনাম ফেডারেল কমিশনার অফ ট্যাক্সেশন (১) এর রায় থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত করেছেন, পৃষ্ঠা ২৩৬ তে :-

"সংবিধানের প্রয়োজন যে প্রতিটি বৈধ আইনের পূর্বাভাস দেওয়া অবশ্যই সম্ভব যে এটি একটি প্রদত্ত বিষয়, যেমন, কাস্টমস, ট্যাক্সেশন, বাহ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ডোমিনিয়নের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য। এই ধরনের ক্ষেত্রে, বিরোধ করা আইনে অ-আঞ্চলিক উপাদানের উপস্থিতিকে একটু ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং যারা এটির বৈধতা নিশ্চিত করে তাদের কেবল দেখাতে হবে না যে আইন দ্বারা পরিচালিত বিষয়, জিনিস বা পরিস্থিতিতে কিছু প্রকৃত উদ্বেগ বা আগ্রহ রয়েছে, কিন্তু উদ্বেগ বা আগ্রহ এই ধরনের

(১) [১৯৩৩] ৪৯ সি.এল.আর. ২২০।

একটি প্রকৃতি যে বিরোধ করা আইন একটি গণনাকৃত বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে সত্যই এক"।

একই নীতির পুনরাবৃত্তি করে ফেডারেল কোর্টের আরও দুটি সিদ্ধান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে: ওয়ালেস ব্রোস অ্যান্ড কোং লিমিটেড বনাম আয় কমিশনার, বোম্বে সিটি (১) এবং এ.এইচ. ওয়াদিয়া বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে (২)। প্রাক্তন মামলায় আদালত বলেছিল যে যেখানে ইম্পেরিয়াল সংসদ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে, এটি সেই বিষয়ের মধ্যে সাধারণভাবে যা গ্রহণ করা হয় তা বিবেচনা করার ক্ষমতার সুযোগ এবং অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি অনুমোদিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইউনাইটেড কিংডমের আইন প্রথা। আয়কর সংক্রান্ত ইউনাইটেড কিংডমে আইন প্রথার পরিধি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল যে ব্যক্তিকে আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে এবং যে দেশ তাকে কর দিতে চাইছে তার মধ্যে একটি পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগ দেওয়া হলে, আয়কর সঠিকভাবে প্রসারিত হতে পারে যে ব্যক্তি তার বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে। যে সাধারণ ধারণা, উভয় একটি বিবেচনা ব্রিটিশ আইন এবং ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর নির্মাণের বিষয় হিসাবে, সেই আইনে ব্যবহৃত "আয়ের উপর কর" বাক্যাংশে একটি স্থান খুঁজে পেয়েছে এবং পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগের নীতিটি ১৯৩৫-এর আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এক বছরের জন্য তার আয়ের বড় অংশের ব্রিটিশ ভারত থেকে উদ্ভূত একটি কোম্পানিকে সেই বছরের জন্য একটি আঞ্চলিক সংযোগ প্রদান করে যা কোম্পানিটিকে তার উপর কর সংক্রান্ত সমস্ত উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভারতে বাড়িতে হিসাবে বিবেচিত হওয়ার ন্যায্যতার জন্য যথেষ্ট। সেই বছরের জন্য আয় যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত করা হোক না কেন, এবং যদি তা ব্রিটিশ ভারতে বাড়িতে হয় তবে এটি কেন্দ্রীয় ভারতীয় আইনসভার এখতিয়ারের অধীন একজন ব্যক্তি। পরবর্তী মামলায় আদালত বলেছিল যে একটি কর আরোপকারী আইনকে এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যায় না যে যে ব্যক্তি করের অধীনস্থ ব্যক্তি এবং সেই কর আরোপকারী দেশের মধ্যে একটি সংযোগ থাকে তবে তা বহির্ভূত। তবে সংযোগটি অবশ্যই একটি বাস্তব হতে হবে এবং আরোপিত দায় অবশ্যই সেই সংযোগের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে; কিন্তু, যদি এই শর্তগুলি সন্তুষ্ট হয়-

(১) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১.

(২) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১২১।

বৈধতার প্রশ্নে এটার গুরুত্ব নেই যে আরোপিত দায় আঞ্চলিক সংযোগের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বা হতে পারে। প্রধান বিচারপতি কানিয়া, পৃষ্ঠা, ১৪১ এ পর্যবেক্ষণ করেছেন -

"উপরে উল্লিখিত হিসাবে, পৌরসভার আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করার দিকটি আদালতের পক্ষে এটিকে *"আলট্রা ভাইরাস"* ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। পৌর আদালত আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য। মতামত পাওয়ার পরে বা ফরমান একই অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে বলবৎযোগ্য বা না, আদালতের বিষয় নয় বিবেচনা আদালতকে কেবল দেখতে হবে যে আইনটি আইনসভার ক্ষমতার পরিধির মধ্যে রয়েছে"।

তাই উপরোক্ত ক্ষেত্রে উল্লিখিত আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্বের অবলম্বন করা এবং তার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিতে বিক্রয়ের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করে উপরে যেমন বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করেছে তাদের জালকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যেহেতু তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে পারে। পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের একটি লেনদেন এইভাবে একাধিক রাজ্য দ্বারা কর আরোপিত হয়েছে যদিও বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের একটি মাত্র লেনদেন ছিল। ভোক্তা ছিলেন শেষ ব্যক্তি যিনি পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করের জন্য লড়াইয়ের মধ্যে গণনা করেছিলেন এবং এমনকি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহও প্রভাবিত হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী, দ্বারা বম্বে সেলস কর আপিল (১) পৃষ্ঠা ১০৭৯ তে তার রায়ে এইভাবে পরিস্থিতি চিত্রগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :-

"ভারত সরকারের আইন ১৯৩৫ দ্বারা যথেষ্ট অনুরূপ শর্তে তাদের প্রদত্ত আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগে, অস্থায়ী আইনসভাগুলি তাদের নিজ নিজ প্রদেশের জন্য বিক্রয়-কর আইন প্রণয়ন করেছিল, উপরে উল্লিখিত আঞ্চলিক সংযোগের নীতির উপর কাজ করে; অর্থাৎ , তারা একটি বিক্রয় গঠনকারী উপাদানগুলির একটি বা একাধিক বাছাই করে এবং অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে তাদের বিক্রয়-কর আইনের ভিত্তি তৈরি করে

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯

বিক্রয় চুক্তির সময় প্রদেশে পণ্যের অস্তিত্ব করযোগ্যতার পরীক্ষা। বিহারে প্রদেশে পণ্যের উৎপাদন বা উৎপাদনকে একটি অতিরিক্ত ক্ষেত্র করা হয়েছিল। বিস্তৃত পরিসরের একটি জাল সম্ভবত কেন্দ্র প্রদেশ এবং বেরারে বিছানো হয়েছিল যেখানে এটি যথেষ্ট ছিল যদি প্রদেশে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে 'পাওয়া যায়' যে কোনও সময়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি হওয়ার পরে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ট্যাক্সিং ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে আঞ্চলিক সম্পর্ক সামনে রাখা হবে কিনা তা পর্যাপ্ত হিসাবে টিকিয়ে রাখা হবে কিনা তা আইনের আদালতে পরীক্ষা না করা নিয়ে সন্দেহের বিষয় ছিল। এবং ট্যাক্সিং ক্ষমতার জন্য এই ধরনের দাবি বিভিন্ন প্রদেশের দ্বারা একই লেনদেনের একাধিক কর আরোপের দিকে পরিচালিত করে এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তা জনসাধারণের উপর চাপ পড়ে। এই পরিস্থিতি সংবিধান প্রণেতাদের কাছে আন্তঃরাজ্য উপাদান জড়িত বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষমতা সীমিত করার এবং ভোক্তার উপর করের বোঝা কমানোর সমস্যা তৈরি করেছে"।

পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্বের অবলম্বন করা রাজ্যগুলি ছাড়াও আদালতগুলিও তত্ত্ব এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টকে বিশেষ করে দুটি সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন দিতে দেখা গেছে, পপট্টলাল শাহ বনাম মাদ্রাজ রাজ্য(১) এবং সি.জি. নাইডু এন্ড কোং বনাম মাদ্রাজ স্টেট (২), এই তত্ত্বকে অনুমোদন দিয়েছেন। আগের ক্ষেত্রে "পণ্য বিক্রয়" অভিব্যক্তিটি জনপ্রিয় অর্থে এর আইনগত অর্থ থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে বোঝা হয়েছিল এবং এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে যদি সম্পত্তি রাজ্যের মধ্যে পাস না হওয়া সত্ত্বেও লেনদেনটি যথেষ্ট পরিমাণে রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত হয় তবে বিক্রয় কর ধার্য করা যেতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কর আরোপ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের শর্তযুক্ত ছিল না বিষয়-বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তার এখতিয়ারের মধ্যে এবং ক্ষমতার প্রয়োগ বৈধ ছিল যদি বিষয়-বস্তুর প্রসঙ্গের সাথে যথেষ্ট আঞ্চলিক সংযোগ থাকে। এই বিষয়ে আমেরিকান আইনি মামলা নিয়ে আলোচনা করার পর আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে রাজ্যে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল

(১) এ.আই.আর. ১৯৫৩ মাদ্রাজ ৯১.

(২) এ.আই.আর. ১৯৫৩ মাদ্রাজ ১১৭।

একমাত্র রাষ্ট্র যার কর আরোপের ক্ষমতা ছিল। এই আদালত বম্বে সেলস কর আপিলের (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে সংবিধান প্রণয়নের আগে প্রাপ্ত অবস্থানের সংক্ষিপ্তসারে ঘটনাক্রমে এই পক্ষে পৃষ্ঠা ১০৭৮-এ তার মতামত প্রকাশ করেছে:-

"ওয়ালেস ব্রাদার্স মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে ( ) একটি অনাবাসী বিদেশী কোম্পানি বিদেশে উদ্‌ভূত আয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য ভারতীয় আইনসভার দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ বিধানগুলির সাংবিধানিক বৈধতা নেই অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ক্ষমতার আইনসভা দ্বারা দখল চালু করতে কিন্তু কর প্রদানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে একটি পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগের অস্তিত্ব। বিক্রয়-করের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজনীয় নয় যে বিক্রয় বা ক্রয় করা উচিত রাজ্যের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে এই অর্থে যে বিক্রয়ের সমস্ত উপাদান যেমন বিক্রির চুক্তি, শিরোনাম পাস করা, পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি, রাজ্যের সাথে একটি আঞ্চলিক সংযোগ থাকা উচিত। বাড়িয়ে বললে, স্থানীয় ক্ষেত্রে ক্রয় বা বিক্রয় করা, রাজ্যের দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় পণ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি পর্যাপ্ত ভিত্তি হবে, অবশ্যই এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে শেষ পর্যন্ত কর দিতে হবে"।

অন্য মামলায় পল্লটলাল শাহ বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (৩) এর পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই আদালত সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে মতামতের এই অভিব্যক্তিটিকে আঞ্চলিক সংযোগ বা সংযোগের নীতি নির্ধারণ হিসাবে বোঝে:--

"এটি কোনও বিতর্ক ছাড়াই স্বীকার করে যে একটি প্রাদেশিক আইনসভা একটি কর আইন পাস করতে পারে না যা প্রদেশের সীমার বাইরে ভারতের অন্য কোনও অংশে বাধ্যতামূলক হবে, তবে এটি প্রদেশের বাইরে সমাপ্ত লেনদেনের উপর কর আরোপ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে যথেষ্ট উপযুক্ত হবে, এই ধরনের লেনদেন এবং ট্যাক্সিং প্রদেশের মধ্যে পর্যাপ্ত এবং একটি বাস্তব আঞ্চলিক সম্পর্ক ছিল, এই নীতি, যা ওয়ালেস ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে (১), বিচারিক কমিটির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে।

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯. (২) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১. (৩) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ৬৭৭।

এই আদালত কর্তৃক বিক্রয় কর আইনের জন্য প্রযোজ্য বলে ধরেছেন, বম্বে সেলস কর অ্যাক্ট মামলায় (২) তার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এবং এর প্রাপ্যতা প্রশ্নের বাইরে। প্রকৃতপক্ষে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দ্বারা গৃহীত বিক্রয় কর আইন সংক্রান্ত আইন প্রথা ছিল বিক্রয় এবং ক্রয়ের উপর কর আরোপের অনুমোদন দেওয়া যা কর প্রদানকারী প্রদেশের সাথে কোনওভাবে সম্পর্কিত ছিল প্রদেশের মধ্যে সংঘটিত লেনদেনের কিছু উপাদানের কারণে বা লেনদেনের সময় এটির মধ্যে পণ্যের উৎপাদন বা অবস্থানের কারণে"।

এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বোম্বে সেলস কর আপীলে আঞ্চলিক সংযোগ বা সংযোগের প্রশ্নটি সরাসরি বিরোধে ছিল না এবং পন্নাটলালের ক্ষেত্রে (৩) উপরে উল্লিখিত এটি বোম্বে সেলস কর আপীলে এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে নেওয়া হয়েছিল যে আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধনের তত্ত্ব বিক্রয় কর আইনে প্রযোজ্য ছিল। আঞ্চলিক সংযোগ বা সংযোগের এই তত্ত্ব যা আয়করের ক্ষেত্রে প্রধানত প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিক্রয় কর আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা, একটি আয়কর আইনের ক্ষেত্র এবং বিক্রয় কর আইন বেশ স্বতন্ত্র। যেখানে আয়কর আইনের ক্ষেত্রে কর হয় এমন একজন ব্যক্তির উপর ধার্য করা হয় যিনি এই অঞ্চলের এখতিয়ার প্রয়োগ করে তিনি ব্যক্তিত্বে বা আয়ের উপর যা তার কাছে সঞ্চিত বা উদ্‌ভূত হয়েছে বা তার কাছে উপার্জিত বা উদ্‌ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয় বা ভূখণ্ডের অভ্যন্তরীণ উত্স থেকে তার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাই এই জাতীয় আয়ের কোন অংশ সঞ্চিত হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বা অঞ্চলের মধ্যে একটি উত্স থেকে প্রাপ্ত করা হয়েছে, বিক্রয়-কর আইনের ক্ষেত্রে এটি হল পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয় যা করের বিষয়বস্তু এবং এটি অনুমান করা যায় না যে বিক্রয় বা ক্রয় এক বা একাধিক স্থানে সঞ্চালিত হয় যেখানে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অবস্থিত। আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধনের তত্ত্বটি আইন প্রণয়নের আগে কোনো সময়েই পরীক্ষা করা হয়নি

(১) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১. (২) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯. (৩) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ৬৭৭

সংবিধান এবং এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে সংবিধানের পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজ্য বিক্রির এক বা একাধিক উপাদানের উপর আবদ্ধ থাকার কারণে এবং পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতাকে নিজেদের জন্য দাম্ভিকতার কারণে এই দুষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছিল আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন যা তারা দাবি করেছে যে তারা বিক্রয়ের এক বা একাধিক উপাদানের সাথে রয়েছে তবে একটি বিক্রয় বা ক্রয় শেষ পর্যন্ত তাদের অঞ্চলের মধ্যে বা অন্য কোথাও সংঘটিত হয়েছিল। সংবিধান প্রণেতারা যখন সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করতে এসেছিলেন তখন অন্যদের মধ্যে এই মন্দ ছিল যা প্রতিকার করার চেষ্টা করেছিল।

সংবিধান প্রণেতারা ভারতের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ব্যাবসা, বাণিজ্য এবং আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিধান প্রণয়ন করেছেন একটি অর্থনৈতিক একক হিসাবে ভারতের দিকে নজর রেখে এবং ৩০১ অনুচ্ছেদে প্রণয়ন করেছেন যে ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং আন্তঃসম্পর্ক হবে বিনামূল্যে এবং অনুচ্ছেদ ৩০২ দ্বারা তারা সংসদকে ক্ষমতা দিয়েছিল যে তারা একটি রাজ্য এবং অন্য রাজ্যের মধ্যে বা ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের মধ্যে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বাণিজ্য, বাণিজ্য এবং মেলামেশার স্বাধীনতার উপর এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে বিস্তৃত ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং মিলনের স্বাধীনতার ধারণা এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে ভোক্তাকে একাধিক করের বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যা তিনি আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন অবলম্বন করে বিভিন্ন রাজ্য আইনসভার দ্বারা অধীন হয়েছিলেন পূর্বোক্ত তত্ত্ব অনুসারে সংবিধান প্রণেতারা ২৮৬ অনুচ্ছেদে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের বিষয়ে রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার উপর এবং এই নিষেধাজ্ঞাগুলি চারগুণ ছিল: -

(১) রাজ্যের আইনসভাগুলিকে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত ছিল যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়েছিল;

(২) রাজ্যের আইনসভাগুলি কর আরোপ করা থেকে বাধাপ্রাপ্ত ছিল বিক্রয়ই বা পণ্যের ক্রয়ের উপরে যেখানে এই ধরনের ক্রই বা বিক্রয়ই করা হয়

ভারতের ভূখণ্ডের বাইরে পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ভারতের সীমানার বাইরে;

(৩) রাজ্যের আইনসভাগুলিকে কোনও পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হয়েছিল, সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে এমন ব্যতীত;

এবং (৪) রাজ্য আইনসভাগুলিকে এই জাতীয় কোনও পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল যা সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যদি না এই জাতীয় আইন সংরক্ষিত ছিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় এবং তার সম্মতি পেতে।

এই চারটি বিধিনিষেধ ছিল যা রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার উপর পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরোপ করা হয়েছিল।

প্রথম বিধিনিষেধটি ভোক্তাকে একাধিক করের বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং রাজ্যের বাইরে যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা কেনাকাটা হয়েছিল সেখানে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার জন্য একটি রাজ্যের ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছিল। পণ্য বিক্রয় আইনে বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে যা নির্ধারণ করে যে কখন একটি বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় বা অন্য কথায় যখন বিক্রয়কৃত পণ্যের সম্পত্তি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে চলে যায়। কিন্তু যে স্থানে বেচা-কেনা হয়েছিল সে বিষয়ে নীরব ছিল। আইনের কোনো শাসন হয়নি যাতে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় এবং অবলম্বনের অবস্থান বা অবস্থান নির্ধারণ করা হয় তাই এই উদ্দেশ্যে জমির সাধারণ আইনের কাছে ছিল। আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্বের একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর নজর ছিল এবং যদি এই উপাদানগুলির মধ্যে যে কেউ বা তার বেশি উপাদান বিক্রয়ের অবস্থান বা অবস্থান নির্ধারণ করে তবে এর অর্থ হল একটি বিক্রয় ছিল একাধিক সাইট বা অবস্থান। ভোক্তাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই অবস্থাটি আর চলতে দেওয়া যায় না এবং তাই এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল, যখন রাজ্য আইনসভাগুলিকে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় হয়েছিল রাজ্যের বাইরে, কখন তা নির্ধারণ করতে

এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় রাজ্যের বাইরে সংঘটিত বলা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই ছিল যে ধারা ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এটি সেখানে উল্লিখিত স্পষ্ট উদ্দেশ্যে, যেমন, "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" জন্য আইন করা হয়েছিল৷ এইভাবে ব্যাখ্যাটি রাজ্যের বাইরে কী বিক্রি বা কেনাকাটা সংঘটিত হয়েছে তা নির্ধারণের স্পষ্ট উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল এবং এতে গৃহীত মৌলিক ধারণাটি ছিল যে পণ্যগুলিতে পণ্য সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কিত সাধারণ আইনের অধীনে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় পাসের কারণ যা তাই এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান বা অবস্থান হবে। কিন্তু সেই সত্য সত্ত্বেও বিক্রয় বা ক্রয় সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়েছিল যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। "অ্যান্টি-থিসিসটি" সেই রাজ্যের মধ্যে ছিল যেখানে পণ্যের সম্পত্তি এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে পাস হয়েছে এবং যে রাজ্যে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে সেই রাজ্যে খরচ এবং এই দুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে সেই পরিস্থিতিতে বিক্রয় বা ক্রয় সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে বা তার মধ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে ক্রয়। এই ব্যাখ্যাটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল যে এটি একটি বহিরাগত বিক্রয়কে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং এর বেশি এগিয়ে যায়নি এবং বিক্রয়ের অবস্থানটি রাজ্যকে বলার সীমিত উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে এটিকে বলে যে এটি কী কর করতে পারে না ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত পণ্যের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তার অঞ্চলগুলির মধ্যে এটি একটি বাইরের বিক্রয় *হিসাবে* যে রাজ্য ছিল। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল যে বিক্রয়ের মামলা এই ভাবে এটা আরও সংজ্ঞায়িত করে বিক্রয় বা ক্রয় কি যা বিতরন রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং এইভাবে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে শুধুমাত্র বিতরন রাজ্যকে বিনিয়োগ করার দ্বিগুণ ক্রিয়া পূরণ করেছে

অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের বর্জন করার জন্য তাড়া করে যাকে বিক্রয় বা ক্রয় একটি বহিরাগত বিক্রয় বলে গণ্য করা হয়েছিল। তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল যে ব্যাখ্যাটি কেবলমাত্র বিতরন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না যেখানে পণ্যের সম্পত্তিটি এমন বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য কর দেওয়ার জন্য পাস হয়েছিল যা এটি উপভোগ করেছিল এই কারণে যে পণ্যের সম্পত্তি তার অঞ্চলগুলির মধ্যে চলে গেছে। একটি চতুর্থ সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে একমাত্র রাজ্য যেটি এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর শুল্ক দিতে পারে না যে বিক্রয়টি রাজ্যের বাইরে ছিল সেই রাজ্যটি ছিল যে রাজ্যে পণ্যের সম্পত্তি অন্য রাজ্যের কাছে এই ধরনের বিক্রয় বা কর দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রেখেছিল সংবিধানের সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এবং তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৫৪-এর অধীনে ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে ক্রয়। এই ব্যাখ্যাটি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন একটি সত্য রয়ে গেছে যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যাটি ভোক্তাদের মুক্তি দেওয়ার এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণীত হয়েছিল আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্বের অবলম্বন করে এবং বন্ধন তত্ত্বকে প্রতিস্থাপন করার জন্য একাধিক করের বোঝা যা তাকে মামলাগুলি তত্ত্ব হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে অবস্থা বা বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান এবং রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা যা অনুমান করা যেতে পারে যে এই জাতীয় বিক্রয় বা ক্রয় রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়েছিল, এইভাবে কেবলমাত্র একটি রাজ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বিতরণ করা হয়েছে ভোগের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে সেখানে ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর করমুক্ত সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥ এর অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এবং এন্ট্রি 54 দ্বারা রাজ্য আইনসভায় অর্পিত।

যদি তাই রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার মাপকাঠি হিসাবে বিক্রয়ের মামলা বা অবস্থান নির্ধারণ করা হয় তবে ব্যাখ্যায় থাকা *অ-অবাধ* শর্তটি এই সংকেত দেয় যে সংবিধান প্রণেতারা যখন মামলাগুলি প্রতিস্থাপন করেছিলেন তখন তাদের মনে কী ছিল বন্ধন তত্ত্বের জায়গায় তত্ত্ব যা এর আগে প্রচলিত ছিল। তারা সাধারণ আইনের কথা আমলে নেয়

পণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত যার অধীনে পণ্যের সম্পত্তি এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে পাস হয়েছে। বিক্রেতার দ্বারা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরের ধারণাটি এইভাবে তাদের দ্বারা বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান নির্ধারণ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল এবং এই ধারণাটির মূল ছিল পণ্য বিক্রয় আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির মধ্যে ভারতে এবং ইংল্যান্ডে এবং যদিও এই বিধানগুলি শর্তাবলীতে বলা হয়নি যে কোথায় বিক্রয় হয়েছিল বা মালিকানা হস্তান্তর হয়েছিল বা এই জাতীয় বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে পণ্যের সম্পত্তি পাস হয়েছিল, সম্পর্কিত সাধারণ আইন একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান বা অবস্থান ঠিক করার ব্যাখ্যায় পণ্য বিক্রয় করা হয়েছিল এবং সেই ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি রাজ্যে ঘটতে পারে এবং একাধিক রাজ্যে নয়। বিক্রয় বা ক্রয়ের শুধুমাত্র একটি অবস্থান বা স্থান থাকতে পারে এবং যদি তা হয় তবে সেই রাজ্য যার অঞ্চলগুলিতে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় হয়েছিল বা যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে পণ্যের সম্পত্তি পাস হয়েছিল সেই রাজ্যটি হতে পারে তার অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার কারণে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা দাবি করুন। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হবে যে সংবিধান প্রণেতাদের ব্যাখ্যাটি প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক সংযোগ বা বন্ধন তত্ত্বকে নেতিবাচক করা এবং এটিকে মামলাগুলি তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করা এবং রাজ্যের মধ্যে বিক্রয় বা ক্রয়ের অবস্থান বা অবস্থান ঠিক করা এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে উত্তীর্ণ পণ্যের সম্পত্তি। এটি করার সময় তারা একটি আইনী অপ্রকৃত ঘটনাও তৈরি করেছিল যার ফলে শিরোনাম রাষ্ট্র এবং বিতরন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিতরন রাজ্যকে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যেখানে পণ্য প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। যদি অর্জন করা উদ্দেশ্যটি একাধিক করের বোঝা থেকে ভোক্তাদের ত্রাণ হয় তবে তা কেবলমাত্র একটি রাজ্যের অনুরোধে তাকে কর আরোপের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে এবং একাধিক রাজ্যের দ্বারা নয় এবং সেই পরিমাণে দৃষ্টিভঙ্গি

যে স্বত্ব রাজ্য এবং বিতরন রাজ্য উভয়ই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার অধিকারী হবে তা স্পষ্টতই ভুল ছিল, একমাত্র রাজ্য যেটি রাজ্য হিসাবে প্রশ্নবিদ্ধ বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর দেওয়ার অবস্থানে থাকবে যা পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছিল সেগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

রাজ্য আইনসভার কর আরোপের ক্ষমতার উপর দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটি দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনকে আলিঙ্গন করা হয়েছিল যেখানে পণ্য আমদানির সময় এই ধরনের বিক্রয় বা কেনাকাটা হয়েছিল অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(বি) অনুযায়ী ভারতের ভূখণ্ডের বাইরে পণ্য রপ্তানি। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যাটি অবশ্যই উপ-শর্ত (ক) এর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এবং তাই ২৮৬(১)(বি) অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদন করা মামলাগুলির ক্ষেত্রে এটির কোন প্রয়োগ ছিল না। এই ধারণাটি ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদে করা ধারণা থেকে বেশ পৃথক ছিল। বিক্রয় বা ক্রয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছিল এবং ২৮৬(১)(বি) অনুচ্ছেদে যে বিশেষ দিকটি মোকাবেলা করা হয়েছিল তা ছিল বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের আমদানি-রপ্তানি দিক। এই দিকটি আলাদাভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল যদিও শব্দের অর্থনীতির জন্য এই সংক্রান্ত বিধানগুলি ২৮৬(১) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২৮৬ (১)(ক) অনুচ্ছেদে থাকা বিধানের সাথে তাদের কোন মিল ছিল না।

তৃতীয় নিষেধাজ্ঞা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্য রক্ষার জন্য বিভক্ত করা হয়েছিল এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের সময় এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়েছিল এমন কোনো পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের আওতাভুক্ত লেনদেন যা সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে তা ছাড়া। এটি তখনও অন্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং এই বিধিনিষেধটি ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং মিলনের স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অর্থ হল যে রাজ্যগুলি তাদের আয়ের একটি বড় অংশ থেকে বঞ্চিত হবে যা তারা কর আরোপ করত বিক্রয় বা ক্রয় হ্রাস থেকে

সংবিধান প্রবর্তনের আগে এই বিভাগের মধ্যে। তাই একটি বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোনো রাজ্যের সরকার কর্তৃক আইনত ধার্য করা পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর যে কোনো কর, যদিও এই ধরনের কর আরোপ করা অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর বিধানের বিপরীতে, ১৯৫১ সালের মার্চের ৩১তম দিন পর্যন্ত ধার্য করা অব্যাহত থাকে। এই বিধানটি রাজ্য সরকারগুলিকে সংবিধানের সূচনা হওয়ার আগে যে কর ধার্য করত তা ধার্য করতে সক্ষম করে ৩১শে মার্চ ১৯৫১ যে সময়ের মধ্যে তারা তাদের অর্থনীতি সামঞ্জস্য করবে এবং তাদের কর দেওয়ার বৈধ ক্ষমতা অবলম্বন করে তাদের কোষাগার পুনরায় পূরণ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। ৩১শে মার্চ ১৯৫১ সালের মধ্যে রাজ্যগুলিও কেন্দ্রের কাছে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং সংসদকে অন্যথায় অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অর্থের মধ্যে উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে প্রদান করতে প্ররোচিত করতে পারে এবং যেকোন পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য তাদের অনুমোদন করতে পারে যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা কেনাকাটা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু সংসদ কর্তৃক যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নিরঙ্কুশ ছিল এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের সময় যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়েছিল সেখানে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের কোনো লেনদেন করা যাবে না একটি রাজ্য আইনসভার অনুরোধে করের বিষয়বস্তু করা হবে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যাটি স্পষ্টভাবে উপ-শর্ত (ক) এর উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ, রাজ্যের বাহিরে বা রাজ্যের অভ্যন্তরে কি বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন হয়েছিল তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যা উপরে বলা হয়েছে তা সম্ভব নয় ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে পড়তে হবে বা এটিকে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রম বা শর্ত হিসাবে পড়া যাবে না। এটিকে ব্যতিক্রম বা শর্ত হিসাবে পড়া এর বিপরীত হবে ব্যাখ্যার শর্তাবলী প্রকাশ করবে এবং ২৮৬ (২) অনুচ্ছেদ প্রণয়নের উদ্দেশ্যকেও বাধাগ্রস্ত করবে এইভাবে সেই বিভাগের মধ্যে পড়ে থাকা লেনদেনের একটি বড় অংশ নিয়ে। একটি বিশেষ বিধান দ্বারা সাধারণ বিধান বাদ দেওয়ার নিয়মটিও এই সাধারণ কারণে প্রযোজ্য হবে না যে

২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এবং এর ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের বস্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বস্তুগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন এই বিধানগুলি একই বিষয়-বস্তুকে আচ্ছাদন করে না এবং তাই কোন উপলক্ষ থাকবে না নির্মাণের সেই নিয়মের প্রয়োগের জন্য। এই পরিমাণে আমার দ্বারা বোম্বে সেলস কর আপিল (১) তে নেওয়া মতামত যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের একটি ব্যতিক্রম বা শর্ত ছিল স্পষ্টতই ভুল ছিল।

রাজ্য আইনসভাগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর শেষ নিষেধাজ্ঞাটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং যে কোনও পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের সাথে সম্পর্কিত যা আইন দ্বারা সংসদ কর্তৃক সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে যদি না এই ধরনের আইন রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং তার সম্মতি না পাওয়া যায়। এই নিষেধাজ্ঞাটি অন্য প্রকৃতির হলেও রাজ্য আইনসভার এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর একটি বিধিনিষেধ ছিল এবং এই বিধিনিষেধগুলির সাথে যা কিছু করার নেই তা সম্পূর্ণ ছিল অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর পূর্ববর্তী শর্তগুলিতে। এই লেনদেনগুলি নিজেদের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নিয়ে গঠিত এবং অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী শর্তগুলিতে রাখা বিধিনিষেধ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক), অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(৩) দ্বারা আচ্ছাদিত লেনদেনগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলেও উপরে চেপে যেতে পারে। একটি লেনদেন যা অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তাও ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে এবং এই উভয় লেনদেনের সেটগুলি ২৮৬(৩) অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। এই ধরনের উপরে চেপে যাওয়া এর অর্থ এই নয় যে একটি নির্দিষ্ট ধারার বিধানগুলি এতে অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীতে পড়া লেনদেনের উপর দৃঢ়ভাবে পড়তে হবে এবং অনুচ্ছেদের অন্যান্য ধারাগুলির দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে তাদের প্রত্যাহার হিসাবে বিবেচনা করা হবে। প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে হবে এবং তার পরিধির মধ্যে থাকা লেনদেনের উপর আরোপিত হতে হবে এবং যদিও একটি নির্দিষ্ট ধারায় আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে লেনদেন সংরক্ষণ করা যেতে পারে

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯।

অন্য ধারায় আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং এইভাবে রাজ্য আইনসভার কর দেওয়ার ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাই এটাকে অনুরোধ করা যায় না যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) বা অনুচ্ছেদ ২৮৬(৩) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বাইরে লেনদেন প্রত্যাহার করে এবং এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন ছেড়ে দেয় একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের একই হওয়া সত্ত্বেও বা সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে আইন দ্বারা সংসদ কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের ক্ষেত্রে বিতরন রাজ্য দ্বারা কর মুক্ত ব্যাখ্যা।

২৮৬ অনুচ্ছেদের পুরো পরিকল্পনা হল যে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভার কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর চারটি ভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং এই বিধিনিষেধগুলির প্রতিটিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এটি কেবলমাত্র সেই লেনদেনগুলি বিক্রয় বা ক্রয়ের যা এই বিভাগের যে কোনোটির মধ্যে পড়ে না যার দ্বারা কর আরোপ করা যেতে পারে সংবিধানের সপ্তম তফসিলের দ্বিতীয় তালিকার অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) এবং এন্ট্রি ৫৪-এর অধীনে রাজ্য আইনসভাগুলি তাদের ক্ষমতার আশ্রয় নেয়।

বিহারের জন্য বিজ্ঞ সরকারী আইনজীবী অবশ্য পাঁচটি স্বতন্ত্র কারণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন কেন অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না এবং এর ব্যাখ্যা এবং সেগুলি ছিল:-

(১) অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর অধীনে বিক্রয়ের শ্রেণী আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয়ের একটি বিশেষ শ্রেণী গঠন করে যা সাধারণ নীতির ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাধারণ বিধান দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়;

(২) অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় শ্রেণিতে প্রযোজ্য হলে এবং এর ব্যাখ্যার ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে স্থানীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্য দেখা দেবে এবং এটির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সংবিধানের XIII অংশের বিধান;

(৩) অনুচ্ছেদ ২৮৬-এর উদ্দেশ্য হল একাধিক কর নির্মূল করা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ইতিমধ্যেই সেই উদ্দেশ্যটি অর্জন করেছে যা এর মধ্যে পড়ে থাকা বিক্রয়ের শ্রেণির ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যে আর ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল না বিক্রয়ের সেই শ্রেণিতে:

(৪) সংবিধান নিজেই আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে এবং একটি শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত করে এটি নিজেই বিধান করেছে যে কোন রাজ্য কোন শর্তে কর আরোপ করবে এবং অন্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংবিধান নিজেই সাধারণ শর্তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং সংসদের সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার জন্য আবার সাধারণ শর্তে সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত মনে করে;

এবং (৫) একটি আইনী অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা, আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়ে রূপান্তরিত হয়।

আমরা গুরুত সহকারে এই কারণগুলি মোকাবেলা করবো।

কারণ হিসাবে (১): এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) (ক) দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয়ের লেনদেন এবং এর ব্যাখ্যা এবং এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয়ের লেনদেনগুলি একই বিভাগের ছিল এবং এই উভয়ই বিধান একই বিষয় সঙ্গে মোকাবিলা করে। তাই, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) একটি সাধারণ বিধান ধারণ করেছে যেখানে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যায় একটি বিশেষ বিধান রয়েছে যা সেই বিভাগের মধ্যে পড়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে, যার ফলে নিয়মটি সাদৃশ্য নির্মাণের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বিশেষ বিধানটি সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রম হিসাবে পড়তে হবে। এই যুক্তিটি নীচের হাইকোর্টের পাশাপাশি আমার বোম্বে সেলস কর আপীলে (১) পক্ষে সমর্থন পেয়েছি৷ নিঃসন্দেহে সদৃশ নির্মাণের এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে যদি এই উভয় বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত বিষয়গুলি একই হয় এবং এই উভয় বিধানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলি অভিন্ন হয়। তবে দুটি বিধানের মধ্যে এই পার্থক্য রয়েছে, যেমন, উভয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত লেনদেনগুলি একই বিভাগের মধ্যে পড়ে না এবং বিক্রয়ের একটি লেনদেন যা বাইরের বা ভিতরের বিক্রয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় ঠিক সেইসাথে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বিক্রয় হতে পারে। ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদে লেনদেনটিকে তার অবস্থান বা অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে এটি আন্তঃরাজ্যের মধ্যে থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। ব্যবসা বা বাণিজ্য এবং দুটি পন্থা অন্যটির থেকে বেশ আলাদা। যে তাই হতে পারে না

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯।

বলা যেতে পারে যে এই উভয় বিধান দ্বারা যে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা হয় সেগুলি একই বা এর বিষয়বস্তুগুলি অভিন্ন। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং সাদৃশ্য নির্মাণের নিয়ম দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এবং উপরে নির্দেশিত সাধারণ থেকে বিশেষ বিধানের ব্যতিক্রম এই উভয় বিধানের নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন প্রয়োগ হবে না।

কারণ হিসাবে (২): আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে স্থানীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কোন প্রশ্নই নেই যদি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) বিক্রয়ের শ্রেণিতে প্রয়োগ করা হয় যা অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এর ব্যাখ্যা দ্বারা । স্থানীয় বাণিজ্য অবশ্যই আন্তঃরাজ্য বিক্রয় কর আরোপের জন্য দায়ী থাকবে যা আন্তঃরাজ্য ব্যাবসা বা বাণিজ্যের সময় লেনদেন করা হলে এড়ানো যেতে পারে। একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে ইউনিয়নের কাজ করার জন্য এবং ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং আন্তঃসম্পর্কের অবাধ প্রবাহের জন্য এটি প্রয়োজনীয় যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনও বেঁধে রাখা উচিত নয়। একটি রাজ্যের গ্রাহক যারা আন্তঃরাজ্য বিক্রয় কর পরিশোধ এড়াতে সীমান্তের ওপারে ক্রয়ের লেনদেনের অবলম্বন করবেন তুলনামূলকভাবে কম হবে এবং ধারণাযোগ্য ক্ষেত্রে তাদের পণ্যের উপর কর আরোপ করে জালে ধরা পড়তে পারে অনুচ্ছেদ ৩০৪(ক) এর অর্থের মধ্যে একটি অ-বৈষম্যমূলক প্রকৃতি। এই কারণটি তাই আমাদের ধারণে কোন বাধা নেই যে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে নিষেধাজ্ঞাটি ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদ এবং এর ব্যাখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণ এবং অপ্রভাবিত।

কারণ হিসাবে (৩): এটি অনুমান করে যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এর ব্যাখ্যা হল একাধিক কর নির্মূল করা। যদি এটি অনুচ্ছেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে এটি যুক্তিযুক্তভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে একবার সেই উদ্দেশ্যটি লেনদেনের নির্দিষ্ট সেটের ক্ষেত্রে অর্জিত হয় যা অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত তাই ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজন নেই। যেমনটি আগেই দেখা গেছে, ২৮৬ অনুচ্ছেদ প্রণয়নের উদ্দেশ্য বহুগুণ ছিল এবং সেগুলি নির্দেশিত পদ্ধতিতে চারটি স্বতন্ত্র বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছিল

উপরে এবং বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের করের জন্য রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া ছিল যদিও লেনদেনগুলি এতদূর পর্যন্ত তাদের প্রকৃতি এবং চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত কিছু মুহূর্ত এক অপরের উপরে উঠে যেতে পারে। যদিও তাই লেনদেন অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েছিল তবুও এটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার অধীন হতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র এই যাচাই-বাছাই থেকে বেঁচে থাকলেই কর দেওয়া যেতে পারে, এটি করা যেতে পারে যদি সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হিসাবে সরবরাহ করে।

কারণ হিসাবে (৪): এটি অনুমান করে যে সংবিধান নিজেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনকে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করেছে, একটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর মধ্যে পড়ে এবং এর ব্যাখ্যা এবং অন্যটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের মধ্যে পড়ে। আন্তঃরাজ্যের মধ্যে সেই লেনদেন ধরে রাখার জন্য কোনও পরোয়ানা নেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্দেশ্যে ব্যবসা বা বাণিজ্যকে এই ধরনের স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন এক হবে তবে এটি যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে তার বিষয়ে স্বতন্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যদি এটিকে বাইরের বা ভিতরের বিক্রয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তবে এটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ধরা যেতে পারে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি একটি লেনদেনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে এটি ২৮৬(২) ধারা দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এই নিষেধাজ্ঞাগুলি পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া এবং বিক্রি বা ক্রয়ের একই লেনদেনে প্রয়োগ করতে হতে পারে, একটি নিষেধাজ্ঞা অপরটিকে বাদ দিয়ে অপরিহার্য নয়।

যুক্তি হিসাবে (৫): যুক্তিটি একটি আইনি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। একটি আইনী অপ্রকৃত ঘটনা পূর্ব-অনুমান করে যে সত্যের রাষ্ট্রের সঠিকতা যার উপর ভিত্তি করে এবং সেই অবস্থা থেকে প্রবাহিত সমস্ত পরিণতিগুলিকে তাদের যৌক্তিক মাত্রায় কাজ করতে হবে। কিন্তু আইনগত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যের প্রতি যথাযথ সম্মান থাকতে তৈরি করা হয়েছে। যদি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যায় থাকা এই আইনী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপ-শর্ত (ক) এর উদ্দেশ্যে যেমন স্পষ্টভাবে

বলেছে যে সেই উদ্দেশ্যের পরিধির বাইরে ভ্রমণ করা বৈধ হবে না এবং বিধানটি যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন অন্য কোন উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। এখানে যে আইনী অপ্রকৃত ঘটনা তৈরি করা হয়েছিল তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় একটি বাইরের বিক্রয় বা রাজ্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত বলে মনে করা যেতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এবং এটিই ছিল একমাত্র বিধানের সুযোগ। এটি আইনী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যের একটি অবৈধ সম্প্রসারণ হবে যে এটি লেনদেনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রকে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যেও তৈরি করা হয়েছিল। এই ধরনের রূপান্তর সংবিধান প্রণেতাদের চিন্তাধারায় হতে পারে না এবং এটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী' যেটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ব্যাখ্যায় আইনী ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়েছে।

তাই স্বতন্ত্রভাবে বা সম্মিলিতভাবে নেওয়া এই সমস্ত কারণগুলি এই অবস্থানকে নেতিবাচক করার জন্য যথেষ্ট নয় যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত লেনদেনগুলি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের কার্য থেকে বাদ দেওয়া হয়নি এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা একই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এটিও তাগিদ দেওয়া হয়েছিল যে এই নির্মাণটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যাটিকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে এবং সংবিধানের সূচনাতেই সংবিধান প্রণেতারা এই ক্ষমতা দিতেন না এক হাত দ্বারা এবং অন্য হাতে এটি নিয়ে যায় এবং তাই অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) (ক) এর ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের একটি ব্যতিক্রম বা শর্ত হিসাবে পড়া উচিত। এই যুক্তিতে কোন সন্দেহ নেই বম্বে সেলস কর আপিল (১) এবং নীচের হাইকোর্টেও আমার পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে। তবে সামগ্রিকভাবে অনুচ্ছেদ ২৮৬ প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং এখানে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয়ের প্রতি যদি যথাযথ বিবেচনা করা হয় তবে এটি স্পষ্ট যে এই যুক্তিটি অকার্যকর। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় এবং ক্রয়ের লেনদেনগুলি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের সাথে অগত্যা সহ-বিস্তৃত বা সংঘাতপূর্ণ নয়। লেনদেন যা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হবে

অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাবসা বা বাণিজ্যের সময় তাদের বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন ছাড়াই এবং যা তাই আরও কিছু ছাড়াই ব্যাখ্যার আওতায় থাকবে এবং বিতরণ রাজ্যের মাধ্যমে করের বিষয়বস্তু হবে করের ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে। এছাড়াও আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং তা হল যে যদিও এই উভয় বিধান দ্বারা আওতাভুক্ত লেনদেনগুলি একে অপরের সাথে সহ-বিস্তৃত বা ক্ষতিকারক হতে পারে, তবে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা হবে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের নিষেধাজ্ঞা সংসদ দ্বারা প্রণীত একটি বিধান দ্বারা প্রত্যাহার করার মুহূর্তে কার্যকর হয় এবং এটি অবশ্যই ৩১শে মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বে বিদ্যমান বিক্রয় কর আইনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে প্রত্যাহার করা হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যে। তাই বলা যায় না যে নির্মাণটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং এর ব্যাখ্যা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) উপরোক্ত ব্যাখ্যাটিকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। যদি রাজ্যগুলি মনে করে যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞার কার্য তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর কর আরোপ করা থেকে বাধা দেয় এবং যা ২৮৬ (১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দ্বারাও অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর শুল্কমুক্ত করার জন্য তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সেই ক্ষেত্রে সংসদ ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মিলনের স্বাধীনতা, জনসাধারণের সুবিধা বা অসুবিধার বিষয়ে সংবিধানের বিধানগুলি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির প্রস্তাবগুলিকে তাদের যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির প্রয়োজন এবং পদ্ধতিতে এবং যে পরিমাণে এটি উপযুক্ত মনে করে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া।

বোম্বে বিক্রই কর আপিলের অধিকাংশ রায়কে বিভিন্ন রাজ্য ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করে এবং তাদের অনুমোদন করে

বিক্রেতার উপর এই ধরনের কর আরোপ করুন যদিও তিনি তাদের অঞ্চলের বাইরে বসবাস করছেন।

তাই অনাবাসিক ব্যবসায়ীরা যারা পণ্য বিক্রয়ের লেনদেনে প্রবেশ করেছেন যেখানে এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয় তাদের বিক্রয় কর ধার্য করার জন্য চাওয়া হয়েছে এই রাজ্যগুলির দৃষ্টান্ত তাদের নিজেদের জন্য বড় অসুবিধা এবং হয়রানির সাথে, এবং এই জন্য তাদের পদক্ষেপের জন্য পরোয়ানা এই রাজ্যগুলি এই আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় বলে বিবৃত করেছে। বিভিন্ন রাজ্য কিন্তু করের জন্য ঝাঁকুনিতে এই সত্যটি অবহেলা করেছে যে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন একটি একতরফা লেনদেন নয় কিন্তু একটি দ্বিপাক্ষিক এবং যখন এটি একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তখন এটি একটি লেনদেন যার দুটি দিক রয়েছে। একজন বিক্রেতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি বিক্রয় লেনদেন এবং একজন ক্রেতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ক্রয় লেনদেন। তাই যখন লেনদেন এমন একটি যার উপর বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা যেতে পারে তার মানে এই নয় যে শুধুমাত্র বিক্রয় কর আরোপ করা যেতে পারে এবং ক্রয় কর নয়। অভ্যন্তরীণ ডিলার তাই তার কেনাকাটার উপর কর আরোপ করা যেতে পারে বা যদি সে রাজ্যের প্রকৃত ভোক্তাদের কাছে খুচরা বিক্রি করে বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা যেতে পারে।যদি ভিতরের ডিলার নিজেই ভোক্তা হয় তাহলে তার বইয়ের জন্য তাকে মূল্যায়ন করতে কোন অসুবিধা হবে না তা দেখাবে যে সে অন্যান্য রাজ্য থেকে কতটা আমদানি করেছে এবং কতটা সেবন করেছে।যে কোন ক্ষেত্রে, সুবিধা বা বিক্রয় কর বা ক্রয় কর সংগ্রহের অসুবিধা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা নয় যখন কেউ বৈধতা বা অন্যথায় এই জাতীয় ট্যাক্স বিবেচনা করছে,, যেমনটি এ.এইচ. ওয়াদিয়া বনাম কমিশনারের ক্ষেত্রে কানিয়া, প্রধান.বিচারপতি. দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল আয়কর, বোম্বে (১) পি. ১৪১। বোম্বে বিক্রয় কর আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে (২) পি ১০৮৪-তে একটি প্যাসেজ রয়েছে যা নির্দেশ করে যে ডেলিভারি রাজ্যের মধ্যে থাকা সমস্ত ক্রেতারা ব্যতীত যারা রাজ্যের বাইরে পুনরায় রপ্তানির জন্য কিনছেন তারা ব্যাখ্যার সুযোগের মধ্যে থাকবে এবং এই জাতীয় লেনদেনের উপর রাজ্য দ্বারা কর দিতে হবে, এবং এটি একটি অযৌক্তিক অনুমান হবে

(১) [১৯৪৮] এফ. সি.আর. ১২১. (২) [১৯৫৩] এস. সি.আর. ১০৬৯.

যে কেউ এই রায়টি পড়ে বলে যে ডেলিভারি রাজ্য শুধুমাত্র বিক্রেতার উপর ২৮৬(১)(ক) ধারার ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের অধিকারী ছিল। বিক্রেতা কর প্রদানকারী রাজ্যের অঞ্চলের বাইরে থাকবে এবং প্রাথমিকভাবে কর প্রদানকারী রাজ্য দ্বারা প্রণীত বিক্রয় কর আইনের এখতিয়ারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে না। এটি হবে আঞ্চলিক সংযোগ বা সংযোগের তত্ত্বকে গ্রহণ করার মাধ্যমে যেমনটি সংবিধান প্রণয়নের আগে করা হয়েছিল যে কর স্যাট তার অঞ্চলের বাইরের অনাবাসিক ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে এবং যদি বিবেচনা করা হয় যে ট্যাক্সেশন হয় ব্যক্তিগতভাবে বা বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত যা তার অঞ্চলের মধ্যে সঞ্চালিত হয় বাইরের ব্যবসায় কর দেওয়ার জন্য কোনও পরোয়ানা নেই- অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর। বাইরের ডিলারের অনুচ্ছেদন সংক্রান্ত বিহার বিক্রয় কর আইনে থাকা সমস্ত বিধান, এর রক্ষণাবেক্ষণ, অ্যাকাউন্টের বই, জমা দেওয়া বিহার রাজ্যের বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের কাছে তার দ্বারা রিটার্ন, বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের সামনে হিসাবের বইয়ের উত্পাদন এবং পরিদর্শন তাদের দ্বারা বহিরাগত ডিলারের প্রাঙ্গনে তল্লাশি করা এবং এতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিধান না মেনে চলার কারণে তার উপর জরিমানা আরোপ করা অন্যদের মধ্যে আইনটি ক্ষমতার সাথে আনুষঙ্গিক ক্ষমতার অযৌক্তিক এবং অবৈধ প্রয়োগ রাজ্যের উপর অর্পিত বিক্রয় বা ক্রয় কর আরোপ করা অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) দ্বারা বিহার এবং সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ৫৪ এবং বিহার রাজ্যের অঞ্চলের বাইরে খাওয়া অনাবাসী ব্যবসায়ীদের প্রভাবিত করে না।

বম্বে বিক্রয় কর আপিলের (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বলা হয়নি যে ডেলিভারি রাজ্য ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনে বিক্রেতাদের কর দেওয়ার অধিকারী। বিক্রেতা বা ক্রেতা ডেলিভারির সময়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর কর ধার্য হবে কিনা এই প্রশ্ন

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯।

রাজ্য আদালতের সামনে ছিল না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে থাকা পর্যবেক্ষণগুলি ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা এবং এর ব্যাখ্যার একটি বিশুদ্ধ প্রশ্নের রেফারেন্স দিয়ে করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি রায় (১) থেকে পি ১০৮৪ এ উদ্‌ধৃত দেখাতে যাবে যে তারা অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে ডেলিভারি রাজ্যের অনুরোধে ক্রেতাদের করের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছে। যদিও একটি বিধিবদ্ধ বিধান গঠন করার সময় আইনে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের পরিণতিগুলি বিবেচনা করা কঠোরভাবে প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও যখন কেউ আইন প্রণেতাদের মনের মধ্যে তদন্ত করার চেষ্টা করে এবং তারা কখনও এমন চিন্তা করতে পারে কিনা তা দেখার চেষ্টা করার সময় সেই পরিণতিগুলি কল্পনা করা প্রয়োজন।যদি নির্মাণটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা এবং রাজ্য আইনসভার দ্বারা এই সংক্রান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় গৃহীত হয়, সমস্ত বাইরের ডিলার যেখানেই থাকুক না কেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন সারা ইউনিয়ন জুড়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তারা ডেলিভারি স্টেট এবং একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের একজন ডিলার যার খুব বড় ব্যবসা ছিল তাদের অনুরোধে বিক্রয় কর ধার্য করা হবে এবং সমস্ত ইউনিয়নের বাইরের রাজ্যের ভোক্তাদের সাথে বিক্রয়ের লেনদেনে প্রবেশ করছিলেন তার পণ্য বিক্রয়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি রাজ্যের এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত হবে। ২১ টির মতো বিক্রয় কর আইন রয়েছে বিক্রয় কর আইনের ম্যানুয়ালে এবং যদি একজন ডিলার পাওয়া যায় একটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের উদাহরণে বিক্রয় কর ধার্য করা এর মানে হবে যে তাকে নিশ্চিত করতে হবে বিক্রয়ের প্রতিটি লেনদেনে ক্রেতা যা তিনি সেই রাজ্যে প্রবেশ করেন যা ক্রেতার অন্তর্গত, ক্রেতা পণ্য ক্রয় করছে কিনা সেই রাজ্যের মধ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে, নিজেকে সেই রাজ্যে একজন ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত করা, উৎপাদিত একটি দৃশ্য সঙ্গে তার হিসাব বই বজায় রাখা তাদের এবং বিক্রয় দ্বারা তাদের পরিদর্শনের বিষয় সেই রাজ্যের কর কর্তৃপক্ষ,

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯।

সেই রাজ্যের বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের সামনে সেই রাজ্যের ক্রেতাদের কাছ থেকে তার দ্বারা আদায়কৃত বিক্রয় করের রিটার্ন জমা দিতে এবং সেই রাজ্যের দ্বারা প্রণীত বিক্রয় কর আইনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা না পালনের জন্য নিজেকে দায়ী করা। এক রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের কাজটি যথেষ্ট শক্তিশালী হবে। কিন্তু যখন একজন অনুভব করে করে যে ডিলার প্রবেশ করে বিভিন্ন গ্রাহকদের সাথে বিক্রয়ের এই ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার অধীন হতে পারে প্রতিটি রাজ্যের যার ভূখণ্ডের মধ্যে ক্রেতা হিসাবে পণ্য আমদানি করা হতে পারে প্রকৃত ব্যবহারের জন্য এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল সেই রাজ্যের অঞ্চলের মধ্যে, ডিলারকে কী অকথ্য হয়রানি এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে তা সহজেই বোঝা যায়। এটা বুঝতে সহজ হবে যে যদি সেগুলি তার ব্যবসার পরিচর্যাকারী হয় তবে ডিলার হতে পারে পাশাপাশি জমা দেওয়ার পরিবর্তে তার ব্যবসা বন্ধ করুন বিভিন্ন রাজ্যের হাতে এই সব হয়রানি। বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে বাণিজ্য ও মেলামেশা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা নিশ্চিত যে সংবিধান প্রণেতারা বা বোম্বে বিক্রয় কর আপিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় কেউই এই পরিণতির কথা চিন্তা করেননি। তাই এটা ধরে রাখা বৈধ যে, এ ধরনের কোনো বিষয় তারা কখনোই চিন্তা করতে পারেনি এবং তাদের মন থেকে এ ধরনের অবস্থানের চেয়ে বেশি দূরের কিছুই ছিল না। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা অবশ্যই প্রশংসনীয় হবে না ডেলিভারি স্টেটের নির্দেশে বিক্রয় কর ধার্য করার জন্য এবং বিক্রয় কর ধার্য করার বিষয়ে ডেলিভারি রাজ্য কর্তৃক পাসকৃত কোন আইনে অনাবাসিক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোন অভিযান হবে না যিনি বিক্রয়ের লেনদেনে প্রবেশ করেন যেখানে একটি হিসাবে এই ধরনের বিক্রয়ের জন্য সরাসরি ফলাফল পণ্য প্রকৃতপক্ষে কর রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হয়। যাইহোক সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় যদি বলা হয় যে বিক্রেতাকে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে ডেলিভারি স্টেটের উদাহরণে বিক্রয় কর ধার্য করা যেতে পারে আমি অভিমত যে এটি স্পষ্টতই ভ্রান্ত ছিল এবং জনস্বার্থ দাবি করে যে এটি বিপরীত করা উচিত।

আপীলকারী এবং উত্তরদাতা এবং হস্তক্ষেপকারীদের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা আমাদের সামনে সম্বোধন করা অত্যন্ত বিস্তৃত যুক্তির আলোকে বিষয়টিকে আরও এবং পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা করার পরে, আমি মনে করি যে বোম্বে বিক্রয় কর আপীলে উপসংহারে পৌঁছেছি ('১') সংশোধন করা প্রয়োজন এবং আমি মনে করি যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) রাজ্যগুলির কর দেওয়ার ক্ষমতার উপর একটি সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধতা রাখে যেখানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেন হয়, যদি না এবং না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা তার শর্তাবলীর মধ্যে সংসদ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয় এবং যতক্ষণ না এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার অর্থের মধ্যে কোন ডেলিভারি রাষ্ট্র দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় বা ক্রয় নেই অন্যান্য রাজ্যগুলি লেনদেনের উপর কর আরোপ করার অবস্থানে রয়েছে।

তাই আপিলের অনুমতি দেওয়া উচিত এবং বিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি নির্দেশ জারি করা উচিত যাতে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত থাকে যদিও এই ধরনের বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে পণ্যগুলি। বা ক্রয় প্রকৃতপক্ষে বিহারে সেই রাজ্যে ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হয় যতক্ষণ না সংসদ অন্যথায় ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে সেই অভিব্যক্তির অর্থের মধ্যে সরবরাহ করে। আপীলকারীকে বিহার রাজ্য থেকে তার খরচগুলি পেতে হবে, বাকি পক্ষগুলি এই আপিলের তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করার জন্য আমাদের সামনে উপস্থিত হবে।

বিচারপতি জগন্নাধদাস -প্রথম, এবং আমার মনে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সতর্কভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল কিনা, এবং যদি তাই হয় তাহলে কোন সীমার মধ্যে, এই আদালত বিচার বিভাগের বাধ্যতামূলক চরিত্রের নিয়ম পালন করবে। এর নিজস্ব পূর্ব সিদ্ধান্তের রেফারেন্স সহ নজির। সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল বোম্বে রাজ্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১)। বিচারিক নজিরগুলির বাধ্যতামূলক চরিত্রের নিয়ম হল এমন একটি যা সাধারণত গৃহীত হয়

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১৯৬৯।

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার আদলে কাজ করে এমন সমস্ত আদালত দ্বারা। এই নিয়ম, তার অত্যন্ত কঠোর আকারে, ইংরেজ আদালতগুলি পালন করে (ভিডি ইয়ং বনাম ব্রিস্টল এয়ারপ্লেন কোং, লিমিটেড (১) এবং উইলিয়ামস বনাম গ্লাসব্রুক ব্রাদার্স লিমিটেড (২)। হাউস অফ লর্ডস শাসন করেছে, সাবধানে বিবেচনা করার পরে, লন্ডন স্ট্রিট ট্রামওয়েজ কোং, লিমিটেড বনাম লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল(১) এর মামলার রায়ে যে হাউস তার নিজস্ব পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করতে বাধ্য এবং এর দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া কোনও প্রশ্ন পুনরায় খোলার অনুমতি দেবে না এবং আবার তর্ক করলো, বা হাউসকে তার নিজের পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বলা যাবে না। যেমন উলটাপালটা ,প্রয়োজন হলে, যা সংসদীয় দ্বারা আনতে হবে আইন। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি অবশ্য আছে, এই অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি কিন্তু নিজেকে স্বাধীন মনে করেছে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এর পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করতে (ভিডি ইন রি. বদলিকৃত দেওয়ানী সার্ভেন্টস (আয়ারল্যান্ড) ক্ষতিপূরণ(৪')। একই অবস্থা সুপ্রিম আদালতেরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। (এ উইলবি দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, ভলিউম ১,পৃষ্ঠা ৭৪)। আমাদের সংবিধান যা সুপ্রিম কোর্টের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বিধান করেছে যার প্র্যাকটিস সংক্রান্ত একটি বিষয়ও রয়েছে, যেমন, একটি ভিন্নমতের রায় হতে পারে কিনা (দেখুন ১৪৫(৫ অনুচ্ছেদ)) পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও বিধান করেনি। এই জন্য অনুচ্ছেদ ১৪১, নিঃসন্দেহে, " বিধান করে যে "সুপ্রিম আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। আমাদের সামনে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে বাক্যাংশটি "সমস্ত আদালত" সুপ্রিম আদালতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক। এটা নির্দেশ করা হয়, যেহেতু প্রতিটি সিদ্ধান্ত আইন ঘোষণা করে, যেহেতু প্রতিটি সিদ্ধান্ত আইন ঘোষণা করে, কার্যকর হবে, আইন প্রণয়নের অনুশীলন হতে হবে যা অবশ্যই নিষেধ করা হয়েছে। যদিও এই যুক্তিগুলো জোর করে নয়, এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্পষ্ট, অনুচ্ছেদ ১৪১ এর পরিপ্রেক্ষিতে, "সমস্ত আদালত" শব্দগুচ্ছটি অবশ্যই সুপ্রিম আদালত ছাড়া অন্য আদালতকে উল্লেখ করতে হবে। অনুপস্থিতিতে, অতএব, কোন সুস্পষ্ট বিধান

(১) [১৯৪৪] কে. বি. ৭১৮. (২) [১৯৪৭] ২ সমস্ত এ. আর. ৮৮৪.

(৩) [১৮৯৮] খ্রি. ৩৭৫. (৪) [১৯২৯] এ. সি. ২৪২।

সংবিধান এবং এই আদালত ঐতিহাসিকভাবে প্রাক-বিদ্যমান ফেডারেল আদালত এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির কাছে সফল হয়েছে, আমরা এই আদালতকে, এর পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারি না।

কিন্তু, এটি অনুসরণ করে না যে এই ধরনের ক্ষমতা বিধিনিষেধ বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে বা একটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে এই ভিত্তিতে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, পরবর্তী বিবেচনায়, আদালত পূর্বের সাথে একমত নয় সিদ্ধান্ত এবং এটা ভুল মনে করে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক আইনের ঘোষণায় নিশ্চিততা ও ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা সকলের হাতেই স্বীকৃত। সেই প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বড়, এবং কম নয়, সংবিধান স্বয়ং আনুষ্ঠানিকভাবে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি আইনের ঘোষণামূলক বিধানের কারণে। একটি বিচারিক নজির বাধ্যতামূলক চরিত্রের নিয়মটি সার্বজনীন প্রয়োগের একটি আইনগত নীতির উপর ভিত্তি করে। এটি গ্রহণের কারণ হল "পূর্ববর্তী রায় দ্বারা স্থির করা প্রতিটি প্রশ্নকে পুনর্বিবেচনা করার বিপর্যয়কর অসুবিধা, যার ফলে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দ্বারা মানবজাতির লেনদেন সন্দেহজনক হয়ে ওঠে; যাতে সত্যে এবং প্রকৃতপক্ষে আপিলের প্রকৃত চূড়ান্ত আদালত থাকবে না" (লন্ডন স্ট্রিট ট্রামওয়েজ কোং, লিমিটেড বনাম লন্ডন কাউন্টি কাউনোজেল (১) পৃষ্ঠা৩৮০ দেখুন)।এইটা, তাই, এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করার যোগ্যতা কী সীমার মধ্যে থাকতে পারে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য তুলনীয় আদালতের কার্যনির্দেশনা প্রদানের প্রকৃত অনুশীলন · নিবিড় পরীক্ষা প্রয়োজন।

আমেরিকার সুপ্রীম আদালতের অনুশীলন উইলবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ভলিউম- ।, পৃষ্ঠা এর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ ৭৪ নির্দেশিত হয়েছে।

"বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তিগত আমদানির ক্ষেত্রে, প্রধান ইচ্ছা হল যে আইনটি নির্দিষ্ট থাকবে, এবং , তাই, যেখানে একটি নিয়ম বিচারিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার অধীনে ব্যক্তিগত অধিকার তৈরি করা হয়েছে, আদালত ভুলের স্পষ্ট মামলা ছাড়া, তাকানো সিদ্ধান্তের মতবাদ থেকে সরে যাবে না। কখন,যাহোক, জনস্বার্থ জড়িত, এবং বিশেষ করে যখন প্রশ্ন-

(১) [১৮৯৮] এ.সি. ৩৭৫। ৯-৮৪ এস.সি. ভারত/৫৯

এটা সাংবিধানিক গঠনের একটা, ব্যাপারটা অন্যথায়। একটি সংবিধি নির্মাণে একটি ত্রুটি একটি আইনী আইন দ্বারা সহজেই সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু একটি সংবিধান এবং বিশেষ করে ফেডারেল সংবিধান পরিবর্তন করা যেতে পারে খুব কষ্টে।তাই এর ব্যাখ্যায় একটি ত্রুটি সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করা যেতে পারে শুধুমাত্র আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করার মাধ্যমে"।

এটি মনে হবে, তাই, যে পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা সাংবিধানিক মামলায় আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট কিছুটা অবাধে ব্যবহার করে। এই ধরনের বিনামূল্যে অনুশীলনের কারণ, বা একই পরিমাণে, আমাদের সংবিধানের অধীনে বিদ্যমান নেই। এটি উপলব্ধি করার জন্য, সংবিধান সংশোধনের জন্য দুটি সংবিধানে বিধানের তুলনা করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধনের জন্য যন্ত্রটি অনুচ্ছেদ V-এ সরবরাহ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ:

"কংগ্রেস, যখনই উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করবে, এই সংবিধানে সংশোধনী প্রস্তাব করবে, বা, বেশ কয়েকটি রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশের আবেদনের ভিত্তিতে। সংশোধনী প্রস্তাব করার জন্য একটি কনভেনশন ডাকবে, যা উভয় ক্ষেত্রেই হবে, এই সংবিধানের অংশ হিসাবে, সমস্ত অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ হতে হবে, যখন কয়েকটি রাজ্যের তিন চতুর্থাংশের আইনসভা দ্বারা অনুসমর্থন করা হয়, বা এর তিন চতুর্থাংশের কনভেনশন দ্বারা অনুসমর্থন করা হয়, যেমন কংগ্রেসের দ্বারা প্রস্তাবিত অনুমোদনের এক বা অন্য পদ্ধতি ।"

আমাদের সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে, বর্তমানে গণনা করা নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ব্যতীত সংশোধনের জন্য প্রদত্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

"এই সংবিধানের একটি সংশোধনী তিনি সংসদের যেকোনো কক্ষে একটি বিল উত্থাপনের মাধ্যমে শুরু করতে পারেন, এবং যখন বিলটি প্রতিটি হাউসে সেই হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেই হাউসের দুই-তৃতীয়াংশের কম নয় এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পাস করা হয় এবং ভোট দেয়, এটি তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে তার সম্মতির জন্য উপস্থাপন করবেন এবং বিলটিতে এই ধরনের সম্মতি দেওয়ার পরে, বিলটির শর্তাবলী অনুসারে সংবিধান সংশোধন করা হবে।"

সম্মানের সাথে,যাইহোক, সংবিধানে নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক বিষয়ে, একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন, যথা,"যে "এই ধরনের সংশোধনীর বিধান তৈরির বিল রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পেশ করার আগে, সংশোধনীটি প্রথম তফসিলের অংশ ক এবং খ তে উল্লেখিত রাজ্যগুলির অর্ধেকেরও কম নয় এমন রাজ্যগুলির বিধানসভা দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে যে প্রভাব ঐ আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়েছে।" এখন বিশেষ বিষয়গুলি যেখানে এই অতিরিক্ত প্রয়োজনে সংশোধনী শর্তসাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত (অনুচ্ছেদ ৫৪ এবং ৫৫), ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতার পরিমাণ (অনুচ্ছেদ ৭৩), একটি রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতার পরিমাণ (অনুচ্ছেদ ১৬২) ,কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট) (খণ্ড V-এর অধ্যায় IV) এবং বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালত সংক্রান্ত বিধান, অংশ ক এবং খ (৬ খণ্ডের অধ্যায় V) এবং পার্ট গ (অনুচ্ছেদ ২৪১) তে, এবং ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক (একাদশ খণ্ডের অধ্যায়), পাশাপাশি সপ্তম তফসিলে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং বিভিন্ন তালিকার বণ্টন, সংসদে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, এবং সংবিধানে সংবিধান সংশোধনের জন্য যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিধান। সুতরাং, এটি দেখা যাবে, কয়েকটি মৌলিক বিষয় বাদ দিলে যেগুলির মধ্যে ২৮৬ অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য করা যেতে পারে এমন একটি নয় - সংশোধনের পদ্ধতির জন্য সাধারণ যন্ত্রটি সংসদের দ্বারা যেকোন আইন পাস করার জন্য একই রকম। প্রতিটি কক্ষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অপরিহার্য, যার সুরক্ষা করা কঠিন বা সহজ হবে প্রতিটি কক্ষে সেই সময়ে সরকারের শক্তি অনুযায়ী। ব্যবসার নির্দিষ্ট আইটেমগুলির ক্ষেত্রে আইন পাস করার শর্ত হিসাবে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি অজানা বৈশিষ্ট্য নয়। যাইহোক, এটি বেশ স্পষ্ট যে সংবিধানের সংশোধন সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের উপর নির্ভর করে না যার অধীনে সংসদ তার ব্যবসা পরিচালনা করে,এর জন্য যন্ত্রপাতি একই সংসদকে আহ্বান করে এবং আমেরিকান সংবিধানের অনুচ্ছেদ V তে যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছে তেমন কঠিন, জটিল এবং বিস্তৃত কিছু নয়। এমনকি সম্পর্কে হিসাবে

কিছু নির্দিষ্ট বিষয় যার জন্য রাজ্য আইনসভা দ্বারা অনুসমর্থনের একটি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সংশোধনের যন্ত্রপাতি স্পষ্টতই অনেক সহজ এবং কম কষ্টকর। আমার কাছে তাই মনে হয় না, আমেরিকান অনুশীলনের উপর নির্ভর করার অধিকার একটি নিরাপদ নির্দেশিকা হিসাবে বিচারিক নজির এর বাধ্যতামূলক চরিত্রের প্রশ্নে আমাদের অনুশীলন নির্ধারণ করার জন্য। না হয়, আমরা খুব অনমনীয় গ্রহণ করতে বাধ্য শাসন যা হাউস অফ লর্ডস এর জন্য নিজস্ব অনুশীলন প্রণয়ন করেছে। লিখিত সংবিধানের ব্যাখ্যার সমস্যা সাধারণত এর আগে দেখা দেয় না।

শুধুমাত্র অন্যান্য তুলনীয় আদালত যার অনুশীলন উদ্‌ধৃতির মাধ্যমে মামলা, আমাদের নজরে আনা হয়েছে, হল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি এবং অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালত। যেহেতু এই আদালতে এটিই প্রথম মামলা যেখানে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে, তাই আমাদের নির্দেশনার জন্য সেই অনুশীলনটি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়, যদিও এটি কোনও একেবারে অনমনীয় বা স্থিতিস্থাপক সূত্র স্থাপনের প্রয়োজন নেই। এই পর্যায়ে কী লক্ষ্য করা উচিত, অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান অনুযায়ী, তাদের সংবিধান পরিবর্তনের যন্ত্র।এটি ১৯০০ সালের কমনওয়েলথ অ্যাক্টের ১২৮ ধারা থেকে সংগ্রহ করা হবে যা-বিস্তৃতভাবে বলতে-দেখায় যে প্রতিটি হাউসে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রতিটি রাজ্যের অনুমোদনের জন্য ভোটারদের কাছে একটি গণভোটের মাধ্যমে যা প্রয়োজন তা দেখায় প্রতিটি রাজ্য। আমাদের সংবিধানে যা আছে তার চেয়ে এটি অবশ্যই অনেক বেশি কঠিন, কষ্টকর এবং জটিল। অতএব, অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট অফ কমনওয়েলথ কর্তৃক গৃহীত মানদণ্ডের চেয়ে আমাদের কম কঠোর মান গ্রহণের কোনো কারণ থাকতে পারে না, এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির চেয়ে কম কঠোর মান গ্রহণের কোনো কারণ নেই, যারা হাউস অফ লর্ডসের খুব কঠোর নিয়ম অনুসরণ না করার জন্য নিজেদেরকে স্বাধীন বোধ করার সময়, এই পক্ষে কোনও সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছিল না।

যে সীমার মধ্যে তারা সাধারণত তাদের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করার স্বাধীনতা ব্যবহার করে সে সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় কমিটির অনুশীলন ইন রে-এর মামলাগুলি থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বদলিকৃত দেওয়ানী সার্ভেন্ট

(আয়ারল্যান্ড) ক্ষতিপূরণ (১); অন্টারিও বনাম কানাডা টেম্পারেন্স ফেডারেশনের জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল (২); এবং ফণীন্দ্র চন্দ্র নিয়োগী বনাম রাজা (৩)। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছিল এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিভিন্ন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং উপসংহারটি পুনঃতে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। স্থানান্তরিত সিভিল সার্ভেন্টস (আয়ারল্যান্ড) ক্ষতিপূরণ (১):

"বোর্ড কর্তৃক ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া মামলার পুনঃশুনানির আদেশে কোনও অন্তর্নিহিত অযোগ্যতা নেই, এমনকি যখন সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন জড়িত থাকে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্রয় শুধুমাত্র খুব ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে দেওয়া হবে। এটি একটি অসাধারণত্বের প্রকৃতি প্রতিকার"।

তাদের অনুশীলনের উপরোক্ত প্রণয়নের পর, এই ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল দুটি কারণে উইগের (৪) ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেয়। (১) মামলাটি তাদের সামনে ১৯৩৩ সালের জুডিশিয়াল কমিটি আইনের ৪ ধারার অধীনে একটি রেফারেন্সের ভিত্তিতে এসেছিল এবং সেই রেফারেন্সটি নিরর্থক হয়ে যেত যদি এটি এই ধরনের পুনর্বিবেচনাকে জড়িত করে না । (২) রেফারেন্সটি নিজেই একটি কথিত বস্তুগত ভুলের কারণে মঞ্জুর করা হয়েছিল, যার মধ্যে বিচার বিভাগীয় কমিটির পূর্ববর্তী বোর্ড পড়েছিল। অন্টারিও বনাম কানাডা টেম্পারেন্স ফেডারেশনের জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল (২) বিচার বিভাগীয় কমিটি ২০৬ পৃষ্ঠায় নিজেকে প্রকাশ করেছে:

"আবেদনকারীদের প্রথম বিরোধ হল যে রাসেলের মামলা(৫)ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং বাতিল করা উচিত। তাদের লর্ডশিপরা সন্দেহ করে না যে মহামহিমকে নম্র পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বোর্ডের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির সাথে একেবারে আবদ্ধ নয়, যেমনটি হাউস অফ লর্ডস তার নিজস্ব রায় দ্বারা।গির্জার আবেদনে, উদাহরণস্বরূপ, একাধিক অনুষ্ঠানে, বোর্ড পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরামর্শের বিপরীতে পরামর্শ দিয়েছে, যা আরও ঐতিহাসিক গবেষণা ভুল হয়েছে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক প্রশ্নে এটা খুব কমই হতে পারে যে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাবে যা হতে পারে।

(১) [১৯২৯] এ.সি. ২৪২. (২) [১৯৪৬] এ.সি. ১৯৩. (৩) ৭৬ আই.এ ১০. (৪) [১৯২৭] এ.সি. ৬৭৪।

(৫) ৭এ . সি. ৮২৯।

সরকার এবং বিষয় উভয়ের উপর কাজ করা হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।"

এই ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলকে রাসেল বনাম দ্য কুইন () এ তাদের দ্বারা নির্ধারিত আইনের সঠিকতা পুনর্বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তারা দুটি কারণে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, যেমন, (১) সাংবিধানিক প্রশ্নে বোর্ড কদাচিৎ তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যায়, এবং (২) পূর্বের সিদ্ধান্তটি ওভারের জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ৬০ বছর।

ফণীন্দ্র চন্দ্র নিয়োগি বনাম রাজা (২) প্রিভি কাউন্সিল বলেছিল যে এটি শুধুমাত্র "সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে" যে তারা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মহামহিমকে পরামর্শ দেবে এবং গিলের ক্ষেত্রে (৩) সিদ্ধান্তটি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

আমাদের নজরে আনার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতের তিনটি মামলা শিক্ষামূলক। ট্রামওয়ের ক্ষেত্রে(৪) অবস্থানটি প্রকাশ করা হয়েছিল নিম্নলিখিত শর্তাবলী। গ্রিফিথ, প্রধান বিচারপতি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"আমার মতে এটি একটি বিমূর্ত প্রস্তাব হিসাবে বজায় রাখা অসম্ভব যে আদালত হয় আইনগতভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি সঠিক ক্ষেত্রে হতে পারে, তাদের উপেক্ষা করা কর্তব্য। তবে নিয়মটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, এবং শুধুমাত্র যখন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল হয়, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি একটি রহিত বা মেয়াদোত্তীর্ণ আইনের অব্যাহত থাকার ভুল অনুমানে এগিয়ে যায়, অথবা অন্য আদালতের সিদ্ধান্তের বিপরীতে যা এই আদালত অনুসরণ করতে বাধ্য; আমি একটি নিছক পরামর্শ উপর মনে করি যে কিছু বা সব পরবর্তী আদালতের সদস্যরা একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছাতে পারে যদি বিষয়টি পুনরায় একত্রিত হয়।, অন্যথায় আইনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতা না থাকার গুরুতর বিপদ হতে পারে "বিচারপতি বার্টন নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"আমি কখনই ভাবিনি যে এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি ভাল কারণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার জন্য এটি উন্মুক্ত ছিল না। প্রশ্ন আদালত তা করতে পারে কিনা তা নয়, তবে বিচারিক সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতা এবং ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তা করবে কিনা। নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারেন,আমি

(১) ৭ এ.সি. ৮২৯. (২) ৭৬ আই এ. ১০. (৩) ৭৬ আই এ.. ৪১. (৪) ১৮ সি.এল. আর. ৫৪।

এটি গ্রহণ করা, নিজেরা কখনই পর্যালোচনার কারণ উপস্থাপন করবেন না ..... তবে আদালত সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা উচিত কিনা তা নিয়ে যুক্তি শুনতে পারে,এবং বাতিলের সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল একটি সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ভুল, এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।"

তাই তাদের আদালতের জন্য অনুশীলনের নিয়ম নির্ধারণ করে, সেই মামলার বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বিজ্ঞ বিচারকগণ,সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে এবং এই ধরনের পুনর্বিবেচনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, বিজ্ঞ বিচারকদের একজন, বিচার ক্ষমতা,, নিম্নোক্ত প্রভাবে তার ভিত্তি উল্লেখ করেছেন।

"হোয়াইব্রো-এর মামলায় (১), আদালতে এই আদালতের সমস্ত বিচারপতি ছিলেন যারা আবেদনে বসতে পারতেন। মামলাটি খুব সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত ছিল। উভয় পক্ষ এবং দুই রাজ্যের কৌঁসুলি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।রায়গুলিকে দেওয়া রায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রাথমিক আপত্তি গৃহীত হওয়ার দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে..... এই পরিস্থিতিতে রায় অনুসরণ করতে আমার কোন দ্বিধা নেই"।

একই বিজ্ঞ বিচারক তার রায়ের অন্য অংশে নিম্নরূপ বলেছেন:

"যদি আমরা আমাদের নিজস্ব আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুটা সম্মান না দেখাই, তাহলে কোনো পরামর্শদাতা জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করবে না এবং এটি অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তি তৈরি করবে"।

অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক একটি মামলায় পারপেচুয়াল এক্সিকিউটরস অ্যান্ড ট্রাস্টি অ্যাসোসিয়েশন অফ অস্ট্রেলিয়া লিমিটেড বনাম ফেডারেল কমিশনার অফ ট্যাক্সেশন (২) নিম্নলিখিত শর্তে এই নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে:

"আদালত তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আবদ্ধ নয় যাতে পূর্বের ক্ষেত্রে অনুমোদিত এবং প্রয়োগকৃত একটি নীতির পুনর্বিবেচনাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেয়, কিন্তু, কেইন বনাম ম্যালোন (৩) এ যেমন বলা হয়েছে, নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি হল ব্যতিক্রম যা শুধুমাত্র অনুমোদিত হওয়া উচিত- অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং স্পষ্ট ক্ষেত্রে"।

তারপরে ট্রামওয়ে মামলায় বিচারপতি বার্টনের রায় থেকে উপরের উদ্‌ধৃতিটি পুনরাবৃত্তি হয়েছিল (৪)

(১) ॥ সি এল. আর. ১. (২) সি এল. আর. ৪৯৩। (৩) ৬৬ সি এল. আর.. ১০. (৪) ১৮ সি এল. আর. ৫৪।

এবং সেখানে নির্দেশিত নীতিটি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আদালতকে তাদের পূর্বের রায় বাতিল করতে বলা হয় ট্রাস্টি এক্সিকিউটরস এবং এজেন্সি কোং লিমিটেড বনাম. ফেডারেল কমিশনার অফ ট্যাক্সেশন (১.) বিজ্ঞ বিচারকরা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের সাথে এটি পুনর্বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছেন::

"উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তগুলির একটি দ্বিগুণ দিক রয়েছে। তারা দলগুলোর মধ্যে বিবাদ নির্ধারণ করে, এবং মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা নীতির একটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা সেই আদালতের এবং সমস্ত অধস্তন আদালতের কর্তব্য যে ক্ষেত্রে সেই নীতিটি প্রাসঙ্গিক। আইনের ধারাবাহিকতা এবং সুসংগততা দাবি করে যে, বিশেষ করে এই আদালতে, যা অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ আপিল আদালত, খুব ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের নীতি প্রয়োগ করা উচিত।"

মানদণ্ড, যেমন, এন.এস.এর বনাম পারপেচুয়াল ট্রাস্টি কোং লিমিটেড.(•) অ্যাটর্নি জেনারেলের বিচারে বিচারপতি উইলিয়ামস তার রায়ে পুনর্বিবেচনা মঞ্জুর করা যেতে পারে বলে উপরোক্ত মামলায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনস্বার্থে আঘাত এবং জনস্বার্থের ক্ষতির দ্বারা। এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয় পূর্বের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের সঠিকতা, যেমন, , যে কমনওয়েলথ বনাম কুইন্সে(৩)। পুনর্বিবেচনার উপর বিচারকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পূর্বের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞ বিচারকদের একজন, বিচারপতি ডিক্সন বিষয়টিকে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশদভাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যদি বিষয়টিকে নতুন করে বিবেচনা করা হয় তবে তার উচিত তার বিপরীত একটি দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করা যা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু তার সাথে একমত। নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি:

"আমার কাছে মনে হচ্ছে কুইন্স মামলা(৮)এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কোন ভিত্তি নেই যদি না এটি একটি পর্যাপ্ত ভিত্তি না হয় যে কেবল বিপরীত উপসংহারটি পছন্দ করা হয়। এটি স্পষ্ট যে প্রশ্নটি সম্পূর্ণ পরীক্ষা করার পরেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। প্রশ্নটি বলা যাবে না যে কোন বাধ্যতামূলক বিবেচনা বা গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করা হয়েছে বা সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির সাথে সাংঘর্ষিক বা ব্যর্থ হয়েছে।

(১) ৬৯ সি.এল.আর. ২৭০. (২) ৮৫ সি.এল.আর. ২৩৭. (৩) ৬৮ সি.এল.আর২২৭।

কর্তৃত্বের একটি নির্দিষ্ট প্রবাহের সাথে যেতে এটি একটি সাম্প্রতিক এবং সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত যা স্পষ্টতই একটি অত্যন্ত বিতর্কিত প্রশ্ন।

....

আমি মনে করি না যে আমাদের সেই সিদ্ধান্তের সঠিকতা পুনর্বিবেচনা করা উচিত। বিচারিকভাবে সঠিক পথ হল সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা এবং প্রয়োগ করা।"

এটি ১৯৫১-৫২ সালের একটি শক্তিশালী মামলা যা সেই আদালতের সবচেয়ে সাম্প্রতিক অনুশীলনকে নির্দেশ করে এবং উপরের অনুচ্ছেদটি বর্তমান মামলার জন্য প্রযোজ্য প্রায় খুব বিবেচনার সারসংক্ষেপ করে।

এই মামলাগুলির বিবেচনায় দেখা যায় যে হাউস অফ লর্ডস ব্যতীত অন্য উচ্চ আদালতগুলি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সঠিকতা পুনর্বিবেচনা করার জন্য তাত্ত্বিকভাবে সক্ষমতা নিজেদের কাছে সংরক্ষিত রেখেছে, তারা সেই ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগকে খুব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। বেশ কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে যেখানে তারা নিজেদেরকে পুনর্বিবেচনার অনুমতি দিয়েছিল, তারা শেষ পর্যন্ত পূর্বের সিদ্ধান্তটিকে বাতিল করতে অস্বীকার করেছে যদিও এটি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হতে পারে। আমাদের নজরে আনা একমাত্র উদাহরণ যেখানে, পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়নি, দুটি হল। একটি হল অ্যামালগামেটেড সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বনাম দ্য অ্যাডিলেড স্টিমশিপ কোং লিমিটেড (১)। এটি এমন একটি মামলা যেখানে প্রশ্নটি উঠেছিল যেটি রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যেটি পূর্বের একটি মামলায়, যেমন, রেলওয়ে কর্মচারীদের মামলার(২) দ্বারা নির্ধারিত নির্মাণের নিয়ম অনুসারে কমনওয়েলথ আইনসভার মামলার উপর দখল করা।বিজ্ঞ বিচারকদের মতামত ছিল যে এটি একটি সুদূরপ্রসারী জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এবং পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত নির্মাণ বিধির বিরোধিতা করে, পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং বাতিল করা উচিত। এটা দেখা যাবে যে এই ক্ষেত্রে আদালত তাদের সিদ্ধান্তের সময় যে সীমাবদ্ধতাগুলি বেঁধে দিয়েছে তার উপর কাজ করেছে যে পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা এবং বাতিল করা সেই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ যেখানে পূর্বের সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতই ভুল এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ

(১) ২৮ সি. এল.আর. ১২৯. (২) ৪ সি. এল.আর. ৪৮৮।

মহান পাবলিক দুর্নাম উত্পাদনশীল। দ্বিতীয়টি হল গিডিয়ন এনকাম্বুলে বনাম রাজা (১), যেখানে প্রিভি কাউন্সিল তুমাহোলের ক্ষেত্রে তার পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল (২)। এই ক্ষেত্রে, প্রিভি কাউন্সিল, যখন এটি প্রস্তাবটি পুনর্নিশ্চিত করেছে যে প্রদত্ত তথ্যের একটি সেটের উপর পূর্বের সিদ্ধান্তটি সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিধা ছাড়াই পুনরায় খোলা উচিত নয়, ব্যাখ্যা করেছে কেন তারা, প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিতটিতে পূর্ববর্তীটির থেকে ভিন্ন ছিল উত্তরণ:

"তুমাহোলের মামলায় (২) রায়ের পর্যালোচনা থেকে, এটা স্পষ্ট যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সহযোগীদের প্রমাণের প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি এবং ঘোষণার গ্রহণ এবং ঘোষণার ইতিহাস শুধুমাত্র আংশিকভাবে বোর্ডের সামনে রাখা হয়েছিল এবং অনেক উপাদান যা এখন নিশ্চিত করা হয়েছে সেই উপলক্ষে তাদের লর্ডশিপের কাছে উপস্থাপন করা হয়নি।বর্তমান তাই, একটি যা নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে যা তুমাহোলের মামলা যখন বিবেচনায় ছিল না সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এবং তদনুসারে এটি একটি যা, তাদের প্রভুত্বের দৃষ্টিতে, যে ভিত্তির ভিত্তিতে মামলাটি নির্ধারণ করা হয়েছিল সেগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য তারা ন্যায়সঙ্গত।"

এটি এমন একটি মামলা ছিল যেখানে প্রশ্ন উঠেছে রেক্স বনাম বাস্কেরভিল(৩),যেমন যে নিয়মের একটি নির্দিষ্ট অংশ যা বলে যে একজন সহযোগীর প্রমাণ অন্যের দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। প্রিভি কাউন্সিলের বিবেচনাধীন ছিল কি না বিচারিক কমিটির পূর্ব সিদ্ধান্ত, উপরোক্ত নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক সংবিধির একটি নির্দিষ্ট ধারা তৈরি করা সঠিক ছিল। এটি লক্ষ্য করা হবে যে এই মামলার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক উপাদান আগের মামলায় বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনে রাখা হয়নি।এই মামলাগুলি জোর দেয় যে কোন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে একটি দেশের সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক নয় বলে বিবেচিত হয়।

(১) [১৯৫০] এ.সি. ৩৭৯. (২) [১৯৪৯] এ.সি. ২৫৩.

(৩) [১৯১৬] ২ কে.বি. ৬৫৮।

এখন বর্তমান মামলায় পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার ন্যায্যতা কী। এই পর্যায়ে, আমি লক্ষ্য করতে সাহায্য করতে পারি না যে আমাদের সামনে যুক্তিটি যেমনটি আমার কাছে মনে হয় - কিছুটা অস্বাভাবিক গতিপথ গ্রহণ করেছে। আমার চিন্তা করা উচিত ছিল যে যখন ইউনাইটেড মোটরস মামলার মতো সাম্প্রতিক একটি মামলার সিদ্ধান্ত (১) সম্পূর্ণ বিবেচনার পরে দেওয়া হয়েছে, চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করা হয়, প্রথম যে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হয়েছিল তা হল পুনর্বিবেচনার ন্যায্যতা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল কি না। সেই প্রাথমিক বিষয়ে আদালত অন্ততপক্ষে একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরেই সেই সিদ্ধান্তের যোগ্যতার উপর পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল।যাইহোক, যা ঘটেছে তা হল যে পূর্বের সিদ্ধান্তের সঠিকতা আমাদের সামনে সরাসরি প্রচার করা হয়েছিল এবং এই জাতীয় পুনর্বিবেচনার যোগ্যতা বা আকাঙ্খিত প্রশ্নটি যুক্তিগুলির একটি পরবর্তী এবং অধস্তন অংশ দখল করেছে। আমি এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে অনুভূতি স্বীকার করতে হবে তদনুসারে আমাদের সামনে আর্গুমেন্টের পর্যায়ে যথাযথ বিবেচনার অভাবে ভুগতে হয়েছে।

এখন, পূর্বের সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি কী তা দেখা যাক।৩০শে মার্চ, ১৯৫৩-এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল। মামলাটি নিজেই ১২ কার্যদিবসের জন্য শুনানি হয়েছিল, অর্থাৎ, ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ পর্যন্ত। ভারতের ইউনিয়ন এবং আটটি রাজ্য ছিল হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের যুক্তিও ছিল শুনেছ। তারপর দেওয়া রায়গুলির একটি পর্যালোচনা দেখায় যে প্রতিটি সম্ভাব্য দিক সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিবেচনা করা হয়েছে। তারপর প্রদত্ত রায়গুলির একটি পর্যালোচনা দেখায় যে প্রতিটি সিদ্ধান্তই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ছিল একজন ভিন্নমতের বিচারকের বিরুদ্ধে।সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞ বিচারকদের মধ্যে একজন, যদিও মূল পয়েন্টে একমত, প্রস্তুত ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ যা ধরেছিল তার চেয়ে এক পয়েন্টে আরও এগিয়ে যেতে (যদিও, এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি তার সম্মতিতে ফিরে যেতে প্রস্তুত)।এটা সত্য যে ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানা (২) রাজ্যের পরবর্তী সিদ্ধান্তে এই আদালতের অন্য একজন বিচারক এই মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু এটি ছিল ৮ই মে, ১৯৫৩ তারিখে দেওয়া একটি সিদ্ধান্ত, আগের রায়ের এক মাসেরও বেশি সময় পরে

(১) [১৯৫৩] এস. সি. আর. ১০৬৯. (২) [১৯৫৪] এস. সি. আর. ৫৩,

মামলা বিতরণ করা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সরাসরি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল তা কার্লিয়ারের ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য আসেনি। তবে এটি হতে পারে, এটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে হিম্মতলাল হরিলাল মেহতা বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১) আইনটি ইউনাইটেড মোটরস মামলার (২) পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে নির্ধারিত এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা আর প্রশ্ন করা যাবে না। (পৃষ্ঠা ১১২৬ দেখুন)। উপরোক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমার কাছে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় , যে ছাড়া পুনর্বিবেচনার কোন কারণ ছিল না সত্য যে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দুই দ্বারা নেওয়া হয়েছে এই আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের মধ্যে এবং ছাড়া ভিন্নভাবে গঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠের উত্থানের সম্ভাবনা রিহিয়ারিং এর উপর।

এই, তবে, এটি বিভিন্ন কারণে ন্যায়সঙ্গত হতে চাওয়া হয়। এটা বলা হয় যে পূর্বের সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র সেই মামলার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের অধিকার নির্ধারণ করে না তবে ভোগকারী জনসাধারণের অধিকারের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং এটি জড়িত। সাধারণভাবে ভোক্তা জনসাধারণের বিরুদ্ধে রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার বিচার। এইটা, তাই, বলেছিল যে, যদি সেই সিদ্ধান্তটি ভুল হয়, তবে আমাদের দায়িত্ব ভুলটিকে চিরস্থায়ী না করা। এটা আমার কাছে সম্মানের সাথে দেখা যাচ্ছে,সম্মানের সাথে, এই প্রশ্ন ভিক্ষা করা হয়। এমন কোন পরম মান নেই যার দ্বারা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের ভুল চরিত্র নির্ণয় করা যায়। পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত যা নির্ধারণ করেছে, সঠিক বলে ধরে নিতে হবে যদি না এটিকে বিকৃত বা স্পষ্টতই ভুল বলে উচ্চারণ করা যায়। এইটা,তাই, আগের সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করার একটি শক্তিশালী জিনিস যেখানে,এমনকি পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রেও, কোন ক্ষিপ্ততা পৌঁছানো হয় না এবং পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু দ্বারা সমর্থিত হয়। কিংবা, পূর্বের বিজ্ঞ বিচারকদের একজন তার মতামতের উপর ফিরে যাওয়ার ঘটনা কি তার দুটি মতামতের মধ্যে কোনটি ভুল তা নির্ধারণের কোন মাপকাঠি হতে পার। ভোক্তা জনসাধারণের উপর করের বোঝার পরামর্শের বিষয়ে,এটা লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে বোঝা, যদি কোন, যা পূর্বের সিদ্ধান্তের অধীনে উদ্‌ভূত হয় শুধুমাত্র সেই রাজ্যের আইন দ্বারা হতে পারে-

(১) [১৯৫৪] এস. সি. আর. ১১২২. (২) [১৯৫৩] এস. সি. আর ১০৬৯.

যে রাজ্যের ভোক্তা জনসাধারণের বাসিন্দারা । বোঝা অপসারণ, যদি বলা হয়, এমন একটি বিষয় যা , সংবিধানের অধীনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনা যেতে পারে যা ভোক্তা জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ, রাজ্য আইনসভায় তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এটা আমার জন্য একটি বিষয় নয় যে আমাদের বিবেচনায় প্রতীয়মান। আমাকে যোগ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যে যুক্তিগুলির সময় ভোক্তা জনসাধারণের উপর কথিত বোঝা সম্পর্কে কোনও গুরুতর অভিযোগ করা হয়নি। কিন্তু ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের প্রতি হয়রানির উপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ, রাজ্যের বাইরের ডিলারদের, যাদের কাছ থেকে কর প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং আইনের অধীনে, ভোক্তাদের কাছে পাঠানো হয়। যাইহোক, আমরা এই ধরনের অভিযুক্ত; কষ্ট থেকে উদ্ভূত কোন প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। এটি হল: একটি সাধারণ এবং রাজ্যের বাইরের ডিলারদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য · মূল্যায়ন (লেভি থেকে আলাদা) এবং সংগ্রহের জন্য সমস্ত রাজ্যের দ্বারা সম্মত যন্ত্রপাতি গ্রহণের মাধ্যমে পরিহার করা হতে পারে, অথবা যদি প্রয়োজন হয় প্রয়োজনীয় আইন পাসের মাধ্যমে এটিকে দান করা সম্ভব হবে। কিন্তু সেই কষ্ট, যদি থাকে, পূর্বের সিদ্ধান্তকে ফিরিয়ে আনার কোন কারণ বহন করতে পারে না যা, যেমনটি পরে দেখানো হবে, অনুচ্ছেদ ২৮৬ গঠন করেছে · ধারাবাহিকভাবে সংবিধানের সমগ্র পরিকল্পনার সাথে। এই সিদ্ধান্তটি ভোক্তা রাজ্যকে তার নিজস্ব বাসিন্দাদের কাছ থেকে রাজস্বের একটি স্থিতিস্থাপক উৎস অর্জন করতে সক্ষম করে যা সংবিধানের অধীনে বরাদ্দকৃত দায়িত্ব পালনে রাজ্যের বর্ধিত চাহিদাগুলির জন্য উপলব্ধ করা হয়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথিত কষ্ট এবং ভোক্তা রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে একটি বেছে নেওয়া এবং আগেরটিকে পুনর্বিবেচনার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা এখন এই আদালতের জন্য নয়।

পরবর্তীতে এটি প্রস্তাব করা হয় যে পূর্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে, যদি অসঙ্গতি না থাকে, যা পুনর্বিবেচনার ন্যায্যতা দেয়। এটা বলেছিল,যে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে কেবলমাত্র ক্রেতারা যারা দায়বদ্ধ বলে মনে করা হয়েছিল এবং রাজ্যের বাইরের ডিলারদের নয়,কিন্তু রায়ের বাকি পুরো প্রবণতা এবং প্রকৃত সিদ্ধান্ত

এই পাল্টা। এটা কোন ভাবেই হিসাবে সিদ্ধান্ত পড়া কমই ন্যায্য একটি একক উত্তরণ বের করে নিজের সাথে অস্পষ্ট বা অসঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে। যে প্যাসেজটির উপর নির্ভর করা হয়েছে তা ১০৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে এবং প্রদর্শিত হবে, সেই প্রসঙ্গে যেখানে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হচ্ছে, "ব্যবহারের জন্য প্রকৃত ডেলিভারি" শব্দটি "প্রকৃত ভোক্তা-ক্রেতার কাছে বিতরণ" বা "রাজ্যের ভোক্তাদের কাছে চূড়ান্ত বিতরণের জন্য একজন ক্রেতাকে" সরবরাহের উল্লেখ আছে কিনা তা নিয়ে।নিষ্কাশিত অনুচ্ছেদে নির্দেশিত দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল যে রাজ্যে ভোক্তার কাছে চূড়ান্ত বিতরণের জন্য একজন ক্রেতার কাছে বিতরণও ছিল "ব্যবহারের জন্য প্রকৃত বিতরণ" এবং সেই কারণে সেই প্যাসেজে করের জন্য দায়বদ্ধ হিসাবে ক্রেতার পদবী। যে নিষ্কাশিত প্যাসেজটি বোঝানো হয়নি যে শুধুমাত্র এই ধরনের ক্রেতা করযোগ্য ছিল এবং বিক্রেতা নয় তা ১০৮৪ এবং ১০৮৫ পৃষ্ঠার অবিলম্বে পরবর্তী অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে বেশ স্পষ্ট যেখানে "আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় উপাদান জড়িত বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত অর্থে যে রাজ্যে পণ্যগুলি ভোগের জন্য সরবরাহ করা হয়" বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।যা করা যায়, যদি বলা যায় যে সিদ্ধান্ত হয়নি, শর্তাবলী, বিক্রেতা বা মধ্যে পছন্দ নির্দেশিত করযোগ্যতার বিষয়ে ক্রেতা কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন তাদের হয়, করযোগ্য হিসাবে।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে বিরোধী সিদ্ধান্তটি সাম্প্রতিক একটি এবং "বিচারিক মতামত বিভক্ত ছিল, যদি সমানভাবে ভারসাম্যপূর্ণ না হয়"। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে পূর্বের সিদ্ধান্ত মাত্র দুই বছর বয়সী। কিন্তু এটি নিজেই পুনর্বিবেচনার জন্য একটি ভিত্তি নয়। অন্যদিকে, আমার মনে করা উচিত ছিল যে এটির সাম্প্রতিক হওয়ার সত্যটি পুনর্বিবেচনার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। আমার মনের আসল পরীক্ষা, যেমনটি এন এস.ডবলু. পারপেচুয়াল ট্রাস্টি কোং লিমিটেড(১) বনাম এর জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল বিচারপতি ডিক্সন দ্বারা নির্দেশিত হল এটি একটি সম্পূর্ণ বিবেচিত রায় ছিল কিনা এবং আদালতের নজরে কোন নতুন উপাদান আনা হয়েছে কিনা। একটি সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক হওয়ার কারণে পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত কিনা এই প্রশ্নটি বিবেচনা করে, এটি পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সিদ্ধান্তগুলি পরিণত হয়

(১) ৮৫ সি.এল.আর. ২৩৭।

অনুচ্ছেদ ১৪১ এর অধীনে আইনের ঘোষণা এবং সেগুলি উচ্চারণের মুহূর্ত থেকেই সাধারণভাবে চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। এই আদালতের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা, যেটি শেষ অবলম্বনের আদালত, তা ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং যদি আমরা আমাদের নিজস্ব রায়গুলিকে, সাম্প্রতিক হলেও, পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত হিসাবে বিবেচনা করি তবে অনেক দুষ্টুমি করা হবে ।

পরবর্তীতে ভুল সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যদি থাকে, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি, কঠিন এবং এটি শুধুমাত্র রাজ্যের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সম্মতির প্রয়োজন আইনী তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে আনা সম্ভব।শ্রদ্ধার সাথে, আমি এটির প্রশংসা করতে অক্ষম। দুটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের পয়েন্টগুলি শেষ পর্যন্ত এটিকে ফুটিয়ে তোলে। (১) অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা কি প্রাসঙ্গিক আইনী এন্ট্রির সাথে নেওয়া ভোক্তা রাজ্যকে অপ্রকৃত অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ে কর দিতে সক্ষম করে? (২) যদি তাই হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) কি এই কর দেওয়ার ক্ষমতাকে ওভাররাইড করে? অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সঠিক নির্মাণ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা গৃহীত না হলে, সেই ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা হল অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) সংশোধন করা যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে এটি ওভাররাইড করে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) (ক) "অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও" এর মত কিছু উপযুক্ত বাক্যাংশ সন্নিবেশ করে ব্যাখ্যা সহ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কোনো সংশোধনের জন্য দায়বদ্ধতা, যদি বলা হয়, যেমন সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, সাংবিধানিক সংশোধনী আনতে যথেষ্ট সক্ষম যখন এটির স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

এই আদালতের জন্য সঠিক পথ হল, এন এস.ডবলু. বনাম পারপেচুয়াল ট্রাস্টি কোং লিমিটেড (১) এর জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল মামলায় বিচারপতি ডিক্সনের মনোভাব গ্রহণ করা। পূর্বের সিদ্ধান্তে ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য মামলাটি আরও শক্তিশালী হয়। যেখানে, বর্তমান ক্ষেত্রে যেমন ঘটছে, পূর্বের সিদ্ধান্তকে বাতিল করার পক্ষে কোনো সর্বসম্মত মতামত পাওয়া যায়নি।

আমার মতামত সত্ত্বেও এই আদালতের পূর্বের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কোন ভিত্তি নেই

(১) ৮৫ সি. এল. আর. ২৩৭।

ইউনাইটেড মোটরস মামলায় (১), আমি আমার বিদ্বান ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে প্রস্তাব করছি, যারা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে প্রস্তুত, আমার কারণগুলি দেওয়ার জন্য কেন, জড়িত প্রশ্নটির নতুন বিবেচনায়, উক্ত মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের সাথে আমি স্পষ্টতই একমত। আমার বিদ্বান ভাইদের রায় পড়ার সুবিধা পেয়ে, বিচারপতি এস.আর. দাস এবং বিচারপতি ভেঙ্কটরামা আয়ারের রায় পড়ার সুবিধা পেয়ে, আমি মূলত ২৮৬ ধারার নির্মাণের বিবেচনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করছি।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে ২৮৬ অনুচ্ছেদটি সামগ্রিকভাবে নেওয়া হয়েছে সপ্তম তালিকার দ্বিতীয় তালিকার এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর (সংবাদপত্র ব্যতীত) কর আরোপের জন্য রাজ্যগুলিতে অর্পিত ক্ষমতার প্রসঙ্গে পড়তে হবে অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩) সহ নেওয়া তফসিল। এন্ট্রি ৫৪ নেই, শর্তাবলী, বলুন যে পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয় যা করযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় তা "রাজ্যের মধ্যে" বিক্রয় বা ক্রয় হতে হবে। এই ক্ষেত্রে এটি এন্ট্রি ২৬-এর বিপরীতে যা "রাজ্যের মধ্যে" ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করে। এন্ট্রি ৫৪-এর দৃশ্যত বিস্তৃত ভাষাটি এই তত্ত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যে বস্তুগতভাবে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর একটি কর হল পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের ঘটনার রেফারেন্সে একটি কর। (ইউনাইটেড মোটরস মামলা দেখুন (১)। ২৮৬ অনুচ্ছেদটি সংবিধানের অর্থ, সম্পত্তি, চুক্তি এবং স্যুট সম্পর্কিত পার্ট XII-এ উপস্থিত রয়েছে এবং এর অর্থ সম্পর্কিত অধ্যায় তে রয়েছে। এটি প্রধানত কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থ বরাদ্দের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত যাতে প্রত্যেককে সংবিধানের অধীনে বরাদ্দ করা সংশ্লিষ্ট সরকারী কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম করে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অনুচ্ছেদটির স্বীকৃত উদ্দেশ্য যেমন প্রান্তিক নোট দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, এটা মনে করা যেতে পারে যে ২৮৬ অনুচ্ছেদটি পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর রাজ্যের কর আরোপের ক্ষমতার পরিধি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে এবং এটিকে একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ছিল। এই পরিধি এবং সীমাবদ্ধতার সঠিক সুযোগ নির্ধারণ করতে, বিক্রয় কর আইন কি ছিল তা বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক নতুন সংবিধানের ঠিক আগে অপারেশনে।

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯।

প্রাদেশিক বিক্রয় কর আইনের একটি সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা সেই সময়ে নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশ করে৷ তৎকালীন নয়টি প্রদেশে বিক্রয় কর আইন কার্যকর ছিল, যা পরবর্তীকালে সংবিধানের অধীনে অংশ ক রাজ্যে পরিণত হয়, পাশাপাশি মহীশূরের একটি স্থানীয় রাজ্যেও। দশটি ইউনিটের প্রতিটিতে বিক্রয়-কর আইনের প্যাটার্নে নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল (ছোট সংযোজন এবং বৈচিত্র সহ)। এই প্রতিটি আইনের চার্জিং ধারার অধীনে, কর একটি "বিক্রেতা" যার টার্নওভারের বিপরীতে আরোপিত হয়েছিল বিক্রয় (বা ক্রয়) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম করেছে। একটি "বিক্রেতা" প্রদেশে পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। "বিক্রয়" অর্থ সম্পত্তি হস্তান্তর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল বাণিজ্য কোর্সে পণ্য মূল্যবান বিবেচনার জন্য। এছাড়াও,এই বিক্রয় কর আইনগুলির প্রতিটিতে 'বিক্রয়' শব্দের সংজ্ঞার একটি ব্যাখ্যা ছিল যে, ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের বিপরীতে যাই হোক না কেন, বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি করার সময় পণ্যগুলির একটি বিক্রয় বা ক্রয় "যা প্রকৃতপক্ষে প্রদেশে ছিল", তা প্রদেশ এ সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে , যেখানেই বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছে।এটি ছিল, বিস্তৃতভাবে, সংবিধানের ঠিক আগে বিক্রয়-কর আইনগুলির প্রত্যেকটির সাধারণ প্যাটার্ন, কয়েকটি রাজ্যের দ্বারা বিক্রয়ের সংজ্ঞায় আরও কিছু সংযোজন সাপেক্ষে, যা বর্তমানে লক্ষ্য করা হবে।এই প্যাটার্নটি ইঙ্গিত করে যে, বিশুদ্ধভাবে অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ব্যতীত-যার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি দ্বারা করের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে ছিল-রাষ্ট্রগুলি নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে বাইরের উপাদান সহ বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা দাবি করেছে: ((১) যেখানে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর রাজ্যের মধ্যে ছিল (এমন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে) ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন অনুসারে)। (২) যেখানে পণ্যগুলি বিক্রয়ের বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে প্রদেশে থাকে যখন বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, অর্থাৎ, এর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মালিকানা হস্তান্তর। যদি আমি এটিকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারি, এই বিক্রয়-কর আইনগুলিকে রাজ্যের অন্তর্গত হিসাবে কর বিক্রয়কে অভিহিত করা হয়েছে, (১) পণ্য বিক্রয় আইনের অধীনে (অনুমান করা হয়েছে) এর রেফারেন্স সহ, এবং

(২) সাধারণ আইনের অধীনে স্থান (যেমনটি সম্ভবত অনুমান করা হয়েছে)। এটা সম্ভব যে এই সাধারণ আইনটি বাদিসচে আনিলিন উন্দ সোডা ফাব্রিক বনাম হিক্সন (১)-এ লর্ড লোরেবার্নের বক্তব্যের রেফারেন্সে অনুমান করা হয়েছিল যা পণ্যের অবস্থার পরামর্শ দেয়। এই উভয় মানদণ্ড সম্পর্কে অন্তর্নিহিত অনুমানগুলি সঠিক বা ভুল ছিল কিনা তা এই পর্যায়ে উপাদান নয়।যদিও এটি সাধারণ প্যাটার্ন ছিল, চারটি রাজ্য কিছু অতিরিক্ত মানদণ্ডের রেফারেন্স দিয়ে কর দেওয়ার ক্ষমতা দাবি করেছে।মাদ্রাজ এবং মহীশূর নিম্নরূপ একটি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছিল:

"যদি চুক্তিটি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য ছিল বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যতের পণ্যের, তারপর, যদি পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে যে কোনও সময়ে প্রদেশে উৎপাদিত হয়, বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি হওয়ার পর, বিক্রয় বা ক্রয় করা হবে প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, যেখানেই বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি করা হতে পারে, ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও"।

বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছিল। (ইউ.পি. আইন থেকে নেওয়া)।

"ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনে কিছু থাকা সত্ত্বেও, প্রদেশে উৎপাদক বা উৎপাদক দ্বারা উৎপাদিত বা উৎপাদিত কোনো পণ্য বিক্রয়, যেখানেই ডেলিভারি বা বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, সেই আইনের উদ্দেশ্যে প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে"।

এই উভয় সংযোজন ভবিষ্যতের পণ্যের উল্লেখ করে। মাদ্রাজ এবং মহীশূর দৃশ্যত এই ধরনের ভবিষ্যত পণ্যগুলিকে এই মুহূর্তে বিক্রির জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করেছিল তারা "আসলে প্রদেশে উৎপাদিত" হয়েছিল।বিহার ও ইউ.পি. সংযোজন কমবেশি একই ছিল এবং খুব নির্মাতা বা প্রযোজকের দ্বারা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। উপরের সংযোজনগুলি ভবিষ্যতের পণ্যগুলিতে প্রয়োগ করা সাধারণ প্যাটার্নের বিভাগ নং২ এর মতোই কার্যকর।অন্তর্নিহিত অনুমানটি মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যতের পণ্যগুলি যেগুলি বিক্রি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদের আসার সাথে সাথে তার জন্য বরাদ্দ করা হবে

(১) [১৯০৬] এ. সি. ৪১৯।

অস্তিত্বে এবং এইভাবে একটি করযোগ্য বিক্রয় উদ্‌ভূত হয়। সাধারণ প্যাটার্ন থেকে উপরে উল্লিখিত বৈচিত্রগুলি ছাড়াও, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে ফরোয়ার্ড চুক্তি সম্পর্কিত বিক্রয়ের সংজ্ঞায় আরও সংযোজন ছিল যা কার্যত "বিক্রয়ের চুক্তি" কে করযোগ্য ঘটনা হিসাবে গণ্য করার পরিমাণ ছিল। এটা দেখা যেতে পারে, বিক্রয়ের ট্যাক্সেশনের সংযোগ তত্ত্বের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না এবং এই আদালত বিক্রয় কর অফিসার, পিলিভীত বনাম মেসার্স বুধ প্রকাশ জয় প্রকাশ(১) এ অবৈধ ঘোষণা করেছে। উপরোক্ত বিস্তৃত সারাংশ থেকে এটা দেখা যাবে যে প্রদেশগুলি কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই নয়, বাইরের উপাদানের সাথে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিক্রয়-কর রাজস্ব অর্জন করেছিল। কিন্তু বাইরের উপাদানের সাথে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও। কিন্তু এই ধরনের বিক্রয়ের সাধারণতায়, উপরে উল্লিখিত দুটি পয়েন্টের যে কোনো একটিতে বা উভয় ক্ষেত্রেই কর প্রযোজ্য ছিল, অর্থাৎ,, (১) রাজ্যের মধ্যে মালিকানা হস্তান্তর, (২) এই মুহূর্তে রাজ্যের মধ্যে পণ্যের প্রকৃত অস্তিত্ব স্থানান্তর। এই ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোক্তা সাধারণত ট্যাক্সিং রাজ্যের মধ্যে একজন ব্যক্তি হবেন না। তাই বিক্রয়-করের কাঠামো এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিবেচনা করে যার জন্য পাস করা হয়, এর ঘটনাগুলি নিয়ে আসে, এটিকে অবশ্যই বৈষম্যহীন বলে মনে করা হয়েছিল। এটা আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে সংবিধান পাশ করার জন্য বলা সামঞ্জস্যগুলির মধ্যে এটি ছিল প্রাক-বিদ্যমান বিক্রয়-কর আইনের এই বৈশিষ্ট্য যা একটি বহিরাগত উপাদানের সাথে বিক্রয়ের উপর কর আরোপের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে প্রতিকার করার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সেই বিবেচনাই সমানভাবে বাইরের বিক্রয়ের উপর কর আরোপের অনুমতির নির্দেশ করবে যেখানে এর চূড়ান্ত বোঝা অত্যন্ত করদাতা রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে চলে যেতে পারে। এটি ভোক্তা রাষ্ট্রকে কর প্রদানকারী রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে করা যেতে পারে। আমার মতে, সংবিধানে ২৮৬ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে তার প্রেক্ষাপট ছিল।

সংবিধান অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের তৈরি করার অসাম্যের কারণে একটি বহিরাগত উপাদানের সাথে বিক্রয়ের উপর কর আরোপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়েছিল

(১) [১৯৫৫] ১ এস. সি.আর. ২৪৩.

বিক্রয়কারী রাষ্ট্রের সম্পদের প্রতি অবদান। কিন্তু তা করতে গিয়ে এই শিরোনামের অধীনে রাষ্ট্রের সম্পদকে বিশুদ্ধভাবে অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের তুলনামূলকভাবে ছোট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না। একটি সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর জন্য বরাদ্দকৃত সীমিত কর দেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করে, সংবিধান তার নিজস্ব ভোক্তাদের দ্বারা প্রদেয় করের একটি স্থিতিস্থাপক উত্সকে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের খুব ছোট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। এটি, অতএব, একটি বিভাগ নির্বাচন এবং গ্রহণ ক্ষেত্র থেকে একটি বাইরের উপাদান সঙ্গে দ্বারা বিক্রয় সীমাবদ্ধতা, একটি অপ্রকৃত ইন ডিভাইস গ্রহণসাইড সেল এবং বাম যে ক্যাটাগরি করযোগ্য যাতে করে এর ঘটনা একটি বিশুদ্ধভাবে একই হতে পারে অভ্যন্তরীণ বিক্রয়।। এটি, আমার মনে, একটি অভ্যন্তরীণ বিক্রয় হিসাবে একটি বিবেচিত বিধান দ্বারা ব্যাখ্যা ইতিবাচক পদ্ধতির কারণ। এটা এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে, ট্যাক্সের ঘটনা হিসাবে। ব্যাখ্যায় নির্দেশিত অপ্রকৃত অভ্যন্তরীণ বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ বা অভ্যন্তরীণভাবে আন্তীকৃত হয়েছিলরাষ্ট্রীয় বিক্রয়।। এটা অনুমান করা আমার কাছে খুব যুক্তিসঙ্গত নয় যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যাটি কেবলমাত্র বাইরের বিক্রয় কী তা নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল। সংবিধান যদি বাইরের বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা ছাড়া আর কিছুই না করে থাকে, তাহলে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেই হয়তো সন্তুষ্ট থাকতে পারে। আমি মনে করি না যে আদালত তখন "বাইরে বিক্রয়" এর অর্থ, একটি উল্লেখযোগ্য বাইরের উপাদান সহ একটি বিক্রয়, বা বিকল্প হিসাবে, এমন একটি বিক্রয় হিসাবে বোঝাতে কোন গুরুতর অসুবিধা পেয়েছিলেন যেখানে মালিকানা রাজ্যের বাইরে চলে গেছে দ্রব্য বিক্রয় আইনের ধারনা। এটি ছিল বেশ অপ্রয়োজনীয় এবং প্রকৃতপক্ষে বাইরের বিক্রয়কে একটি অপ্রকৃত ভিতরের বিক্রয়ের অন্তর্নিহিত নেতিবাচক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার উপায়ের বাইরে বিক্রয়-কর আইনে সংযোগ তত্ত্ব গ্রহণের ফলে উদ্ভূত অনুমিত বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটানো ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায় না। এটি পর্যাপ্ত এবং কার্যকরভাবে প্রদান করা যেতে পারে - যেমনটি প্রকৃতপক্ষে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা করা হয়েছিল। এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে ব্যাখ্যাটি কিছু বাইরের বিক্রয়কে কভার করে যা ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের মধ্যে পড়ে না এবং

তাই ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গুরগাঁও-দিল্লির দৃষ্টান্তের মতো কয়েকটি সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত মামলার সম্ভাবনা - যেমন আর্গুমেন্টের সময় ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের বাইরে এবং ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের পরিধির বাইরে পড়ে ব্যাখ্যাটি, সংবিধানের এই জাতীয় দুটি বিধানের সাথে জড়িত থাকার জন্য কোন পর্যাপ্ত কারণ হবে না, বেশিরভাগই কার্যকর ওভারল্যাপিং। এটা আমার কাছে দেখা যাচ্ছে, তাই, প্রতীয়মান হয় যে, এই দুটি বিধান থাকার কারণ ছিল স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন। ব্যাখ্যা সহ ধারা ২৮৬(১)(ক) এর উদ্দেশ্য ছিল কর রোধ করা যার চূড়ান্ত ঘটনা বাইরের রাজ্যের বাসিন্দাদের উপর পড়বে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যগুলির ট্যাক্সিং কাঠামো যাতে অযাচিতভাবে ব্যাহত হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা যা,প্রথমবার,সংবিধান অনুচ্ছেদ ৩০১ দ্বারা ঘোষিত।। এই প্রেক্ষাপটে এটাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, রাজ্যগুলির বিক্রয়-কর কাঠামোর দ্বারা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যেন একেবারেই প্রভাবিত না হয়, যখন একই সময়ে ইঙ্গিত করে যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে করের সীমিত বোঝা বহন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই বিভিন্ন ধারণার সমন্বয়ে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এবং(২) তৈরি করা হয়েছে।

এই আলোকে বিচার করলে নিম্নলিখিতটিই যুক্তিসঙ্গত অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১)(ক) ব্যাখ্যা সহ নেওয়া। এই বিধানটি, যখন বাইরের বিক্রয়ের উপর রাজ্যগুলি দ্বারা কর আরোপ করা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ছিল, বাইরের বিক্রয়ের উপর রাজ্যগুলি দ্বারা কর নিষেধ করার উদ্দেশ্যও ছিল অভ্যন্তরীণ বিক্রয় এবং বাইরের বিক্রয়ের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা এবং একটি পক্ষকে একীভূত করা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাইরের বিক্রয়ের কুল বিভাগ বিক্রয় এবং 'এটি দ্বারা করের জন্য উপলব্ধ করা গ্রাসকারী রাষ্ট্র।। এই সীমানা নির্ধারণের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল একটি রাজ্যের কর আরোপের অসাম্য দূর করা যার চূড়ান্ত ঘটনা অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের উপর ছিল কিন্তু এর পরিবর্তে করের একটি স্থিতিস্থাপক উত্স সরবরাহ করা যা এর প্রভাবে তার নিজস্ব বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ছিল। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)ক(খ) দ্বারা বিক্রয়-কর পরিচালনার জন্য উপলব্ধ নয় বলে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরে আন্তঃরাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা, যা

সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক)দ্বারা উদ্দিষ্ট ইতিবাচক ফলাফলগুলিকে বাতিল করে দেওয়া যায় না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সুরেলা নির্মাণের নীতিটি প্রযোজ্য হবে যেমনটি লর্ড হার্শেল জন কার্টার কোলকুহুন বনাম হেনরি ব্রুকস (১) পৃষ্ঠা ৫০৬-এ নিম্নলিখিত শর্তে উল্লেখ করেছেন:

"এটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে আইনে প্রাপ্ত যে কোনও বিধানের শর্তাদি গঠন করার সময় আইনের অন্য কোনও অংশ যা আইনসভার অভিপ্রায়ের উপর আলোকপাত করে এবং যা নির্দিষ্ট বিধানটি দেখানোর জন্য কাজ করতে পারে তা বিবেচনা করার জন্য আমরা অধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ। একাকী বিবেচনা করা হলে এবং আইনের বাকী অংশ থেকে আলাদা বলে বোঝানো উচিত নয়"।

যদি, আমার বিদগ্ধ ভাই, বিচারপতি ভেঙ্কটরামা আইয়ার হিসাবে, চিন্তা করতে আগ্রহী,আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যের সময় বিক্রয় ঘটেছে বলা যাবে না যদি বিক্রয়টি পণ্যের আন্তঃরাজ্য পরিবহনের সমাপ্তি অনুসরণ করে, উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন হকিং পেলার একটি রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পণ্য আনয়ন করে এবং অন্য রাজ্যে দ্বারে দ্বারে বিক্রি করে, তাহলে স্পষ্টতই যে অপ্রকৃত ঘটনাটি কল্পনার ভিতরের বিক্রয় নিয়ে আসে তা নিজেই এই ধরনের বিক্রয়কে "আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যের কোর্সের" বিভাগের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। কারন এইরকম পরিস্থিতিতে,যদিও রাজ্যের সীমানা জুড়ে পণ্য পরিবহন একটি সত্য হিসাবে রয়ে গেছে, আমি বিক্রয় নিজেই ভোগকারী রাজ্যের অভ্যন্তরে বলে মনে করা হয়, অপ্রকৃত ঘটনার উদ্দেশ্য হল করযোগ্যতার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের স্থান পরিবর্তন করা।মনে হয়, এই অর্থে যে আগের সিদ্ধান্তে, বিজ্ঞ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তা নির্ধারণ করেন ব্যাখ্যার গুণাবলী এই বিশেষ শ্রেণীর আন্তঃরাজ্য বিক্রয় একটি আন্তঃরাজ্য বিক্রয় হয়ে উঠেছে, অবশ্যই, সব উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু যে সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যাটি ঢোকানো হয়েছিল, যেমন, অকরযোগ্য ক্ষেত্র থেকে করযোগ্য ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্য। হয় সুরেলা নির্মাণের ভিত্তিতে বা ব্যাখ্যা দ্বারা আনা ধারণাগত অভ্যন্তরীণ বিক্রয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে দেখেছি,

(১) [১৮৮৯] ১৪ এ. সি. ৪৯৩, ৫০৬।

সেই অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা, কর দেওয়ার উদ্দেশ্যে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কোর্সের অংশ হতে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর একমাত্র সঠিক নির্মাণ হবে যে এটি ব্যাখ্যা সহ নেওয়া ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদকে ওভাররাইড করতে পারে না।আমার কাছে যে বিস্তৃত লাইনগুলি রয়েছে তা নির্দেশ করে,অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এবং (২) নির্মাণের স্বাধীন বিবেচনায়, ইউনাইটেড মোটরস ক্ষেত্রে গৃহীত একই নির্মাণে পৌঁছেছেন(১), তর্কের সময় আমাদের সামনে উত্থাপিত সমস্ত বিভিন্ন দিক মোকাবেলা করা আমার জন্য অপ্রয়োজনীয়,মামলার এই অংশে আমার বিদ্বান ভাই বিচারপতি ভেঙ্কটরামা আইয়ারের যুক্তির সাথে আমার সাধারণ সম্মতি প্রকাশ করা ছাড়া। তবে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক।

আমার বিদ্বান ভাইদের দ্বারা গৃহীত বিপরীত মতামতটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে যে ২৮৬ অনুচ্ছেদটি সংবিধানের উদ্বেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এটি একাধিক ট্যাক্সেশনের দুষ্টুমি প্রতিরোধ করার জন্য, যা পূর্ব-বিদ্যমান বিক্রয়-কর আইনের কার্যকারিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।বলা হয় যে এই ফলাফলটি বিভিন্ন কোণ থেকে সমস্ত ত্রুটিগুলি কভার করে অর্জন করা হয়েছিল, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক), ২৮৬(১)(খ), ২৮৬(২) এবং ২৮৬(৩) কে চারটি প্লাগিং পয়েন্ট বলা হচ্ছে। সম্মানের সাথে, আমি কেবল মনে করতে পারি যে এটি একটি ওভারড্রন ছবির ফলাফল হিসাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে বলে বলা হয়েছে আগের সংবিধানের বিক্রয় কর আইন। যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী দশটি বিক্রয়-কর আইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি, ছিল দুটি পয়েন্টে বাইরের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমিত একাধিক কর আরোপ করা, (১) কর প্রদানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে মালিকানা হস্তান্তর, এবং (২)কর রাজ্যে পণ্যের প্রকৃত উপস্থিতি সেই সময় যখন মালিকানা হস্তান্তর অন্য রাজ্যে হয়। এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে বিক্রয়-কর আইনগুলির কোনটিই রাজ্যে পণ্যের উপস্থিতিকে কর ধার্য করার জন্য সক্ষম করে নি। কর ব্যবস্থাকে সক্ষম করার জন্য যা গ্রহণ করা হয়েছিল তা হল রাজ্যের মধ্যে পণ্যের অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যেমন, যে বিন্দুতে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছিল যেখানেই হোক না কেন। একবার এটি প্রশংসা করা হলে, এটি অনুমানের সাথে একমত হওয়া কঠিন

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯।

প্রাক-বিদ্যমান আইনের অধীনে, বেশ কয়েকটি রাজ্যের মাধ্যমে বিক্রয়াধীন পণ্য পরিবহনের সময় কর আরোপিত হতে পারে,যদি পণ্যগুলি কিছু সময়ের জন্য পরের রাজ্যগুলিতে থাকে। মালিকানা হস্তান্তরের একক গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে রাজ্যগুলির মধ্যে একটি ছাড়া অন্য কোনটিতে পণ্যগুলি প্রকৃত অস্তিত্বে থাকবে না। অতএব, আমি আমার মনে স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী আইনে সাধারণত দুটি পয়েন্টের বেশি একটি বহিরাগত উপাদানের সাথে একই বিক্রয়ের কর আরোপ করা হত না। (এমনকি এটি এই সত্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে না যে একজন "বিক্রেতা" কে তখনকার সমস্ত আইনে "প্রদেশের মধ্যে" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা বিবেচনার বিষয় হবে)। তৎকালীন প্রাদেশিক ইউনিটগুলির মধ্যে চারটি, যেমন ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, কর আরোপের জন্য একটি অতিরিক্ত মানদণ্ড ছিল। কিন্তু, যতদূর মাদ্রাজ এবং মহীশূর উদ্বিগ্ন ছিল যে মানদণ্ড যা ভবিষ্যত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত তা মানদণ্ড দুটির সাথে ক্রমবর্ধমান হতে পারে না। এ পর্যন্ত ইউ.পি. এবং বিহার উদ্বিগ্ন যা উত্পাদনকারী রাজ্যকে কর ধার্য করার জন্য অনুমোদিত করেছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যদি এটি মনে রাখা হয় যে এটি খুব নির্মাতার দ্বারা বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে এটি একটি ক্রমবর্ধমান পয়েন্ট হিসাবে কাজ করার সম্ভাবনাও ছিল না।এমনকি অন্যথায় এই অতিরিক্ত মানদণ্ডগুলি, যদি আদৌ, একটি তৃতীয় পয়েন্টে করের জন্ম দিয়েছে, যখন বিক্রয় লেনদেন এই বিশেষ রাজ্যগুলির ভিজেএর মাধ্যমে করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ছাপের কোন যৌক্তিকতা নেই যার ফলে অনুমান করা হয়েছে। আমাদের সামনে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে সংবিধানের আগে আমার দ্বারা ব্যাখ্যা করা দুটি পয়েন্টের চেয়ে বেশি যেকোন হারে কার্যত বিক্রয়ের একাধিক কর ব্যবস্থা ছিল। তাই সংবিধানের আগে বলবৎ বিভিন্ন বিক্রয়-কর আইনের বিধানগুলির বিশদ যাচাই-বাছাইয়ের আলোকে, কোনো সন্দেহ নেই, ওয়ালেস এর ক্যাসর(১) এ প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত সংযোগ তত্ত্বের মাধ্যমে এই ধরনের একাধিক কর আরোপের ভবিষ্যত প্রতিরোধ করা ২৮৬ অনুচ্ছেদের ফলাফলগুলির মধ্যে একটি হতে পারে।

(১) [১৯৪৮] এফ. আর ১।

কিন্তু আমি ভাবতে অক্ষম যে অনুচ্ছেদ ২৮৬ এর প্রত্যেকটি বিধানের অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য ছিল সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে একাধিক করের প্রাক-বিদ্যমান বিশৃঙ্খল অবস্থার ধারাবাহিকতা রোধ করা। আমি অনুভব করতে পারি না যে এই বিষয়ে পূর্ব-বিদ্যমান আইনের রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তৈরি করা হয়েছে অতিরিক্তভাবে দেখার মাধ্যমে যে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে পণ্যের অস্তিত্বকে কেবলমাত্র যদি সেই অস্তিত্বটি ছিল তখনই ট্যাক্সিং পয়েন্ট হিসাবে নেওয়া হয়েছে।(একটি বিবৃতি যেটি বিক্রয়-কর আইনের প্রতিটির অধীনে "বিক্রয়" এর সংজ্ঞা দেখানো হয়েছে যা ঠিক আগে থেকে চালু আছে: সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে-পরিশিষ্ট।- হিসাবে রেফারেন্সের জন্য)

অনুচ্ছেদ ২৮৬ নির্মাণের বিষয়ে, ২৮৬ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদের (৩) ভিন্নমতের দৃষ্টিতেও উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ চলে:

"কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন, যে কোনো পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা আরোপ করার অনুমোদন দেয়, যা সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকর হবে না যদি না এটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হয়েছে এবং তার সম্মতি পেয়েছে"।

অত্যন্ত সম্মানের সাথে, আমি সমস্যাটির প্রশ্নে এর প্রভাব দেখতে অক্ষম। উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং (২) যা নিয়ে আসে তার থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত। উপ-ধারা (১) এবং (২) করের উপর নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সময় উপ-ধারা (৩)এটা মোটেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নয় বরং একটি বেঁধে দেওয়াসংসদ কর্তৃক ঘোষিত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর কর আরোপের সম্মান যাতে এই ধরনের কর-আইন কার্যকর হওয়ার আগে, এটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হওয়া উচিত এবং তার সম্মতি গ্রহণ করা উচিত। এই ক্ষেত্রে এটি কী ঘটবে যদি সেই আইনসভার দ্বারা পাস করা অন্য কোনও রাজ্য আইন তার সম্মতির জন্য রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয় এবং তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য এটি সংরক্ষণ করেন। একমাত্র পার্থক্য হল যখন পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির জন্য সংরক্ষণ ঐচ্ছিক,এই ধরনের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক। বিষযে

এটি, এমনকি প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি তাত্ত্বিকভাবে এবং সংবিধান অনুসারে, এর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করযোগ্য (রাজ্যদের দ্বারা) অব্যাহত রয়েছে। আমি, তাই, অন্য দুটি বিধানের নির্মাণের উপর এই বিধানের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না যা তাদের রেফারেন্সের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মোট বা আনুষঙ্গিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসে।

অন্য একটি বিষয় আছে যা ভিন্নমতের দৃষ্টিভঙ্গিতে জোর দেওয়া বা উহ্য করা হয়েছে এবং তা হল এই। অনুমান হল যে এমনকি একটি বিক্রয়ের উপর একক পয়েন্ট কর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় উদ্‌ভূত আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর একটি বোঝা হবে যা সংবিধানের ৩০১ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ চলে:

"এই অংশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বাণিজ্য,ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে বাণিজ্য এবং মেলামেশা অবাধ থাকবে।"

এখন এটা বিতর্কিত নয় যে বিশুদ্ধভাবে অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের উপর একটি কর যা রাজ্যের মধ্যে একটি উত্পাদন কেন্দ্র থেকে একই রাজ্যের একটি ক্রয় বাজারে পণ্য পরিবহনের ফলে ঘটে তা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত এবং সংবিধানের কোনও কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যদি এই ধরণের বাণিজ্যে একটি বিক্রয় কর বহন করতে পারে এবং বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর বোঝা না হয় তবে কেন একই ধরণের বিক্রয়ের উপর একক পয়েন্ট ট্যাক্স যেখানে একটি রাজ্যের সীমানা উত্পাদন কেন্দ্র এবং এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তা দেখা কঠিন। ভোক্তা কেন্দ্র প্রয়োজন. একটি বোঝা হিসাবে বিবেচিত হবে, বিশেষ করে যেখানে এই করটি শেষ পর্যন্ত সেই রাজ্যের বাসিন্দাদের থেকে বেরিয়ে আসবে যার দ্বারা এই ধরনের বিক্রয় করযোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা একটি রাষ্ট্রের বাইরে যতটা প্রযোজ্য ততটাই প্রযোজ্য। এটা আবার আমার মনে হয়,অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা যাচ্ছে ,যে ৩০১ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত বাণিজ্য, বাণিজ্য এবং ইন্টার-কোর্সের স্বাধীনতার চিঠি বা চেতনার পরিপন্থী হিসাবে এই ধরনের করের আচরণ করার জন্য কোনও ওয়ারেন্ট নেই।

উপরোক্ত সমস্ত কারণের জন্য, আমি আমার মনে বেশ স্পষ্ট যে পূর্বের সিদ্ধান্তে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন, ভোক্তা রাষ্ট্রের বর্তমান ক্ষমতা রয়েছে একটি অপ্রকৃত অভ্যন্তরীণ বিক্রয় যা ব্যাখ্যার সুযোগের মধ্যে পড়ে তার উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ঐ ক্ষমতা ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং সেই অনুচ্ছেদ ২৮৬(২)

ব্যাখ্যা সহ পড়া অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ওভাররাইডিং হিসাবে বোঝানো যায় না, এটি সঠিক এবং সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাওয়ার কোন কারণ নেই।

প্রকৃত অসুবিধা, যদি থাকে, আমি আমার মনে বেশ স্পষ্ট যে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত পূর্বে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গিটি ট্যাক্সের বহির্মুখী ক্রিয়াকলাপ বলা হয়েছে যা এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত হতে পারে।আমার বিদ্বান ভাইদের দ্বারা উপসংহারে পৌঁছেছি যারা পূর্বের সিদ্ধান্তে গৃহীত ভিন্নমত পোষণ করতে প্রস্তুত যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় না এবং অস্পৃশ্য রাখা হয়েছে। আমি বিবেচনা করছি এবং বাদ দিয়েছি, তাই, এই কিছুটা কঠিন প্রশ্নে এটিতে যেতে বা নিজেকে কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি না। আমি সন্দিহান যে, আমি সন্দিহান যে, একটি ইউনিয়নের কম্পোনেন্ট স্টেটস এর মধ্যে, চালু আছে কিনা, যা ভারত সংবিধানের অধীনে রয়েছে, এই মতবাদের অর্থে যে একটি জাতি রাজস্বের সাহায্যে কাজ করে না, সেখানে অতিরিক্ত-আঞ্চলিকতার প্রশ্ন থাকতে পারে কিনা অন্য (এবং বিদেশী) জাতির আইন। এটা সত্য যে ভারতের একটি সংজ্ঞায়িত ভৌগলিক অংশ রাজ্য নামক প্রতিটি ইউনিটের অঞ্চল গঠন করে এবং সেই ইউনিটের শাসন সেই রাজ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে, সেই কারণে, এক রাজ্যের ভূখণ্ড অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী অঞ্চল নয়, যখন চলাফেরার স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সাধারণ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। অন্যদিকে, আমি মনে করি এটা যোগ্য পরামর্শ যেখানে বিভিন্ন একই সংবিধানের কাছে রাষ্ট্রগুলো তাদের অস্তিত্বের কাছে ঋণী এবং এর সাধারণ অপারেশন সাপেক্ষে, একটি পৃথক রাষ্ট্রের উপর অর্পিত যে কোনও কর দেওয়ার ক্ষমতা অবশ্যই তার সাথে প্রয়োগযোগ্যতার আনুষঙ্গিক প্রভাব বহন করবে, যদি প্রয়োজন হয়, ইউনিয়নের মধ্যে অন্য কোনো রাজ্যে যখন সেই ট্যাক্সের প্রকৃতি, সংবিধানের বিবেচনায় এটি জড়িত। এই প্রেক্ষাপটে অনুচ্ছেদ ২৬১(১) যা নির্দেশ করে যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং কৃতিত্ব ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ইউনিয়ন এবং প্রতিটি রাজ্যের পাবলিক আইন, রেকর্ড এবং বিচারিক কার্যক্রমে দেওয়া হবে, এই ধরনের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য নির্ভর করা যেতে পারে। দেখুন আমি সচেতন যে এটি সাধারণত বিচারিক এবং আইনী কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হিসাবে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদের ভাষা ব্যাপক প্রয়োগে সক্ষম। আমি করি না,যাহোক,এই বিষয়ে আরও যেতে চাই কারণ বিক্রয়-কর প্রশাসনের সময়েও,অনুমতিযোগ্য ধরনের,অনুচ্ছেদ ২৮৬ এর দৃষ্টিতে যা পূর্বের সিদ্ধান্ত গৃহীত আছে, এই ধরনের একটি করের বহিঃ-আঞ্চলিক অপারেশনের উপাদানটি আবির্ভূত হয়,উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এবং (২) এর নির্মাণকে নেতিবাচক করার জন্য নিজেই কোন কারণ হতে পারে না।এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইলেকট্রিকাল রেলওয়ে কোং লিমিটেড বনাম দ্য কিং(১) এর প্রিভি কাউন্সিলের নিম্নোক্ত স্পষ্ট আদেশটি মনে রাখা প্রয়োজন:

"একটি আইনসভা যেটি অতিরিক্ত আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপ সহ একটি আইন পাশ করে 'তারা দেখতে পারে যে এটি যা প্রণয়ন করেছে তা সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে না, তবে আইনটি সেই অ্যাকাউন্টে অবৈধ নয়,এবং এর দেশের আদালত অবশ্যই তাদের কাছে উপলব্ধ যন্ত্রপাতি দিয়ে আইন প্রয়োগ করবে।"

অতএব, বহির্-আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি নয় অনুচ্ছেদ ২৮৬ নির্মাণের জন্য জার্মান।

বর্তমান পর্যায়ে আমরা এর সাথে উদ্বিগ্ন নই মূল্যায়ন কর ধার্যের প্রয়োগ কিন্তু করের সঙ্গে মূল্যায়ন,যা ১৪ ই জুন, ১৯৫২ এর আগে অ-সম্মতির বিষয়ে জানিয়ে দেয়,"সর্বোত্তম রায়" এর ভিত্তিতে মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়া করা হবে।এই পদক্ষেপটি, আমার মনে, নিম্নলিখিত থেকে প্রদর্শিত হিসাবে পুরোপুরি বৈধ।হুইটনি বনাম অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কমিশনারস(১),হাউস অফ লর্ডস সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে যে যেখানে একটি অনাবাসীর উপর একটি কর আরোপযোগ্য ছিল,রিটার্ন দাখিল করার জন্য এবং অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য ডাকযোগে তাকে দেওয়া একটি রিকুইজিশন বৈধ ছিল যাতে কর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধের অ-সম্মতির উপর সর্বোত্তম রায়ের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন করার অধিকার দেওয়া হয়।৫৬ পৃষ্ঠায় লর্ড রেনবারির বক্তৃতা থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি শিক্ষামূলক:

মামলায় একটি আপত্তিজনক প্রশ্ন রয়েছে-যেমন, আইন দ্বারা প্রদত্ত মূল্যায়নের জন্য আপীলকারীকে যথাযথভাবে যন্ত্রপাতির মধ্যে আনা হয়েছে কিনা। "এটি ধারা ৭ এ পরিণত হয়াসেখানে আপিলকারীকে ডাকযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাকে ধারা ৭এর অধীনে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল,

উপ-ধারা ২এর, অধীনে একটি নোটিশ জানায়, তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে দাবি করা হয় তাকে উদ্দেশ্য করে এমন নোটিশ পোস্ট করার অধিকার ছিল না। মামলাটি, এটি যুক্তিযুক্ত, এখতিয়ারের বাইরে একটি রিটের পরিষেবার ক্ষেত্রের অনুরূপ। আমি একমত না। এটি একটি বিলের অসম্মান বা প্রস্থান করার নোটিশের পরিষেবার অনুরূপ বা একটি নোটিশের সাথে শেয়ারের উপর কলের অর্থপ্রদানের জন্য একটি প্রাথমিক হিসাবে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয়। এটি বিচারিক কার্যধারার একটি পদক্ষেপ নয় কিন্তু একটি পদক্ষেপ যা আন্তঃভাগের এমন একটি অবস্থা তৈরি করবে যেখানে পরবর্তীতে সম্মতি না থাকলে বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।"

এটা হতে পারে যে বিহার আইনের কিছু বা সমস্ত বিধান যা রাজ্যের বাইরে প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করে বা রাজ্যের বাইরে অ-সম্মতির জন্য শাস্তির সৃষ্টি করে যখন এর বৈধতা সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয় তখন ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। এটি এমনও হতে পারে যে এই ধরনের বহিরাগত অপারেশনের ফলে হয়রানির জন্য প্রয়োজনে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্মত সমন্বয় বা উপযুক্ত আইন দ্বারা প্রতিকার করা প্রয়োজন হতে পারে। যাইহোক, আমাদের এখন যে প্রশ্নটি মোকাবেলা করতে হবে সেগুলি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা নয়।

আমি সেই অনুযায়ী আমার মতে স্পষ্ট যে এই আপিলটি খরচ সহ খারিজ করা উচিত।

পরিশিষ্ট-।.

বিবৃতিটি প্রতিটি বিক্রয়-কর আইনের অধীনে "বিক্রয়" এর সংজ্ঞা প্রদর্শন করে যা সংবিধানের শুরু হওয়ার ঠিক আগে কাজ করে।

(পৃষ্ঠা ৭৫৩ দেখুন)।

মাদ্রাস বিক্রয় কর আইন , ১৯৩৯।

"বিক্রয়" (এর সমস্ত ব্যাকরণগত ভিন্নতা এবং জ্ঞানীয় অভিব্যক্তি সহ) অর্থ নগদ অর্থের জন্য বা বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনার জন্য বাণিজ্য বা ব্যবসার সময় একজন ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির কাছে পণ্যের প্রতিটি স্থানান্তর, (এবং একটি স্থানান্তরও অন্তর্ভুক্ত) কার্য সম্পাদনের সাথে জড়িত পণ্যের সম্পত্তি-

একটি কাজের চুক্তি, কিন্তু একটি বন্ধকী, হাইপোথিকেশন, চার্জ বা অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত নয়;)

(ব্যাখ্যা ১:ভাড়া ক্রয় বা অন্যান্য কিস্তি প্রদানের পদ্ধতিতে পণ্যের হস্তান্তর, মূল্য পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে বিক্রেতা পণ্যের স্বত্বও বজায় রাখে তা সত্ত্বেও, একটি বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে।)

ব্যাখ্যা ২: ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও ১৯৩০, কোন পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয় এই আইনের উদ্দেশ্যে, এই প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, যেখানেই বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি করা হতে পারে-

(ক)যদি পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশে ছিল সেই সময়ে যখন বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছিল, অথবা

(খ) যদি চুক্তিটি বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যত পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য ছিল, তাহলে, যদি পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশে উৎপাদিত হয় যে কোন সময়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি হওয়ার পরে।---------- ----------

বেঙ্গল ফিনান্স (বিক্রয়-কর) আইন, ১৯৪১।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * * * *

ব্যাখ্যা ২: ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন ১৯৩০-এর বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো পণ্যের বিক্রয় যে সময়ে বিক্রয়ের চুক্তি (সেই আইনে সংজ্ঞায়িত) করা হয়, সেই সময়ে, যেখানেই বিক্রয়ের উল্লিখিত চুক্তিটি করা হবে, এই আইনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে৷

বোম্বে বিক্রয় কর আইন ১৯৪৬।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * * * * *

ব্যাখ্যা ২: ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ এর বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও, যে কোনো পণ্যের বিক্রয় যা প্রকৃতপক্ষে বোম্বে প্রদেশে থাকে যখন বিক্রয়ের জন্য চুক্তি করা হয় (যে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে),হবে, যেখানেই বিক্রয়ের উক্ত চুক্তিটি করা হয়, এই আইনের উদ্দেশ্যে বোম্বে প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

আসাম বিক্রয় কর আইন , ১৯৪৭।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * * * * *

ব্যাখ্যা : ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০-এর বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃতপক্ষে প্রদেশে থাকা কোনো পণ্যের বিক্রয় যে সময়ে বিক্রয়ের চুক্তি (সেই আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে) তার ক্ষেত্রে, হবে,উল্লিখিত চুক্তিটি যে স্থানে করা হয়েছে তা নির্বিশেষে, এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।----------

বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * * * * *

আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০-এর বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও, যে কোনও পণ্যের বিক্রয়-

(i) যেগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে বিহারে, যখন সেই আইনের ধারা ৪-এ সংজ্ঞায়িত বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, অথবা

(ii) যা বিহারে উৎপাদক বা উৎপাদক দ্বারা উৎপাদিত বা উৎপাদিত হয়,

হবে, যেখানেই বিক্রয়ের চুক্তির বিতরণ করা হয়, এই আইনের উদ্দেশ্য বিহারে সংঘটিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে;

আরও শর্ত থাকে যে একটি ফরোয়ার্ড চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়, এই ধরনের চুক্তির অধীনে পণ্য কিনা-ট্র্যাক্ট আসলে বিতরণ করা হয়েছে বা না, ডেলিভারির জন্য মূলত সম্মত হওয়া তারিখে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * * * *

ব্যাখ্যা ২: ইন্ডিয়ান পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০-এর বিপরীতে যাই হোক না কেন, যে কোনও পণ্যের বিক্রয় যা প্রকৃতপক্ষে সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরারে থাকে যখন সেই আইনে সংজ্ঞায়িত হিসাবে বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়। , যেখানেই বিক্রয়ের উল্লিখিত চুক্তি করা হবে, এই আইনের উদ্দেশ্য সেন্ট্রাল প্রদেশ এবং বেরারে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ওরিসা বিক্রয় কর আইন,, ১৯৪৭।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * * * *

আরও শর্তসাপেক্ষে যে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০-এর বিপরীতে যাই হোক না কেন, যে কোনো পণ্যের বিক্রয় যেটি প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার সেই সময়ে, যখন সেই আইনের ধারা ৪-এ সংজ্ঞায়িত বিক্রয়ের চুক্তি উড়িষ্যায় এই আইনের উদ্দেশ্যের জন্য বিক্রয়ের উল্লিখিত চুক্তি যেখানেই করা হয়েছে, তা হবে বলে গণ্য হবে।

মাইসোর বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৮।

"বিক্রয়" মানে ..... নগদ বা বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনার জন্য বাণিজ্য বা ব্যবসার সময় একজন ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির কাছে পণ্যের প্রতিটি স্থানান্তর.....

. * * * * * * * *

ব্যাখ্যা ২: পণ্য বিক্রয় আইন,১৯৩২ এর বিপরীতে কিছু থাকা সত্ত্বেও, একোন পণ্য বিক্রয় বা ক্রয় এই আইনের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে, মহীশূরে সংঘটিত হয়েছিল, যেখানেই বিক্রির চুক্তি করা হতে পারে;

(ক) যদি পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে মহীশূরে ছিল সেই সময়ে যখন বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছিল, অথবা

(খ) যদি চুক্তিটি বর্ণনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য ছিল, তাহলে, যদি পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে মহীশূরে উৎপাদিত হয় যে কোন সময়ে বিক্রয় বা ক্রয়ের চুক্তি হওয়ার পরে।

ইস্ট পাঞ্জাব জেনারেল বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৮।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * * * *

ব্যাখ্যা ২: যা কিছুই হোক না কেন ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ এর বিপরীতে,পূর্ব পাঞ্জাব প্রকৃতপক্ষে যে কোনো পণ্য বিক্রয় যে সময়ে বিক্রয়ের চুক্তি (যে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে) . এর সম্মান করা হবে, হবে,যেখানেই বিক্রয়ের উল্লিখিত চুক্তি করা হয়, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাঞ্জাব সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ইউনাইটেড প্রদেয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৮।

"বিক্রয়" অর্থ পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিবেচনা.....

* * * *.* * * * * * * *

ব্যাখ্যা ।।: ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ -এ কিছু থাকা সত্ত্বেও, বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনও পণ্যের বিক্রয়-

(i) যা আসলে ইউনাইটেড প্রদেশে সেই সময়ে যখন তার সম্মানে,সেই আইনের ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, বা

(ii) যা ইউনাইটেড প্রদেশে উৎপাদক দ্বারা উৎপাদিত বা তৈরি করা হয় বা এর প্রস্তুতকারক,হবে, যেখানে ডেলিভারি বা বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়, এই আইনের উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রদেশে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে৷

ব্যাখ্যা ।।।: যেখানে একটি ফরোয়ার্ড চুক্তির অধীনে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বিতরণ করা হয় না, সেখানে এই ধরনের চুক্তির বিক্রয়টি মূলত ডেলিভারির জন্য সম্মত হওয়া তারিখে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

দ্রষ্টব্য: মাদ্রাজ আইনের সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য সংজ্ঞাগুলিতে বাদ দেওয়া অংশগুলি মাদ্রাজ সংজ্ঞায় বন্ধনীগুলির মধ্যে দেখানো হিসাবে একই প্রভাবে।

বিচারপতি ভেঙ্কতারামা আয়ার .-আবেদনকারী হলেন ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি যেটি সেরা, জৈবিক পণ্য এবং ওষুধের উত্পাদন এবং বিক্রয় ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এটির নিবন্ধিত অফিস ১৫৩ নং, ধরমতলা স্ট্রিটে, কলকাতা, এবং এর গবেষণাগার এবং কারখানাটি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার বরানগরে অবস্থিত। প্রথম উত্তরদাতা হল বিহার রাজ্য, এবং উত্তরদাতা ২ এবং ৩ যথাক্রমে বাণিজ্যিক করের সচিব এবং সহকারী সচিব। ১৮ ই ডিসেম্বর ১৯৫১-এ, দ্বিতীয় উত্তরদাতা বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের আইন XIX) এর ধারা ১৩(৫) এর অধীনে একটি

নোটিশ জারি করে (এখন থেকে আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আপীলকারীকে নিজেকে একজন ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত করার আহ্বান জানিয়ে আইনের অধীনে এবং বিক্রয় করের মূল্যায়নের জন্য একটি রিটার্ন জমা দিতে। এর জন্য আপীলকারী ৮ ই জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে বিভিন্ন কারণে তার দায় নিয়ে বিতর্ক করে, এবং পক্ষগুলির মধ্যে আরও চিঠিপত্রের পরে যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন নেই, তৃতীয় উত্তরদাতা ২৯শে মে ১৯৫২ তারিখে একটি নোটিশ পাঠান যে আপীলকারী ব্যর্থ হলে ১৮ ই ডিসেম্বর ১৯৫১ তারিখের নোটিশটি ১৪ই জুন ১৯৫২ এর মধ্যে মেনে চলার জন্য, সেরা রায়ের ভিত্তিতে কর নির্ধারণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আপীলকারী সেই আবেদনটি দাখিল করে জবাব দিয়েছেন যার মধ্যে বর্তমান আপিলটি উঠে এসেছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে নিষেধাজ্ঞার একটি রিটের জন্য উত্তরদাতাদের মূল্যায়নের সাথে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছিল যে বিহার রাজ্যে আপিলকারীর ব্যবসায়িক বুদ্ধির কোনো জায়গা ছিল না, যে আইনের অধীনে এটিকে কর করার জন্য চাওয়া হয়েছিল সেই আইনের বিধানগুলি কার্যত বহির্ভূত অঞ্চল হিসাবে "আল্ট্রা ভাইরেজ" ছিল এবং সেই বিধানগুলি আরও ছিল সংবিধানের ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং তাই বাতিল করা হয়েছে। বিহার রাজ্য, যাকে পরবর্তীতে উত্তরদাতা হিসাবে উল্লেখ করা হবে, প্রথমে এই ভিত্তিতে আবেদনটি প্রতিহত করেছিল, যে আইনের বিধানের অধীনে, আপীলকারীর মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার ছিল এই কারণে এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে, এবং দ্বিতীয়ত,যেহেতু বিহারের মধ্যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যার কারণে কর দেওয়ার প্রস্তাবিত বিক্রয়কে অবশ্যই সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা উচিত, তাই একজন অনাবাসী বিক্রেতার উপর কর আরোপের আইনের বিধানগুলি "আল্ট্রা ভাইরেজ" নয়- বা অসাংবিধানিকও নয়।।উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকরা এই উভয় বিরোধ বহাল রাখেন এবং আবেদনটি খারিজ করে দেন, এবং এই আপিলটি সংবিধানের ১৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত একটি শংসাপত্রের উপর তাদের রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর গুরুত্ব বিবেচনায়, আদালতের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল এবং দশটি রাজ্য, একটি বাণিজ্যিক সংস্থা এবং একটি পৃথক ডিলারকে মঞ্জুর করা হয়েছিল। উড়িষ্যা, পেপসু, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, রাজস্থান, ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন এবং উত্তর প্রদেশ নামে দশটি রাজ্যের মধ্যে নয়টি উত্তরদাতাদের হস্তক্ষেপ করেছে এবং সমর্থন করেছে। একটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল আপিলকারীকে সমর্থন করেছিলেন, এবং একইভাবে টাটা আয়রন এবং স্টিল কোং লিমিটেড, এবং একজন এম. কে. কুরিয়াকোস সমর্থন করেছিলেন৷

আমাদের সামনে সম্বোধন করা যুক্তিগুলিতে, সংকল্পের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উদ্ভূত হয়:

১. নিষেধাজ্ঞার রিটের আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনা?
২. ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা রাজ্য আইনসভাগুলিকে তার আওতাভুক্ত বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করে কিনা?
৩. অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এ থাকা নিষেধাজ্ঞার অধীন কিনা?
৪. বিহার বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৭ অবৈধ কিনা এই কারণে যে এটি তার অপারেশনে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক, এবং রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করে?
৫. আপীলকারীর উপর করা প্রস্তাবিত মূল্যায়নটি ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দ্বারা অনুমোদিত নয় কি না?
১. নিষেধাজ্ঞার একটি রিটের আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে, বিজ্ঞ বিচারকদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে অপেশাদার আইনের ১৩(৫) ধারা অনুসারে, কমিশনার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ছিলেন যে আপীলকারী আইনের অধীনে কর দিতে দায়বদ্ধ ব্যক্তি কিনা, এমনকি যদি তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি ভুল সিদ্ধান্তে আসেন, যা বিষয়-বিষয়ের উপর তার এখতিয়ারকে প্রভাবিত করে না, যে আইনটি নিজেই ধারা ২৪ এবং ২৫-এ আপিলের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ এবং কার্যকর ব্যবস্থা প্রদান করে এবং এই ধরনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য সংশোধন, এবং সেই অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার একটি রিট সঠিক প্রতিকার ছিল না। যদি বিজ্ঞ বিচারকদের উদ্দেশ্য ছিল যে নিষেধাজ্ঞার একটি রিট জারি করা উচিত নয় কারণ এই আইনের অধীনে অন্য একটি প্রতিকার খোলা ছিল, তা সমর্থন করা যায় না। আরেকটি প্রতিকারের অস্তিত্ব একটি খুব উপাদান পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া হবে যখন আদালতকে সার্টিওরারি রিট জারি করার আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু যখন রিটটি নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয় তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবেচনা দেখা দেয়। নিষেধাজ্ঞার রিট জারি করা হয় যখনই অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এর অন্তর্গত নয় এমন এখতিয়ার দখল করে,এবং যখন এটি দেখানো হয়, রিটের বিষয়টি, যদিও অবশ্যই নয়, অধিকারের এবং বিবেচনামূলক নয়। তাই নির্ধারণ করার বিষয় হল, আইনের ধারা ১৩(৫) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা ২ এবং ৩ এখতিয়ার ছাড়াই কাজ করেছেন নাকি এর অতিরিক্ত। আপীলকারীর যুক্তি হল যে বিহার আইনসভার প্রশ্নে বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, কারণ সেগুলি বাংলায় কার্যকর হয়েছিল, এবং আপীলকারী বিহার রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল না। যদি এই বিতর্কটি ভাল হয়- প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আইনের ধারা ১৩(৫) আপীলকারীর বিরুদ্ধে আবেদনের ক্ষেত্রে অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় হবে এবং এর অধীনে গৃহীত কার্যক্রম

ফলে এখতিয়ার ছাড়া হতে হবে। আমরা এখানে এমন একটি সংবিধি নিয়ে উদ্বিগ্ন নই যার ভাইরাস প্রশ্নবিদ্ধ নয়, এবং যেটি কোনো কর্তৃপক্ষকে কিছু তথ্য বিদ্যমান থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার দেয় এবং কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দেশিত তদন্ত সেই তথ্যগুলি বিদ্যমান কিনা। এই ধরনের ক্ষেত্রে সংকল্প তার অবিসংবাদিত এখতিয়ারের কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকর অনুশীলনের জন্য আনুষঙ্গিক এবং যদি, সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ, এটি একটি ভুল উপসংহারে আসে, তাহলে এখতিয়ারের কোনও ত্রুটি নেই ,এবং এটি ভালভাবে বিতর্কিত হতে পারে যে ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রতিকার ছিল আপীল বা সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধিতে প্রদত্ত যন্ত্রপাতি অবলম্বন করা, এবং নিষেধাজ্ঞার একটি রিট ভুল ধারণা করা হবে। কিন্তু এখানে, আপীলকারীর যুক্তি হল যে আইনটি নিজেই অকার্যকর কারণ এটি এমন ডিলারদের উপর কর আরোপের অনুমোদন দেয় যারা রাজ্যের বাসিন্দা নন বা সেখানে ব্যবসা করেন না, এবং যা, আইনের ধারা ১৩(৫) এর অধীনে গৃহীত কার্যক্রম 'এখতিয়ারের চাওয়া'র ভিত্তিতে সংযত করা উচিত। এই বিতর্কের কোন উত্তর নেই যে আপীলকারীকে আইনে প্রদত্ত চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিতর্ক যে আইনটি "আল্ট্রা ভাইরেজ" তা নয় যেটি আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালগুলি মূল, আপীল বা সংশোধনমূলক, মনোরঞ্জন করতে পারে, তাদের দায়িত্ব কেবল আইনটি পরিচালনা করা।

মিঃ এনআপীলকারীর দ্বারা বিরোধিত হিসাবে, আপীলকারীর দ্বারা বিরোধিত হিসাবে, তারপর একই ব্যবস্থা আরোপের জন্য গৃহীত হবে অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ছ) এর অধীনে নিশ্চিত ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপিলকারীর মৌলিক অধিকারের সাথে অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপের পরিমাণ,এবং যে আদালত ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য। তিনি মহম্মদ ইয়াসিন বনাম দ্য টাউন এরিয়া কমিটি, জালালাবাদ (১), দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২), এবং হিম্মতলাল হরিলাল মেহতা বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (৮)। এটি নিঃসন্দেহে আইনের অবস্থান, কিন্তু আপীলকারী হিসাবে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি

(১) [১৯৫২] এস.সি.আর. ৫৭৮ (২) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

(৩) [১৯৫৪] এস.সি .আর. ১১২২।

ভারতীয় কোম্পানি আইন এবং কিনা প্রশ্ন একজন আইনবাদী ব্যক্তি অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একজন নাগরিক ১৯(১)(ছ) এখনও একটি খোলা, আমি এই ভিত্তিতে আমার সিদ্ধান্ত শেষ পছন্দ করব না । এই আপিলের উদ্দেশ্যে এটিই যথেষ্ট যে নিষিদ্ধের একটি রিট জারি করা উচিত, যদি আপীলকারী প্রতিষ্ঠিত করেন যে আইনের ধারা ১৩(৫) এর অধীনে তার বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যক্রম এখতিয়ার ব্যতীত। সেই অবস্থানের সমর্থনে যে বিরোধিতা করা হয়েছে তা এখন অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত।

২. প্রথমত যুক্তি দেওয়া হয় যে ২৮৬(১)(ক) ধারার ব্যাখ্যা যার উপর অপ্রস্তুত আইনের বৈধতা নির্ভর করে তা রাজ্য আইনসভাকে তার আওতাভুক্ত বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার কোন ক্ষমতা প্রদান করে না। উভয় পক্ষে অগ্রসর হওয়া বিবাদের প্রশংসা করার জন্য, এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে ১৯৪৭ সালে পাস করা আইনটি রাজ্যের বাসিন্দাদের উপর করের অবস্থানের কথা চিন্তা করেছিল। তারা স্বাভাবিক ব্যক্তি হতে পারে, অথবা তারা রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনাকারী আইনবাদী ব্যক্তি হতে পারে। ব্যবসা ব্যক্তিগতভাবে বা এজেন্টদের মাধ্যমে বাহিত হতে পারে। কিন্তু যারা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা চালিয়েছিল তারা যদি রাজ্যের মধ্যে বসবাস না করে বা সেখানে ব্যবসা না করে, তাহলে আইনটি তাদের উপর কর আরোপের অনুমোদন দেয়নি। এটি ছিল "ডিলার" এর সংজ্ঞার প্রভাব যার অর্থ "যে কোনো ব্যক্তি যিনি বিহারে পণ্য বিক্রি বা কেনার ব্যবসা পরিচালনা করেন"। তারপরে সংবিধান এসেছিল, এবং ২৮৬(১) (ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যাটি প্রণয়ন করেছে যে বিক্রয় সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যেখানে পণ্যগুলি ভোগের জন্য বিতরণ করা হয়, যদিও তাদের কাছে এই শিরোনামটি অন্য রাজ্যে পাস করা হয়েছে। কিন্তু যারা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা চালিয়েছিল তারা যদি রাজ্যের মধ্যে না থাকে বা সেখানে ব্যবসা চালিয়ে যায় , কর বিক্রয় করার ক্ষমতা প্রদান করে যখন উল্লিখিত শর্তগুলি সন্তুষ্ট হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত, বিহার ফাইন্যান্স আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ সালের আইন XVII) "কে বিহারে পণ্য বিক্রি বা কেনার ব্যবসা পরিচালনা করে" শব্দগুলির "কে কোন পণ্য বিক্রি বা সরবরাহ করে" শব্দগুলির প্রতিস্থাপিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল যে "বিহারে" শব্দগুলি যা পূর্ববর্তী সংজ্ঞায় ঘটেছে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫১ সালে অভিযোজন দ্বারা

আইন আদেশের, একটি নতুন বিভাগ, ধারা ৩৩, যুক্ত করা হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ:

"৩৩ক (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) এই আইনের অধীনে পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা হবে না-

(i) যেখানে বিহার রাজ্যের বাইরে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়; বা

(ii) যেখানে ভারতের ভূখণ্ডে পণ্য আমদানি বা পণ্য রপ্তানির সময় এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়;

(খ) কোন পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর ধার্য করা হবে না, ১৯৫১ সালের ৩১ শে মার্চের পরে, যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংসদ ছাড়া আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে।

(২) ব্যাখ্যার জন্য সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (১) এর ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে উপ-ধারা (i) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর "

উত্তরদাতার যুক্তি হল যে আপীলকারী এই বিধানগুলির অধীনে কর দিতে দায়বদ্ধ হয়েছেন। আপীলকারী উত্তর দেয় যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর পরিধিতে সীমাবদ্ধ, যে এটি কেবলমাত্র কর দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয় যা অন্যথায় রাষ্ট্রের কাছে থাকতে পারে, তবে এটি একটি রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে কর দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে না যেখানে এটি পূর্বে বিদ্যমান ছিল না, এবং যে এটির প্রকৃত নির্মাণের জন্য, এটি বাংলাকে তার কর দেওয়ার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করবে কিন্তু বিহারে এটি ন্যস্ত করবে না। এই দুটি বিতর্কের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ধারণ করার জন্য, ২৮৬(১) (ক) অনুচ্ছেদ এবং ব্যাখ্যা প্রণয়নের আগে আইনটি কী ছিল তা পরীক্ষা করা দরকার, কী ত্রুটি ছিল যা এর কার্যকারিতা প্রকাশ করা হয়েছিল। আইন, এবং কীভাবে এটি প্রতিকারের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে, পণ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ৪৮ দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভাকে অর্পণ করা হয়েছিল। ধারা ৯৯(১) এবং ১০০(৩) এর অধীনে সেই আইনটি অবশ্যই প্রদেশের জন্য হতে হবে, এবং ওয়ালেস ব্রোস বনাম আইটি কমিশনার, বোম্বে (১) এর ব্যাখ্যা অনুসারে, এর অর্থ যথেষ্ট আঞ্চলিক হওয়া উচিত

(১) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১.

কর আরোপ করার জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তি এবং করের বিষয়বস্তুর রেফারেন্সে কর চাওয়া রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ। বিষয়টির এই দিকটি মোকাবেলা করে, পতঞ্জলি শাস্ত্রী, প্রধান.বিচারপতি. দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১) নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"এ ধরনের রাজ্য বা তার কোনো অংশের জন্য' অভিব্যক্তিটি, আমাদের দৃষ্টিতে, এন্ট্রি ৫৪-এ আমদানি করার জন্য নেওয়া যাবে না যে বিধিনিষেধটি উল্লেখ করা হয়েছে যে বিক্রয় বা কেনাকাটা অবশ্যই সেই রাজ্যের অঞ্চলের মধ্যেই ঘটতে হবে। এর অর্থ হল যে আইনগুলি একটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষমতাপ্রাপ্ত তা অবশ্যই সেই রাজ্যের উদ্দেশ্যে হতে হবে ..... বিক্রয়-করের ক্ষেত্রে এটি বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রয়োজন নেই রাজ্যের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে হওয়া উচিত এই অর্থে যে বিক্রয়ের সমস্ত উপাদান যেমন বিক্রির চুক্তি, শিরোনাম পাস করা, পণ্য সরবরাহ ইত্যাদির রাজ্যের সাথে একটি আঞ্চলিক সংযোগ থাকা উচিত, স্থানীয় পণ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানীয় কার্যক্রমগুলি রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি পর্যাপ্ত ভিত্তি হবে, অবশ্যই, এই ধরনের ক্রিয়াকলাপগুলি শেষ পর্যন্ত বিক্রয় বা ক্রয়ের ফলে কর দিতে হবে"।

আইনের এই বিবৃতিটি এই আদালত আবার পপ্পটলাল শাহ বনাম দ্য স্টেট অফ মাদ্রাজ (২) তে গৃহীত হয়েছিল। ৬৮২ এবং ৬৮৩ পৃষ্ঠায় বিচারপতি. মুখার্জি, (তিনি তখন যেমন ছিলেন) এর পর্যবেক্ষণগুলি দেখুন, এই দৃষ্টিকোণে, রাজ্যের একটি আইন যা বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করে, বৈধ হওয়ার জন্য, দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, ক্রেতার কাছে পণ্যের শিরোনাম স্থানান্তর জড়িত একটি সম্পূর্ণ বিক্রয় থাকতে হবে। তখনই কর দেওয়ার ক্ষমতা জন্মে যেটি বিক্রয় কর অফিসার, পিলিভীত বনাম মেসার্স বুধ প্রকাশ জয় প্রকাশ (৩) এ এই আদালত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, লেনদেন এবং রাজ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সম্পর্ক থাকতে হবে যা এটিকে কর দিতে চায়। এই শর্তটি নিঃসন্দেহে আইনে অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতার একটি উপাদানের সূচনা করেছে যার ফলে কর দেওয়ার ক্ষমতা যা এর সাথে যুক্ত ছিল, অনির্দিষ্টতা ছিল যা নিজেকে অপব্যবহারের জন্য ধার দিতে পারে।

(১) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ১০৬৯. (২) [১৯৫৩] এস.সি. আর. ৬৭৭।

(৩) [১৯৫৫] ১ এস.সি. আর. ২৪৩.

অপব্যবহার সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে কর আরোপের জন্য রাজ্য আইনসভার জন্য খোলা এলাকাটি কতটা বিস্তৃত ছিল তা বিচারপতি বোস, দ্বারা দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিতে জোরপূর্বক তুলে ধরা হয়েছে। [1]) পৃষ্ঠা ১১০১ এ:

"অসুবিধা স্পষ্ট হয় যখন কেউ একটি বিক্রয়কে তার উপাদান অংশে বিভক্ত করতে শুরু করে এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। যখন এটি করা হয়, তখন একটি বিক্রয় পাওয়া যায় যা অনেকগুলি উপাদান নিয়ে গঠিত যা এই অর্থে অপরিহার্য বলা যেতে পারে যে যদি কোন একটি তাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে কোন বিক্রয় নেই: (১) পণ্যের অস্তিত্ব যা বিক্রয়ের বিষয়বস্তু গঠন করে, (২) তিনি দর কষাকষি বা চুক্তি করেন যা, যখন নির্বাহ কার্যকর করা হয়, একটি মূল্য জন্য পণ্য মধ্যে সম্পত্তি পাসের ফলে হবে, (৩) পেমেন্ট, বা পেমেন্ট প্রতিশ্রুতি, একটি মূল্য (৪) স্বত্ব যাবে যখন সব এক রাজ্যে সংঘটিত হয়, কোন অসুবিধা বিক্রয়ের স্থান হল সেই জায়গা যেখানে সমস্ত উপাদান তৈরি করা হয়। কিন্তু যখন বিভিন্ন রাজ্যে এক বা একাধিক উপাদান থাকে, কি মানদণ্ড এক নিয়োগ? এটা বলা অসম্ভব যে এই উপাদানগুলির মধ্যে যেকোনও অন্য যেকোনটির চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় কারণ আপনি যে মুহূর্তে একটি অপসারণ করেন ফলাফল সবসময় একই থাকে। " তাহলে কোন বিক্রি নেই"।

অনেকগুলি সমস্যা ছিল যা এই আইনের অবস্থা রাষ্ট্র এবং ভোক্তা উভয়ের জন্যই তৈরি করেছিল। যে সত্যটির উপর একটি রাষ্ট্রীয় আইন কর চাচ্ছে তা যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত কিনা তা অবশ্যই কিছু সুস্পষ্ট ক্ষেত্রে ছাড়া, বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত হতে হবে, এবং যতক্ষণ না একটি আদালত এটি ঘোষণা করছে, অনিশ্চয়তার মেঘ ঝুলে থাকতে হবে আইনের বৈধতায়। এর থেকেও বেশি, যখন বিক্রি করতে যায় এমন বেশ কয়েকটি উপাদান বিভিন্ন রাজ্যে বিতরণ করা হয় তখন এটি ঘটতে পারে যে একই লেনদেনের উপর একাধিক রাজ্য কর দিতে পারে এবং এর বোঝা শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের উপর পড়তে হবে। এটা ছিল এই, একাধিক কর আরোপের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আইনে গুরুতর ত্রুটি যেমন সংবিধানের আগে দাঁড়িয়েছিল, একটি নতুন বিধান, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা সহ ছিল।

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর . ১০৬৯।

প্রণীত এটি নিম্নরূপ:

"২৮৬. (১) কোন রাষ্ট্রের কোন আইন বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ বা অনুমোদন করবে না, যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় সংঘটিত হয়-

(ক) রাজ্যের বাইরে।

ব্যাখ্যা. - উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে, একটি বিক্রয় বা ক্রয় সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও যে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ আইনের অধীনে পণ্যের সম্পত্তি অন্য রাজ্যে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের কারণে পাস হয়েছে"।

রাষ্ট্রের কাছে উল্লেখ করা পরবর্তীতে সুবিধাজনক হবে কোন স্বত্বে পণ্য বিক্রয়কারী রাষ্ট্র হিসাবে পাস করে, এবং যে রাজ্যে আপনার হিসাবে ব্যবহারের জন্য পণ্য সরবরাহ করা হয়।

এখন, আমরা পরীক্ষা করতে পারি কিভাবে এই বিধানটি একাধিক করের অবসান ঘটাতে ডিজাইন করা হয়েছে। এই আইনের স্কিম হল, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে কী করা হয়নি, বিক্রয়ের অবস্থা, এবং সেই উদ্দেশ্যে, এটিকে দুটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা, রাজ্যের ভিতরে বিক্রয় এবং রাজ্যের বাইরে বিক্রয়। কি নীতির ভিত্তিতে স্থান ঠিক করা হয়েছিল তা বর্তমানে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু একবার সেটা হয়ে গেলে, সমস্যাটি সমাধানকৃত। যদি একটি বিক্রয় একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে হয়, তাহলে এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে কর দেওয়ার সেই রাজ্যের ক্ষমতা অপ্রভাবিত থাকে। কিন্তু যদি বিক্রয় কোনো রাজ্যের বাইরে হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) সেই রাজ্যকে কর আরোপ করা নিষিদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়াটি অবশ্যই একাধিক কর নির্মূল করার প্রভাব থাকতে হবে, কারণ একটি বিক্রয় অবশ্যই একটি রাজ্যের ভিতরে বা বাইরে হতে হবে, এবং যদি এটি একটি রাজ্যের ভিতরে থাকে তবে এটি অবশ্যই অন্য সমস্ত রাজ্যের বাইরে হতে হবে। এই বিষয়ে, ২৮৬(১)(ক) ধারাটি তালিকা ।।-এর এন্ট্রি ৪৮ এবং ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ১০০(৩) এর অধীনে আইনে একটি মৌলিক পরিবর্তন করেছে, যেমনটি আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেখানে এই বিধানগুলির অধীনে একটি রাজ্য যেখানেই বিক্রয় হয়েছিল তা নির্বিশেষে কর দিতে পারে, যদি পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সম্পর্ক থাকে, তবে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে

যখন এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়, তখন নিছক সংযোগ এমন শক্তিকে সমর্থন করার জন্য অপর্যাপ্ত। এইভাবে করের এখতিয়ারের উত্স হিসাবে সংযোগের তত্ত্বটি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, এবং করের ক্ষমতা রাজ্যের দ্বারা প্রয়োগ করার জন্য বিক্রয়ের অবস্থানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল যেখানে এটি স্থির করা হয়েছে এবং একটি প্রদত্ত বিক্রয় শুধুমাত্র একটি রাজ্যে হতে পারে। এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে, এটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে এই বিক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং অন্যরা নয়।

এই প্রকল্পটি যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে তা হল একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে বিক্রয়ের অবস্থান। কিন্তু এটা কিভাবে করা হবে? যখন একটি বিক্রয়ের সমস্ত অপরিহার্য উপাদান একটি রাজ্যের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তখন প্রশ্নটি কোন অসুবিধা উপস্থাপন করে না। কিন্তু কি, যদি তারা বিভিন্ন রাজ্যে বিতরণ করা হয়? এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই এই ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের হলে একটি বিক্রয়ের অবস্থা ঠিক করা, এবং এটি সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে যেখানে পণ্যগুলি ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। "ব্যবহারের জন্য" শব্দের তাৎপর্য কী, যথাসময়ে বিবেচনা করা হবে। তবে এটি ছাড়াও, এটি পণ্যের সরবরাহ যা সংবিধান দ্বারা গৃহীত হয়েছে বিক্রয়ের পরিস্থিতি নির্ধারণের নির্ধারক কারণ হিসাবে, বিক্রির চুক্তি নয়, পণ্যের স্বত্ব পাস করা বা বিক্রয়ের অন্যান্য উপাদান নয়, এবং এই জন্য ভাল কারণ আছে। যেখানে একটি বিক্রির চুক্তি চিঠিপত্রের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় যেমনটি সাধারণত যখন লেনদেনটি একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের হয়, চুক্তিটি কোথায় সমাপ্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে কঠিন প্রশ্নগুলি উঠে আসে। একইভাবে, পণ্যের মধ্যে সম্পত্তি পাস করার ধারণাটি মূলত আইনগত এবং কদাচিৎ আইনি সূক্ষ্মতা এবং পরিমার্জন দ্বারা অস্পষ্ট নয়, এবং এটি অনুমেয় যে তাদের মধ্যে কোনটিতে স্বত্বটি পাস হয়েছে তা নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু ডেলিভারি হল একটি বিষয়, যেটা নিয়ে কোন বিতর্ক থাকা উচিত নয় এবং এটি ২৮৬(১)(ক) ধারার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ব্যাখ্যাটি বিক্রয়ের লেনদেনের নির্ধারক উপাদান হিসাবে ডেলিভারি বেছে নেওয়া উচিত। এখন, প্রশ্ন হল উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা

আপীলকারীর বিবাদ যে ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র বিক্রয়কারী রাষ্ট্রকে বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য কাজ করে,এবং যে এটি ডেলিভারি রাষ্ট্রকে কর আরোপ করার জন্য কোন কর্তৃত্ব প্রদান করে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুস্পষ্ট আপত্তি একবারে বলা যেতে পারে। যদি ব্যাখ্যাটি বিক্রয়কারী রাজ্য ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রয়োগ না করে, তবে এটি অবশ্যই অনুসরণ করবে যে ডেলিভারি রাষ্ট্র সহ অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের ব্যাখ্যা দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে কর আরোপের ক্ষমতা থাকবে এবং এটি একাধিক ট্যাক্সেশন এর অ্যাটেনডেন্ট ইভিআই এর সাথে সংযোগ তত্ত্বকে কার্যকর করবে। এই বিতর্কে, অতএব, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) যা করতে চলেছে তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া উচিত। একটি নির্মাণ যা এই ধরনের উপসংহারে নিয়ে যায় তা গ্রহণ করা যায় না যদি না এর জন্য উপযুক্ত কারণ থাকে। ঐ কারণগুলো কি? এটা অনুরোধ করা হচ্ছে যে অনুচ্ছেদ ২৮৬৯(১)(ক) নয়, শর্তে, বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার জন্য রাজ্যকে একটি ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য,যে, অন্যদিকে, এটি রাজ্যে এই জাতীয় শক্তির প্রাক-অস্তিত্ব অনুমান করে। এবং তারপরে এটিকে সীমাবদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান, যে মূল বিধানগুলি যা করের ক্ষমতা প্রদান করে তা হল এন্ট্রি ৫৪ এর তালিকা ॥ এবং অনুচ্ছেদ ২৪৬(৩), যে বিধানগুলির অধীনে যখন কোনও রাজ্যের কর দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই, তখন অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) (ক) এর কোনও প্রয়োগ থাকতে পারে না কারণ সেখানে যা নেই তা সীমাবদ্ধ করার কোনও প্রশ্ন নেই, এবং এটি করতে পারেনি, তাই , এটিকে এমন একটি ক্ষমতা প্রদানের জন্য কাজ করে। এই অবস্থানের সমর্থনে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) ফর্মের উপর নির্ভর করা হয়েছে যে কোনও রাজ্যের কোনও আইন বাইরের উপর কর আরোপ করবে না। এই প্রেসক্রিপশন, এটি যুক্তিযুক্ত, নিছক নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক এবং এর বিষয়বস্তুতে ইতিবাচক এবং সৃজনশীল নয়।

কিন্তু এই বিতর্কটি ব্যাখ্যাটিকে যথেষ্ট প্রভাব দেয় না যা বস্তুগত এবং ইতিবাচক আকারে, এবং এটি আইনটির উদ্দেশ্যকে পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করতেও ব্যর্থ হয়। অনুচ্ছেদের ২৮৫(১) (ক)-এর উদ্দেশ্য-এবং এটি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই- একাধিক কর এড়ানো এবং যা। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, ব্যাখ্যা অনুসারে একটি রাজ্যে বিক্রয়ের অবস্থা ঠিক করে অর্জন করতে চাওয়া হয়েছিল।আইনের স্কিমটি অবশ্যই , তার স্বভাব দ্বারা, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই দিক আছে।

যতদূর এটি নির্ধারণ করে যে কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে কোনটি কর দিতে পারে-এবং এটি ব্যাখ্যায় তা করে- এটি তার দিক থেকে ইতিবাচক, এবং যতদূর এটি অন্যান্য রাজ্যকে কর আরোপ করা থেকে নিষিদ্ধ করে-এবং এটি করে এটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক)-এর মূল অংশ- এটি তার দিক থেকে নেতিবাচক। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর মূল অংশ, এবং ব্যাখ্যা একত্রে একটি একক উদ্দেশ্যের সাথে অভিযুক্ত একটি একক আইনের অংশগুলি গঠন করে এবং এটিকে নেতিবাচক বা ইতিবাচক চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করা শুধুমাত্র একটি আংশিক হতে পারে এবং সত্য অবস্থানের সঠিক বিবৃতি নয়। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) অনুমান করে যে রাজ্যে সামগ্রিকভাবে কর দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এবং তারপর এটি সীমাবদ্ধ করতে এগিয়ে যান। কিন্তু ব্যাখ্যাটিকে চরিত্রগত দিক থেকে ইতিবাচক বলে বোঝানো এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মাল্টিপল ট্যাক্সেশনের সমস্যা, যা এড়ানো আইনের উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন বিক্রয় একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের হয়, এবং যখন ব্যাখ্যা কার্যকর করে যে এই ধরনের ক্ষেত্রে বিক্রয় ডেলিভারি রাজ্য সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে, , এটি অবিলম্বে একটি স্বীকৃতি এবং সংবিধানের একটি ঘোষণা যে ডেলিভারি যথেষ্ট সংযোগ যার উপর রাজ্য এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে বিক্রয়ের উপর কর দিতে পারে। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল বিতর্কের ক্ষেত্র থেকে প্রশ্নটি সরিয়ে ফেলা এবং একবারের জন্য এটি নিষ্পত্তি করা।এইভাবে এটি একটি ইতিবাচক আইন এবং কম নয়, কারণ এটি চরিত্রগতভাবে ঘোষণামূলক এবং এটি সীমাবদ্ধ যে এটি প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত অন্যান্য নেক্সির ভিত্তিতে করের ক্ষমতা কেড়ে নেয় যা অন্যান্য রাজ্যের এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে থাকত। ব্যাখ্যাটি একটি নতুন এবং মূল শক্তি প্রদান করেছে কিনা বা এটি একটি বিদ্যমান শক্তিকে নিশ্চিত করেছে কিনা তা নিয়ে সূক্ষ্ম বিতর্কে প্রবেশ করে কোন উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে না, উভয় ক্ষেত্রেই, কর প্রদানের রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

ব্যাখ্যাটির ফর্মের দিকে তাকালে, এটি দৃঢ়ভাবে ইতিবাচক যে এটি ঘোষণা করে যে বিক্রয়টি ডেলিভারি রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং এটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের মূল অংশটি যার সাথে এটি সংযুক্ত করা হয়েছে তা নেতিবাচক।অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর মূল অংশের নেতিবাচক থেকে পরিবর্তন হয়েছে

ব্যাখ্যাটির ইতিবাচক দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এবং আপীলকারী খসড়ার পক্ষ থেকে অসাবধানতা এবং শ্লীলতা ব্যতীত এর জন্য কোন কারণ প্রস্তাব করতে পারেনি।

২৮৬ ধারার প্রান্তিক নোটটিও উল্লেখ করা হয়েছিল ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র চরিত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তা দেখানোর জন্য।ঠাকুরাইনে বলরাজ কুনওয়ার বনাম রায় জগৎ পাল সিং (১) লর্ড ম্যাকনাঘটেন পর্যবেক্ষণ । পার্লামেনটের একটি ইংরেজি আইনে প্রান্তিক নোটের চেয়ে ভারতীয় মূর্তিতে প্রান্তিক নোট দেওয়ার কোন কারণ নেই বলে মনে হয়।

"আমি কখনই জানতাম না যে একটি সংশোধনী সেট করা হয়েছে বা একটি হয়েছে বা একটি ধারার প্রান্তিক নোটগুলির উপর আলোচনা করা হয়েছে। হাউস অফ কমন্সের একটি প্রান্তিক নোটের সাথে কিছুই করার নেই"। নিক্সন বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল(') এ লর্ড হ্যানওয়ার্থ, এম.আর.-এর পর্যবেক্ষণও দেখুন। এই যুক্তি ভারতীয় 'সংবিধিতে প্রান্তিক নোটের সমান শক্তির সাথে প্রযোজ্য। আমার মতে, অনুচ্ছেদ ২৮৬ (১)(ক) প্রান্তিক নোট ব্যাখ্যা করার জন্য উল্লেখ করা যাবে না।সংবিধানের শব্দের সরল অর্থ কেটে ফেলা স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য।"আয়কর কমিশনার, বোম্বে বনাম আহমেদভাই উমরভাই এবং কোং (৪)।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল তার যুক্তির সময় ব্যাখ্যার সুযোগ সম্পর্কে আরও দুটি মতামত এখন লক্ষ্য করা উচিত। একটি হল ব্যাখ্যাটি বিক্রয়কারী রাজ্যকে এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে ট্যাক্স করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে না তবে ডেলিভারি স্টেটকে ট্যাক্সের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে। এবং অন্যটি হল যে ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র বিক্রি এবং ডেলিভারি রাষ্ট্রের প্রতিযোগী দাবির নিষ্পত্তি করে এবং এর ক্ষমতাকে অস্পৃশ্য রাখে।

(১) ৩১ I.A. ১৩, ১৪২, ১৪৩. (২) [১৮৭৯] ১১ চ. ডি. ৪৪৯, ৪৬১।

(৩) [১৯৩০] ১ চ. ৫৬৬, ৫৯৩. (৪) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৩৩৫, ৩৫৩।

অন্যান্য রাষ্ট্র সংযোগ তত্ত্বের ভিত্তিতে কর আরোপ করে। এই মতামতগুলির কোনটিই আমাদের আগে কোনও পক্ষ দ্বারা চাপানো হয়নি, এবং উভয়ই এই আপত্তির জন্য উন্মুক্ত যে তারা একাধিক কর আরোপ করবে, যা এড়ানোর ব্যাখ্যাটির উদ্দেশ্য ছিল এবং ফলস্বরূপ প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ফলস্বরূপ, আইনের উদ্দেশ্য বা এর ভাষাকে বিবেচনা করা হোক না কেন, ডেলিভারি স্টেট দ্বারা কর আরোপের অনুমোদনের জন্য ব্যাখ্যাটি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে।

৩. আপীলকারীর দ্বারা পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে ধারা ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যা দ্বারা কভারকৃত বিক্রয় অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এ থাকা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ এই ধরনের বিক্রয়ের উপর চার্জ আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে অভিযুক্ত আইন অবৈধ এবং বাতিল। এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার সুযোগ কী এবং এটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা। ব্যাখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছে যে করের উদ্দেশ্যে একটি বিক্রয়ের অবস্থা হল ডেলিভারি এবং বিক্রয়কারী রাষ্ট্র নয়, তার শর্ত অনুসারে, শুধুমাত্র একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিক্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারে, এবং এটি সেই ভিত্তি যার উপর ভিত্তি করে আপিলের পক্ষে উভয় পক্ষের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। ধারা ২৮৬(২) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য চলাকালীন বিক্রয়ের উপর কর আরোপ নিষিদ্ধ করে। সুতরাং, যে ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি পরিচালিত হয় সেটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকার মধ্যে পড়ে এবং তাদের মধ্যে দৃশ্যত একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের কর দেওয়ার ক্ষমতা কীভাবে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সে বিষয়ে তিনটি মতামত সামনে রাখা হয়েছে:

(ক) ব্যাখ্যাটি ডেলিভারি স্টেটে বিক্রয়ের অবস্থা ঠিক করে। এটি সেই রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের বাইরে বিক্রি হয়ে যায়। তদনুসারে এটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রি হওয়া বন্ধ করে এবং একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয়ে পরিণত হয় এবং তাই এটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের আওতার বাইরে; এবং ব্যাখ্যার অধীনে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য ডেলিভারি স্টেটের ক্ষমতা অপ্রভাবিত থাকে। বোম্বে রাজ্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ভারত) লিমিটেড (১) এর বেশিরভাগ বিদ্বান বিচারকদের দ্বারা এটিই নেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ীএটিতে, ব্যাখ্যা এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

(খ) যে বিক্রয়ের জন্য ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময়, এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের কভারেজের মধ্যে পড়ে, এবং এইভাবে দুটি বিধানের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে, তবে ব্যাখ্যাটি একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে কাজ করে বিষয়, এবং সেইজন্য "জেনারেলিয়া স্পেশালিবাস" অহংকারকারী নীতির উপর অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর বিরুদ্ধে প্রবল, এবং এর অধীনে কর দেওয়ার ক্ষমতা প্রভাবিত হয় না। বোম্বে রাজ্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ভারত) লিমিটেড (১)-এ মাননীয় বিচারপতি, ভগবতী।

(গ) যে বিক্রয়ের জন্য ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময়, এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং যতক্ষণ না সংসদ সেখানে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়, তাদের উপর কোন কর আরোপ করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, দুটি বিধান অপ্রতিরোধ্যভাবে দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে, এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) অবশ্যই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রাধান্য পাবে যদি না এটির কার্যক্রম সংসদীয় আইন দ্বারা বাতিল করা হয়। বোম্বে রাজ্য বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ভারত) লিমিটেড (১), এবং ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্য বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম কারখানায় (২) মাননীয় বিচারপতি, দাস। এইভাবে নির্ধারণের বিষয়গুলি হল অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ আছে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে তাদের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে। এটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, প্রথমে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে অবস্থানটি কী ছিল এবং পরবর্তীতে সংবিধানের বিধানগুলির দ্বারা এটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা পরীক্ষা করা দরকার।

ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে, প্রদেশগুলির তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৪৮-এর অধীনে পণ্য বিক্রয়ের উপর করের ক্ষেত্রে এবং এন্ট্রি ২৭-এর অধীনে, তার অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল। প্রদেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোনও প্রবেশপত্র ছিল না যদিও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে তালিকা ।-এ গণনা করা হয়েছিল। বা আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও বিধান ছিল না যদিও ধারা ২৯৭ এর অধীনে কিছু বিধিনিষেধ রাখা হয়েছিল। সঙ্গে প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা এর রেফারেন্স।

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯। (২) [১৯৫৪]এস.সি.আর. ৫৩।

একটি বাণিজ্য ধারণা, যেমনটি এখন আমাদের কাছে রয়েছে, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর কাছে অজানা ছিল। এটি প্রথমবারের মতো অংশ হিসাবে এসেছিল। সংবিধানের এর প্রকৃত সুযোগ বোঝার জন্য, আইনের অন্যান্য ব্যবস্থায় এর প্রভাব এবং ঘটনাগুলি পরীক্ষা করা বৈধ এবং প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয়। আমেরিকান সংবিধান হল বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত ফেডারেল সংবিধান, এবং এটিকে যে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে হয়েছিল তা ছিল অনেক ফেডারেল সরকারকে তখন থেকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কমার্স উচ্চ বিদ্যালয় তার উল্লেখযোগ্য বিধানগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ এবং অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ আইন, ১৯০০ এর প্রণয়নকারীদের আগে ছিল। আমাদের সংবিধানও এটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এটি কার্যকর হবে এটি বর্তমান বিতর্কের উপর কি আলো ফেলে তা দেখতে এটি পরীক্ষা করুন।

আমেরিকাতে সংবিধানের অধীনে অর্পিত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের জন্য কংগ্রেসের কর্তৃত্ব সর্বোচ্চ। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে, রাজ্যগুলি সংবিধানে থাকা বাধাগুলির সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার প্রয়োগে রাজ্যগুলি বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের উপর কর আরোপ করার আইন প্রণয়ন করে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এর ধারা ৮ এর অধীনে, "রাজ্যগুলির মধ্যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার" ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত। এইভাবে, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য রাজ্যের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে থাকলেও, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কংগ্রেসের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে। একটি প্রশ্ন যেটি আদালতের সামনে প্রায়শই সিদ্ধান্তের জন্য এসেছিল তা ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় একটি রাজ্যে আসা পণ্যগুলির প্রসঙ্গে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যগুলির আছে কিনা এবং এটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের উপর নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে যদি বিক্রয় রাজ্যের মধ্যে ভোগের উদ্দেশ্যে এটি তার চরিত্রে গার্হস্থ্য হয়ে উঠেছিল, এবং রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং কর দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে পড়েছিল, তবে এটি যদি পুনঃবিক্রয়ের মতো ভোগ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে হয় তবে তা ছিল আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের কোর্স, এবং একা কংগ্রেসেরই এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের এখতিয়ার ছিল পেনসিলভেনিয়ায়

গ্যাস কোং বনাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (১) প্রশ্নটি ছিল নিউইয়র্কের একটি আইনের বৈধতা সম্পর্কে যে হারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যা রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রির জন্য চার্জ করা যেতে পারে। গ্যাসটি বাইরে থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রাজ্যে পরিবহণ করা হয়েছিল, এবং সেই অনুযায়ী এই প্রবিধানটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছিল এবং তাই এটি "প্রযোজ্য সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে" ছিল কিন্তু রাজ্য আইনটি বৈধ ছিল কারণ "রাজ্য কমিশন যে জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নিয়েছে, আন্তঃরাজ্য সংক্রমণের অংশ, সেটি তার প্রকৃতিতে স্থানীয়, এবং নিউ ইয়র্ক। রাজ্যের জেমসটাউন শহরের মধ্যে স্থানীয় গ্রাহকদের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত" মিসৌরি প্রাক্তন রইএল. ব্যারেট বনাম কানসাস ন্যাচারাল গ্যাস কোং. (২), ঘটনাগুলি একই রকম ছিল ব্যতীত যে বিক্রয়গুলি রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য নয় কিন্তু পুনঃবিক্রয়ের জন্য ছিল। এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই বিক্রয়গুলি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের চরিত্র বজায় রেখেছিল এবং বাণিজ্য ধারার মধ্যে পড়েছিল। আরও দেখুন পাবলিক ইউটিলিটি কমিশন বনাম অ্যাটলবোরো স্টিম অ্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানি (৩)। এই সিদ্ধান্তগুলির অন্তর্নিহিত নীতিটি এই বলে মনে হবে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে যে পণ্যগুলি পরিবহণ করা হয় সেগুলি অবশ্যই তাদের যাত্রার শেষের দিকে আসতে হবে যখন সেগুলি খাওয়া হয় এবং তাই, ভোগের জন্য বিক্রয় তাদের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আন্তঃ-প্রক্রিয়া থেকে বের করে দেয়। কিন্তু যদি পণ্যগুলি পুনঃবিক্রয়ের জন্য বিক্রি করা হয়, তবে সেগুলি এখনও আন্তঃরাজ্য যাত্রায় চলছে এবং সেইজন্য বাণিজ্য ধারা প্রযোজ্য। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের রেফারেন্স সহ একটি আইন প্রণয়ন করে। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় কিন্তু স্থানীয় ব্যবহারের জন্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণকারী আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাজ্যগুলির ছিল কিনা এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করে, সুপ্রিম কোর্ট প্যান-হ্যান্ডেল ইস্টার্ন পাইপ লাইন কোং বনাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনে অনুষ্ঠিত ভারতের (৪) যা তাদের ছিল এবং পর্যবেক্ষণ করেছে:

"সেই সময়ের আগে (১৯৩৮) এই আদালত একাধিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমদানিকৃত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা থেকে উদ্‌ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিল প্রাকৃতিক গ্যাস।

(১) ২৫২ মার্কিন ২৩; ৬৪ এল. এড. ৪৩৪। (২) ২৬৫ ইউএস ২৯৮; ৬৮ এল. এড. ১০২৭।

(৩) ২৭৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ৮৩; ৭১ এল. এড. ৫৪৯। (৪) ৩৩২ ইউএস ৫০৭; ৯২ এল. এড. ১২৮।

গল্পটি পর্যাপ্তভাবে বলা হয়েছে এবং আমরা এটি আবার পর্যালোচনা করা বা সমস্ত সিদ্ধান্ত বা তাদের ভিত্তিগুলির পুনর্মিলনের চেষ্টা করা বন্ধ করি না। এটা বলাই যথেষ্ট যে ১৯৩৮ সাল নাগাদ আদালত অনুমতিযোগ্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র এবং যেখানে রাজ্যগুলি অনুপ্রবেশ করতে পারে না তার মধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিল। পূর্বের মধ্যে স্থানীয় ভোক্তাদের কাছে আন্তঃরাজ্য সরাসরি বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরেরটি, স্থানীয় বিতরণকারী সংস্থাগুলির কাছে আন্তঃরাজ্য পরিষেবা, পুনঃবিক্রয়ের জন্য"।

এটি আরও বলে যে কংগ্রেসের আইনটি নিজেই "পুনর্বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় এবং ভোগের জন্য সরাসরি বিক্রয়ের মধ্যে" সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্থক্যের স্বীকৃতি। এই সিদ্ধান্তটি সম্প্রতি প্যানহ্যান্ডেল ইস্টার্ন পাইপ লাইন কোং বনাম মিশিগান পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (১) অনুসরণ করা হয়েছে। আমেরিকান আইনে চারটি প্রস্তাবনাকে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে:

(i) রাজ্যগুলির আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে৷

(ii) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কংগ্রেসের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে একটি বিষয়।

(iii) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় যে বিক্রয় হয় তা স্থানীয় চরিত্রে এবং রাজ্যের এখতিয়ারের মধ্যে, যদি সেগুলি রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য হয়।

(iv) যেখানে এই ধরনের বিক্রয় পুনঃবিক্রয়ের মত খরচ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে হয়, তারা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয় হিসাবে তাদের চরিত্র বজায় রাখে এবং কংগ্রেসের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে থাকে।

এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের বিধানগুলি এখন উল্লেখ করা যেতে পারে:-

(ক) রাজ্যগুলির মধ্যে এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে বিক্রয় কর আরোপ করার এবং এন্ট্রি ২৬-এর অধীনে রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া এখতিয়ার রয়েছে৷ ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ দ্বারা এই বিষয়গুলির বিষয়ে আইনী ক্ষমতা প্রদেশগুলিকে অর্পণ করা হয়েছিল এবং এই ক্ষমতাগুলি সংবিধান দ্বারা রাজ্যগুলিতে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(খ) অনুচ্ছেদ ৩০১ আইন করে যে ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য বিনামূল্যে হবে, এবং তালিকা I-এর এন্ট্রি ৪২-এর অধীনে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে

(১) ৩৪১ ইউএস ৩২৯; ৯৫ এল. এড. ৯৯৩।

মিলন। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এ এই বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুই ছিল না।

(গ) ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার অধীনে, যে রাজ্যে পণ্যগুলি ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয় তার মধ্যে একটি বিক্রয় সংঘটিত বলে মনে করা হয়। এটি আবার সংবিধানে প্রবর্তিত একটি নতুন বিধান।

(ঘ) কোনো রাজ্যের কোনো আইন আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চলাকালীন বিক্রির উপর কর আরোপ করতে পারে না। এটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ যা একটি নতুন বিধান।

আমেরিকা এবং ভারতীয় সংবিধানের অধীনে এই বিষয়ের আইনের পাশাপাশি পড়া, এই সিদ্ধান্ত এড়ানো কঠিন যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা আমেরিকান আইন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। বিষয়ের উপর, এবং তাদের কর্মক্ষেত্রগুলি যথাক্রমে আমেরিকার রাজ্য এবং কংগ্রেসের এখতিয়ারের সাথে মিলে যায় যেমনটি মিসৌরি প্রাক্তন রিলে বর্ণিত হয়েছে৷ ব্যারেট বনাম কানসাস ন্যাচারাল গ্যাস কোং (১), এবং প্যানহ্যান্ডেল ইস্টার্ন পাইপ লাইন কোং বনাম ভারতের পাবলিক সার্ভিস কমিশন (২)।

২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার উপর অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সামনে যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করার জন্য আমি এখন বিবেচনা করব। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হল যে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে থাকা বিক্রয়গুলি চরিত্রগতভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয়, এবং তাই অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকার বাইরে। এটি আইনের ভাষা থেকে যথেষ্ট সমর্থন লাভ করে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর স্কিমটি, যেমনটি ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, এটি একাধিক কর এড়ানোর লক্ষ্যে বিক্রয়ের পরিস্থিতি ঠিক করে এবং সেই উদ্দেশ্যে এটি তাদের দুটি বিভাগে

(১) ২৬৫ ইউএস ৯৯৮; ৬৮ এল. এড. ১০২৭।

(২) ৩৩২ ইউএস ৫০৭; ৯২ এল. এড. ১২৮।

বিভক্ত করে - বিক্রয়ের ভিতরে এবং বাইরে বিক্রয় এবং আইন করে যে একটি রাজ্য বাইরের বিক্রয়ে কর দিতে পারে না। যখন একই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা ঘোষণা করে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় একটি বিক্রয় - যে এটি এর সুযোগ সাধারণ স্থল - এটি অবশ্যই সেই রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা উচিত যেখানে পণ্যগুলি ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়, এর উদ্দেশ্য স্পষ্টতই এটিকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়ের চরিত্র দিয়ে স্ট্যাম্প করা। তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ২৬-এর অধীনে, এটি রাজ্যের এখতিয়ার রয়েছে- রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এবং ব্যাখ্যার ভাষা দিয়ে পড়লে যে এটি দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হয়, এই অনুমানটি অপ্রতিরোধ্য যে সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য আনা হয়েছিল। এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে করের উদ্দেশ্যে রাজ্যের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে সেই বিক্রয়গুলি। ফলাফল হল যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় স্থানীয় ভোগের জন্য বিক্রয়ের রেফারেন্সে, সংবিধানের অধীনে আইনটি আমেরিকাতে ঠিক যা আছে এবং প্রকৃতপক্ষে, মিলটি নিছক দুর্ঘটনাজনিত হতে খুব আকর্ষণীয়। এইভাবে তিনি ধারা ২৮৬(২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই অবস্থানের সংক্ষিপ্তসার করতে পারেন। যে বিক্রয় ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে তা হল আন্তঃরাজ্য বিক্রয়। দুটি বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত ভিত্তি স্বতন্ত্র এবং পৃথক. প্রত্যেকের নিজস্ব গোলকের মধ্যে অপারেশন আছে এবং তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

আপীলকারী বিভিন্ন কারণে এই উপসংহারে বিরোধিতা করেন এবং সেগুলি এখন বিবেচনা করা হবে। প্রথমে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ব্যাখ্যা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) দুটি ভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং তারা ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে শুধুমাত্র ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা আমদানি করার মাধ্যমে, এবং এটি করা যায়নি কারণ এটিকে "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" বলা হয়েছে এবং কারণ এই ধরনের একটি কোর্স ব্যাখ্যার কোনো স্বীকৃত নিয়মে সমর্থিত হতে পারে না। এখন, ব্যাখ্যায় "উপ-দফা (ক) এর উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির তাৎপর্য কী? প্রেক্ষাপটে, এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ২৮৬(১)(খ) অনুচ্ছেদে এর প্রয়োগ বাদ দেওয়া। ধারা ২৮৬(১) দুটি বিষয় নিয়ে কাজ করে, রাজ্যের বাইরে বিক্রয় এবং রপ্তানি ও আমদানির সময় বিক্রয়। আগেরটি উপ-প্রকরণ (ক) এবং পরেরটি উপ-প্রকরণ (বি) এ মোকাবিলা করা হয়েছে। যদি আইনসভার উদ্দেশ্য হয় যে ব্যাখ্যাটি পূর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং পরবর্তীতে নয়, তবে সেই অভিপ্রায়টি প্রকাশ করার সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সুস্পষ্ট মোড হবে আইন প্রণয়ন করা, যেমনটি আছে, যে এটি "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে)" এই সমস্যা দেখা দিত না যদি দুটি বিষয় দুটি ভিন্ন ধারায় যৌক্তিকভাবে মোকাবেলা করা হতো।

হতে পারে যদি এটি করা হত, অনুচ্ছেদটি এটিকে সরলীকরণ করে, নিম্নরূপ চলবে:

"২৮৬। (১) কোনও রাজ্যের কোনও আইন কোনও বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে না, যেখানে এটি সেই রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়।

ব্যাখ্যা: বিক্রয়কে সেই রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত বলে গণ্য করা হবে যেখানে বিক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে পণ্যগুলি ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়

* * * * * * *

২৮৬। (৪) কোনো রাষ্ট্রের কোনো আইন রপ্তানি বা আমদানির সময় বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে না।"

অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) যেমন উপরে খসড়া করা হয়েছে, উপ-ধারা (খ) কে একটি পৃথক ধারায় ছেড়ে দেওয়া এবং ব্যাখ্যায় "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" শব্দগুলি বাদ দেওয়া অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এর আমদানিকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝাবে। (ক) যেহেতু এটি এখন উপ-ধারা (খ) এবং "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির সাথে দাঁড়িয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে দেখাবে যে "উপ-ধারা (ক) এর উদ্দেশ্যে" শব্দের শক্তি ব্যয় হয়ে যায় যখন অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(খ) ব্যাখ্যাটির অপারেশন থেকে বাদ দেওয়া হয়।

কিন্তু তারপরে, এটা দাবি করা হয় যে ব্যাখ্যাটি যে আকারেই বলা হোক না কেন, এটিকে ২৮৬(১)(ক) ধারার বাইরে বাড়ানো যাবে না এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে প্রক্ষেপিত করা যাবে না, এবং এটি করা না হলে এটি ছিল ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে যে বিক্রয় অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর পরিধির বাইরে নেওয়া হয়েছে তা ধরে রাখা সম্ভব নয়। আমার মতে, এই যুক্তিটি বাস্তব যুক্তির একটি ভুল ধারণার উপর অগ্রসর হয় যার উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬ (২) দুটি ভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। আপীলকারীর দ্বারা এই বিরোধটি যে তাগিদ সহকারে চাপা পড়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থানটি কিছুটা বিশদভাবে পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। শুরু করার জন্য, দুটি প্রাসঙ্গিক বিধান বিবেচনা করা হবে হ'ল ব্যাখ্যা সহ অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২)। যা উপাদান নয় তা বাদ দিলে তারা ৩৫ রান করবে অনুসরণ করে:

"২৮৬. (১) কোনও রাজ্যের কোনও আইন কোনও বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে না, যেখানে এটি সেই রাজ্যের বাইরে সংঘটিত হয়।

ব্যাখ্যা: আন্তঃরাজ্যের মধ্যে একটি বিক্রয় বাণিজ্য হল সেই রাজ্যের অভ্যন্তরে যেখানে পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়।

(২) কোনো রাজ্যের কোনো আইন আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করবে না"।

আপীলকারীর যুক্তি যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাপক এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় সমস্ত বিক্রয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাই ব্যাখ্যার আওতায় থাকা বিক্রয়গুলি তার পরিধির মধ্যে পড়ে, শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এবং ব্যাখ্যা, এবং যদি প্রশ্নটি শুধুমাত্র এই দুটি বিধানের একটি নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে এটি অসম্পূর্ণ হত। কিন্তু সেটা অবশ্য অবস্থান নয়। একটি ধারা বা ধারার সাথে যুক্ত একটি ব্যাখ্যা এটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এটির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায় এবং এটি ছাড়া তার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। আইনের দৃষ্টিতে, শুধুমাত্র একটি আইন রয়েছে, যার ধারা এবং ব্যাখ্যা উভয়ই দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। "তারা শরীরে নড়াচড়া করলেই চলে"। সুতরাং, যখন প্রশ্ন হল যে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে বিক্রয়গুলি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত কিনা, তখন সেই অনুচ্ছেদটি কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত ব্যাখ্যা নয় বরং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর সাথে সম্পর্কিত যেটি ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাখ্যা সহ পড়ুন। যদি বিষয়টি এভাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে ফলাফলের অবস্থান এভাবেই বলা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) রাজ্যগুলিকে তাদের অঞ্চলের অভ্যন্তরে কর বিক্রয় করার ক্ষমতা প্রদান করে। ধারা ২৮৬(২) তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করতে নিষেধ করে। ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় যে বিক্রয়গুলি একটি রাজ্যে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয় তা সেই রাজ্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। সকলের সম্মিলিত প্রভাব এই বিধানগুলি হল যে রাজ্যগুলি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় বিক্রয় কর দিতে পারে যদি তারা ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে। এই উপসংহারে পৌঁছানো হয়েছে, এটি ২৮৬ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা পড়ে দেখা যাবে না। (২) এক ধরণের ব্যতিক্রম হিসাবে, তবে সমস্ত বিধানকে স্বাধীন আইনের মর্যাদা দেওয়া এবং ভাষার নির্মাণে কী কী তা নির্ধারণ করে। অপারেশন নিজ নিজ ক্ষেত্র হয়।

এই দৃষ্টিতে, যুক্তি যে ব্যাখ্যাটি যদি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে পড়া যায় তবে এটিও হতে পারে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(খ) এবং ২৮৬(৩) অনুচ্ছেদটি বিবেচনার জন্য ডাকে না। যেহেতু প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদের পাঠের উপর নির্ণয় করার জন্য এর বিভিন্ন অংশের সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা নির্ধারণের একটি, তাই অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) এর ব্যাখ্যা সহ অনুচ্ছেদের ২৮৬(১)(খ) এর পরিধি পরীক্ষা করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। এবং অণুচ্ছেদ ২৮৬(৩)। অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে

বিক্রয় সম্পর্কিত, এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(খ) দেশ থেকে রপ্তানি বা আমদানির সময় বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত, এবং তাদের মধ্যে কোন মিথস্ক্রিয়া হতে পারে না, এবং ব্যাখ্যায় "উপ-দফা (ক) এর উদ্দেশ্যে" শব্দগুলি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(৩) সহ ব্যাখ্যা সহ অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) পড়ার ফলাফল হল যে কর দেওয়ার ক্ষমতা যা রাষ্ট্রের অন্যথায় আছে তা পরবর্তীতে উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রয়োগ করতে হবে, যখন সেখানে এর অধীনে একটি সংসদীয় ঘোষণা। অনুচ্ছেদ ২৮৬(৩) এর প্রভাব হল, এটি লক্ষ করা উচিত, ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং পুরো ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদে প্রসারিত। এটি শুধুমাত্র ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়ের উপরই নয় বরং অবিসংবাদিতভাবে আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের উপরও কাজ করে এবং এটি উভয়কে "জেনারেলিয়া স্পেশালিবাস নন-ডিরোগ্যান্ট" নীতিতে নিয়ন্ত্রণ করে।

পরবর্তীতে যুক্তি দেওয়া হয় যে যে বিক্রির জন্য ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য, তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় একটি সত্য হিসাবে সংঘটিত হয় এবং ব্যাখ্যাটিকে সেই সত্যকে পরিবর্তন করা হিসাবে বোঝানো যায় না, এবং এর প্রকৃত সুযোগ ছিল কেবলমাত্র পরিবর্তন করা। বিক্রয় থেকে ডেলিভারি রাজ্যে বিক্রয়ের অবস্থা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে বিক্রয়কারী রাজ্যের বিন্দু ক থেকে ডেলিভারি রাজ্যের একটি বিন্দুতে প্রবাহিত একটি স্রোত হিসাবে বিবেচনা করে, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ব্যাখ্যাটি যা করেছে তা হল বিক্রয়ের অবস্থাকে বিন্দু ক থেকে বিন্দুতে স্থানান্তরিত করা, যে স্থানান্তর হওয়া সত্ত্বেও স্রোত এখনও ছিল এবং তাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রি বন্ধ হয়নি। সম্মানের সাথে, এই যুক্তির ভুলটি এই ভেবে যে স্থানটি বিন্দু ক থেকে খ তে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়টিকে একটি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি বিক্রয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বলা যেতে পারে শুধুমাত্র যদি দুটি শর্ত একমত হয়: (১) পণ্য বিক্রয়,এবং (২) বিক্রয় চুক্তির অধীনে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সেই পণ্যগুলির পরিবহন। এই উভয় শর্তই সন্তুষ্ট না হলে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় কোন বিক্রয় করা যাবে না। এইভাবে, যদি এক্স, রাজ্য এ -এর একজন বণিক রাজ্য বি -এ যায়, সেখানে পণ্য ক্রয় করে এবং এ -তে পরিবহন করে, নিঃসন্দেহে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে পণ্যের চলাচল রয়েছে। কিন্তু তা বিক্রির কোনো চুক্তির অধীনে নয়। এক্স ৩০১ অনুচ্ছেদের অধীনে পরিবহনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অধিকারের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু আর্টিকেল ২৮৬(২) এর কোন প্রয়োগ নেই, কারণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন বিক্রয় নেই। একই দৃষ্টান্তে, যদি এক্স রাজ্য এ -তে পণ্য পরিবহন করার পরে সেগুলি বিক্রি করে, তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কোনও বিক্রয় নেই। এটা সত্য যে সেখানে বিক্রয় আছে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্যের চলাচলও রয়েছে। কিন্তু সেই আন্দোলন বিক্রির আওতায় পড়েনি, পরিবহনের সময় কোনো বিক্রি হয়নি। সাংবিধানিক আইনে রটশেফারে (১৯৩৯ সংস্করণ) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

"ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রিয়াকলাপগুলি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য গঠন করে যদি চুক্তিগুলি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে পণ্যের চলাচলের বিষয়ে চিন্তা করে বা অগত্যা জড়িত থাকে"।

এইভাবে আইনটি "বাণিজ্য ধারা" (১৯৩২ ইডিএন.) এ গেবিট দ্বারা বলা হয়েছে :---

"একটি আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয় এবং আন্তঃ-রাজ্য বিক্রয়ের মধ্যে বিভাজন রেখাটি বরং সূক্ষ্ম, যদিও পরিষ্কার। যদি পণ্যগুলি পূর্ববর্তী বিক্রয় ছাড়াই একটি রাজ্যে প্রেরণ করা হয়, তবে রাজ্যের মধ্যে যেকোনো বিক্রয় হল আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য.....

এইভাবে বিক্রয় যদি সময়ে পরিবহণে সফল হয়, যতই বন্ধ হোক না কেন, রাজ্য এটির লাইসেন্স দিতে পারে"।

উইলিয়াম টি. ওয়াগনার বনাম সিটি অফ কভিংটন (১) তে, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে রাজ্যে আনা পণ্যগুলির স্থানীয় বিক্রয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অংশ নয়। ১৯৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"অবশ্যই রাষ্ট্রীয় লাইন জুড়ে বাদীর পণ্য পরিবহন নিজেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য;কিন্তু এটা এটা নয় যে কোভিংটন শহর দ্বারা কর আরোপ করা হয়, বা এই ধরনের বাণিজ্য ব্যবসার একটি অংশ যা কর আরোপিত হয়, বা এটির জন্য প্রস্তুতি ছাড়া আরও কিছু নয়। যতদূর ভ্রমণকারী বিক্রেতা উদ্বিগ্ন পণ্য ঠিক পাশাপাশি কেনটা কি রাজ্যের মধ্যে নির্মিত হতে পারে; যে পরিমাণে বাদীরা তাদের পণ্যগুলি

(১) ২৫২ ইউ.এস. ৯৫; ৬৪ এল. এড. ১৫৭।

এই ধরণের বিক্রয়ে নিষ্পত্তি করে, তারা সেগুলিকে স্থানীয় বাণিজ্যের বিষয় করে তোলে; এবং এটি তাই, তারা স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে কোনও অনাক্রম্যতা দাবি করতে পারে না, পণ্যগুলি আসল প্যাকেজে থাকুক বা না থাকুক"।

উপরোক্ত নীতির আলোকে, আপীলকারীর দ্বারা প্রভাবিত বিক্রয়ের আইনগত চরিত্র কী এবং উত্তরদাতা কর্তৃক কর আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে? প্রথমত আছে সত্য যে পণ্যগুলি আসলে বিহারে বিতরণ করা হয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত, এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রণীত অপ্রকৃত ঘটনা রয়েছে যে বিক্রিটি বাংলায় নয়, বিহারে হয়েছিল। যদি বিক্রয় এবং বিতরণ উভয়ই বিহারে হয় তবে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় কীভাবে বলা যায় তা দেখা কঠিন। আপীলকারীর যুক্তি যে, প্রকৃতপক্ষে, বাংলা থেকে বিহারে পণ্যের চলাচল ছিল এবং এটি বাংলা থেকে বিহারে বিক্রির পরিস্থিতির অপ্রকৃত স্থানান্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, এই পরিবর্তনের দ্বারা চরিত্র ও বর্ণকে উপেক্ষা করে। বিক্রয় পরিবর্তিত হয়, কারণ বিক্রয় যেমন পণ্য পরিবহন অনুসরণ করে, এটি ইতিমধ্যে উল্লিখিত নীতি অনুসারে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বলা যাবে না। এই উপসংহারের বিপরীতে এটিকে অনুরোধ করা যেতে পারে যে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যাটি শুধুমাত্র বিক্রয়ের পরিস্থিতি পরিবর্তন করে এবং বিক্রয়ের চুক্তিগুলিকে প্রভাবিত করে না যা বর্তমান ক্ষেত্রে কলকাতায় করা উচিত ছিল। আপীলকারী যখন বিহারের ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আদেশগুলি কার্যকর করেছিলেন, তখন বাংলা থেকে বিহারে পণ্য পরিবহন বিক্রয়ের জন্য উপরোক্ত চুক্তির অধীনে ছিল এবং সেই কারণে বিক্রয় আন্তঃরাজ্য-বাণিজ্যের সময় ছিল। এই ধরনের বিতর্ক অকার্যকর হবে, কারণ এই প্রসঙ্গে "বিক্রয় চুক্তি" অভিব্যক্তিটির অর্থ আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সংজ্ঞায় "ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি" শব্দের মতোই: ইতিমধ্যে উদ্ধৃত প্যাসেজে রটশেফার প্রদত্ত,এবং তারা উভয়ই দর কষাকষির উল্লেখ করে যার ফলে বিক্রয় হয় তা নির্বিশেষে এটি বিক্রয়ের চুক্তির পর্যায়ে আছে কিনা বা এটি এমন একটি বিক্রয় যা শিরোনাম ১০ পণ্যটি ক্রেতার কাছে চলে গেছে। এটি ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ৫(১) ধারায় 'বিক্রয় চুক্তির' সংজ্ঞা। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি চূড়ান্ত এবং সমাপ্ত দর কষাকষি হতে পারে এবং বিহারের ব্যাখ্যা দ্বারা এটি নির্ধারিত হয়েছে, এটি অনুসরণ করে যে কলকাতায় এবং বাংলা থেকে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে কোন দর কষাকষি হতে পারে না।

বিহারের কাছে বিক্রির কোনো চুক্তি ছিল না। আইনের অবস্থান ঠিক একই রকম যদি বিক্রেতা বাংলা থেকে বিহারে তার নিজের অ্যাকাউন্টে পণ্য পাঠান এবং তারপর সেখানে বিক্রি করে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেন, সেক্ষেত্রে তা থেকে আলাদা করা যাবে না উইলিয়াম টি. ওয়াগনার বনাম কভিংটন শহর (১), এবং বিক্রয় স্পষ্টতই আন্তঃরাজ্য হবে। এই উপসংহারটি পণ্যের আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় চলাচলের বাস্তবতাকে নেতিবাচক করে না, এবং ৩০১ অনুচ্ছেদের অধীনে সেই ভিত্তির উপর ভিত্তি করে কোনো অধিকার রাখাকে বাধা দেয় না। এটি শুধুমাত্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের ধারণাকে নেতিবাচক করে, এবং এইভাবে এটিকে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের আওতার বাইরে নিয়ে যায়।

এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ব্যাখ্যাটি কেবল একটি আইনী অপ্রকৃত ঘটনা প্রণয়ন করেছে এবং এটি নির্মাণের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হওয়ার কারণে যে আইনী অপ্রকৃত ঘটনাগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, এই ব্যাখ্যাটি ধরে রাখা এই নিয়মের পরিপন্থী হবে। কেবলমাত্র বিক্রয়ের অবস্থাই স্থানান্তরিত করেনি বরং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের পথও বিলুপ্ত করেছে। কিন্তু উপসংহার যে ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বন্ধ হয়ে যায় তা অপ্রকৃত ঘটনার কোনো সম্প্রসারণের ফলাফল নয় কারণ, ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, আন্তঃরাজ্য পরিবহনের ঘটনা উপেক্ষা করা হয় না। এটি স্থানের অপ্রকৃত স্থানান্তরের আইনি পরিণতি। ইস্ট এন্ড ডেভেলিংস কোং লিমিটেড বনাম ফিনসবারি বরো কাউন্সিল(২)-এ অনুরূপ বিতর্কের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে লর্ড অ্যাসকুইথ কী পর্যবেক্ষণ করেছেন তা উদ্ধৃত করা এই ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

"যদি আপনাকে একটি অপ্রকৃত অবস্থার চিকিত্সা করতে বলা হয় বিষয়গুলিকে বাস্তব হিসাবে, আপনাকে অবশ্যই, যদি না তা করা থেকে নিষেধ করা হয়, সেই সাথে বাস্তবের পরিণতি এবং ঘটনাগুলিকেও কল্পনা করতে হবে যা, যদি বাস্তব অবস্থার মধ্যে থাকে সত্য বিদ্যমান ছিল, অনিবার্যভাবে এটি থেকে প্রবাহিত হয়েছে বা তার সাথে আছে। এই ক্ষেত্রে এর মধ্যে একটি হল ভাড়ার ১৯৩৯ স্তর থেকে মুক্তি। সংবিধিটি বলে যে আপনি একটি নির্দিষ্ট অবস্থা বা ফ্লেয়ার কল্পনা

(১) ২৫১ ইউ.এস. ৯৫; ৬৪ এল. এড. ১৫৭। (২) [১৯৫২] এ. সি. ১০৯, ১৩২।

করতে হবে; এটি বলে না যে এটি করার পরে, সেই অবস্থার অনিবার্য ফলাফলের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আপনার কল্পনাকে ধাক্কা দিতে হবে বা অনুমতি দিতে হবে"।

পরবর্তীতে দাবি করা হয় যে রাজ্যের মধ্যে ভোগের জন্য পণ্য সরবরাহ করা হয় এমন দৃষ্টিভঙ্গি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের মধ্যে নেই তা সেই বিধানটিকে কার্যত অকেজো করে দেবে, কারণ পুনঃবিক্রয়ের মতো ব্যবহার ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে বিক্রয় অবশ্যই খুব কম এবং নগণ্য কেন একজন বিক্রেতাকে খাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়, তার পণ্য একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে নেওয়া উচিত এবং সরাসরি উত্পাদন থেকে নয়? কিন্তু তারপরে, সংবিধান নিজেই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শর্তে স্বীকৃত হয়েছে যে বিক্রয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য যেখানে পণ্যগুলি ভোগের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং বিক্রয় যেখানে সেগুলি পুনঃবিক্রয়ের মতো ভোগ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয় এবং এই পার্থক্যটি কী উদ্দেশ্যে কাজ করে, আপিলকারী ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। এছাড়া কি কি উপকরণ আছে যা দিয়ে আমরা মাটিতে তা ব্রাশ করতে পারি পদার্থ এক না? আধুনিক বড় ব্যবসার উন্নয়নগুলির মধ্যে একটি হল এজেন্সি ব্যবস্থা যার অধীনে মধ্যস্থতাকারীরা নির্মাতাদের সাথে চুক্তি করে, একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বন্টন অধিকারের একচেটিয়া অধিকারের জন্য শর্ত দেয়, ব্যবসার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্যারান্টি দেয় এবং বিক্রয়ের উপর উদার কমিশন দেওয়া হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে, খুচরা বিক্রেতারা শুধুমাত্র ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে পণ্য পেতে পারেন, এবং এমনকি যখন একচেটিয়া অনুদান না থাকে, তখন ব্যবসায় এটি অস্বাভাবিক কিছু নয় যে বড় ডিস্ট্রিবিউটররা খুচরা বিক্রেতাদের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক হারে নির্মাতাদের কাছ থেকে পণ্য পেতে সক্ষম হয়। প্রাপ্ত করতে পারে এবং ফলস্বরূপ, পরবর্তীদের জন্য নির্মাতাদের থেকে ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে সেগুলি কেনা আরও বেশি লাভজনক। এবং এটি তাৎপর্যহীন নয় যে বিক্রয়ের দুটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যটি স্বীকৃত হয়েছে- মারসিয়ালি উন্নত আমেরিকা এখন প্রায় এক শতাব্দী ধরে এবং এই উদ্দেশ্য জন্য স্বীকৃত; এবং কিভাবে এই ধরনের একটি পার্থক্য অমূলক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে?

এটি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল যে এটির অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে বিক্রয়কে বোঝার মতো নয় বলে বোঝানো হবে, তাহলে এমন কিছুই থাকবে না যার উপর এটি কাজ করতে পারে। যুক্তিটি এইভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল: ধারা ২৮৬(১)(ক) বিক্রয়কারী রাজ্যকে, বর্তমান ক্ষেত্রে বাংলাকে, বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করতে

বাধা দেয় কারণ ব্যাখ্যার কারণে, এটি একটি বহিরাগত বিক্রয় হয়ে যায়, এবং যদি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) হয় তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে বিহারকে বিক্রয় গ্রহণ করা থেকে ডেলিভারি স্টেটকে বাধা দিচ্ছে না বলে বোঝানো হবে, তাহলে এমন কোন বিক্রয় নেই যার জন্য এটি আবেদন করতে পারে, এবং এটি কোন উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। এই যুক্তির ত্রুটি হল আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ পরিসরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার মতো চিত্রটি নেওয়ার মধ্যে। কিন্তু তা সঠিক নয়। আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কেবলমাত্র এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্যের প্রবাহের মধ্যে নয় বরং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে তার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে রয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) রাজ্যের করের বোঝা ছাড়াই এই জাতীয় প্রবাহকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এইভাবে, যদি বাংলায় এ বিহারে বি -এর কাছে বিক্রি করে, এবং যদি তার পরিবর্তে বি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য উত্তর প্রদেশ -এ সি-এর কাছে একই পণ্য বিক্রি করে, তাহলে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এবং কোর্সে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য হবে। তার মধ্যে, দুটি বিক্রয় হবে. বাংলা থেকে বিহারে বিক্রির আগে, বাংলা ২৮৬(১)(ক) ধারার অধীনে কর দিতে পারে কারণ বিহারে ডেলিভারি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য নয় বলে এর ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) একটি বার ইন্টারপোজ করবে। বিহার ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে বিক্রয় কর দিতে পারে না, কারণ এটি একটি বাইরের বিক্রয়, ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য নয়৷ বিহার দ্বারা উত্তর প্রদেশ -এ বিক্রয়ের পাশে, বিহার ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের মূল অংশের অধীনে কর দেওয়ার অধিকারী হবে কারণ বিক্রয়টি তার সীমার মধ্যে হয়েছিল৷ কিন্তু ব্যাখ্যার অধীনে এটি তা করতে পারে না, এটি একটি বাইরের বিক্রয় হয়ে যায়। কিন্তু ইউ.পি. ব্যাখ্যার অধীনে বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার অধিকারী হবে কারণ এটি সেই রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য ছিল। সুতরাং, ব্যাখ্যা সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) উভয়ের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের প্রভাব হল যে একমাত্র রাজ্য যেটি বিক্রয় কর দিতে পারে যা পণ্য স্থানীয় ব্যবহারের জন্য বিক্রি করা হয়।

এগুলি আপীলকারীর এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অগ্রসর আপত্তি যে ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয়গুলি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের বাইরে, এবং তারা এটিকে বাতিল করার জন্য যথেষ্ট ওজনের নয়।

এই প্রশ্নটির বিবেচনা অবশ্য ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের প্রকৃত অর্থ এবং সুযোগের জন্য সামনে রাখা অন্য দুটি মতামতের পরীক্ষা ছাড়াই অসম্পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং যেটি দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ভারত) লিমিটেড (১)-তে ভগবতী, জে. দ্বারা নেওয়া হয়েছিল - হ'ল ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় এবং তারা অতএব, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর পরিধির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যেহেতু পরেরটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় সমস্ত বিক্রয়কে কভার করে একটি সাধারণ বিধান, এবং প্রাক্তনটি শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত, ম্যাক্সিম "জেনারেলিয়া স্পেশালিবাস" অপমানজনক প্রযোজ্য, এবং ব্যাখ্যাটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর বিপরীতে প্রাধান্য পায়। এটি লক্ষ্য করা হবে যে এটি তার উপসংহারে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত তবে এটি যে যুক্তির দ্বারা এটি পৌঁছায় তার থেকে এটি পৃথক। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা বিবেচনা করা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কোর্সে বিক্রয় কেবলমাত্র সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার অধীনে স্থানীয় ভোগ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়; যেখানে দ্বিতীয় অনুসারে, তারা রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য যে পণ্যগুলি সরবরাহ করা হয় এবং যেগুলি অন্যান্য উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয় সেগুলি সহ সমস্ত বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, অতএব, ব্যাখ্যা এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে এবং এর সমাধানটি নির্মাণের নিয়মের প্রয়োগে চাওয়া হয় যে সাধারণ বিধানগুলি বিশেষ থেকে অবমাননা করে না। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি, ইতিমধ্যে দেওয়া কারণগুলির জন্য, পছন্দ করা উচিত। কিন্তু ২৮৬(২) অনুচ্ছেদটি যদি এই বিবাদটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় যেখানে পণ্যগুলি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং যেগুলিতে সেগুলি অন্য উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয়, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, তাহলে আপীলকারী কীভাবে উপসংহারে উপনীত হতে পারে তা দেখা কঠিন। মাননীয় বিচারপতি ভগবতী, বোম্বে রাজ্য বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ভারত) লিমিটেড(১)। আপীলকারী স্পষ্টতই একটি সংশয়ের শিংয়ে রয়েছে। যে বিক্রয়গুলিতে পণ্যগুলি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয় তা হয় আর্টিকেল ২৮৬(২) এর বাইরে বা এর ভিতরে পড়ে। যদি তারা অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর বাইরে পড়ে, তবে আপীলকারী সেই বিধানের অধীনে কর থেকে কোনো অনাক্রম্যতা দাবি করতে পারবেন না। যদি সেগুলি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর মধ্যে পড়ে, তাহলে ব্যাখ্যাটি অবশ্যই "সাধারণিয়া স্পেশালিবাস নন ডিরোগ্যান্ট" নীতিতে এর বিপরীতে প্রাধান্য পাবে এবং বিক্রয়ের উপর কর দিতে হবে। এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, আপীলকারী যুক্তি

(১) (১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

দিয়েছিলেন যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এবং দুটি ভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, এবং তাই প্রশ্নে থাকা ম্যাক্সিমটির কোন প্রয়োগ নেই। যুক্তি ছিল যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) বিভিন্ন কোণ থেকে পণ্য বিক্রয় কর দেওয়ার জন্য রাজ্যের ক্ষমতার উপর বেশ কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যেমন, যখন তারা রাজ্যের বাইরে ছিল, অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক); রপ্তানি বা আমদানির ক্ষেত্রে, ধারা ২৮৬(১)(খ); আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২); এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(৩) এর অধীনে সংসদীয় আইন দ্বারা অপরিহার্য ঘোষিত পণ্য সম্পর্কিত; ব্যাখ্যাটি প্রণীত হয়েছিল যে বিক্রয়গুলি বাইরে বা ভিতরে ছিল কিনা এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় ছিল কিনা এবং এর উদ্দেশ্য এবং নীতি দুটি বিধান ভিন্ন, তাদের বিষয়-বস্তু ভিন্ন হতে হবে এবং তাই ম্যাক্সিমটি প্রযোজ্য ছিল না।

আমি এই বিতর্কে কোন জোর দেখি না। এটি নির্মাণের একটি প্রধান নিয়ম যে যখন একটি সংবিধিতে দুটি বিধান থাকে যা একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয় যাতে উভয়ই দাঁড়াতে পারে না, যদি সম্ভব হয় তবে তাদের এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে উভয়কেই প্রভাব দেওয়া যায় এবং শেষ অবলম্বন ব্যতীত একটি নির্মাণ যা উভয়ের একটিকে নিষ্ক্রিয় এবং অকেজো করে তোলে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। এটিই সুরেলা নির্মাণের নিয়ম হিসাবে পরিচিত। এই নিয়মের একটি প্রয়োগ হল যে যখন একটি আইন সাধারণত একটি বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং অন্যটি বিশেষ করে এর মধ্যে থাকা বিষয়গুলির একটির সাথে কাজ করে, তখন সাধারণ আইনটিকে বিশেষের জন্য ফলপ্রসূ হিসাবে বোঝাতে হবে।এর মধ্যে থাকা বিষয়গুলোর প্রতি সম্মান। এখন, নিয়মের কারণ প্রয়োজন যে যখনই দুটি পরস্পরবিরোধী আইন দ্বারা দখলকৃত ক্ষেত্রগুলির ওভারল্যাপিং থাকে তখনই এটি প্রয়োগ করা উচিত এবং যখন এটি দেখানো হয়, তখন এটির প্রয়োগকে বাদ দেওয়া যৌক্তিক হবে না যে কারণে আইনগুলি করা হয়েছে। একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য। এটি পরস্পরবিরোধী বিধানের বিষয়বস্তুর পরিচয়, তাদের উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিকোণের পরিচয় নয় যা ম্যাক্সিম প্রয়োগের জন্য অপরিহার্য। আপীলকারী যেভাবে দাবি করেছেন তাতে সীমিত করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা হয়নি। এখন, এটি আপীলকারীর নিজস্ব বিরোধ যে ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত বিক্রয় অনুচ্ছেদ

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

২৮৬(১)(ক) এর পরিধির মধ্যে রয়েছে এবং তাই এর অধীনে কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, এবং এই ধরনের কর তখনই অনুমোদিত হবে যখন অনুচ্ছেদটি ধরে থাকবে। ব্যাখ্যার উপর ২৮৬(২) সেই উপ-ধারার অধীনে সংসদীয় আইন দ্বারা সরানো হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাখ্যার বিষয়-বিষয়টি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের কভারেজের মধ্যে রয়েছে এবং দুটি বিধান সরাসরি বিরোধপূর্ণ। এই স্ট্যান্ডের সাথে কতটা ধারাবাহিকভাবে আপীলকারী পূর্বোক্ত ম্যাক্সিম এর আবেদনকে প্রতিহত করতে পারে তা দেখা কঠিন। এটা সত্য যে মাননীয় বিচারপতি ভগবতী, বম্বে রাজ্য বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ভারত) লিমিটেড (১) এখন সেই অবস্থান থেকে পিছু হটেছে। কিন্তু সম্মানের সাথে, সেই সিদ্ধান্তে তার যুক্তিতে অপ্রতিরোধ্য যুক্তি রয়েছে এবং এটি আমার কাছে নিজেকে প্রশংসিত করে।

তারপরে, তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে যে বিক্রয়ের জন্য ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময়, এবং সেইজন্য ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের পরিধির মধ্যে পড়ে এবং এর ফলস্বরূপ, বিতরণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা সেইসব বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা যায় না, কারণ এটি সেই অনুচ্ছেদে থাকা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে, এবং যখন সংসদ ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়ন করে তার অধীনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে, তখন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যাটির কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। অপারেশন।মাননীয় বিচারপতি, বোস, বোম্বে রাজ্য বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১) এবং মাননীয় বিচারপতি, দাস, ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন বনাম শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম ফ্যাক্টরি (২) -এ সংক্ষেপে, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা কি আইনের ভাষায় টিকিয়ে রাখা যাবে? ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়নি। অথবা পরবর্তীতে "অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর ব্যাখ্যায় কিছু থাকা সত্ত্বেও" শব্দ নেই। এগুলি আইনসভা দ্বারা ব্যবহৃত সহজ এবং পরিচিত অভিব্যক্তি যখন এটি উদ্দেশ্য করে যে সংবিধিতে একটি নির্দিষ্ট বিধান অন্যটির অধীন বা ওভাররাইড করা উচিত। বা ব্যাখ্যার ভাষায় এমন কিছু নেই যা প্রদান করে যে এটির কার্যপ্রণালী প্রসেনটি নয় বরং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে সংসদীয় আইনের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই সংবিধিবদ্ধ শব্দগুলিতে আমদানি করতে হবে যা সেখানে নেই এবং এর ফলে ব্যাখ্যাটির কার্যকারিতা হ্রাস করতে হবে যা এর শর্তে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাথে সমান কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার।)

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯. (২) [১৯৫৪] এস.সি.আর. ৫৩,

ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইনের ভাষায় প্রকাশ করার মতো কিছুই নেই, এটি দেখতে হবে যে সংবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির একটি নির্মাণের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানা যায় কিনা। আপীলকারী যুক্তি দেন যে এটি হতে পারে, এবং প্রথমত ২৮৬(২) অনুচ্ছেদে সঞ্চয় ধারার উপর নির্ভর করে এবং দ্বিতীয়ত, এটিকে সমর্থন করার শর্তের উপর। সঞ্চয় ধারার উপর ভিত্তি করে যুক্তিটি এভাবে বলা যেতে পারে: ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন বিতর্কের ফলে পরবর্তীটিকে সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর হয়ে উঠত, যদি "সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে এমন ব্যতীত" শব্দগুলি থাকত। সেখানে ছিল না কিন্তু সেই ফলাফলটি সংরক্ষণের ধারা দ্বারা এড়ানো যায় যার অধীনে ব্যাখ্যাটি কার্যকর হতে পারে যখন সংসদীয় আইন ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এই নির্মাণ, এটি তর্ক করা হয়, অনুচ্ছেদের সরল ভাষা এবং উভয় বিধানের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ব্যাখ্যা এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) উভয়কেই কার্যকর করা থেকে দূরে, এই নির্মাণের ফলে তাদের একটি বা অন্যটি ধ্বংস হয়ে যায়। সুরেলা নির্মাণ যা আইনের পক্ষপাতী তা হল একটি যা উভয়কে কার্যকর করে একই সময়ে কিন্তু তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিধান. কিন্তু আপীলকারীর মতে, যদি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ বলবৎ থাকে তাহলে ব্যাখ্যাটি কাজ করতে পারে না এবং যদি ব্যাখ্যাটি পরিচালনা করতে হয়, তাহলে তা কেবল তখনই হতে পারে যখন সংসদ তার অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অবসান ঘটায়। এই নির্মাণ, দুটি বিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উভয়কে অপারেশন প্রদান করা থেকে দূরে, তাদের আপোষহীনভাবে প্রতিকূল করে তোলে এবং তাদের সহাবস্থান ও সহযোগিতাকে অসম্ভব করে তোলে।

ব্যাখ্যা এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের মূল অংশ নির্ধারণের জন্য ব্যাতিক্রম ধারাটি উল্লেখ করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নও উন্মুক্ত। একটি ব্যাতিক্রম ধারা বা একটি ব্যতিক্রমের পরিধি হল যে এটি মূল বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকার মধ্যে কাজ করে যার উপর এটি খোদাই করা হয়েছে।যদিও এটি যোগ করতে পারে না, যখন বলবৎ থাকে, এটি এটি থেকে হ্রাস করতে পারে। অতএব, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) যে ক্ষেত্রটিতে কাজ করবে তা বাড়ানোর জন্য এটি অগ্রহণযোগ্য হবে।। যদি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন দৃষ্টিভঙ্গি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এবং ব্যাখ্যার মূল অংশের নির্মাণে বজায় রাখা যায় না, এটি সংযোজিত ব্যাতিক্রম ধারার জোরে সঠিকভাবে গ্রহণ করা যায় না।

২৮৬(২) ধারার অধীনে যে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে তার প্রকৃতি ও পরিধি নিয়ে আমাদের সামনে যথেষ্ট আলোচনা ছিল। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিষয়টি সন্দেহ ও অসুবিধামুক্ত নয়। তবে একটি বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধানের কোনো বিধানের বিপরীতে চলতে পারে না। এইভাবে, এটি নিজেই বিক্রয়ের উপর একটি কর আরোপ করতে পারে না, যা তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে রাজ্যগুলির একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। বা এটি ২৮৬(১) (ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার লঙঘন করে তার নিজস্ব পছন্দের কোনও রাজ্যকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারে না। এর অপারেশন শুধুমাত্র নেতিবাচক হতে পারে। এটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে। এটা আপীলকারীর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল যে এটি নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট রাজ্যের ক্ষেত্রে এটি করতে পারে এবং এবং আরও যে অপারেশনটিকে সীমিত করার জন্য এটি সমস্ত রাজ্যের স্বার্থের ন্যায়সঙ্গত সমন্বয়ের জন্য উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন করতে পারে।

কিন্তু নির্দিষ্ট পণ্য এবং রাজ্যের জন্য তাদের কার্যকারিতায় সীমিত আইনগুলি অবশ্যই তাদের প্রকৃতিতে, অস্থায়ী আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সময়ে সময়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য উপযুক্ত হতে হবে। যদি সংবিধান প্রণেতাদের মনে এই ধরণের আইন ছিল, কেউ আশা করতেন যে ৩০৭ অনুচ্ছেদ দ্বারা চিন্তা করা কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র ৩০১ থেকে ৩০৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলিই নয়, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে, এবং এটাও একটু আশ্চর্যের কিছু নয় যে এই সমস্ত বছরে এই লাইনগুলিতে কোনও আইন প্রণয়ন করা উচিত ছিল না। যে কোনো ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে একটি অনুমানমূলক আইনের পরিধি এবং প্রভাব সম্পর্কে অনুমান করা অবশ্যই একটি লাভহীন কাজ হতে হবে, এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে একটি আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে একটি ক্ষমতার অস্তিত্বের ব্যাখ্যার প্রকৃত সুযোগ সম্পর্কে কোনও উপসংহারে ভিত্তি করা অনিরাপদ হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর বিধানের উপর ভিত্তি করে বিরোধ এখন বিবেচনা করা উচিত। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এ থাকা যাই হোক না কেন এই বিধানটি কার্যকর হবে তা একইভাবে অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক)-কে ওভাররাইড করে না এবং তাই রাষ্ট্রপতি যখন সেই বিধানের অধীনে একটি আদেশ জারি করেন, তখন ব্যাখ্যাটির সক্রিয়তা থাকবে, এবং তাই এটি অকেজো ছিল না। এই বিতর্কের জন্য, দুটি উত্তর আছে: (১) অনুবিধির অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা আদেশ শুধুমাত্র বিদ্যমান কর অব্যাহত রাখার জন্য কাজ করতে পারে। এটি আরও এগিয়ে যেতে পারে না, এবং ব্যাখ্যায় উল্লিখিত শর্তগুলি সন্তুষ্ট হওয়ার পরেও একটি কর আরোপের অনুমোদন দেয়, যদি প্রকৃতপক্ষে, এটি আগে সংগ্রহ করা না হয়। অতএব, ব্যাখ্যাটির অনুবিধির সক্রিয়তার উপর কোন ব্যবহারিক প্রভাব থাকতে পারে না। যদি, প্রকৃতপক্ষে, একটি সরবরাহ করা রাজ্য সংবিধানের সূচনা হওয়ার আগে একটি কর ধার্য করে থাকে, তবে এটি ব্যাখ্যার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নয় বরং এটি আগে ধার্য করা হয়েছিল এই কারণেই বিধানের অধীনে বৈধ থাকবে। সুতরাং, যেমন ব্যাখ্যার কোন সক্রিয়তা নেই। (২) এটিও উল্লেখ করা উচিত যে সংবিধানের আগে কোনও রাজ্যই প্রকৃতপক্ষে সরবরাহের ভিত্তিতে কর ধার্য করত না এবং তাই রাষ্ট্রপতি আদেশ দিলেও ব্যাখ্যাটির কোনও ব্যবহারিক প্রভাব থাকতে পারে না।

সংবিধান প্রণেতারা সম্ভবত তাদের আগে সমস্ত রাজ্যের বিক্রয় কর আইন রেখেছিলেন, এবং এটি একটি বৈধ অনুমান যে তারা বিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতির আদেশের কারণে কোনও শক্তি বা সক্রিয়তার কারণে ব্যাখ্যাটি নিয়ে ভাবতে পারেনি।

এম. কে. কুরিয়াকোসের পক্ষে আইনজীবী মিঃ তাইকাদ সুব্রামান্য আইয়ার, একজন হস্তক্ষেপকারী, আপীলকারীর এই যুক্তির সমর্থনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদটি নিয়ন্ত্রণকারী বিধান, একটি তৃতীয় শ্রেণীর মামলার পরামর্শ দিয়েছেন যেখানে ব্যাখ্যাটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের সঞ্চয় ধারার অধীনে একটি আইন বা এর বিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতির আদেশ ছাড়া কাজ করতে পারে। তার যুক্তি ছিল এই: ধরুন বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই রাজ্য 'ক'-এ এবং পণ্যগুলি রাজ্য 'খ'-তে অবস্থিত। বিক্রয়ের দলিলটি রাজ্য ক-তে সম্পাদিত হয়, এবং সেই অনুসারে, ক্রেতা রাজ্য খ-তে পণ্যের প্রকৃত সরবরাহ পায়। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) বিক্রয়ের জন্য কোন প্রয়োগ নেই কারণ এর অধীনে পণ্যের আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় চলাচল নেই। কিন্তু ব্যাখ্যার জন্য, রাজ্য ক সেই রাজ্যের অভ্যন্তরে বিক্রির উপর কর দেওয়ার অধিকারী হবে। কিন্তু ব্যাখ্যা এটিকে বাধা দেয়, এবং রাজ্য খ কে এটিকে কর দেওয়ার অধিকার প্রদান করে। এটা যুক্তিযুক্ত, ব্যাখ্যাটি অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে। এই যুক্তির অন্তর্নিহিত অনুমান হল যে পণ্যগুলির সম্পত্তি রাজ্য ক-তে পাস হয়েছিল যখন বিক্রয়ের উপকরণটি কার্যকর করা হয়েছিল, যদিও পণ্যগুলি তখন রাজ্য খ-তে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এটি সঠিক নয়। এটা বলা এক জিনিস যে পণ্যের স্বত্বটি সেই সময়ে পাস হয় যখন বিক্রয়ের উপকরণটি কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি যে স্থানে এটি কার্যকর করা হয় সেখানে এটি চলে যায় তা বলা একটি ভিন্ন জিনিস। একটি রাষ্ট্রের কর আরোপ করার ক্ষমতার বিশেষ উল্লেখের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করে, বিক্রয় হল একটি ব্যবহারিক ধারণা যার সাথে পণ্যগুলি উপভোগ করার এবং নিষ্পত্তি করার অধিকারের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি সমস্ত বিক্রয়-কর আইনের একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যে বিক্রয় কর করার ক্ষমতা চুক্তির সময় যেখানে পণ্যগুলি অবস্থিত সেখানে সংযুক্ত করা হয়।

সাধারণ আইনের অধীনেও, অবস্থান হল যে পণ্যের স্বত্ব যে রাজ্যে পণ্যগুলি বিক্রয়ের সময় অবস্থিত সেখানে পাস হয়। বাদিশে আনিলিন ইউন্দ সোডা ফ্যাব্রিক বনাম হিক্সন (১), সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত পণ্যের রেফারেন্সে ইংল্যান্ডে উভয় পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত বিক্রয় চুক্তি ছিল। পেটেন্ট লঙ্ঘনের জন্য ইংল্যান্ডে পদক্ষেপটি রাখা হয়েছিল, এবং সিদ্ধান্তের বিন্দু ছিল যে এটি সেখানে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনা। বিক্রয় ইংল্যান্ডে থাকলে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণ করা যেত কিন্তু সুইজারল্যান্ডে হলে তা করা যেত না। হাউস অফ লর্ডস দ্বারা এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে বিক্রিটি ইংল্যান্ডে ছিল না এবং এই ক্রিয়াটি হতনা। আইনের অবস্থান এইভাবে ৪২১ পৃষ্ঠায় লর্ড লরবার্ন, এল.সি. দ্বারা বলা হয়েছিল:

"আমি যেমন তাকে বুঝতে পেরেছিলাম, মিঃ ক্রিপস যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিবাদী পেটেন্টের শর্তাবলীর মধ্যে ইংল্যান্ডে এই পণ্যগুলিকে 'বিক্রয়' করেছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে শুধুমাত্র বিক্রয়ের চুক্তি করা 'বিক্রয়' হবে না বা, সমতুল্য অর্থে এবং আরও পরিচিত ব্যবহারে একটি শব্দ ব্যবহার করা, বিক্রি করা হবে না। কিন্তু তিনি বজায় রেখেছিলেন যে যদি বিক্রির চুক্তিটি ইংল্যান্ডে করা হয় এবং এর অনুসরণে পণ্যগুলি, ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্মতিতে, চুক্তি পূরণের জন্য নির্ধারিত হয়, তারপরে লেনদেনটি ইংল্যান্ডে সম্পূর্ণ একটি বিক্রয় হয়ে ওঠে এবং এটি বোঝায় না যে পণ্যগুলি ইংল্যান্ডে বা বিদেশে এই জাতীয় বরাদ্দের সময় ছিল কিনা।

আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারছি না। অনিশ্চিত পণ্য বিক্রির একটি চুক্তি সম্পূর্ণ বিক্রয় নয়, তবে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি। এটিতে অবশ্যই এমন কিছু কাজ যোগ করতে হবে যা বিক্রয় সম্পূর্ণ করে, যেমন ডেলিভারি বা নির্দিষ্ট পণ্যের বরাদ্দ চুক্তিতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি, প্রকাশ বা উহ্য দ্বারা। এই ধরনের বরাদ্দ কার্যকরী চুক্তিকে সম্পূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত করবে।

* * * * * * *

আমার মতে, কোন দেশে সম্মতি দ্বারা পণ্যের বরাদ্দ নেওয়া হবে তা যদি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, তবে এটি যেখানে সম্মতি দেওয়া হয়েছে সেখানে নয়, কিন্তু সেই সময়ে পণ্যগুলি যেখানে অবস্থিত সেখানেই ঘটে।"

(১) [১৯০৬] এ.সি. ৪১৯।

এই পর্যবেক্ষণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলা যায় না যে রাজ্য ক-তে পাস করা পণ্যের স্বত্ব এবং রাজ্য খ ব্যাখ্যার কারণে কর দেওয়ার অধিকার পায়। রাজ্য খ ব্যাখ্যার অধীনে নয় বরং সাধারণ আইনের অধীনে বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা পায়। এই বিতর্কটি, এটি লক্ষ করা উচিত যে, প্রাক্তন অনুমানগুলি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের বাইরের ক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে, এবং অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে কিনা এই প্রশ্নের উপর শুধুমাত্র একটি পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সংবিধানের অন্তর্নিহিত বিস্তৃত নীতিগুলি এবং এক দৃষ্টিকোণ বা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত অসুবিধা বা অসুবিধার বিবেচনার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের দ্বারা সম্বোধন করা যুক্তিগুলিকে উল্লেখ করা এখন প্রয়োজন। আপীলকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ৩০১ অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল ইউনিয়নের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহকে উত্সাহিত করা এবং রাজ্য আইন দ্বারা বাধা ছাড়াই, যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) সেই নীতির অগ্রগতির জন্য প্রণীত হয়েছিল, রাজ্যগুলি দ্বারা কর আরোপ এত বেশি হতে পারে যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের জন্য বোঝা হয়ে উঠতে পারে; সেই অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিকল্পিত স্বাভাবিক পরিস্থিতি, তাই, যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চলাকালীন বিক্রয়ের উপর কোন কর আরোপ করা উচিত নয়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সংসদে সংরক্ষিত এবং এই নীতির সাথে ধারাবাহিকভাবে, অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) কে নিয়ন্ত্রণকারী বিধান এবং ব্যাখ্যাটিকে একটি জরুরী রিজার্ভ হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। উত্তরদাতার উত্তর ছিল যে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করা সংবিধানের উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চলাকালীন বিক্রয়ের একাধিক কর এড়ানো, এবং তাদের কোনো কর থেকে মুক্ত না করা, যে সংবিধান প্রতিটি বিক্রয়ের উপর একটি করে কর আরোপের কথা চিন্তা করে, এবং আপীলকারীর নির্মাণ, যদি গৃহীত হয়, তাহলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের বিপরীতে স্থানীয় বিক্রয়কে অবশ্যই একটি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্থাপন করতে হবে এবং যার ফলে অবশ্যই স্ট্যাটাসের সীমানা জুড়ে স্থানীয় বাণিজ্য ও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

আপীলকারী নিঃসন্দেহে তার যুক্তিতে সঠিক যে সংবিধানটি ইউনিয়নের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যকে মুক্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল যে এর জন্য যে কোনো পর্যায়ে কোনো কর থাকা উচিত নয়, এমনকি যখন পণ্য বিক্রির ফলে তাদের যাত্রা শেষ হয়ে গেছে।

এটি স্পষ্টতই আমেরিকার আইন নয় যেখানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অত্যন্ত উন্নত এবং ঈর্ষান্বিতভাবে সুরক্ষিত। যে সংবিধান আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় একটি বিক্রয়ের উপর একটি করের কথা চিন্তা করেছিল যখন এটি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য হয় ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট। অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে কর থেকে স্বাধীনতা হল স্বাভাবিক শর্ত এবং ব্যাখ্যার অধীনে কর ব্যবস্থা একটি ব্যতিক্রম বলে যুক্তি দেওয়া হল সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা যা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সেই অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের অন্য কোনো বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে, এই ধরনের ইঙ্গিত যেমন আছে, বিপরীত দিকে প্রবণতা। অনুচ্ছেদ ৩০৪(ক) যা অনুচ্ছেদ ৩০১ এর ব্যতিক্রম, আমদানিকৃত পণ্যের উপর একটি কর আরোপের অনুমোদন দেয় যখন স্থানীয়ভাবে উত্পাদিত অনুরূপ পণ্যগুলি রাষ্ট্রীয় করের অধীন হয় তবে শর্ত থাকে যে এই ধরনের আরোপ বৈষম্যমূলক নয়। এটা সত্য, যেমন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দাবি করেছেন যে, অনুচ্ছেদ ৩০৪(ক) এর অধীনে পণ্যের উপর কর ধার্য করা হয় যেখানে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীনে এটি ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেনের উপর ধার্য করা হয়। কিন্তু নীতির প্রশ্নে, বিক্রয়ের লেনদেনের উপর বা পণ্য আমদানির উপর কর আরোপ করা হয়, উভয় ক্ষেত্রেই তা ভোক্তাদের উপর বর্তাবে কি পার্থক্য করবে? এটি স্পষ্টতই স্টেট অফ বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১) এর বেশিরভাগ বিজ্ঞ বিচারকের যুক্তি এবং আপিলকারীর দ্বারা এটির কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, অনুচ্ছেদ ৩০৪(ক) উত্তরদাতার এই যুক্তিকে যথেষ্ট সমর্থন দেয় যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় স্থানীয় বিক্রয়কে বিক্রয়ের চেয়ে খারাপ অবস্থানে রাখার সংবিধানের উদ্দেশ্য হতে পারে না, যা ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্যের সময় বিক্রয় কর থেকে মুক্ত, যখন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে কর দিতে বাধ্য। রাজ্য লাইন জুড়ে একই পণ্যের একজন ক্রেতাকে যা দিতে হবে তার চেয়ে স্থানীয় পণ্যের একজন ক্রেতাকে উচ্চ মূল্য দিতে বাধ্য করার জন্য কোন কারণ বা ন্যায়বিচার থাকতে পারে?

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯, ১০৮৮।

একমাত্র উত্তর যা প্রস্তাব করা হয়েছিল তা হল যে রাজ্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের বিষয়বস্তু সেই সমস্ত পণ্যগুলির এমনকি আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য জাতীয় জীবনে আনন্দের সাথে একটি সম্প্রসারণকারী ফ্যাক্টর, এবং এটি পণ্যের একটি ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যকে বোঝার প্রবণতা দেখে, আপিলকারীর পরামর্শ অনুসরণ করা হলে, খুব কম পণ্য যা রাজ্য কর দিতে পারে, এবং এন্ট্রি ৫৪ সংবিধানের বাইরে থেকে কার্যকর হতে পারে। এছাড়াও, উত্তরদাতার দ্বারা প্রকাশ করা আশংকা রয়েছে-এবং এটিকে কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না- যে যদি আপীলকারীর দ্বারা উত্থাপিত বিবাদ গ্রহণ করা হয়, তবে এটি অবশ্যই স্থানীয় বাণিজ্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে স্থানান্তরিত হতে হবে। যদি সংবিধানের স্কিম, যেমনটি আমি ভাবি, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য বিক্রয় এবং বিক্রয় উভয়কে একই ভিত্তিতে রাখা হয়- এবং এটি ৩০১ অনুচ্ছেদের ভাষায় প্রকাশ করা হয় - এটি অবশ্যই এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে পূর্বেরটি যেমন করের জন্য দায়বদ্ধ, তা অনুসরণ করুন, পরবর্তীটিও একইভাবে করের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া উচিত, এবং এটা অবিকল যা ব্যাখ্যাটি প্রদান করে।

পরবর্তীতে আপিলকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ব্যাখ্যা প্রদানের অধীনে রাজ্যগুলি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় সমস্ত বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার অধিকারী হবে যদি পণ্যগুলি সেখানে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়, বিক্রেতাদের যে সমস্ত রাজ্যে তাদের পণ্য বিক্রি করা হয় সেখানে কর দিতে দায়বদ্ধ হবে, এবং যা তাদের বেশ কয়েকটি রাজ্যে মূল্যায়ন কার্যধারার একটি বিভ্রান্তিকর ভিড়ের বিষয় হবে এবং যেটি অবশ্যই ব্যবসায়িক মণ্ডলীগুলিতে বড় অসুবিধা এবং কষ্টের কারণ হবে। কর মূল্যায়ন এবং সংগ্রহ সম্পর্কিত অপ্রীতিকর আইনের বিধানগুলির প্রতিও আমাদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, এবং এটি দাবি করা হয়েছিল যে তাদের অবশ্যই মূল্যায়নকারীদের যথেষ্ট হয়রানির শিকার হতে হবে। এর বিপরীতে, বিবাদীরা দাবি করেছেন যে এই বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কোন অভিযোগ ছিল না কারণ কর চূড়ান্তভাবে ভোক্তাদের দ্বারা প্রদান করা হবে, এবং অন্যদিকে, যদি আপীলকারীর বিরোধ গ্রহণ করা হয়, রাজ্যগুলিকে বিক্রয় কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হারাতে হবে এবং এটি অবশ্যই তাদের অর্থনীতিকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে।

এটা অবশ্যই মানতে হবে যে ব্যাখ্যাটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করার অনুমোদন দেয় তার পরিধির মধ্যে, অনাবাসিক বিক্রেতারা প্রতিটি রাজ্যে কর আরোপ করতে বাধ্য হবে যেখানে পণ্যগুলি রয়েছে, সেগুলি ভোগের জন্য বিক্রি করা হয়, এবং ফলস্বরূপ তাদের অবশ্যই বিভিন্ন এখতিয়ারে একাধিক মূল্যায়ন কার্যধারার মুখোমুখি হতে হবে এবং এটি অবশ্যই অসুবিধার কারণ হবে। কিন্তু তারপরে, এটি অপরিহার্যভাবে ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত যে এটা কাজ করে কিনা, যখন অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা আপীলকারীর দাবি অনুসারে সংসদীয় আইন দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়, বা এমন আইন ছাড়াই, যেমনটি উত্তরদাতা বজায় রাখে। তাই, ব্যাখ্যার পরিধি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। একটি রাজ্যের বাসিন্দাদের অন্য রাজ্যে অবাধে বাণিজ্য করার অধিকারটি ৩০১ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত এবং সংবিধানের একটি সৃষ্টি, এবং যখন একই সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৮৬(১) ক-এর ব্যাখ্যা দ্বারা আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার বিধান করে, এবং সেই বিধানের ফলাফলের জন্য অসুবিধার অভিযোগ করা হয়েছে এবং এটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক, এটি যৌক্তিক মনে হয় না যে বিক্রেতাদের, অনুচ্ছেদ ৩০১-এর অধীনে সুবিধা নেওয়ার জন্য নির্বাচন করার সময়, তাদের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করা উচিত ব্যাখ্যার অধীনে।

আপিলকারীর বিরুদ্ধে মূল বিষয় হল যে বিক্রেতারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নন, কারণ কর আরোপের ঘটনা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের উপর পড়বে। ব্যাখ্যাটি রাজ্যের মধ্যে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং এই জাতীয় পণ্য বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর প্রকৃতপক্ষে ভোগের জন্য ক্রেতাদের উপর ধার্য করা একটি কর। এটা ঘটতে পারে যে এই ধরনের ক্রয়কারীরা অসংখ্য এবং রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এবং যখন বিক্রি হওয়া পণ্যগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে ওষুধের মতো, তখন তা হতে হবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে কর দেওয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র বিক্রেতার মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোনো প্রশাসনিক যন্ত্র ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে সফল হতে পারে না যখন তাদের নাম লেজিয়ান হয়, এবং যেহেতু বিক্রেতা কেবলমাত্র ভোক্তার কাছে কর প্রেরণ করে, প্রকৃতপক্ষে, তিনি রাজ্যের পক্ষে করের সংগ্রাহক। এটি 'ব্যবহার কর' সংগ্রহে আমেরিকাতে বহুলাংশে গৃহীত অনুশীলন, এবং এর বৈধতা বারবার নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্নে সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত হল যে জেনারেল ট্রেডিং কোং বনাম স্টেট ট্যাক্স কমিশন অফ আইওয়া (১)। সেখানে, আইওয়া রাজ্য একটি বিদেশী কোম্পানির উপর একটি ব্যবহার কর আরোপ করে যা রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য এটি দ্বারা বিতরণ করা পণ্যের ক্ষেত্রে। ট্যাক্স বজায় রাখার ক্ষেত্রে, বিচারপতি, ফ্রাঙ্কফুর্টার পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"পরিবেশককে রাজ্যের কর সংগ্রাহক করা একটি পরিচিত এবং অনুমোদিত যন্ত্র। মোনামোটর অয়েল কোং বনাম জনসন (২), ফেল্ট অ্যান্ড টি. এমএফজি কোং বনাম গ্যালাঘের (৩)"।

আপিলকারীর দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে উপরোক্ত ক্ষেত্রে, বিদেশী কোম্পানিটি রাজ্যের মধ্যে "ব্যবসার স্থান বজায় রাখার একটি খুচরা বিক্রেতা" ছিল। কিন্তু যেহেতু প্রশ্নবিদ্ধ করটি বিক্রয়-কর নয় বরং ক্রেতার দ্বারা প্রদেয় একটি ব্যবহার কর ছিল, তাই এটি সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক হবে যে ডিস্ট্রিবিউটরের রাজ্যের মধ্যে ব্যবসার স্থান ছিল কিনা, এবং এটি সত্যই রায়ে বলা হয়েছে।

এমনকি বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির দিকে তাকালে, ব্যাখ্যাটি যে অসুবিধার কারণ হতে পারে তা অতিরঞ্জিত করা সহজ। বিক্রেতাদের যদি সমস্ত রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই একটি বড় ব্যবসা হতে হবে। এর মানে হল যে তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে, পর্যাপ্ত করণিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক, চিঠিপত্র করণিক এবং আরও অনেক কিছু থাকবে। অন্যান্য রাজ্যে বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের কাছে পণ্য প্রেরণের জন্য নিয়মিত অ্যাকাউন্ট বই বজায় রাখা হবে। এবং এইভাবে, সমস্ত উপকরণ যা রিটার্ন করতে হবে তা ইতিমধ্যেই সেখানে থাকবে। অতিরিক্ত বোঝা এতে থাকবে যে লেজার অ্যাকাউন্টে এন্ট্রি পোস্ট করার সময়, বিভিন্ন রাজ্যের জন্য আলাদা ফোলিও খুলতে হবে। এটি নিঃসন্দেহে বিক্রেতাদের উপর অতিরিক্ত কাজ নিক্ষেপ করা হয়েছে, তবে এর প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেলে, রাজ্যগুলিকে করের একটি সারগর্ভ ক্ষমতা অস্বীকার করা খুব অমূলক। বলা হয় যে বিক্রেতাদের যথেষ্ট হয়রানি করা হবে বিরোধী আইনের বিধানের অধীনে। কিন্তু কেন থাকতে হবে ?

(১) ৩৩২ ইউ. এস. ৩৩৫; ৮৮ এল. এড. ১৩০৯ ।

(২) ২৯২ ইউ.এস. ৮৬; ৭৮ এল. এড. ১১৪১, ১১৪৭, ১১৪৮।

(৩) ৩০৬ ইউ.এস. ৬২; ৮২ এল.এড. ৪৮৮।

এটা অবশ্যই অনুমান করা উচিত যে বিক্রয়-কর কর্মকর্তারা অন্যায্য বা নিপীড়নমূলক কিছুই করবেন না এবং কার্যধারার পূর্ববর্তী পক্ষগুলির মধ্যে চিঠিপত্র উত্তরদাতার পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখায়। সত্য, আইনের কিছু বিধান কঠোর চরিত্রের। কিন্তু তাদের ভয় আছে শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা কর ফাঁকি দেবে এবং এড়িয়ে যাবে, এবং আপীলকারীর মতো ব্যক্তিরা একটি সর্বভারতীয় চরিত্রের বড় ব্যবসা করে এবং নিয়মিত এবং সঠিক হিসাব বজায় রাখে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এখন ছবির অন্য দিকে তাকাই। সংবিধানের আগে, রাজ্যগুলিকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমনকি বিক্রয়ের উপরও কর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং বলা হয়েছে যে তাদের রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই উত্স থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চলাকালীন বিক্রয়ের একাধিক কর এড়ানোর লক্ষ্যে সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) প্রণয়ন করেছে এবং এটি উত্তরদাতার যুক্তি যে এর প্রকৃত ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাটি ভোগের পর্যায়ে সেই বিক্রয়গুলির একটি একক ট্যাক্সের ব্যবস্থা করে। যদি ব্যাখ্যার পরিধি এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের বিষয়ে আপীলকারীর বিরোধ গ্রহণ করা হয়, তাহলে ৩১শে মার্চ ১৯৫১ এর পরে এই কর আরোপ করা যেত না এবং রাজ্যগুলি রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য উত্স হারাতে পারত। সংবিধানে এর বিকল্প কি? কোনোটিই নয়। ফলস্বরূপ, উত্তরদাতার যুক্তি অনুসারে, রাজ্যগুলির বিষয়ে একটি আর্থিক সংকট থাকতে হবে। অবস্থান, অতএব, আমাদেরকে একটি কর আরোপ করার ক্ষমতা থেকে রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করার মধ্যে বেছে নিতে হবে যার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, এবং বিক্রেতাদেরকে তাদের রাজ্যের বাইরে ব্যবসা করে একাধিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অসুবিধার মুখোমুখি করা। সে অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত তা নিয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? অবশ্যই, রাষ্ট্রের দাবি ব্যক্তির চেয়ে প্রাধান্য থাকা উচিত। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে সমস্ত রাজ্য হস্তক্ষেপ করেছে, একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, দৃঢ়ভাবে উত্তরদাতাদের অবস্থান সমর্থন করেছে। সেই ব্যতিক্রম হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। এই রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার অধিকারের জন্য বিরোধিতা করেননি। তার যুক্তি ছিল যে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের কারণে পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার কেউই কর পাওয়ার অধিকারী নয়।

তাই পশ্চিমবঙ্গের হস্তক্ষেপ তার অধিকার রক্ষার জন্য নয়, আইনের সত্যায়নের জন্য, যেমনটি ধারণা করে।

আপীলকারীর পক্ষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় বিক্রয়ের উপর ট্যাক্সের বিষয়টি কেন্দ্রের হাতে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পরে ২৬৯ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যগুলির মধ্যে রসিদ বিতরণের বিধান করা হচ্ছে। আমাদের কর্তব্য হল বিধানগুলিকে যেমন দাঁড় করিয়ে রাখা এবং নীতির প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা না করা যা আইনসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য; এবং যদি আমি আপীলকারীর পরামর্শটি পরীক্ষা করি, তবে এটি কেবলমাত্র বর্তমান বিতর্কের উপর কোন আলো ফেলে এবং সংবিধানের অধীনে বর্তমান অবস্থানে এটি কতটা উন্নতি হবে তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর তালিকা ॥-এর এন্ট্রি ৪৮-এর অধীনে, রাজ্যগুলির পণ্য ও বিজ্ঞাপনের বিক্রয়ের উপর কর আরোপের ক্ষমতা ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময়, সংবিধান প্রণেতারা ইউনিয়ন তালিকায় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব নেন, অবশিষ্টাংশগুলি রাজ্যগুলিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে, রাজ্যগুলিতে কর বিক্রয়ের ক্ষমতা অর্পণ করার সিদ্ধান্তটি ইচ্ছাকৃত ছিল এবং এর জন্য উপযুক্ত কারণ রয়েছে। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা আন্তঃরাজ্যের মধ্যে বিক্রয় হতে পারে। আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের উপর কেন্দ্রের কর নেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। শুধুমাত্র আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সময় কেন্দ্রকে বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হল বিক্রয় কর আরোপ করার এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে বিতরণ করার ক্ষমতাকে বিভক্ত করা। এই ধরনের একটি কোর্সের জন্য, কোন নজির আছে বলে মনে হয় না, কোথাও, যে কোন জায়গায়, এবং এর ব্যবহারিক অসুবিধার পরিচারক সুস্পষ্ট। তদুপরি, আমরা ধরে নিই যে কেন্দ্র আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের কর নির্ধারণের দায়িত্ব নেয়। বর্তমান অবস্থানে এটি কী পার্থক্য করবে? যতদূর বিক্রেতারা উদ্বিগ্ন, তাদের রাজ্যের বাইরের সমস্ত বিক্রয়ের একটি একত্রিত বিবৃতি জমা দিতে হবে যে রাজ্যগুলিতে বিক্রয় কার্যকর হয়েছে সেগুলি অনুসারে বিভক্ত করার পরিবর্তে, এবং এবং বিক্রয় যেখানে সঞ্চালিত হয় যত রাজ্যের পরিবর্তে একটি একক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া হবে।

এটি নিঃসন্দেহে অনেক অসুবিধা এড়াবে। কিন্তু, এখন পর্যন্ত বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা যতদূর উদ্বিগ্ন, অবস্থান এখন ঠিক যা আছে তা হবে। এবং কেন্দ্র কি নীতির ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে কর আদায় বণ্টন করবে? এটি শুধুমাত্র বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্তির ভিত্তিতে হতে পারে। এবং প্রতিটি রাজ্যে ন্যায়বিচার রয়েছে যা তার অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী ভোক্তাদের কাছ থেকে যা উপলব্ধি করা হয়েছে তা দাবি করে। ব্যাখ্যার অধীনে এটি সুনির্দিষ্টভাবে ভোগ করের পরিধি। এইভাবে, আপীলকারীর পরামর্শ, যদি কাজ করা হয়, তাহলে এটি কর আরোপের দায় থেকে মুক্তি পাবে না; এটি শুধুমাত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে অনেকগুলি থেকে একটিতে হ্রাস করবে। অন্য কথায়, ত্রাণটি মৌলিক অধিকারের রেফারেন্সের সাথে নয়, তবে একটি পদ্ধতির বিষয়ে হবে। কিন্তু আপীলকারীর বিবাদ যে অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) ব্যাখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা করের মূল্যায়নের পদ্ধতির বিরুদ্ধে নয়, বরং এটির মূল্যায়নের দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে নির্দেশিত, অস্বস্তিকর যুক্তিটি এটি অস্বীকার করার জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা তাই আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের কর আরোপের বিষয়টি কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত, এই পরামর্শের কোনো ঘাটতি নেই। এমনকি মূল্যায়ন কার্যক্রমের বহুবিধতার ফলে যে অসুবিধার কারণ হতে পারে তার উল্লেখ করেও, এটি এমন একটি যা সংবিধানের বিদ্যমান স্কিমকে ব্যাহত না করে অপসারণ করতে সক্ষম, সংসদ কর্তৃক ৩০৭ ধারার অধীনে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করে একটি আইন প্রণয়ন করে এবং বিক্রেতাদের কাছ থেকে তাদের রাজ্যের বাইরে তাদের সমস্ত বিক্রয়ের একত্রিত বিবৃতি পাওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং রাজ্যগুলির দ্বারা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সেই সংকল্পটিকে চূড়ান্ত করে। এটি, একদিকে, ব্যাখ্যার অধীনে তাদের কারণে বৈধভাবে রাজ্যগুলিকে অর্থ প্রদান করবে এবং একই সময়ে, বহুবিধ কার্যধারার হয়রানি থেকে বিক্রেতাদের রক্ষা করবে। এন্ট্রি ৫৪-এর অধীনে বিক্রয় কর আরোপ করার জন্য রাজ্যগুলির একচেটিয়া ডোমেনে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে এই ধরনের একটি আইনকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কারণ কর আরোপের কর্তৃত্ব রাজ্যের হাতে থাকবে।

এটি বেশ কয়েকটি রাজ্যের আইন যা শর্তগুলির অধীনে এবং যে হারে কর চার্জযোগ্য হবে তা নির্ধারণ করবে। এটি রাজ্যগুলি দ্বারা সেট করা যন্ত্রপাতি যা মূল্যায়ন করবে এবং কর সংগ্রহ করবে এবং এই আদায়গুলি রাজ্যের কোষাগারে তাদের জায়গা খুঁজে পাবে। আইনের প্রভাব শুধুমাত্র প্রমাণের একটি নিয়ম প্রণয়ন করা হবে, যার ভিত্তিতে মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হবে। এ ধরনের আইন সংবিধানের কোনো বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। এটি যোগ করা খুব কমই প্রয়োজন যে এই পরামর্শটি শুধুমাত্র আপীলকারীর দ্বারা উত্থাপিত একটি উত্তরের মাধ্যমে, এবং এমনকি যদি এটি কার্যকর করার পথে সাংবিধানিক অসুবিধা থাকে, তবে এটি এই আপিলের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না, যা সংবিধানের বিধান চালু করতে হবে যেমন তারা দাঁড়িয়ে আছে।

আপিলের পক্ষ এবং হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের দ্বারা সম্বোধন করা যুক্তিগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পরে, আমি স্পষ্টভাবে মতামত দিচ্ছি যে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে থাকা বিক্রয়গুলি, এতে প্রণীত অপ্রকৃত ঘটনার কারণে, আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিক্রয়, যে তদনুসারে তারা অনুচ্ছেদ ২৮৬(২) এর পরিধির বাইরে পড়ে এবং এতে থাকা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই উপসংহারে এসে, আমি প্রশ্নটিকে নতুন করে বিবেচনা করেছি এবং এর নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে মনে করেছি যেন এটি পুনরায় সংহত হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, স্টেট অফ বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১) এই আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা এটি উপসংহারে পৌঁছেছে যেটি আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এটা স্বীকার করা হয় যে যদি এই সিদ্ধান্তটি পরিচালনা করতে হয়, তবে এই পয়েন্টটি আপিলকারীর বিরুদ্ধে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এটা যুক্তিযুক্ত যে এটি ভুল এবং অনুসরণ করা উচিত নয়। এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে এই আদালতের অভিন্ন ইস্যুতে এটির দেওয়া আগের রায় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা আছে কিনা। যেহেতু এই আদালতের সামনে প্রথমবারের মতো সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি উঠে এসেছে, এবং আমাদের ঘোষণাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, আমরা এই বিষয়টির রেফারেন্স সহ অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালে অনুশীলনটি কী তা নিয়ে যুক্তি শুনেছি।

(১) [১৯৫৩] এস. সি. আর. ১০৬৯।

স্ট্রিট ট্রামওয়েজ বনাম লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (১), হাউস অফ লর্ডস দ্বারা আদেশ হয়েছিল যে আইনের প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে হাউসের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এবং যদি এটি ভুল হয়ে থাকে তবে এটি কেবল সংসদের একটি আইন দ্বারা ঠিক করা যেতে পারে। প্রিভি কাউন্সিলের কাছে অনুশীলন অবশ্য ভিন্ন ছিল। রিডসডেল বনাম ক্লিফটন (২), লর্ড কেয়ার্নস এই প্রশ্নটি নিয়ে কাজ করছেন নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"নাগরিক অধিকার, বিশেষ করে সম্পত্তির অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন আইনের প্রশ্নে আপিলের চূড়ান্ত আদালতের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, সাধারণ নিয়ম হিসাবে, সাধারণ নিয়ম হিসাবে, তৃতীয় পক্ষের কাছে চূড়ান্ত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্তগুলি ধরে রাখার শক্তিশালী কারণ রয়েছে। আইন হিসাবে এই দেশে সম্পত্তির অধিকার অনেকাংশে এই ধরনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এবং গঠিত। একবার পৌঁছে গেলে, এই সিদ্ধান্তগুলি আইনের গঠনের উপাদান হয়ে ওঠে এবং মানবজাতির লেনদেনগুলি এই ধরনের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

এমনকি এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও এটা বলা কঠিন যে তারা, তৃতীয় পক্ষের হিসাবে, সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং সব ক্ষেত্রেই একেবারে চূড়ান্ত, কিন্তু সেগুলি অবশ্যই সবচেয়ে বড় দ্বিধা ছাড়াই পুনরায় খোলা উচিত নয়"।

বোর্ডের সামনের মামলাটি ছিল ধর্মীয় আইনের প্রশ্নগুলির সাথে জড়িত এবং এটি আদেশ হয়েছিল যে এই ধরনের ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপগুলি নিজেদের জন্য পূর্বের সিদ্ধান্তটি বিশ্রামের কারণটি পরীক্ষা করতে এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন ছিল। এই প্রশ্নটি বহনকারী কর্তৃপক্ষগুলি প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা পুনঃ স্থানান্তরিত সিভিল সার্ভেন্টস (আয়ারল্যান্ড) ক্ষতিপূরণ (৩) এ কিছু দৈর্ঘ্যে পর্যালোচনা করেছে এবং ফলাফলটি এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে:

"বোর্ড কর্তৃক ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া মামলার পুনঃশুনানির আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অন্তর্নিহিত অযোগ্যতা নেই, এমনকি যখন সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন জড়িত থাকে, তবে এই ধরনের প্রশ্রয় দেওয়া হবে শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে। এটি প্রকৃতির একটি অসাধারণ প্রতিকার"।

অন্টারিও বনাম কানাডা টেম্পারেন্স ফেডারেশন (৪) এর অ্যাটর্নি-জেনারেল-এ এই মতামতটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যেখানে ভিসকাউন্ট সাইমন বলেছেন:

(১) [১৮৯৮] এ.সি. ৩৭৫। (২) [১৮৭৭] ২ পি.ডি. ২৭৬। (৩) [১৯২৯] এ.সি. ২৪২। (৪) এ.এল.আর ১৯৪৬ পি.সি. ৮৮।

"তাদের লর্ডশিপরা সন্দেহ করেন না যে মহামহিমকে নম্র পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বোর্ডের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির সাথে একেবারে আবদ্ধ নয়, হাউস অফ লর্ডস যেমন তার নিজস্ব রায় দ্বারা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, একাধিক অনুষ্ঠানে, ধর্মীয় আবেদনে, বোর্ড পূর্ববর্তী একটি মামলার বিপরীতে পরামর্শ দিয়েছে, যা আরও ঐতিহাসিক গবেষণায় ভুল ছিল। কিন্তু সাংবিধানিক প্রশ্নে এটি অবশ্যই কদাচিৎ হবে যে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাবে যা ধরে নেওয়া যেতে পারে সরকার এবং বিষয় উভয়ের উপরই কাজ করবে"।

সুতরাং, প্রিভি কাউন্সিলের অনুশীলনটি তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবে এটি শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়। জেমস বনাম কমনওয়েলথ (১) তে অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে এটির পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির সঠিকতা পরীক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের অভ্যাস হল যে এটি তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলিকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে বিশেষ করে যখন তারা সাংবিধানিক আইনের প্রশ্নগুলির সাথে সম্পর্কিত। (সাংবিধানিক আইন, ভলিউম ।, পৃষ্ঠা ৭৪ এবং ৭৫-এ উইলবি এবং সেখানে উদ্‌ধৃত মামলাগুলি দেখুন)। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হল যে যদিও আইনের ত্রুটিগুলি সাংবিধানিক বিধানের উপর প্রভাব ফেলে না তা আইন প্রণেতাদের সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে, সাংবিধানিক আইনের প্রশ্নে একটি ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে কেবলমাত্র সংবিধান সংশোধনের জটিল ও কষ্টকর যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে। (স্মিথ বনাম অলরাইট (২) দেখুন)। এই যুক্তি আমাদের সংবিধানের ব্যাখ্যার সাথে জড়িত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উত্তরদাতাদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ১৪১ এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিকে আইনের মর্যাদা দেয় এবং তাই, যদি সেগুলি পরিবর্তন করতে হয় তবে তা কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৪১ শুধুমাত্র আইন করে যে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক, এবং এটি এই আদালতের নিজের পথে দাঁড়ায় না, পূর্বের সিদ্ধান্তকে উল্টে বা পরিবর্তন করে, যেমনটি করা হয়, তখন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিজেই আইন হয়ে যাবে সেই অনুচ্ছেদের অধীনে। অতএব, এই আদালতের দ্বারা প্রদত্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত যথাযথ ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা আছে বলে মনে করার উপযুক্ত কারণ রয়েছে।

(১) ১৮ সি.এল.আর. ৫৪। (২) ৩২১ ইউ.এস. ৬৫৯:৮৮ এল. এড. ৯৮৭।

তখন প্রশ্ন ওঠে কোন নীতির ভিত্তিতে এবং কোন সীমার মধ্যে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে গণনা করা অবশ্যই সম্ভব নয়, এমনকি এগুলিকে কঠোর এবং অনমনীয় নিয়মে স্ফটিক করা উচিত এমনটিও কাম্য নয়। কিন্তু একটি নীতি বাকীগুলির উপরে বিশিষ্টভাবে দাঁড়িয়েছে, এবং তা হল সাধারণভাবে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা থাকা উচিত এবং তা জনগণের সুবিধা এবং সুরক্ষার জন্য। এই প্রসঙ্গে, এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে আইন প্রণয়নের পরে, এটি আদালতের সিদ্ধান্ত যা আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্স গঠন করে। এটি সিদ্ধান্তের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে অধিকারগুলি অর্জিত হয় এবং বাধ্যবাধকতাগুলি ব্যয় করা হয় এবং রাষ্ট্র এবং বিষয়গুলি একইভাবে তাদের কর্মের গতিপথকে গঠন করে। এটি অবশ্যই এই আদালতের সিদ্ধান্তের মূল্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, যদি এই ধারণাটি মনোরঞ্জন করা হয় যে তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত বা চূড়ান্ত কিছুই নেই, যার পরিণতি হতে হবে যদি সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া পয়েন্টগুলি প্রতিবার উত্থাপিত হওয়ার সময় যোগ্যতার ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। এটি উল্লেখ করা উচিত যে যদিও প্রিভি কাউন্সিল বারবার ঘোষণা করেছে যে এটির সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে, কোন উদাহরণ উদ্ধৃত করা হয়নি যেখানে এটি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বিপরীত করেছে। যদি এটি সঠিক অবস্থান হয়, তবে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা হল এমন একটি যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এবং শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত, যেমন যখন আইনের একটি বস্তুগত বিধানকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, অথবা যেখানে একটি মৌলিক ধারণা যার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি ভুল হয়ে যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি সুপারিশ করা হয় না যে আইনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তারা যেমনটি স্টেট অফ বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১)-তে করেছিল, বিজ্ঞ বিচারকগণ আইনের কোন বস্তুগত বিধান উপেক্ষা করেছেন, বা সিদ্ধান্তের মৌলিক বিষয় হিসাবে কোন ভুল ধারণার মধ্যে ছিলেন। আমাদের সামনে আপীলকারীর পক্ষে যুক্তিগুলি ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই বিরোধের পুনরাবৃত্তি যা বিজ্ঞ বিচারকদের সামনে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের দ্বারা নেতিবাচক ছিল।

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

প্রশ্ন তারপর এটি নিজেই সমাধান। আমরা কি তার আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন হতে পারি, কারণ সেখানে নেওয়া একটির বিপরীত একটি দৃষ্টিভঙ্গি বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়? আমি দ্বিধাহীনভাবে নেতিবাচক উত্তর দিতাম, না। কারণ পূর্বে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অমূলক হতে হবে তবে জনস্বার্থে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ঘোষিত আইনটি নিশ্চিত এবং চূড়ান্ত হওয়া উচিত নয় বরং এটি এক অর্থে বা অন্য অর্থে ঘোষণা করা উচিত। আমি মনে করি, অনুচ্ছেদ ১৪১ এর পিছনে এটিই কারণ। আইনের এমন প্রশ্ন রয়েছে যার ভিত্তিতে মতের পার্থক্য এড়ানো সম্ভব নয় এবং বর্তমান মামলাটি নিজেই তার একটি সংকেত উদাহরণ। অনুচ্ছেদ ১৪১ এর উদ্দেশ্য হল যে এই প্রশ্নগুলির উপর এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিতর্কের মীমাংসা করা উচিত, এবং সেগুলি সমস্ত আদালতের দ্বারা আইন হিসাবে অনুসরণ করা উচিত এবং যদি সেগুলি পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া হয় কারণ একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভাল বলে মনে হয় এক, তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪১ অনুচ্ছেদটি প্রণয়ন করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যই পরাজিত হবে, এবং আদালতের কর্মীদের পরিবর্তনের সাথে এই আশায় যে ধারাবাহিক বেঞ্চের সামনে আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে ক্রমাগত আক্রমণের প্রক্রিয়ার অধীনে নিয়ে আসা মামলাকারীদের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা হবে। যা সময় অনিবার্যভাবে আনতে হবে, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পেতে পারে। এই আদালতের মর্যাদা বা এর ঘোষণার মূল্যের জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। জেমস বনাম কমনওয়েলথ (১), এটি লক্ষ্য করা গেছে যে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের দ্বারা নিষ্পত্তি করা একটি প্রশ্ন পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় "একটি নিছক পরামর্শের ভিত্তিতে যে পরবর্তী আদালতের কিছু বা সমস্ত সদস্য একটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যদি ব্যাপারটা রেস ইন্টেগ্রা ছিল অন্যথায়, আইনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতা না থাকার গুরুতর বিপদ হবে" (প্রধান বিচারপতি, গ্রিফিথস, সি.জে. পৃষ্ঠা ৫৮)। এই কারণেই অনুচ্ছেদ ১৪১ এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিকে বিশেষ কর্তৃত্বের সাথে বিনিয়োগ করে, তবে সেই কর্তৃত্বের ওজন কেবলমাত্র আমরা নিজেরাই এটিকে দিতে পারি।

দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম।

(১) ১৮ সি.এল.আর. ৫৪।

ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড আমি আগেই বলেছি যে এই অভিযোগের মধ্যে খুব বেশি উপাদান নেই। অন্যদিকে, ব্যাখ্যাটি বিক্রয়ের উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা প্রদানকারী রাজ্যগুলিকে প্রদান করে এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে, বেশ কয়েকটি রাজ্য উপযুক্ত বিধান সন্নিবেশ করে ১৯৫১ সালে তাদের বিক্রয় কর আইন সংশোধন করে এবং এটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে কয়েক বছর ধরে, কর দেওয়া হয়েছে। এই বিধানগুলির ভিত্তিতে রাজ্যগুলি দ্বারা সংগৃহীত। যদি আমরা এখন ধরে রাখি যে দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (') গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ভুল, তার পরিণতি হবে সংশোধিত বিধানগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা এবং এর অধীনে করা ট্যাক্স সংগ্রহ অবৈধ। রাজ্যগুলি ভবিষ্যতে ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে ট্যাক্স বিক্রয়ের জন্য নিছক ক্ষমতাহীন থাকবে না, তবে তারা অতীতে যা সংগ্রহ করেছিল তা ফেরত দিতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি না যে বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি এবং ঝামেলার শেষ নেই যা এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে হতে হবে- এমন পরিস্থিতি যা কেবলমাত্র সংসদের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে ২৮৬(২) অনুচ্ছেদটি পূর্বমুখী অপারেশনের মাধ্যমে দৃশ্যের বাইরে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে, এবং এই সমস্ত কিছুর কোনো লাভ হবে না। ভোক্তারা যারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিন্তু বিক্রেতারা যারা সংগ্রহের জন্য শুধুমাত্র সংবিধিবদ্ধ মধ্যস্থতাকারী, যাদের মধ্যে কেউ কেউ বিক্রয় সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেছে তাদের রাজ্যের বাইরে ক্রেতাদের কাছ থেকে ট্যাক্স। আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত মনে করি যে আমাদের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা সেই লক্ষ্যে ব্যবহার করা উচিত। এটি অবশ্যই আমার উপসংহার থেকে আলাদা যে ব্যাখ্যা এবং ২৮৬(২) অনুচ্ছেদের সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের ট্যাক্স করার ক্ষমতা রয়েছে। ফলে, এই পয়েন্ট আপিলকারীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৪. আমি এখন আপীলকারীর দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নটি বিবেচনা করব যে বিহার বিক্রয় কর আইনটি এই কারণে অবৈধ যে এটি অপারেশনে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক এবং রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাকে অতিমাত্রায় ক্ষুন্ন করে। এই প্রশ্নে সাংবিধানিক বিধানগুলি হল অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) এবং ২৪৬(৩) যা নিম্নরূপ:

"২৪৫. (১) এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে, সংসদ ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে, এবং আইন-

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ১০৬৯।

একটি রাষ্ট্রের শেষাংশ রাজ্যের সমগ্র বা যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।

২৪৬. (৩) ধারা (১) এবং (২) সাপেক্ষে, প্রথম তফসিলের অংশ ক বা অংশ খ তে নির্দিষ্ট করা যেকোনো রাজ্যের আইনসভার এই জাতীয় রাজ্য বা তার যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥ তে গণনা করা বিষয়গুলি (এই সংবিধানে "রাষ্ট্রীয় তালিকা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)"।

আপীলকারীর বিবাদ হল যে ২৪৫(১) অনুচ্ছেদে "সম্পূর্ণ বা রাজ্যের যে কোনও অংশের জন্য" এবং ২৪৬ (৩) অনুচ্ছেদে "তালিকা ॥-তে গণনা করা যে কোনও বিষয়ে এই জাতীয় রাজ্য বা এর যে কোনও অংশের জন্য" শব্দগুলি, রাজ্য আইনসভার এখতিয়ারের উপর একটি আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করা; যে এই বিধানগুলির অধীনে এটি কেবলমাত্র রাজ্যের মধ্যে ব্যক্তি এবং সম্পত্তির জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং আইনের বিধানগুলি যে পরিমাণে তারা রাজ্যের বাইরে থাকা বিক্রেতাদের উপর কর আরোপ করে তারা অতি ভয়ঙ্কর। এটাও দাবি করা হয়েছিল যে অপ্রত্যাশিত বিধানগুলি তাদের অপারেশনে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ছিল এবং রাজ্য আইনসভার যোগ্যতার বাইরে ছিল। এইভাবে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষমতার প্রকৃতি এবং মাত্রা নির্ধারণের সাথে জড়িত যা একটি রাষ্ট্রকে তালিকা ॥-তে গণনা করা বিষয়গুলির বিষয়ে আইন তৈরি করতে হবে।

এটি প্রয়োজনীয়, শুরু করার জন্য, "বহির্ভূত-আঞ্চলিক অপারেশন" শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ সংজ্ঞায়িত করা। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূখণ্ডের জন্য আইন প্রণয়নের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ার রয়েছে। এই ধরনের আইন রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত নাগরিক হোক বা না হোক, সম্পত্তির, স্থাবর বা অস্থাবর, রাজ্যের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হতে পারে; বা তার সীমানার মধ্যে ঘটে যাওয়া কাজ এবং ঘটনাগুলির। ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিউটসে (১০ তম সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৪৪) আইনটি এভাবে বলা হয়েছে:

"প্রাথমিকভাবে, একটি দেশের আইন হল আঞ্চলিক। সাধারণ নিয়ম হল, অতিরিক্ত টেরিটোরিয়াম জুস ডিসেন্টি ইমিউন নন প্যারেটুর। একটি জাতির আইন তার সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং তার অঞ্চলগুলির মধ্যে কাজ করে"।

"আইনের সংঘাত-আইনের পুনঃস্থাপন" দ্বারা

আমেরিকান আইন ইনস্টিটিউট, অবস্থান এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়:

"৪৭. একজন ব্যক্তির উপর একটি রাষ্ট্রের এখতিয়ার রয়েছে:

(ক) যদি তিনি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে থাকেন,

(খ) যদি তিনি রাজ্যে বসবাস করেন যদিও সেখানে উপস্থিত না থাকেন,

(গ) যদি সে এখতিয়ার প্রয়োগের আগে বা পরে তার উপর এখতিয়ার প্রয়োগে সম্মতি দেয় বা অধীনস্থ থাকে।

৪৮. একটি স্থাবর জিনিস রাষ্ট্রের এখতিয়ারের অধীন যার মধ্যে এটি রয়েছে।

৪৯. একটি চ্যাটেল রাজ্যের এখতিয়ারের সাপেক্ষে যার মধ্যে এটি রয়েছে।

৫৬. রাজ্যের অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত কাজ বা ঘটনাগুলির উপর একটি রাজ্যের এখতিয়ার রয়েছে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কাজ করার আইনগত দায়িত্ব রয়েছে এমন ক্ষেত্রে কাজ করতে সমস্ত ব্যর্থতার উপর।

উপরোক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আইনটি আন্তঃ-আঞ্চলিক, তা সত্ত্বেও এটি রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের উপর কাজ করতে পারে। এইভাবে, অনুপস্থিত-ভূমি মালিকদের জমির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়া একটি রাষ্ট্রের একটি আইন অবশ্যই বিদেশে বসবাসকারী মালিকদের উপর কাজ করবে। কিন্তু কঠোরতার ক্ষেত্রে, এটি বহির্ভূত-আঞ্চলিক আইন নয়, কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে জমি সংক্রান্ত আইন। একইভাবে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া ক্রিয়াকলাপ বা ঘটনার রেফারেন্স সহ একটি আইন বহির্ভূত নয়, যদিও এটি রাষ্ট্রের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হতে পারে। এই ধরনের একটি আইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি আইন বা ঘটনার ক্ষেত্রে একটি। এই আইনগুলি, যদিও আন্তঃ-আঞ্চলিক, কার্যত প্রায়ই ঢিলেঢালাভাবে বহির্-আঞ্চলিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে "বহির্ভূত-আঞ্চলিক অপারেশন" শব্দগুলি একটি রাজ্যের মধ্যে সম্পত্তি বা ক্রিয়াকলাপ বা ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে আইনকে বোঝায় কিন্তু রাজ্যের বাইরের ব্যক্তিদের উপর প্রভাব বা অপারেশন রয়েছে।

অন্য অর্থে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। যখন একটি রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডের বাইরে সংঘটিত একটি আইন বা ঘটনাকে উল্লেখ করে একটি আইন প্রণয়ন করে, তখন এটিকে বহির্-আঞ্চলিক হিসাবে বর্ণনা করা হয় এবং এই জাতীয় আইন আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম দ্বারা বৈধ হিসাবে স্বীকৃত হয় যেখানে এটি তার নিজস্ব নাগরিক এবং ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এর সেবায় সুতরাং, "আইনের দ্বন্দ্ব

-আইনের পুনঃস্থাপন" দেখা যায় যে "একটি জাতির তার নাগরিকদের উপর এখতিয়ার রয়েছে যদিও জাতির আঞ্চলিক সীমার মধ্যে উপস্থিত নয়।" (পৃষ্ঠা ৭৮)। "কর্পাস জুরিস সেকান্ডাম"-এ, বহির্-আঞ্চলিকতাকে যে কাজ দ্বারা একটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব সীমানা ছাড়িয়ে অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে তার এখতিয়ার প্রসারিত করে" এবং এটি যোগ করা হয়েছে যে "প্রায় স্ব-স্পষ্ট প্রস্তাবটি সম্ভবত এই ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা উচিত যে একটি সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা আছে আইন প্রণয়নের জন্য এর আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমার বাইরে থাকাকালীন তার বিষয়গুলির আচরণ।" (ভলিউম ১৫, পৃষ্ঠা ৮৬৮-৮৬৯) "বহির্ভূত-আঞ্চলিক আইন", হুইয়ার বলেছেন, "সরলভাবে এমন আইনকে বোঝায় যা ঘটনা এবং ঘটনাগুলির এখতিয়ারের মধ্যে আদালতের জন্য তাত্পর্য যুক্ত করে। এখতিয়ারের বাইরে ঘটছে।" (ওহেয়ার দ্বারা ওয়েস্টমিনস্টার এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সংবিধি, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬৭)। এই শ্রেণীর আইনের একটি সাধারণ উদাহরণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে, যা আইন করে যে "এই কোডের বিধানগুলি দ্বারা সংঘটিত যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-

(১) ভারত ব্যতীত এবং তার বাইরে যে কোনও জায়গায় ভারতের যে কোনও নাগরিক;

(২) ভারতে নিবন্ধিত যে কোনও জাহাজ বা বিমানের যে কোনও ব্যক্তি যেখানেই হোক না কেন।

ব্যাখ্যা: এই বিভাগে 'অপরাধ' শব্দটি (ভারতের) বাইরে সংঘটিত প্রতিটি কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে যা (ভারতে) সংঘটিত হলে এই কোডের অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে।

দৃষ্টান্তঃ এ (যিনি ভারতের নাগরিক) উগান্ডায় একটি খুন করে। তাকে (ভারতের) যেকোন জায়গায় খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে যেখানে তাকে পাওয়া যেতে পারে।"

এই সংযোগে, বহির্-আঞ্চলিক আইন মানে হল একটি রাষ্ট্রের আইন যা তার নিজস্ব নাগরিকদের উল্লেখ করে এমন কাজ বা ঘটনা যা এর বাইরে সংঘটিত হয়। অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনা করার সময়, শব্দের দুটি অর্থ আলাদা এবং আলাদা রাখা উচিত। যেহেতু অভিযুক্ত আইনটি তার অঞ্চলের মধ্যে কর বিক্রয়কে বোঝায়, তাই বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর অভিযান কিন্তু এর মধ্যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে

প্রথম অর্থে রাজ্য বহির্ভূত, এবং এই অর্থে এই আপিলের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানগুলির বৈধতা।

এখন, প্রশ্ন হল, উপরে উল্লিখিত অর্থে একটি রাজ্য আইনসভা কি অতিরিক্ত-আঞ্চলিক অপারেশন সহ আইন তৈরি করতে পারে? আপীলকারী দাবি করেন যে এটি করতে পারে না এবং প্রিভি কাউন্সিলের সাহায্য পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তগুলিকে একটি অধীনস্থ বা ঔপনিবেশিক আইনসভার ক্ষমতার উল্লেখ করে বহির্ভূত অঞ্চলের অপারেশন সহ আইন প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানায়। ম্যাক্লিওড বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল ফর নিউ সাউথ ওয়েলস (১), সিদ্ধান্তের জন্য বিন্দু ছিল নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি আইন, তার প্রকৃত নির্মাণের জন্য, কলোনির মধ্যে আদালতকে সম্ভবত দ্বারা সংঘটিত বিবাহবিচ্ছেদের অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার প্রদান করেছে কিনা। আমেরিকায় তার জাতীয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে এটিকে বোঝানোর জন্য। লর্ড হালসবারি, এল.সি. পর্যবেক্ষণ করেছেন যে উপনিবেশগুলির আইন প্রণয়নের এখতিয়ার তাদের নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং "এটি উপনিবেশের এখতিয়ারের বাইরে ছিল" তাদের অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে একটি আইন প্রণয়ন করা। এই পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করে উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় অর্থে অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন, এবং যখন রাষ্ট্রের আইন তার অঞ্চলগুলির মধ্যে সংঘটিত একটি আইন বা ইভেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কমার্শিয়াল ক্যাবল কোম্পানি বনাম নিউফাউন্ডল্যান্ডের অ্যাটর্নি-জেনারেল (২), প্রশ্নটি ছিল নিউফাউন্ডল্যান্ডের একটি আইনের প্রসঙ্গে যা কলোনীতে ল্যান্ড করা বা স্থাপিত তারের ক্ষেত্রে টেলিফোন কোম্পানির উপর কর আরোপ করেছে, এই বিধানের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লর্ড ম্যাকনাঘটেন পৃষ্ঠা ৮২৬ এ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"যদিও, অবশ্যই, এটি তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে তারের উপর কর আরোপ করতে সক্ষম ছিল, সরকারের পক্ষে তার আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে তারের উপর কর বসানো যোগ্য ছিল না"।

এই পর্যবেক্ষণগুলির আবার এখন বিবেচনাধীন বিষয়ের উপর কোন প্রভাব নেই যে রাজ্যের মধ্যে ঘটতে থাকা কোনও আইন বা ঘটনার বিষয়ে প্রণীত আইনটি অযোগ্য কিনা, যদি এটি আইনের সাথে জড়িত তবে রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তির উপর কাজ করতে চায়।

(১) [১৮৯১] এ.সি. ৪৫৫ (২) [১৯১২] এ.সি. ৮২০।

নাদান বনাম রাজা (১), প্রশ্নটি ছিল কানাডার ডোমিনিয়নের ফৌজদারি কোডের ১০২৫ ধারার বৈধতা সম্পর্কে যা আইন করেছে যে "আপিলের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে ফৌজদারি মামলায় কোনো আপিল করা যাবে না। অথবা কাউন্সিল ইন হিজ ম্যাজেস্টির কাছে আবেদন।" ভিস্কউনট কেভ, এল.সি. দ্বারা এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এই ধারাটি ১৮৩৩ এবং ১৮৪৪ সালের প্রিভি কাউন্সিল আইনের পরিপন্থী ছিল এবং তাই ঔপনিবেশিক আইন বৈধতা আইন, ১৮৬৫ এর অধীনে বাতিল ছিল এবং সেই অনুযায়ী প্রিভি কাউন্সিলের কাছে আবেদনটি সক্ষম ছিল। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের ক্ষমতা যতই ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, তারা ডোমিনিয়নে গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করার জন্য কাউন্সিলে রাজার বিশেষ অধিকার বাতিল করার জন্য প্রসারিত হতে পারে না। যেহেতু প্রশ্নবিদ্ধ আইনটি রাজ্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে ছিল, এই পর্যবেক্ষণগুলি সেই নির্মাণে সক্ষম যা আপীলকারী মনে করেন যে এই ধরনের আইনটি রাজ্যের বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে অযোগ্য হবে। কিন্তু এটা উল্লেখ করতে হবে যে, রাজ্যের মধ্যেই এই আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার ভাইরাল ছিল অযোগ্য শর্তে নিশ্চিত করা হয়েছে, এবং আমরা এই আপিলের সাথে এটিই উদ্বিগ্ন। প্রশ্নটি অবশ্য এখন ক্রফট বনাম সিলভেস্টার ডানফির (২) সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। সেখানে, কানাডার কাস্টমস আইনের ১৫১ এবং ২০৭ ধারার বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্ন যার অধীনে রাজ্যের কর্মকর্তাদের উপকূলের ১২ মাইলের মধ্যে জাহাজ তল্লাশি করার এবং তাদের মধ্যে পাওয়া শুল্কযোগ্য পণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, বিধানগুলি স্পষ্টতই। কাস্টমসের কার্যকর সংগ্রহে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। আইনটি ডোমিনিয়ন আইনসভার যোগ্যতার মধ্যে ছিল এমন কোন বিরোধ ছিল না, কাস্টমস হল ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ এর ধারা ৯১ এ গণনা করা বিষয়গুলির মধ্যে একটি, তবে আক্রমণটি ১৫১ এবং ২০৭ ধারার বৈধতার উপর ছিল। যে তাদের অপারেশন ছিল অতিরিক্ত আঞ্চলিক। সুতরাং, উত্থাপিত প্রশ্নটিই সেই প্রশ্ন যা এখন নির্ণয়ের জন্য উত্থাপিত হয়। আইনটিকে বৈধ বলে ধরে নিয়ে লর্ড ম্যাকমিলান নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

(১) [১৯২৬] এ.সি. ৪৮২. (২) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬.

"একবার এটি পাওয়া যায় যে আইন প্রণয়নের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সেইগুলির মধ্যে রয়েছে যার উপর ডোমিনিয়ন সংসদ কানাডার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য বা ধারা ৯১, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকাতে গণনা করা নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে উপযুক্তভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে। আইন, তাদের লর্ডশিপগুলি সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছাড়া অন্য কোনও বিবেচনার দ্বারা এই জাতীয় আইনের অনুমোদিত সুযোগকে সীমাবদ্ধ করার কোনও কারণ দেখে না"।

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা নিষ্পত্তি করা আইনটি এইভাবে বলা যেতে পারে: অধস্তন আইনসভার বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ সহ আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রয়েছে কিনা তা সংবিধান আইনের টেরিনগুলির উপর নির্ভর করবে যা এটি তৈরি করে এবং এতে থাকা কোনও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে সার্বভৌম আইনসভার মতো পূর্ণাঙ্গ হিসাবে এটিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত বিষয়গুলির মধ্যে যা এটি গঠন করে।

মিঃ এন.সি. চ্যাটার্জি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) এর সিদ্ধান্তের পরে প্রিভি কাউন্সিলকে আবার ব্রিটিশ কোল কর্পোরেশন বনাম রাজা (২) কানাডিয়ান আইনের বৈধতা বিবেচনা করতে হয়েছিল যা অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ছিল। অপারেশন, এবং সেখানে নাদান বনাম রাজা (৩) সিদ্ধান্তের ভিত্তি ৫১৬ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অনুমোদনের সাথে বলা হয়েছে, এবং যদিও আইনটিকে বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, এটি ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধি, ১৯৩১ এবং যে ভারতের জন্য অনুরূপ আইনের অনুপস্থিতিতে, এই দেশের আইনসভার কেবলমাত্র নাদান বনাম রাজা (৩) তে স্বীকৃত সীমিত ক্ষমতা ছিল এবং সেই অতিরিক্ত-আঞ্চলিক আইনটি অযোগ্য ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কোল কর্পোরেশন বনাম রাজা (২) এর পর্যবেক্ষণে এমন কিছুই নেই যা আপীলকারীর দ্বারা নির্ভর করেছিল, এই বিতর্ককে সমর্থন করার জন্য যে নাদানের মামলায় (৩) ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ক্রফ্ট বনাম ডানফিতে (১) গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে গৃহীত হয়েছিল; আসলে এই বিন্দুতে কোন সিদ্ধান্ত ছিল না. বা ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধি ঔপনিবেশিক আইনসভাকে বহির্-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপের সাথে আইন প্রণয়নের জন্য একটি স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেছে তাও ওজনকে প্রভাবিত করে না।

(১) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬. (২) [১৯৩৫] এ.সি. ৫০০, ৫১৬। (৩) [১৯২৬] এ.সি. ৪৮২।

ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) -এ উপসংহারের সাথে সংযুক্ত, কারণ তারা পৌঁছানো হয়েছিল, ওয়েস্টমিনিস্টারের সংবিধির রেফারেন্সের সাথে নয় যেটির প্রযোজ্যতা বোর্ডের সামনে মামলার পূর্ববর্তীভাবে বিতর্ক ছিল, কিন্তু সাধারণ নীতির উপর, এবং বর্তমান মামলার আরও বেশি, এটি ছিল ক্রফট বনাম ডানফি (১) হিসাবে ঘোষিত আইন যা সংবিধান প্রণেতাদের সামনে ছিল যখন তারা সরকারের ধারা ৯৯ এবং ১০০ প্রণয়ন করেছিল ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে।

এখন ভারতীয় আইনের অধীনে সাংবিধানিক বিধানের দিকে ফিরে, এই বিষয়টি ভারত সরকারের আইনের ৯৯(১) এবং ১০০(৩) ধারায় মোকাবিলা করা হয়েছে। এই বিধানগুলির সুনির্দিষ্ট পরিধি বোঝার জন্য, পূর্ববর্তী সংবিধানের আইনগুলির অধীনে অবস্থান পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সনদ আইন, ১৮৩৩ এর ধারা ৪৩ (৩ এবং ৪ উইল. IV, অধ্যায় ৮৫) "সকল ব্যক্তির জন্য..... এবং সমস্ত আদালতের জন্য আইন ও প্রবিধান তৈরি করার জন্য কাউন্সিল ইন গভর্নর-জেনারেলকে ক্ষমতা প্রদান করেছে" এবং সমস্ত জায়গা এবং জিনিসগুলির জন্য যা কিছুর মধ্যে এবং সমগ্র অঞ্চলের এবং প্রতিটি অংশের জন্য "ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ (৫ এবং ৬ জিও. ভি, চ. ৬১) ধারা ৬৫(১) (ক) ছিল যেটি আইন করেছে যে ভারতীয় আইনসভাগুলির "সকল ব্যক্তির জন্য, সমস্ত আদালতের জন্য এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সমস্ত স্থান এবং জিনিসগুলির জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা" রয়েছে, এতে সন্দেহ করা যায় না যে ভারতীয় আইনসভাগুলি ছিল রাজ্যের মধ্যে নয় এমন ব্যক্তিদের উপর পরিচালিত আইন প্রণয়নের কোন এখতিয়ার নেই, কারণ এটি সীমাবদ্ধতার বিরোধী হবে যে তারা "অঞ্চলের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের জন্য" সনদ আইন, ১৮৩৩ এর ধারা ৪৩ এবং ধারা ৬৫(১))(ক) ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ এর সেই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যা তখন ব্যাপকভাবে ধারণ করা হয়েছিল যে একটি অধস্তন আইনসভা ছিল অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন সহ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। তারপরে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এসেছিল। ধারা ৯৯(১) এবং ১০০(৩) যা প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপ:

"৯৯. (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ফেডারেল আইনসভা ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র বা যেকোনো অংশের জন্য বা যেকোনো ফেডারেটেডের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে

(১) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬।

রাজ্য, এবং একটি প্রাদেশিক আইনসভা প্রদেশ বা তার যে কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।

১০০. (৩) পূর্ববর্তী দুটি উপ-ধারার সাপেক্ষে, প্রাদেশিক আইনসভার আছে, এবং ফেডারেল আইনসভার নেই, একটি প্রদেশ বা তার কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা তালিকা II-তে তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে। বলেছেন তফসিল (এর পরে "প্রাদেশিক আইনসভা তালিকা" বলা হয়)"।

এই বিভাগগুলির ভাষা চিহ্নিত করে, এটি লক্ষ্য করা হবে, চার্টার অ্যাক্টের ধারা ৪৩ এবং ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ এর ধারা ৬৫(১)(ক) থেকে বিস্তৃত প্রস্থান। অঞ্চলের মধ্যে থাকা ব্যক্তি বা জিনিসগুলি সরানো হয়েছে। পরিবর্তে, এটি আইন করা হয়েছে যে এটি "ফেডারেল আইনসভার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র বা অংশের জন্য" এবং "প্রদেশ বা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে তার অংশের জন্য" এবং ধারা ১০০(৩) এর অধীনে হতে পারে। ক্ষমতা হল একটি প্রদেশ বা তার একটি অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করা যা তালিকা II-এ উল্লেখিত বিষয়গুলির বিষয়ে। ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ এর অধীনে, কেন্দ্র বা প্রদেশের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দুটি শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি অবশ্যই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য হতে হবে এবং এটিতে গণনা করা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে হতে হবে নিজ নিজ তালিকা। যদি এই শর্তগুলি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে আইনটি বৈধ হবে তা সত্ত্বেও যে এটি রাজ্যের বাইরে প্রভাব বা অপারেশন থাকতে পারে। ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ দ্বারা প্রদত্ত আইন প্রদত্ত ক্ষমতার সুযোগ ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ৯১ এবং ৯২ এর অধীনে কানাডার আইনসভাগুলিতে প্রদত্ত হিসাবে অবিকল একই। এটি ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট বা প্রাদেশিক আইনসভাকে প্রদত্ত ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ধারা ৯১ এবং ৯২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ডোমিনিয়ন বা প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য। ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) এ লর্ড ম্যাকমিলান এই বিধানগুলির নির্মাণের উপরই ধারণ করেছিলেন যে ডোমিনিয়ন আইনসভা সেইসব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম ছিল এমনকি যদি তাদের বহির্বিভাগীয় কার্যক্রম ছিল। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর প্রণেতারা ভারত সরকার আইন, ১৯১৫-এর ধারা ৬৫(১) (ক) এর ভাষা পরিবর্তন করেছেন

(১) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬।

এবং ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ এর ধারা ৯১ এবং ৯২ এর অনুরূপ প্রতিস্থাপিত শব্দ ক্রফট বনাম ডানফিতে (১) ঘোষিত আইনটিকে তারা কার্যকর করতে চেয়েছিল তা করার জন্য এটি একটি যুক্তিসঙ্গত ছাড়। একটি আইন যা ধারা ৯৯ (১) এবং ১০০-এ নির্ধারিত দুটি শর্তকে সন্তুষ্ট করে, তাই, অন্তঃসত্ত্বা হিসাবে ধরে রাখতে হবে, যদিও এটির বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ থাকতে পারে।

ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট পরিমাণও যথেষ্ট বিচারিক বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম রিলেগ ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড (২), প্রশ্নটি ছিল একটি কোম্পানির দায়বদ্ধতা সম্পর্কে যা ইংরেজ কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যার প্রধান কার্যালয় ইংল্যান্ডে ছিল এবং ভারতে ব্যবসার কোনো জায়গা নেই। ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স আইনের বিধানের অধীনে কোম্পানির শেয়ারের সিংহভাগ রয়েছে যা ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত ছিল এবং সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ভারতে ব্যবসা চালিয়েছিল এবং লাভ করেছিল এই মুনাফাগুলির বিষয়ে লন্ডনে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ভারতীয় আয়কর আইনের ধারা ৪(i) (গ) এর ব্যাখ্যা যা একটি লভ্যাংশ প্রদান করে। ব্রিটিশ ভারতের বাইরের আয়কে ব্রিটিশ ভারতে আয় হিসাবে গণ্য করা হবে বা ব্রিটিশ ভারতে যে পরিমাণে তা ব্রিটিশ ভারতে ট্যাক্স সাপেক্ষে লাভের বাইরে দেওয়া হয়েছে। আয়কর কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে অ্যাসেসি-কোম্পানি প্রাপ্ত লভ্যাংশ এই বিধানের অধীনে কর দিতে বাধ্য। কোম্পানী অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এই দাবীটি প্রতিহত করেছিল যে যেহেতু এটি ব্রিটিশ ভারতে বসবাসকারী ছিল না এবং সেখানে ব্যবসা চালায়নি, ভারতীয় আইনসভার এটির উপর কর আরোপ করার কোন যোগ্যতা ছিল না এবং আইনের বিধানগুলি অতিমাত্রায় ছিল। তাদের অপারেশনে অতিরিক্ত আঞ্চলিক হিসাবে। এই বিতর্কটি কলকাতা হাইকোর্টের সামনে সফল হয়েছিল, প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অপ্রকৃত বিধানটি "ব্রিটিশ ভারতের আইনসভার জন্য নির্দিষ্ট বা আপাত কর্তৃত্ব ছাড়াই তার আইন প্রণয়নকারী বাহু এবং শারীরিক হাত ব্রিটিশদের বাইরে প্রসারিত করে।

(১) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬। (২) [১৯৪৪] এফ.সি.আর. ২২৯।

ভারত তার আইনের অধীন না হওয়া ব্যক্তি ও সম্পত্তিকে কর দেওয়ার প্রয়াসে অন্যান্য দেশে প্রবেশ করে"; এবং বিচারপতি মিটার এটিকে "উচ্চতর বা ডোমিনিয়ন আইনসভা দ্বারা নয় বরং একটি অধস্তন আইনসভার দ্বারা বহির্ভূত-আঞ্চলিক আইনের অংশ" হিসাবে চিহ্নিত করে। আপিলের সময়, এই সিদ্ধান্তটি ফেডারেল কোর্ট প্রধান বিচারপতি স্পেন্স দ্বারা প্রত্যাবর্তন করা হয়, যিনি আদালতের রায় প্রদান করেন যে প্রথমত যে আয়ের উৎস ভারতীয় ছিল, তাই ভারতীয় আইনসভা কর আরোপ করতে সক্ষম। তাতে, এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশনের কোন প্রশ্নই উঠেনি, অর্থাৎ ১ তালিকায় এন্ট্রি ৫৪ আমি ভারতীয় আইনসভাকে ব্রিটিশ ভারত থেকে আয়কর দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যদিও যে ব্যক্তিকে কর দিতে হবে সে ব্রিটিশদের মধ্যে বসবাসকারী ছিল না। তিনি আরও বলেছিলেন যে এমনকি যদি অতিরিক্ত-আঞ্চলিকতার একটি উপাদান জড়িত থাকে, তবে আইনটি খারাপ ছিল না, কারণ ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ৯৯(১) এবং ধারা ১০০ এর উদ্দেশ্য ছিল। ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) এ ঘোষিত আইনটিকে মূর্ত করা এবং তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় আইনসভার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রদান করা, এই বিষয়ে ধারা ৬৫(১)(ক) এর অধীন অবস্থান থেকে প্রস্থান করা ভারত সরকার আইন, ১৯১৫।

ওয়ালেস ভাইরা এবং কম্পানি লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে (২), আবেদনকারী ছিলেন ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি এবং সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত। এটি মেসার্স অয়ালেস এবং কম্পানি নামে একটি ফার্মে ১৪/৩২ শেয়ার ছিল। যা বোম্বেতে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, আপীলকারীকে কেবলমাত্র বোম্বে ফার্মের অংশীদার হিসাবে আয়ের উপর নয়, যার বিষয়ে কোন বিরোধ ছিল না বরং সাত লক্ষ টাকার উপরে আয়ের উপরও কর দিতে চাওয়া হয়েছিল। বিদেশে এটির বিরুদ্ধে আপিলকারী এই দাবিকে প্রতিহত করেছিলেন যে ভারতীয় আইনের বিধানগুলি অতি-সংকীর্ণ ছিল কারণ তাদের ক্রিয়াকলাপ ছিল অতিরিক্ত-আঞ্চলিক, যদিও তারা একটি আয়ের উপর কর চেয়েছিল। অনাবাসী বিদেশে প্রাপ্ত. ফেডারেল আদালত এই বিতর্ক প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে বলা হয়েছে যে যদি ব্যক্তিকে কর দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তার পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক সংযোগ থাকে

(১) [১৯৩৩] এ. সি. ১৫৬। (২) [১৯৪৫] এফ.সি.আর. ৬৫।

ব্রিটিশ ভারতের সাথে, এটি ভারতীয় আইনসভাকে তার উপর কর দেওয়ার এখতিয়ার প্রদান করবে এবং তার হাতে আয়ের কোন প্রধানের উপর কর আরোপ করা উচিত তা ছিল নীতির বিষয় যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইনসভার প্রদেশের মধ্যে ছিল। এটি আরও বলে যে এই আইনের প্রো-ভিশনগুলি "কঠোর আইনী অর্থে তাদের অপারেশন বহির্ভূত অঞ্চলে নয়"। এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে আপিল করা হয়েছিল, অর্থাৎ, ওয়ালেস ব্রোস বনাম আইটি কমিশনার, বোম্বে(1)। ফেডারেল আদালতের রায় নিশ্চিত করে, লর্ড উথওয়াট পর্যবেক্ষণ করেন যে আপীলকারী "ব্রিটিশ ভারতে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া অংশীদারিত্বের সদস্য ছিলেন" এই আইনটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল কিনা তা বিবেচনায় অপ্রাসঙ্গিক ছিল; এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে "কোম্পানিগুলি এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে তাদের আয়ের বৃহত্তর অংশের ব্রিটিশ ভারত থেকে উদ্ভূত হওয়া ব্যতীত কোনও সংযোগ ছিল না", এবং সেই ভিত্তিতেই আইনের বৈধতা নির্ধারণ করা উচিত। তারপর তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন:

"এখানে আইনের কোন নিয়ম নেই যে অধস্তন আইনসভার আঞ্চলিক সীমাগুলি তার আইন প্রণয়নের সম্ভাব্য সুযোগকে সংজ্ঞায়িত করে বা তার জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করে। দৃষ্টি অধস্তন আইনসভার ক্ষমতার পরিধি সেই ক্ষমতা প্রদানকারী আইনের যথাযথ নির্মাণের উপর নির্ভর করে। নিঃসন্দেহে সক্রিয় সংবিধিটিকে পিছনের মাটিতে পড়তে হবে যে কেবলমাত্র একটি সংজ্ঞায়িত অঞ্চল আইনসভার দায়িত্বে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। অধস্তন আইনসভার বিষয়াবলী বা তার নিজস্ব অঞ্চলের বাইরের ব্যক্তিদের উদ্বেগ তাই আইনসভা তার নিজস্ব ব্যবসার বিষয়ে সত্যই আছে কিনা তা একটি প্রশ্নের পরামর্শ দিতে পারে। এটা যে উপসংহারে বাধ্য করে না। সক্রিয় বিধিটিকে মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে"।

তারপর তিনি ভারত সরকার আইনের ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ ধারা উল্লেখ করেন যার অধীনে ভারতীয় আইনসভার আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে সমগ্র বা ব্রিটিশ ভারতের অংশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল এবং উপসংহারে এসেছিলেন:

"পরিসর হিসাবে সাধারণ ধারণার ফলে

(১) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১।

আয়কর বলতে যে ব্যক্তিকে চার্জ করা হবে এবং যে দেশ তাকে আয়কর দিতে চাইছে তার মধ্যে একটি পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগ দেওয়া হলে তার বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির কাছে আয়কর সঠিকভাবে প্রসারিত হতে পারে..... .নীতি-পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগ-নিয়ম সেই নীতিকে কার্যকর করে না -আবাস- ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। এর ফলাফল হল যে প্রশ্নে থাকা আইনটির বৈধতা নির্ভর করে যে উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা হয় তার জন্য পর্যাপ্ততার উপর নির্ভর করে যে আঞ্চলিক সংযোগটি স্থির করা হয়েছে সংবিধিবদ্ধ পরীক্ষার অংশ"।

উত্তরদাতার যুক্তি হল এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বর্তমান প্রশ্নটি শেষ হয়েছে। এ.এইচ. ওয়াদিয়া বনাম আই.টি. কমিশনার, বোম্বে (১), সম্পর্কিত প্রশ্ন গোয়ালিয়র দরবারের দায়বদ্ধতা যা গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত সুদের ক্ষেত্রে আয়কর মূল্যায়ন করতে হবে। প্রভিডেন্স ইনভেস্টমেন্ট কম্পানি লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি ছিল বোম্বেতে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। কোম্পানির সব শেয়ার দরবার বা এর মনোনীত ব্যক্তিদের হাতে ছিল। এটি দরবার দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল, লেনদেনটি ঋণের আকারে গোয়ালিয়রে অগ্রসর হয়েছিল। এই তথ্যগুলির উপর, আয়কর অফিসার গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত সুদের উপর কর দেওয়ার জন্য দরবারের এজেন্টকে মূল্যায়ন করেছিলেন। এই মূল্যায়নের বৈধতা এই কারণে বিতর্কিত হয়েছিল যে যে বিধিবদ্ধ বিধানগুলির অধীনে এটি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি তাদের অপারেশনে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ছিল এবং সেইজন্য "আল্ট্রা ভাইরাস"। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম রিলেগ ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড (২) এবং ওয়ালেস ব্রোস বনাম আই. টি. কমিশনার, বোম্বে (৩) এর সিদ্ধান্তের পরে সমস্ত বিজ্ঞ বিচারকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে মূল্যায়নকারী দায়বদ্ধ হবেন তার এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকলে কর, এবং সেই ক্ষেত্রে, বহির্-আঞ্চলিক অপারেশনের ভিত্তিতে বিধানগুলি খারাপ হবে না। যাইহোক, বিজ্ঞ বিচারকদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল যে, তথ্যের ভিত্তিতে, যথেষ্ট আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল কিনা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এটি ছিল, যখন দুইজন বিজ্ঞ বিচারক।

(১) [১৯৪৯] এফ.সি.আর. ১৮। (২) [১৯৪৪] এফ.সি.আর. ২২৯।

(৩) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১।

অন্যথায় চিন্তা। যাইহোক, এটি বর্তমান আলোচনার উপাদান নয়।

এই কর্তৃপক্ষগুলি প্রতিষ্ঠা করে যে ভারত সরকার আইনের ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ ধারার অধীনে, উপযুক্ত তালিকায় গণনা করা বিষয়গুলির বিষয়ে ভারতীয় আইনসভা দ্বারা প্রণীত একটি আইন বৈধ হবে যদি এটি তাদের দায়িত্বে অর্পিত অঞ্চলের জন্য হয়। ; যে ব্যক্তিটি আইনের অধীনে অভিযুক্ত হতে চাওয়া হয় বা বিচার করা হয় এবং যে দেশের আইন প্রণয়ন করে তার মধ্যে পর্যাপ্ত আঞ্চলিক সংযোগ ছিল কিনা তার উপর নির্ভর করবে এটি সংযোগ ছিল কি না; এবং যখন এই ধরনের সংযোগ বিদ্যমান থাকে, তখন আইনটি কঠোরভাবে বহির্ভূত অঞ্চলের কথা বলছে না, এবং এটি এই কারণে যে ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করে সেই রাজ্যের মধ্যে বসবাস করছে না।

তারপর, আমরা সংবিধানে আসি। অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) এবং ২৪৬ যা এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক চরিত্রের পরিবর্তন সহ পুনরুত্পাদন করে। তারা সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলিকে তাদের এখতিয়ার রয়েছে এমন অঞ্চলের জন্য প্রয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। এটি নির্মাণের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে যখন একটি বিধি রহিত করা হয় এবং পুনরায় প্রণয়ন করা হয় এবং রহিত সংবিধির শব্দগুলি নতুন সংবিধিতে পুনরুত্পাদন করা হয়, তখন তাদের সেই অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত যা রহিত আইনের অধীনে বিচারিকভাবে তাদের উপর চাপানো হয়েছিল কারণ আইনসভাকে সেই নির্মাণের সাথে পরিচিত বলে মনে করা হয় যা আদালত শব্দগুলির উপর রেখেছেন এবং যখন তারা একই শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করে, তখন তাদের অবশ্যই গ্রহণ করা হয়েছে সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন মনের প্রতিফলন হিসাবে আদালত তাদের উপর করা ব্যাখ্যা। অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) এবং ২৪৬-এর একটি নির্মাণের ক্ষেত্রে, সুতরাং, একটি রাজ্যের বিক্রয় কর আইন যা অন্যথায় বৈধ নয় তা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হবে যে ব্যক্তিটি হওয়ার প্রস্তাব করেছেন। করযুক্ত ব্যক্তি রাজ্যের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী নয়।

এই উপসংহারের বিরোধিতায় আরও তিনটি বিরোধিতা এখন বিবেচনা করা উচিত:

১. এটি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল আইনসভারই ক্ষমতা রয়েছে যা অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপের সাথে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে এবং রাজ্যগুলির আইনসভাগুলি গঠন করে একটি ফেডারেল ইউনিয়নের ইউনিটগুলি এমন ক্ষমতার অধিকারী নয়।

২. অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) এর অধীনে রাজ্যের বাইরে-আঞ্চলিক অপারেশন সহ আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৩. কর নির্ধারণ এবং সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতি বিভাগ গঠনকারী আইনের কিছু বিধান যে কোনো ক্ষেত্রে অননুমোদিত এবং পুরো আইনটি বাতিল এই কারণে যে এর বৈধ বিধানগুলিকে অবৈধ থেকে পৃথক করা যাবে না।

প্রথম প্রশ্নে, এটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা যুক্তিযুক্ত যে ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) এর সিদ্ধান্তটি কানাডার ডোমিনিয়নের আইনসভা দ্বারা প্রণীত একটি আইনের উল্লেখ ছিল এবং কোনও প্রদেশ নয়, এবং এই সিদ্ধান্তগুলি গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম রালে ইনভেস্টমেন্ট কম্পানি (২), ওয়ালেস ব্রাদার্স এবং কম্পানি বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে (৩) এবং এ. এইচ. ওয়াদিয়া বনাম আয়কর কমিশনার, বোম্বে (৪) ভারতীয় আয়কর আইন যা কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা প্রণয়ন করা হয়েছিল, এবং সেই ক্ষেত্রে যে মতবাদগুলিকে রাজ্যগুলি দ্বারা পাস করা আইনগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা হল স্বীকৃত সীমার বাইরে এর কার্যকারিতা প্রসারিত করা, এবং এর জন্য কোনও ওয়ারেন্ট ছিল না সংবিধান। নীতিগতভাবে, এটা দেখা কঠিন যে কেন একচেটিয়াভাবে অর্পিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত একটি আইন এর এখতিয়ার তার এখতিয়ারের মধ্যে একটি বিষয়ে সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন থেকে একটি ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়ানো উচিত। উভয় আইনসভাই একই উৎস থেকে তাদের কর্তৃত্ব লাভ করে, তা সে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, বা ভারতের সংবিধানই হোক না কেন। এই সংবিধিগুলির অধীনে, রাজ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ নয়, এটির উপর অর্পিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব সর্বোচ্চ। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে, যখন ব্রিটিশ সরকার একক যাকে ফেডারেল সরকারে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন প্রক্রিয়াটি গৃহীত হয়েছিল

(১) [১৯৩৩] এ. সি. ১৫৬। (২) [১৯৪৪] এফ.সি.আর. ২২৯।

(৩) [১৯৪৮] এফ.সি.আর. ১। (৪) [১৯৪৯] এফ.সি.আর. ১৮।

এর উদ্দেশ্য ছিল সংসদ পূর্ববর্তী সংবিধান আইনের অধীনে দেওয়া সমস্ত ক্ষমতা পুনরায় চালু করে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে পুনরায় বন্টন করে। যে শর্তগুলির ভিত্তিতে পুনর্বন্টন করা হয়েছিল তা কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয়ের জন্যই অভিন্ন, ধারা ৯৯(১) এবং ১০০-এর অধীনে তাদের কর্তৃত্ব যথাযথ তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলি এবং তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য। এই কর্তৃত্বের ব্যাপ্তি, কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই একই হতে হবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম। ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) যে অধস্তন আইনসভায় স্থাপিত নীতি এটিকে অর্পিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে তালিকা II তে গণনা করা বিষয়গুলির রেফারেন্স সহ রাজ্যের জন্য যতটা প্রযোজ্য হবে এবং তালিকা I এবং III এ উল্লিখিত বিষয়গুলির রেফারেন্স সহ কেন্দ্রের কাছে। হজ বনাম দ্য কুইন (২) যা ক্রফ্ট বনাম ডানফি (১) এর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে করা মামলাগুলির মধ্যে একটি, চ্যালেঞ্জের অধীনে থাকা আইনটি ছিল কানাডার অন্টারিও প্রদেশের একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ১৮৬৭ সালের ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা আইনের ধারা ৯২। কমনওয়েলথ থেকে আলাদা রাজ্যগুলির অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন সহ আইন প্রণয়নের যোগ্যতা আছে কিনা সেই প্রশ্নটিও অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টের কিছু সিদ্ধান্তে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্রোকেন হিল সাউথ লিমিটেড বনাম কর কমিশনার (৩), বিচারপতি ইভাট আলোচনায় এই প্রশ্নটি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:

"কিছু কিছু ঘটনা এই সত্যটিকেও চিত্রিত করে, মাঝে মাঝে উপেক্ষা করা হয় যে, সাংবিধানিকভাবে বলতে গেলে, অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যগুলির মর্যাদা কমনওয়েলথের সমান, বা এর সাথে সমন্বিত। সার্বভৌমত্ব অন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ে এক কর্তৃপক্ষের জন্য দায়ী নয়; এটি কমনওয়েলথ সংবিধানে নির্ধারিত ফাংশনগুলির সীমানা অনুসারে তাদের মধ্যে বিভক্ত। তাই নির্ধারিত সীমার মধ্যে, রাজ্যগুলির আইনী কর্তৃত্ব কমনওয়েলথের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সমতুল্য গুণমান এবং ক্ষমতার অধিকারী, যার

(১) [১৯৩৩] এ.সি. ১৫৬। (২) [১৮৮৩] ৯ এ.সি. ১১৭।

(৩) ৫৬ সি.এল.আর. ৩৩৭।

কর্তৃত্ব কমনওয়েলথ সংবিধানের ৫১ এবং ৫২ ধারায়, বিষয়-বস্তুর রেফারেন্স দ্বারা সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে, কমনওয়েলথ সংসদ 'কমনওয়েলথের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভালো সরকার' এর জন্য একটি বৃহৎ সংখ্যক বিষয়-বিষয়ক আইন প্রণয়ন করতে পারে। একইভাবে, নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের 'শান্তি, কল্যাণ এবং ভালো সরকারের' জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। ট্যাক্সের মতো বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে এবং বিষয়, অবশ্যই, কমনওয়েলথ সংবিধানের যে কোনও ওভাররাইডিং বিধানের সাথে, রাজ্যগুলির কাছে তাদের ভৌগলিক অঞ্চলের সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলির সাথে অবিকল সাদৃশ্যপূর্ণ রাজ্যগুলির কাছে অস্বীকার করা বেশ অসম্ভব। কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট দ্বারা এর ভৌগোলিক এলাকা সম্পর্কিত। রাজ্যের আইন. শুধুমাত্র আঞ্চলিক কারণে অতি-ভাই বলে গণ্য করা যাবে না, যদি না কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের অনুরূপ আইন একইভাবে অসাংবিধানিক এবং অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়।"

এই পর্যবেক্ষণগুলি বর্তমান বিতর্কের জন্য খুব সংগতিপূর্ণ। উপসংহারটি অনিবার্য যে ভারত সরকার আইনের ধারা ৯৯(১) এবং ১০০ এর অধীনে ইউনিয়ন এবং রাজ্যের ক্ষমতা, সেইসাথে ২৪৫(১) এবং ২৪৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের নিজ নিজ তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে একই বিষয়বস্তু এবং গুণমান, এবং যদি অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন সহ আইনটি ইউনিয়নের যোগ্যতার মধ্যে থাকে তবে তা রাজ্যের যোগ্যতার মধ্যেও সমান।

এখন দ্বিতীয় বিতর্কে আসি, আপীলকারীর যুক্তি হল যে "সংসদের কোন আইন অবৈধ বলে গণ্য হবে না যে এটির বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ থাকবে", অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) নিহিত দ্বারা নিষিদ্ধ করে। রাষ্ট্র দ্বারা এই ধরনের আইন প্রণয়ন। এই বিতর্ক অমূলক। "অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন" শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমনটি ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, প্রথমত, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত ক্রিয়াকলাপ বা ঘটনার বিষয়ে আইন এবং দ্বিতীয়ত, নাগরিকদের প্রসঙ্গে আইন। একটি রাষ্ট্রের বাইরে তাদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যে তার পূর্বের অর্থে, আইনগুলি কঠোরভাবে

আন্তঃ-আঞ্চলিক কথা বলা যদিও ঢিলেঢালাভাবে 'বহির্ভূত' বলা হয়, এবং অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) এর অধীনে সেই অর্থে বহির্-আঞ্চলিক অপারেশন সহ আইন প্রণয়ন করা সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। ২৪৫(২) অনুচ্ছেদে "অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপ সহ আইন" শব্দগুলিকে অবশ্যই তাদের দ্বিতীয় এবং কঠোর অর্থে বোঝাতে হবে যেগুলি রাজ্যের বাইরে করা ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে তাদের নাগরিকদের জন্য একটি রাজ্যের আইনের উল্লেখ রয়েছে। অন্যথায়, বিধানটি সংসদ দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হবে এবং রাজ্যগুলির দ্বারা প্রণীত আইনগুলির ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের ইতিহাস বিবেচনা করলে এই উপসংহারটি সন্দেহাতীতভাবে স্থাপিত হয়। সনদ আইন, ১৮৩৩ এর ধারা ৪৩ রাজ্যের মধ্যে ব্যক্তি এবং জিনিসগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সুযোগ সীমাবদ্ধ করার সময় এইভাবে প্রথম অর্থে বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অস্বীকার করে, "সকল কর্মচারীদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে" উক্ত কোম্পানির সাথে জোটবদ্ধভাবে প্রিন্সেস এবং স্টেটসের ডোমিনিয়নের মধ্যে কোম্পানি"। এটি কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। ভারত সরকার আইন, ১৯১৫-এর ধারা ৬৫(১) একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে, এবং উপ-ধারা (ক) এর অধীনে সীমিত করার সময় ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত ব্যক্তি এবং জিনিসগুলির জন্য আইন প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত আইন প্রণয়নের এখতিয়ার প্রদান করে। -উপ-ধারা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) দ্বারা দ্বিতীয় অর্থে আঞ্চলিক অপারেশন যা নিম্নরূপ:

"৬৫. (১) (ভারতীয় আইনসভা) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে-

(খ) মহারাজের সমস্ত বিষয় এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে ক্রাউনের কর্মচারীদের জন্য; এবং

(গ) মহামান্যের সমস্ত স্থানীয় ভারতীয় প্রজাদের জন্য, ব্যতীত এবং তার বাইরেও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে; এবং

(ঘ) মহামান্য ভারতীয় বাহিনীতে অফিসার, সৈনিক, (বিমান) এবং অনুগামীদের সরকারের জন্য, তারা যেখানেই কাজ করছে, যতদূর পর্যন্ত তারা সেনা আইন (বা বিমান বাহিনী আইন) এর অধীন নয়; এবং

(ঙ) নিযুক্ত বা চাকরিরত সকল ব্যক্তির জন্য বা

রয়্যাল ইন্ডিয়ান মেরিন সার্ভিসের অন্তর্গত।"

এই বিষয়টি আবার ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ৯৯(২) এ আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ চলে:

"৯৯. (২) পূর্ববর্তী উপ-ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার সাধারণতার প্রতি পূর্বানুমান না করে, কোন ফেডারেল আইন, এই ভিত্তিতে যে এটির বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ থাকবে, এখন পর্যন্ত বৈধ বলে গণ্য হবে না। এটা প্রযোজ্য-

(ক) ভারতের যেকোনো অংশে ব্রিটিশ প্রজা এবং ক্রাউনের সেবকদের কাছে; বা

(খ) ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি যারা ভারতের যে কোন অংশে বসবাস করেন তারা যেখানেই থাকুন না কেন; বা

(গ) ব্রিটিশ ভারতে বা যে কোনো ফেডারেটেড স্টেটে নিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে থাকা ব্যক্তিদের, যেখানেই হোক না কেন; বা

(d) একটি আইনের ক্ষেত্রে একটি ফেডারেল রাজ্যের প্রবেশাধিকারের দলীলে গৃহীত একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে ফেডারেল আইনসভা সেই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে, সেই রাজ্যের প্রজাদের যেখানেই হোক না কেন ; বা

(ঙ) ব্রিটিশ ভারতে উত্থাপিত কোনো নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলার জন্য আইনের ক্ষেত্রে, সেই বাহিনীর সদস্যদের, এবং সেই বাহিনীর সাথে নিযুক্ত বা অনুসরণকারী ব্যক্তিদের, তারা যেখানেই থাকুক না কেন"।

গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম রালে ইনভেস্টমেন্ট কোং (১), প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে এই বিধানগুলি ধারায় গণনা করা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে কিনা। ৯৯(২)। স্পেন্স, সি.জে বলেছিল যে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ৯৯(১) এবং ১০০-এর অধীনে বিরোধিতা করা বিধানগুলি আইনী ক্ষমতার পরিধির মধ্যে ছিল, সেগুলি কার্যত বহির্ভূত ছিল না এবং যদিও সেগুলি ছিল, শব্দগুলি "পূর্ববর্তী উপ-ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার সাধারণত্বের প্রতি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই" ধারা ৯৯(২) তে একটি পাওয়ার অলিউন্ডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে এবং সেই উপ-ধারায় নির্দিষ্ট বিষয়গুলির গণনা প্রচুর পরিমাণে ছিল সতর্ক করা। উপরে

(১) [১৯৪৪] এফ. সি. আর. ২২৯।

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭, ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ধারা ৯ এর অধীনে কাজ করে গভর্নর-জেনারেল একটি অভিযোজন আদেশ জারি করেছিলেন এবং তাতে "পুরো বা ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশের জন্য বা যেকোনো ফেডারেটেড স্টেটের জন্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল " সমগ্র বা ডোমিনিয়নের যে কোন অংশের জন্য বহির্-আঞ্চলিক কার্যক্রমের আইন সহ"; এবং উপ-ধারা (২) বাদ দেওয়া হয়েছিল। যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তখন "সম্পূর্ণ বা অধিরাজ্যের যে কোনো অংশের জন্য বহির্ভূত-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপের আইন সহ" শব্দগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের জায়গায়, অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) প্রণীত হয়েছিল। সুতরাং, অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) হল ধারা ৬৫(১), উপ-ধারা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ এবং এর ধারা ৯৯(২) এর উত্তরসূরী ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, এবং এর সুযোগ দ্বিতীয় অর্থে বহির্ভূত-আঞ্চলিক আইন। যেহেতু আমরা প্রথম অর্থে বহির্-আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপের সাথে এই আপিলের বিষয়ে উদ্বিগ্ন, অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) এর কোন প্রয়োগ নেই, এবং স্থলে অপ্রত্যাশিত আইনের উপর আক্রমণ যে এটি অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

তৃতীয় বিতর্কে কর নির্ধারণ এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত আইনের যন্ত্রপাতি বিভাগগুলির উল্লেখ রয়েছে। যুক্তিটি ছিল যে বিহার আইনসভার যদি এন্ট্রি ৫৪ এর অধীনে অনাবাসীদের বিরুদ্ধে একটি কর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে, তবে এটির নিজস্ব আঞ্চলিক সীমার বাইরে এটি কার্যকর করার ক্ষমতা ছিল না এবং কিছু বিধান এই ভিত্তিতে খারাপ ছিল, যেমন ধারা ১৭ যা প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান এবং অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করার অনুমোদন দেয় এবং ধারা ২৬ যা এই ধরনের অনুসন্ধান বা বাজেয়াপ্ত করতে বাধা দেওয়াকে অপরাধ করে তোলে। কিন্তু আমাদের এই কার্যধারায় এই বিধানগুলির বৈধতা সম্পর্কে উচ্চারণ করার জন্য বলা হয় না। উত্তরদাতা আইনের ১৩(৫) ধারার অধীনে নোটিশ জারি করে আপীলকারীকে তার রিটার্ন পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে এবং ত্রুটির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম রায়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করার প্রস্তাব দেয়। এটা ছিল এই পর্যায়ে যে আপীলকারী আদালতে ছুটে যান, এবং এখতিয়ারের অভাবের ভিত্তিতে কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য নিষেধাজ্ঞার একটি রিট আবেদন করেন। এটিই একমাত্র এবং একমাত্র প্রশ্ন যা এখন নির্ধারণ করতে হবে। এমনকি যদি কিছু যন্ত্রপাতি বিভাগ খারাপ হয় - এটি কখন উঠবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন

এগুলিকে যুক্তিযুক্ত করা যেতে পারে যে তারা আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির আনুষঙ্গিক, যা দেখুন কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কেইন (১) এবং ক্রফট বনাম ডানফি (২)-এর ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে না রাজ্য একটি কর আরোপ করবে, এবং তাই তাদের বৈধতা নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা এই আপিলের সুযোগের জন্য বিদেশী হবে।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের দ্বারা তাগিদ দেওয়া হয়েছিল যে যদি যন্ত্রপাতি বিভাগগুলি এই কারণে খারাপ হয় যে তারা তাদের অপারেশনে অতিরিক্ত আঞ্চলিক ছিল, এবং যদি ট্যাক্স করার ক্ষমতা তাদের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের থেকে অবিচ্ছেদ্য হতে পারে, তাহলে, যখন তারা পড়ে তখন এটি অবশ্যই পড়ে যাবে। ট্যাক্স করার ক্ষমতা হল একটি সারাংশ আইনের বিষয়, যেখানে যন্ত্রপাতি বিভাগগুলি সেই ক্ষমতার বাস্তবায়নের জন্য প্রদান করে যেমন, মূল্যায়ন এবং ট্যাক্স সংগ্রহ, বিশেষণ আইনের ডোমেনের সাথে সম্পর্কিত এবং দুটি পৃথক এবং পৃথকযোগ্য। এটি প্রাথমিক আইন যে কর দেওয়ার ক্ষমতা এটি উপলব্ধি করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইলেকট্রিক রেলওয়ে কোং লিমিটেড বনাম কিং (৩) ভিসকাউন্ট সাইমন পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"একটি আইনসভা যা অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশন সহ একটি আইন পাস করে তা দেখতে পারে যে এটি যা প্রণয়ন করেছে তা সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে না, তবে আইনটি সেই কারণে অবৈধ নয়, এবং তার দেশের আদালতকে অবশ্যই তাদের কাছে উপলব্ধ যন্ত্রপাতি দিয়ে আইন প্রয়োগ করতে হবে।"

কোন মতামত প্রকাশ না করে, তাই, যন্ত্রপাতি বিভাগগুলির বৈধতা সম্পর্কে, আমি অবশ্যই ধরে রাখব যে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে বিক্রয়ের উপর কর আরোপের অনুমোদনের ক্ষেত্রে অপ্রচলিত আইনটি অতি নয়। রাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতার ব্যত্যয় ঘটায় বা খারাপ নয় যে এটি তার অপারেশনের ক্ষেত্রে বহির্ভূত।

৫. তারপরে আপীলকারীর বিতর্ক থেকে যায় যে এমনকি অনুমান করেও যে রাজ্যগুলি, ব্যাখ্যার অধীনে, একজন অনাবাসীর উপর কর আরোপ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং এই ধরনের আইনটি ২৮৬(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা আঘাত করা হবে না, যা অস্বীকৃত। তারপরও আইনটিকে খারাপ বলে ধরে নিতে হবে কারণ এটি প্রমাণিত হয়নি-

(১) [১৯০৬] এ. সি. ৫৪২. (২) [১৯৩৩] এ. সি. ১৫৬. (৩) [১৯৪৬] এ. সি. ৫২৭।

ব্যাখ্যার শর্তাবলী দ্বারা উদ্‌ভূত। এই বিতর্কের সমর্থনে দুটি কারণের আহ্বান জানানো হয়েছিল: (১) যে ব্যাখ্যাটির সত্যই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একজন বিক্রেতাকে শুধুমাত্র রাজ্যের মধ্যে থাকলেই কর দেওয়া যেতে পারে, এবং (২) যে পণ্যগুলি আসলে বিহারে নয়, বাংলায় সরবরাহ করা হয়েছিল এবং তাই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হয়নি। প্রথম ভিত্তির সমর্থনে যুক্তিটি ছিল যে ব্যাখ্যাটি যেমন আইন করে যে বিক্রয় বা ক্রয়-কেবলমাত্র বিক্রয় নয়-কে ডেলিভারি স্টেটে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা উচিত, এটি অবশ্যই অনুমানের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত যে আইনগুলি একটি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তার অঞ্চলের মধ্যে থাকা ব্যক্তি বা জিনিসগুলির উপর কাজ করার জন্য, এবং তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিক্রেতার উপর ট্যাক্স ধার্য করার অনুমোদন দেওয়া উচিত শুধুমাত্র যদি সে রাজ্যের মধ্যে থাকে বা ক্রয়কারীর উপর যারা অবশ্যই অঞ্চলের মধ্যে থাকবে । এই যুক্তিটি যে অনুমানটির উপর নির্ভর করে তা হল যে রাজ্যগুলির এখতিয়ার রয়েছে শুধুমাত্র তাদের ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা ব্যক্তি এবং সম্পত্তির উপর; কিন্তু এটি, যেমন ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে, সঠিক নয়। একটি রাজ্যের আইন প্রণয়নের এখতিয়ার রয়েছে যেগুলি তার অঞ্চলের মধ্যে ঘটে এবং যদি রাজ্যের মধ্যে একটি বিক্রয় সংঘটিত হয় এটি একটি আইনী অপ্রকৃত ঘটনা দ্বারা ব্যাখ্যা করে, তারপরে তার উপর একটি কর আরোপ করার আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সম্পূর্ণ হয় এবং এর আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এটিও উল্লেখ করা উচিত যে একটি রাজ্যের আইনগুলি তার অঞ্চলের বাইরে কাজ করার উদ্দেশ্যে নয় এমন অনুমানের সুযোগ হল, ম্যাক্সওয়েল যেমন বলেছেন, "সংসদ তার বিষয়গুলির উপর কাজ করার জন্য আঞ্চলিক সীমার বাইরে কাজ করার জন্য তার সংবিধিগুলি ডিজাইন করে না। ইউনাইটেড কিংডম" (ম্যাক্সওয়েলস ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিউটস, ১০ তম এডিশন., পৃষ্ঠা ১৪৫)। এটি দ্বিতীয় অর্থে অতিরিক্ত আঞ্চলিক অপারেশনের উল্লেখ রয়েছে। এমন কোন অনুমান নেই যে একটি রাষ্ট্রের আইন তার সীমানার মধ্যে ঘটতে থাকা ক্রিয়াকলাপ এবং ঘটনার রেফারেন্সে প্রণীত আইনগুলি তার অঞ্চলের বাইরে কাজ করার উদ্দেশ্যে নয়।

অধিকন্তু, পণ্য বিক্রয়ের উপর একটি কর, যেমনটি মাদ্রাজ প্রদেশ বনাম মেসার্স বোড্‌ডু পাইদান্না অ্যান্ড সন্স (১) "পণ্য বিক্রয় উপলক্ষে ধার্য করা একটি কর" এবং এই উপলক্ষে ট্যাক্সের দায় উদ্‌ভূত হয়।

(১) এ. আই. আর. ১৯৪২ এফ. সি. ৩৩.

একটি বিক্রয়"। দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (১) , সারমর্মে, ক্রয় এবং বিক্রয়ের উপর ধার্য করা একটি চুক্তির ফলাফল, এবং এটি কেবলমাত্র একজন ক্রেতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিক্রেতা হতে পারে বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স আরোপ করলে বিক্রেতা বা ক্রেতার উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা আমদানি করে।

ভি এম সৈয়দ মোহাম্মদ অ্যান্ড কোম্পানি বনাম দ্য স্টেট অফ অন্ধ্র (২)-এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে ভারত সরকারের আইন ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক তালিকায় এন্ট্রি ৪৮-এ "পণ্য বিক্রির উপর ট্যাক্স" আরোপ করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত কিনা। ক্রেতার উপর কর। এটি করা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, এবং এটি দেখা গেছে যে সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥-তে এন্ট্রি ৫৪ এন্ট্রি ৪৮-তে "বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর" শব্দগুলির প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এর ফলে এন্ট্রি ৪৮ দ্বারা পূর্বে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিকে প্রসারিত করা হবে না কিন্তু "সেই সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিতে কী নিহিত ছিল তা কেবল স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।" যখন অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এবং ব্যাখ্যাটি একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা উল্লেখ করে, তখন তারা কেবলমাত্র সম্মতি দেয় এন্ট্রি ৫৪-এর শর্তাবলী, এবং এই শব্দগুলিকে তাই বিক্রির কর দেওয়ার ক্ষমতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হিসাবে বোঝানো যায় না, একটি সর্বদা ক্রেতার বিরুদ্ধে উপলব্ধ, কারণ এটির প্রকৃতিতে তাকে অবশ্যই রাজ্যের মধ্যে থাকতে হবে এবং অন্যটি একজন বিক্রেতার বিরুদ্ধে যদি সে এখতিয়ারের মধ্যে থাকে তবে ক্ষমতা এক এবং অবিভাজ্য হয় যখন ব্যাখ্যায় উল্লেখিত শর্তগুলি একজন বিক্রেতার বিরুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়। আইনসভা হিসাবে ক্রেতা নির্ধারণ করতে পারে ।

ব্যাখ্যার ভাষা, এটি চিহ্নিত করা উচিত, এই ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোন সীমাবদ্ধতা বা শর্ত আরোপ করে না। এটি সাধারণ এবং অযোগ্য, এবং বিক্রেতা রাজ্যের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক না কেন, যে সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যগুলি ট্যাক্সিং রাজ্যে ভোগের জন্য সরবরাহ করা হয় তা বুঝতে পারবে। একটি বিক্রেতা যদি রাজ্যের মধ্যে থাকে তবেই তার উপর কর আরোপ করা যেতে পারে

(১) [১৯৫৩] এস. সি. আর. ১০৬৯. (২) [১৯৫৪] এস. সি. আর. ১১১৭।

ব্যাখ্যায় এমন শব্দ যোগ করুন যা সেখানে নেই এবং এর জন্য কোন যুক্তি নেই। অন্যদিকে, বিক্রেতা বা ক্রেতাকে কর দিতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ক্ষমতা আইনসভায় কেন ন্যস্ত করা উচিত ছিল তার উপযুক্ত কারণ রয়েছে। ব্যাখ্যার অধীনে আরোপিত কর প্রকৃতপক্ষে ভোক্তা-ক্রেতার উপর পড়ে। যদিও এটা সম্ভব যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পণ্যের রেফারেন্সে ক্রেতার উপর কর কার্যকরভাবে আরোপ করা যেতে পারে, এটি অবশ্যই ঘটতে হবে যে অন্যান্য ধরণের পণ্যের রেফারেন্সে, উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান আপীলে ওষুধ, এটি করা যাবে না, এবং, যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি একটি "পরিচিত এবং অনুমোদিত ডিভাইস" যা বিক্রেতাকে কর সংগ্রহের জন্য রাজ্যের এজেন্ট হিসাবে তৈরি করে। তারা বিক্রেতা বা ক্রেতাকে কর দেবে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য এটি রাজ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, ব্যাখ্যা ব্যবহার দ্বারা অনুমোদিত এবং কর্তৃপক্ষের দ্বারা সমুন্নত কর আইনের একটি পরিচিত নীতিকে কেবলমাত্র স্বীকৃতি দিয়েছে।

তারপরে দাবি করা হয়েছিল যে বিহারে কর দেওয়ার প্রস্তাবিত বিক্রয় সংঘটিত হয়নি কারণ পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে সেখানে নয় বরং বাংলায় ব্যাখ্যা দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল। যুক্তি হল যে ব্যাখ্যায় "প্রকৃত ডেলিভারি" শব্দগুলি গঠনমূলক বা প্রতীকী ডেলিভারির বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ পণ্যের শারীরিক বিতরণ, যে পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সালের আইন III) এর ধারা ৩৯(১) এর অধীনে। সাধারণ বাহক হল ক্রেতার এজেন্ট, এবং তাই বাংলায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পণ্যের ডেলিভারি বাংলায় ক্রেতার কাছে প্রকৃত ডেলিভারি ছিল। ধারা ৩৯(১) নিম্নরূপ:

"যেখানে বিক্রয়ের চুক্তি অনুসারে, বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পণ্য প্রেরণের জন্য অনুমোদিত বা প্রয়োজনীয়, পণ্য সরবরাহকারীর কাছে সরবরাহ করা, ক্রেতার দ্বারা নাম দেওয়া হোক বা না হোক, ক্রেতার কাছে প্রেরণের উদ্দেশ্যে, বা নিরাপদ হেফাজতের জন্য একটি ঝাঁকে ঝাঁকে পণ্য সরবরাহ করা প্রাথমিকভাবে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ বলে মনে করা হয়"।

একটি সাধারণ ক্যারিয়ারের কাছে ডেলিভারি ক্রেতার কাছে প্রকৃত ডেলিভারি যে বিতর্ককে সমর্থন করার জন্য এই বিভাগে কী আছে তা দেখা কঠিন। অধ্যায়

তাই বলে না অন্যদিকে, এটি এই অনুমানে এগিয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে, ক্রেতার কাছে কোনো ডেলিভারি ছিল না, প্রকৃত বা অন্যথায়, একটি জিনিসকে শুধুমাত্র কিছু বলে মনে করা হচ্ছে, যখন বাস্তবে এটি তা নয়, এবং তারপরে এটির উপর আইন করা হয়। একটি অপ্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে যে একটি সাধারণ বাহককে সরবরাহ করা প্রাথমিকভাবে ক্রেতার কাছে সরবরাহ বলে গণ্য হবে। এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কি? ট্রানজিট চলাকালীন পণ্য হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কার ক্ষতি হবে তা ঠিক করার জন্য ধারা ৩৯(২) থেকে এটি স্পষ্ট হবে। কিন্তু যেখানে এই ধরনের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে অপ্রকৃত ঘটনাকে উপেক্ষা করতে হবে এবং জিনিসপত্র আসলেই ডেলিভারি করা হয়েছে কিনা তা বাস্তবতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পণ্য বিক্রয় আইনের ৫১(১) ধারার একটি রেফারেন্স খুবই শিক্ষামূলক। এটি নিম্নরূপ সঞ্চালিত হয়:

"ক্রেতার কাছে ট্রান্সমিশনের উদ্দেশ্যে পণ্যগুলিকে ট্রানজিট চলাকালীন বলে গণ্য করা হয় যখন সেগুলি কোনও বাহক বা অন্য বেইলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, যতক্ষণ না ক্রেতা বা তার এজেন্ট এই জাতীয় বাহক বা অন্যের কাছ থেকে সেগুলি সরবরাহ না করে বেইলি"

এই ধারায়, "ডেলিভারি" শব্দটি বিক্রেতার দ্বারা সাধারণ বাহকের কাছে পণ্য সরবরাহ এবং সাধারণ বাহকের দ্বারা ক্রেতার কাছে বিতরণ উভয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি উভয়ই প্রকৃত ডেলিভারি হতে পারে না, কারণ একটি বিক্রয়ের অধীনে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলি আসলে একবারই বিতরণ করা যেতে পারে। যদি সাধারণ বাহকের কাছে পণ্যের ডেলিভারি প্রকৃত ডেলিভারি হয়ে থাকে, তবে ক্রেতা সাধারণ বাহকের কাছ থেকে পণ্যের দখল নেওয়ার সময় ডেলিভারির প্রকৃতি কী? এটি পণ্যের ভৌত ডেলিভারিও, এবং তাই আপিলকারীর নিজস্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রকৃত ডেলিভারি।

আসল বিষয়টি হল যে যদিও কিছু উদ্দেশ্যে সাধারণ বাহকের কাছে ডেলিভারি ক্রেতার কাছে ডেলিভারি হিসাবে বিবেচিত হয়, সেখানে প্রকৃতপক্ষে এবং এর জনপ্রিয় অর্থে ডেলিভারি হয়, শুধুমাত্র যখন ক্রেতা পণ্যের দখল পায় এবং এটিই এটি দ্বারা বোঝানো হয় শব্দ "প্রকৃত বিতরণ"। যখন ধারা ৫১(১) ক্রেতা বা তার এজেন্টের কাছে ডেলিভারি বোঝায়, তখন এটি প্রকৃত ডেলিভারি বোঝায়, এবং ৩৯(১) ধারার বিবেচনায় সাধারণ ক্যারিয়ারের কাছে ডেলিভারি গঠনমূলক বলে বিবেচিত হয়৷ অধ্যায়, এটি লক্ষ্য করা হবে, যে পদে অগ্রসর হয় যে a

সাধারণ বাহক প্রকৃত ডেলিভারির রেফারেন্স সহ ক্রেতার এজেন্ট নয়। তিনি তার কাছে পণ্য প্রেরণের জন্য ক্রেতার এজেন্ট।

এই অবস্থানটি ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এইভাবে পার্ক, বি, জেমস বনাম গ্রিফিন (১) নিম্নলিখিত শর্তে বর্ণনা করেছেন:

"যেকোন বর্ণনার বাহকের কাছে পণ্যের বিক্রেতার দ্বারা বিক্রী করা, হয় স্পষ্টভাবে বা বিক্রেতার দ্বারা নামকরণের দ্বারা, এবং যিনি তার অ্যাকাউন্টটি বহন করতে চান, তা বিক্রেতার কাছে একটি গঠনমূলক বিতরণ; তবে বিক্রেতার একটি অধিকার আছে যদি অপরিশোধিত, এবং যদি বিক্রেতা দেউলিয়া হয়, পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগে পুনরুদ্ধার করা, বা এমন কাউকে যাকে তিনি তার এজেন্ট বলতে চান, তার দখলে নিতে এবং তার জন্য পণ্যগুলি রাখতে পারেন এবং এর মাধ্যমে বিক্রেতাকে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। একই পরিস্থিতিতে যেন সে প্রকৃত দখলের সাথে বিচ্ছেদ করেনি.....বিক্রেতা বা তার এজেন্টের কাছে প্রকৃত ডেলিভারি, যা ট্রানজিটাস বা উত্তরণের অবস্থাকে শেষ করে দেয়, হতে পারে বিক্রেতার নিজস্ব গুদাম, বা এমন একটি জায়গায় যা সে তার নিজের হিসাবে ব্যবহার করে, যদিও অন্যের অন্তর্গত, পণ্য জমার জন্য: (স্কট বনাম প্রেটিট(২): রোয়ে বনাম পিকফোর্ড (৩)); যেখানে তার অর্থ হল ডিক্সন বনাম বান্ডওয়েন (৪) থেকে আদেশের মাধ্যমে তাদের কাছে পণ্যগুলি থাকা পর্যন্ত বা এটি কোনও বিন্দুতে বিক্রেতার মালিকের দ্বারা হতে পারে যা মূল উদ্দেশ্যের চেয়ে কম হয়; গন্তব্য"। এক্সপার্ট রোজভিয়ার চায়না ক্লে কোম্পানিতে। রি-তে কক(৫) জেমস, এলজে বলেছেন:

"কর্তৃপক্ষ দেখায় যে বিক্রেতার ট্রানজিটুতে থামার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ না পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে ক্রেতার হাতে না আসে, বা এমন কারোর যে তার ভৃত্য বা এজেন্টের চরিত্রে সেগুলি গ্রহণ করে"।

একই ক্ষেত্রে, ব্রেট, এলজে, নিম্নলিখিত শর্তে অবস্থানটি আরও সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছিলেন:

"এই চুক্তিতে বিক্রেতাদের দ্বারা কাদামাটি নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এবং জাহাজে রাখা হয়েছিল, এর মধ্যে থাকা সম্পত্তি ক্রেতার কাছে চলে যায় এবং

(১) ২এম. এবং ডব্লু. ৬২৩; ১১৫ ই আর ., ৯০৬, ৯১০. (২) [১৮০৩] ৩ বি. & পি. ৪৬৯।

(৩) [১৮১৭] ৮ টান্ট, ৮৩. (৪) [১৮০৪] ৫ পূর্ব ১৭৫.

(৫) ১১ চ. ডি. ৫৬০.

বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একই সময়ে, পরবর্তীদের কাছে দাবির বিতরণ ছিল। কিন্তু এটি একটি গঠনমূলক ছিল না প্রকৃত ডেলিভারি।"

একই বিজ্ঞ বিচারক আবার কেন্ডাল বনাম মার্শাল (১) এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"যেখানে পণ্যগুলি বিক্রেতার দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে এবং বিক্রেতার কাছে প্রেরণ করার জন্য তার দ্বারা একটি ক্যারিয়ারের কাছে বিতরণ করা হয়েছে, সেখানে ভেন্ডির মধ্যে একটি গঠনমূলক দখল বিদ্যমান"।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে ঘোষিত আইনটি ইংলিশ সেল অফ গুডস অ্যাক্টের ধারা ৩২(১) এ মূর্ত হয়েছে, যা ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ৫১(১) ধারায় পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। বেঞ্জামিন অন সেলস, অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৮৯ দেখুন যেখানে ক্রেতার পক্ষে ক্যারিয়ারের দখলকে "গঠনমূলক যদিও এখনও প্রকৃত দখল নয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদনুসারে এটি অবশ্যই ধরে নেওয়া উচিত যে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় "প্রকৃত ডেলিভারি" অভিব্যক্তিটির অর্থ ক্রেতা বা তার এজেন্টের কাছে পণ্য সরবরাহ করা, এবং সাধারণ বাহকের কাছে বিতরণ প্রকৃত ডেলিভারি নয়, এবং যে, এই ক্ষেত্রে, পণ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিতরণ করা হয়নি যখন সেগুলি সাধারণ বাহকের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল তবে বিহারে যখন সেগুলি ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীর এই বিরোধও খারিজ করতে হবে।

ফলস্বরূপ, আপিলটি, আমার রায়ে, খরচ সহ প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

বিচারপতি সিনহা-আমার ভাই, এস.আর. দাস, এন.এইচ. ভগবতী, বি. জগন্নাধাদাস এবং টি.এল. ভেঙ্কটরামা আইয়ার দ্বারা প্রস্তুত করা রায়গুলি বিবেচনা করার সুবিধা পেয়েছি৷ আমার ভাই এস.আর. দাসের যথাক্রমে রায়ের মধ্যে থাকা দুটি দৃষ্টিভঙ্গির যত্নশীল এবং উদ্বেগজনক বিবেচনা করার পরে যে দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২) এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত, এবং আমার ভাই টি.এল. ভেঙ্কটরামা আইয়ার সম্পর্কে যে এটি অনুসরণ করা উচিত, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিটি আরও গ্রহণযোগ্য।

আমরা সবাই একমত যে বর্তমান মামলাটি পরিচালিত

(১) ১১ কিউ. বি. ডি. ৩৫৬, ৩৬৪. (২) [১৯৫৩] এস. সি. আর . ১০৬৯।

এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের দ্বারা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে মামলাটি যদি আইনের সঠিক শাসনের ব্যবস্থা করে তবে এই আপিলটি খারিজ করা উচিত। আমরা আরও একমত যে সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদের ভাষা যার উপর মামলাটি নির্ভর করে তা আনন্দদায়ক এবং অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত নয়, ফলে সেই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সন্দেহ ও অসুবিধামুক্ত নয়। ২৮৬ ধারার নির্মাণের সাথে জড়িত ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন V. শানমুঘা বিলাস কাজুবাদাম ফ্যাক্টরি () রাজ্যে রিপোর্ট করা এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা মামলার ক্ষেত্রে, আদালত তার মতামতে বিভক্ত ছিল। যে অনুচ্ছেদগুলির ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। বর্তমান মামলায় আদালত যে তীক্ষ্ণভাবে বিভক্ত তাও অসুবিধার ওপর জোর দেয়। শুরুতেই আমাদের যে প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে হবে তা হল দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম দ্য ইউনাইটেড মোটরস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২)-এ এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত আমাদের অনুসরণ করা উচিত কি না। আমরা সকলেই একমত যে সঠিক ক্ষেত্রে এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে ফিরে যাওয়া বৈধ; কিন্তু আমরা আবার বিভক্ত যে এটি তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার উপযুক্ত উপলক্ষ কিনা। আমার ভাই জগন্নাধাদাস এবং ভেঙ্কটরামা আইয়ারের দেওয়া কারণগুলির জন্য, আমি তাদের সাথে একমত হব। মামলার ফলাফলে আগ্রহী সকল পক্ষের কথা শোনার পর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হয়নি। মামলার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট পক্ষই নয়, বর্তমান মামলায় হস্তক্ষেপকারীর মাধ্যমে বেশ কয়েকটি রাজ্যের কথাও শোনা গেছে। খুব পূর্ণাঙ্গ শুনানির পর আদালত তার রায় দিয়েছেন যা একটি অত্যন্ত বিস্তৃত, মামলার প্রতিবেদনটি ৬০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এটা সত্য যে, আমার ভাই এস.আর. দাসের রায়ে প্রমানিত বিপরীত মতের পক্ষে অনেক কিছু বলা যেতে পারে; কিন্তু, আমার মতে, শুধুমাত্র এই কারণে যে বিতর্কের পয়েন্টগুলি নিয়ে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া যেতে পারে এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়ের পর্যালোচনা করার জন্য আমাদের যথেষ্ট ন্যায্যতা নয়। এটি ভারতীয় সংবিধানের কোন প্রাসঙ্গিক বিধান বা কোন প্রস্তাব করা হয়নি

(১) [১৯৫৪] এস. সি. আর . ৫৩. (২) [১৯৫৩] এস. সি. আর . ১০৬৯।

এই আদালত তার আগের রায় ঘোষণা করার সময় আইনের অন্যান্য বিধান উপেক্ষা করেছিল; বা এটা প্রস্তাব করা হয় না যে এই আদালত পূর্ববর্তী সময়ে ভ্রান্ত অনুমানের উপর অগ্রসর হয়েছিল। সংবিধানের অধীনে এবং এমনকি অন্যথায় এই আদালতকে স্বাভাবিকভাবেই দেশটি আইন ও সংবিধানের রক্ষক হিসাবে বিবেচনা করে এবং যদি এই আদালত তার আগের সিদ্ধান্তগুলিকে কেবল এই ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে যে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, তবে মামলাকারী জনগণকে উত্সাহিত করা যেতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সুযোগ নেওয়া সবসময়ই সার্থক বলে মনে করা। আইনগত অবস্থানের সুনির্দিষ্টতা এবং নিশ্চিততা আইনের শাসনের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য শর্ত। আমার মতে, অতএব, এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে পর্যালোচনা করা উচিত যেমনটি আমার ভাই জগন্নাধাদাস এবং ভেঙ্কটরামা আইয়ার দ্বারা উল্লেখিত মামলাগুলিতে প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির অনুশীলন। যদি এই আদালত সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যা আইনসভার গ্রহণযোগ্যতার জন্য নিজেকে প্রশংসিত করে না, তবে পরবর্তীটি প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারে, যেমনটি সাম্প্রতিক অতীতে করা হয়েছে।

হাতে থাকা মামলার যোগ্যতার দিকে এসে, আমরা সকলেই একমত যে সংবিধানের ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা একটি আইনি ব্যাখ্যা তৈরি করেছে যার ফলস্বরূপ একটি আন্তঃবিভাগের বিক্রয় বা ক্রয় অংশ নেওয়ার লেনদেন। -রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে দেশীয় লেনদেন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অপ্রকৃত ঘটনাতে স্থানীয়ভাবে বিক্রয় বা কেনাকাটা রয়েছে যা ব্যাখ্যা দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে, এই ধরনের লেনদেনগুলিকে রূপান্তরিত করে যা অন্যথায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিক্রয় বা ক্রয়কে একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে বিক্রয় বা কেনাকাটায় একটি অর্থে একটি শ্রেণীতে রাখা হয়েছে যা থেকে আলাদা এবং আলাদা। ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের মূল অংশে "রাজ্যের বাইরে" বিক্রয় বা ক্রয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা কোনও রাজ্যের দ্বারা কর আরোপ নিষিদ্ধ করে। আমাদের মধ্যে একটি সাধারণ চুক্তি আছে, আমি এটি গ্রহণ করি যে, অপ্রকৃত ঘটনা তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল একই লেনদেনের একাধিক কর রোধ করা, তবে, এটি যোগ করা যেতে পারে, এই ধরনের লেনদেনের কর আরোপ করা বন্ধ করার জন্য নয়। আমরাও একমত যে পূর্ণ প্রভাব থাকা আবশ্যক

আইনী অপ্রকৃত ঘটনাতে দেওয়া হবে এই অনুমানে যে বাস্তব অবস্থাই আসল। এইভাবে একটি আইনি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এবং সুযোগের প্রশ্নে সাধারণ নীতির সাথে একমত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা আবারও এই প্রশ্নে বিভক্ত হয়েছি যে আইনী ব্যাখ্যাটি তার বাস্তব প্রয়োগে কতদূর বহন করা উচিত। আমার ভাই ভেঙ্কটরামা আইয়ারের দেওয়া কারণগুলির জন্য, আমি তার সাথে একমত যে ব্যাখ্যার দ্বারা নির্মিত অপ্রকৃত ঘটনাটি রাজ্যের কর ক্ষমতার মধ্যে এমন একটি বিক্রয় নিয়ে আসে যার মধ্যে এই ধরনের বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে বলা হয়। এই ধরনের ফলাফল এই ধারণার দ্বারা নয় যে ব্যাখ্যাটি ইতিবাচকভাবে প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রকে বিক্রয় কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করেছে, তবে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ বিক্রয় অনুচ্ছেদের ২৮৬(১)(ক) এর মূল অংশে থাকা নিষেধাজ্ঞার সুযোগের বাইরে রয়েছে বলে ধরে নিয়ে) যা "রাজ্যের বাইরে" বিক্রয়ের উপর কর আরোপকে নিষেধ করে। ব্যাখ্যাটি ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পড়তে হবে এবং এইভাবে পড়লে, এর অর্থ নেতিবাচকভাবে বোঝা যায় যে একটি একটি রাজ্যের বাইরে বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপ করা যায় না এবং প্রয়োজনীয় অর্থের দ্বারা, একটি বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে নির্দেশিত নিষেধাজ্ঞার বাইরে পতিত হিসাবে সেই রাজ্যের দ্বারা একটি বিক্রয় বা ক্রয় কর আরোপ করা যেতে পারে। অন্য কথায়, রাজ্যের বাইরের পণ্য; পণ্যের বিক্রয় বা ক্রয়কে ২৮৬(১)(ক) অনুচ্ছেদে থাকা নিষেধাজ্ঞার বাইরে বলে ঘোষণা করা হলেই, ৭ তম তালিকার ॥ এর আইটেম ৫৪ সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৪৬-এ অন্তর্ভুক্ত একটি কর আরোপের রাষ্ট্রের ক্ষমতা তফসিল কার্যকর হয়। আমার ভাই এস.আর. দাস দ্বারা উত্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমি নিজেকে একমত খুঁজে পাই না কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অপ্রকৃত ঘটনার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যা স্বীকার করে যে একাধিক কর রোধ করা হয়েছিল। একাধিক কর রোধ করার পাশাপাশি তাঁর দ্বারা উত্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনও রাজ্য দ্বারা বিক্রয় কর আরোপকে নিষিদ্ধ করার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত যায়। এটা আমার মতে সংবিধানের উদ্দেশ্য ছিল না। যেখানে বিক্রয় বা ক্রয়ের লেনদেনের উপর একাধিক বিক্রয় কর আরোপ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহে বাধা হতে পারে, সেখানে একটি একক রাজ্য দ্বারা বিক্রয় কর আরোপ করা হয় যেখানে বিক্রয় হয়।

ব্যাখ্যার কারণে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হয় এমন একটি প্রভাব হিসাবে অনুমান করা যায় না। আমার বিদগ্ধ ভাই ভেঙ্কটরামা আইয়ারের দ্বারা উত্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি সংবিধানের ৩০১ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করা এইভাবে সংবিধানের স্বীকৃত উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। যা প্রদান করে যে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং আন্তঃসম্পর্ক ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে বিনামূল্যে থাকবে। আমার মতে, আইনি ব্যাখ্যার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আমার বিদগ্ধ ভাই এস আর দাস যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন তা সেই অপ্রকৃত ঘটনাকে পূর্ণ প্রভাব দিতে পারে না। ২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (২) ব্যাখ্যা সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর সাপেক্ষে নাকি এর বিপরীতে এই প্রশ্নটির সাথে যুক্ত। আমার মতে, আমার বিদ্বান ভাই ভেঙ্কটরামা আইয়ারের দেওয়া কারণগুলির জন্য আরও ভাল দৃষ্টিভঙ্গি হল যে সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদের ধারা (২) ব্যাখ্যা সহ পঠিত অনুচ্ছেদ ২৮৬(১)(ক) এর অধীন। সামগ্রিকভাবে, অতএব, আমি এই মতের সাথে একমত যে ১৯৫৩ সালে এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত এস. সি. আর. ১০৬৯ ভাল রাখা এবং বর্তমান বিতর্ক এছাড়াও পরিচালনা করা উচিত. এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে আমি খরচ সহ এই আপিলটি খারিজ করব।

আদালতের মাধ্যমে।- আপিলটি অনুমোদিত এবং একটি আদেশ জারি করা হবে যাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথা প্রদান করে, বিহার রাজ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের বাইরের ডিলারদের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা থেকে বিরত থাকে। যেগুলি আন্তঃ-রাজ্য বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সংঘটিত হয়েছে যদিও পণ্যগুলি বিহারে ব্যবহারের জন্য এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। এই আদালতে এবং নীচের আদালতে আপীলকারীর খরচ রাষ্ট্রকে দিতে হবে। হস্তক্ষেপকারীদের তাদের নিজেদের খরচ বহন করতে হবে এবং দিতে হবে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।